শিক্ষাক্রম ২০২২

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: বাংলা | ষষ্ঠ শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

সহযোগিতামূলক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ষষ্ঠ শ্রেণির বাৎসরিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয় : বাংলা

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৩

বাৎসরিক মূল্যায়ন : বাংলা

শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আপনারা মূল্যায়ন করেছেন। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি এসাইনমেন্ট বা কাজ শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে হয়েছে, বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শিক্ষার্থীরা সমাধা করবে। এই কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, কাজের প্রক্রিয়া, ফলাফল, ইত্যাদি সবকিছুই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। মূল্যায়নের নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শুরু করে এই কার্যক্রম চলাকালে বিভিন্নভাবে আপনি শিক্ষার্থীকে সহায়তা দেবেন, তবে কাজের প্রক্রিয়া কী হবে বা সমস্যা সমাধান কীভাবে করতে হবে তা শিক্ষার্থীরাই নির্ধারণ করবে। কাজের বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকে আপনি শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা কীভাবে নিরূপণ করবেন, তার বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তী অংশে দেয়া আছে।

শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই বাংলা বিষয়ের শিখনকালীন মূল্যায়ন চলমান আছে, যা শিখন অভিজ্ঞতাসমূহের বিভিন্ন ধাপে আপনারা পরিচালনা করছেন। এই মূল্যায়নের একটা বড় অংশ হলো শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদান, যার মূল উদ্দেশ্য তাদের শিখনে সহায়তা দেয়া। এই চলমান মূল্যায়নের তথ্য শিক্ষার্থীর পাঠ্যবই, তাদের করা বিভিন্ন কাজের নমুনা যেমন: পোস্টার, মডেল, প্রশ্নপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। এর বাইরেও বছর জুড়ে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক ব্যবহার করে আপনারা শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড রেখেছেন। এছাড়া ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় নির্ধারিত কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের সাহায্যে আপনারা মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করেছেন। পরবর্তীতে শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করবে এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে তার মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। এই মূল্যায়নের তথ্যের সাথে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।

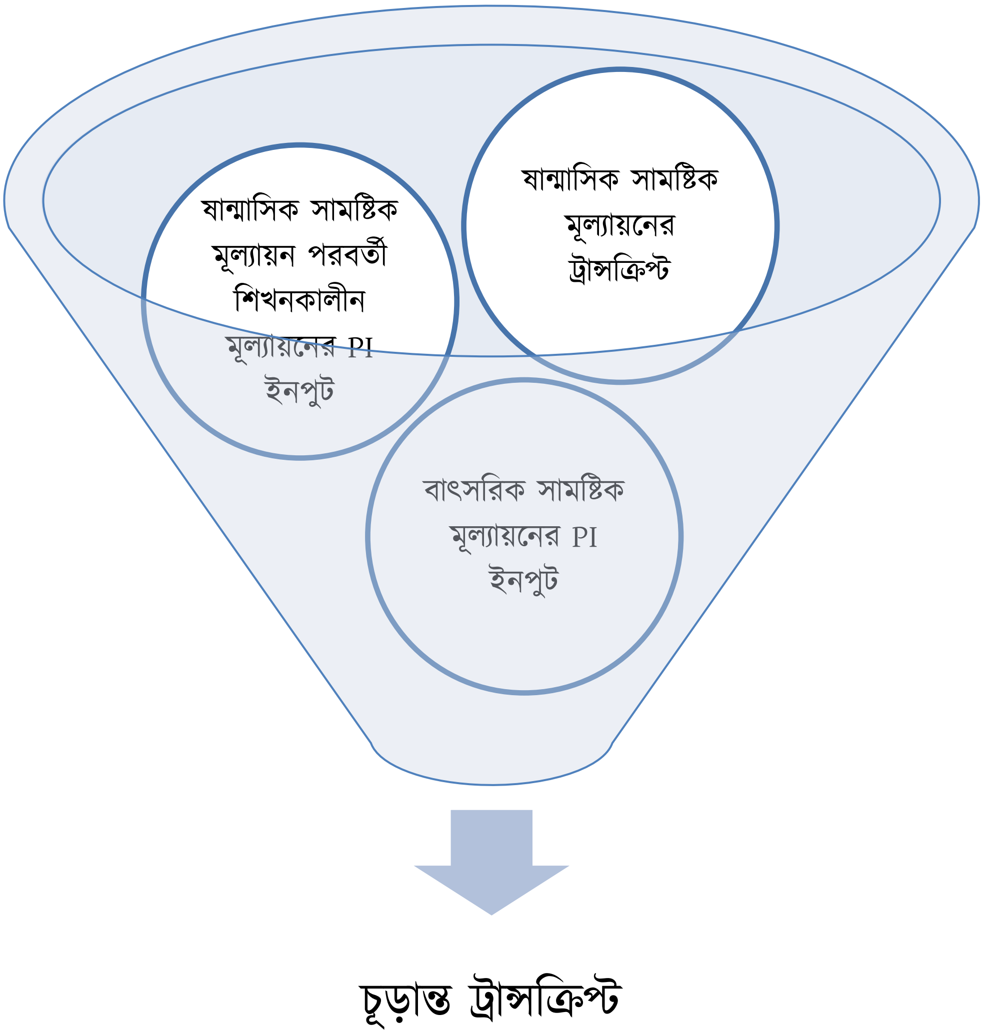

সাধারণ নির্দেশনা:

- শুরুতেই ষান্মাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিয়ে বাংলা বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালিত হবে তার নিয়মাবলি শিক্ষার্থীদের জানাবেন। এই মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা কী সেটা যেন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। ষষ্ঠ শ্রেণির মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন যাতে সবাই ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য প্রদত্ত কাজটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে সর্বমোট তিনটি সেশন বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম দুইটি সেশনে ৯০ মিনিট করে, এবং শেষ সেশনে দুই ঘণ্টা (বা বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা অনুযায়ী) সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজগুলো শেষ করবেন। তবে শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বেশি হলে শিক্ষক শেষ সেশনে কিছুটা বেশি সময় ব্যবহার করতে পারেন।
- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।
- শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কাজ সেশন চলাকালেই করবে, বাড়িতে গিয়ে করার জন্য খুব বেশি কাজ না রাখা ভালো। মনে রাখতে হবে এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে এবং পুরো অভিজ্ঞতাটি যেন তাদের জন্য আনন্দময় হয়।

- উপস্থাপনে যথাসম্ভব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেবেন, উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকদের যাতে কোনো আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন, মডেল/পোস্টার/ছবি ইত্যাদির চাকচিক্যে মূল্যায়নে হেরফের হবে না। বরং বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ, সম্ভব হলে ফেলনা জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দিন।
- বিষয়ভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজনে পাঠ্যবই বা যেকোনো উৎস শিক্ষার্থী ব্যবহার করতে পারবে। তবে কোনো উৎস থেকেই হুবহু তথ্য তুলে দেয়ায় উৎসাহ দেবেন না, বরং তথ্য ব্যবহার করে সে নির্ধারিত সমস্যার সমাধান করতে পারছে কি না, এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারছে কি না তার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করবেন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত শিখন যোগ্যতাসমূহ:

ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে ইতোমধ্যে এই শ্রেণির জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা চর্চা করার সুযোগ পেয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী অর্পিত কাজটি সাজানো হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক শিখন যোগ্যতাসমূহ:

যোগ্যতা ৬.১: পরিবেশ-পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তির আগ্রহ-চাহিদা অনুযায়ী মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ করতে পারা।

যোগ্যতা ৬.২: নতুন ও পরিবর্তিত প্রতিবেশে প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারা।

যোগ্যতা ৬.৩: শব্দের শ্রেণি ও অর্থবৈচিত্র্যকে বিবেচনায় নিয়ে ভাব ও যতি অনুযায়ী বিভিন্ন অর্থবৈচিত্র্যমূলক বাক্য তৈরি করতে পারা।

যোগ্যতা ৬.৪: প্রায়োগিক, বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক, বিশ্লেষণমূলক ও কল্পনানির্ভর কোনো লেখা পড়ে বিষয়বস্তু বুঝে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করতে পারা।

যোগ্যতা ৬.৫: সাহিত্যের প্লট, চরিত্রায়ণ, মূলভাব ও রূপরীতি বুঝতে পারা, নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে বোধ ও চেতনার সমৃদ্ধি ঘটানো এবং নিজের কল্পনা ও অনুভূতি প্রয়োগ করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করা।

যোগ্যতা ৬.৬: দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বর্ণনা লিখতে পারা, অনুভূতি উপস্থাপন করতে পারা এবং বিভিন্ন ছক, সারণি, ছবিতে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্তকে বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় লিখতে পারা।

যোগ্যতা ৬.৭: কোনো বক্তব্য, ঘটনা বা বিষয়কে মনোযোগ সহকারে দেখে, শুনে বা স্পর্শ করে যথাযথভাবে বোঝার জন্য কৌতূহলমূলক প্রশ্ন করতে পারা, নিজের অভিমতের যথার্থতা ফলাবর্তনের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে পারা এবং ইতিবাচকভাবে অন্যের মতের সমালোচনা করা।

- কাজের সারসংক্ষেপ

  প্রকল্প মূলভাবনাঃ বার্ষিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীরা একটি সাহিত্য মেলা আয়োজন করবে। সাহিত্য মেলায় দলগতভাবে নিজেদের সাহিত্যকর্ম রচনা করে প্রদর্শন ও উপস্থাপন করবে এবং একে অপরের সাহিত্য রচনার বৈশিষ্ট্য, রূপরীতি ও বিষয়বস্তুকে মূল্যায়ন করবে।

বিশেষ নির্দেশনা: নিয়মিত উপকরণের পাশাপাশি পোস্টার উপস্থাপনের ক্ষেত্রে পোস্টারের বদলে ক্যালেন্ডার ফাঁকা পৃষ্ঠা বা অন্য বিকল্প ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া শিক্ষার্থীরা তাদের চারপাশের ব্যবহৃত দ্রব্য, ফেলনা জিনিস ইত্যাদি ব্যবহার করে সে বিষয়ে উৎসাহ দিন।

- ধাপসমূহ:
  - **ধাপ ১ (প্রথম কর্মদিবস : ৯০ মিনিট)**

কাজ ১: দলে আলোচনা ও পরিকল্পনা করা: (৩০ মিনিট)
প্রথমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কিছু দলে ভাগ করে দেবেন। প্রতি দলের পক্ষ থেকে ৩ – ৪ টি সাহিত্য উপাদান (গল্প, কবিতা, ছড়া, সংগীত, রচনা ইত্যাদি) নির্বাচন করে তৃতীয় দিনে একটি সাহিত্য মেলার আয়োজন করার নির্দেশনা দিবেন। শিক্ষার্থী বাংলা পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য উৎস পর্যালোচনা করে দলীয় ভাবে সীদ্ধান্ত নিবে তারা এককভাবে কে কি ধরণের সাহিত্য রচনা করতে চায়।

কাজ-২: সাহিত্য রচনা করা: (৬০ মিনিট)
মূল্যায়ন উৎসবের দিন সাহিত্য মেলায় প্রদর্শন করার জন্য শিক্ষার্থীরা এককভাবে যেকোনো এক ধরনের একটি সাহিত্য (গল্প, কবিতা, ছড়া, সংগীত, রচনা, প্রবন্ধ ইত্যাদি) নিজের কল্পনা, অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে রচনা করবে। এই কাজটি প্রথম দিন শিক্ষকের সামনে বসেই করতে হবে। শিক্ষক নিশ্চিত করবেন শিক্ষার্থী এককভাবে কাজটি করছে। শিক্ষার্থী তার লিখা রচনাটি দলগতভাবে সংগ্রহ করে দলের নাম উল্লেখ করে শিক্ষকের কাছে জমা দিয়ে যাবে।

*কোন শিক্ষার্থী যদি কোন বিশেষ চাহিদার কারণে সাহিত্য লিখে প্রকাশ করতে না পারে তাহলে তাকে অন্য যে কোন উপায়ে (আকা, সংগীত, ইশারা ইত্যাদি) তার অনুভূতি ও চিন্তা প্রকাশ করার সুযোগ করে দিতে হবে।
শিক্ষকের প্রস্তুতিঃ শিক্ষক পাঠ্যবই ছাড়াও সাহিত্যকর্ম আছে যেমন বই, পত্রিকার সাহিত্য পাতা ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রেণিকক্ষে নিয়ে আসবেন

যে পারদর্শিতাগুলো মূল্যায়ন করা হবেঃ
৬.৪.১ বিভিন্ন ধরনের লেখা বিশ্লেষণ ও তৈরি করতে পারছে
৬.৫.৩ নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ করতে পারছে
৬.৩.১ লেখায় শব্দের শ্রেণি বিবেচনায় নিতে পারছে
৬.৩.২ লেখায় শব্দের অর্থবৈচিত্র বিবেচনায় নিতে পারছে

  - **ধাপ ২ (দ্বিতীয় কর্মদিবস : ৯০ মিনিট)**

কাজ ১: সাহিত্য উপস্থাপন ও মূল্যায়ন করা: ৬০ মিনিট
এটি একটি দলীয় কাজ। দলীয়ভাবে সকলে মিলে তাদের দলের সদস্যদের কাজ মূল্যায়ন করে নিজেদের কাজগুলো থেকে ৩ থেকে ৪ টি সাহিত্য উপাদান নির্বাচন করবে। এই সাহিত্য নির্বাচন করার জন্য প্রতিটি দল একে একে নিজেদের কাজগুলো উপস্থাপন করবে এবং ছক অনুসরণ করে দলের একে অন্যকে মূল্যায়ন করবে (ছক ১), এক দল অন্যদলকে মূল্যায়ন করবে (ছক ২) এবং শিক্ষকও প্রতিটি দলের সবাইকে মূল্যায়ন করবে (ছক ৩) । উপস্থাপনের

সময়ই ছক অনুসরণ করে শিক্ষার্থী অন্য সকল শিক্ষার্থীকে একক মূল্যায়ন করে ফেলবে। একটি দলের উপস্থাপন শেষ হলে দলের মূল্যায়ন ছক অনুসারে শিক্ষার্থিদের প্রতিটি দলকে মূল্যায়ন করবে। শিক্ষক প্রতিটি দলের উপস্থাপন শেষে প্রতিটি দলকে মূল্যায়ন করবেন।

ছক ১: শিক্ষার্থী দলের সদস্যদের মূল্যায়ন ছক

দলের সদস্যদের নাম ও রোল:	দলের সদস্যদের সাহিত্যকর্মের নাম:	সাহিত্যকর্ম নিয়ে মূল্যায়নকারীর মতামত	মূল্যায়নকারীর নাম, রোল:	দর্শনার্থীর কাছে এই দলের সাহিত্যের কোন কর্মটিকে সবচেয়ে ভালো লেগেছে?

ছক ২: দলগত মূল্যায়নের জন্য একদল অন্যদলকে মূল্যায়ন করবে

মূল্যায়নকারী দলের নাম/ নাম্বার	
মূল্যায়িত দল	
যে সাহিত্যকর্ম সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে	
যে কারনে সাহিত্যকর্মটি ভালো লেগেছে	
দলের সবার মধ্যে সমন্বয়ের যে অংশটি ভালো লেগেছে	

ছক ৩: বিষয় শিক্ষকের মুল্যায়ন

মূল্যায়নকারী দলের নাম/ নাম্বার	
যে সাহিত্যকর্ম সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে	
যে কারনে সাহিত্যকর্মটি ভালো লেগেছে	
দলের সবার মধ্যে সমন্বয়ের যে অংশটি ভালো লেগেছে	
দলের উপস্থাপন সম্পর্কে মতামত	

কাজ ২: মেলায় উপস্থাপন উপযোগী নিজ দলের সাহিত্য নির্বাচন - ৩০ মিনিট

সবার উপস্থাপন শেষ হলে, দল নিজেদের মুল্যায়ন ছকগুলো বিশ্লেষণ করে নিজেদের তৈরি সাহিত্যকর্ম থেকে মেলায় উপস্থাপনের উপযোগী সাহিত্যকর্ম গুলো নির্বাচন করবে। এই কাজটি করার সময় শিক্ষক দল ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন।

শিক্ষকের প্রস্তুতিঃ শিক্ষক প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছক সেশনের পুর্বে অনুলিপি তৈরি করে রাখবেন। অথবা শিক্ষার্থীদের হাতে লিখে ছক তৈরি করতে বলবেন।

যে পারদর্শিতাগুলো মূল্যায়ন করা হবেঃ
৬.৫.২ সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারছে
৬.৬.১ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশ্নের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে এর যথার্থতা নিশ্চিত করতে পারছে
৬.১.১ নিজের এবং অন্যের প্রয়োজন ও আবেগ বিবেচনায় নিয়ে যোগাযোগ করতে পারছে
৬.১.২ মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ করতে পারছে
৬.৬.২ নিজের মত প্রকাশ করছে ও অন্যের মতামত গ্রহণ করতে পারছে

- **ধাপ ৩ (তৃতীয় কর্মদিবস : ১২০ মিনিট)**

কাজ ১ : মেলায় উপস্থাপন

- মূল্যায়নের দিন সকল দল আলাদা আলাদা করে নিজেদের দল থেকে নির্বাচিত সাহিত্যকর্মগুলো নিজেদের জন্য নির্ধারিত স্থানে সাজিয়ে রাখবে। নিজেদের টেবিল/স্থান/ স্টল সাজাতে শিক্ষার্থী ৩০ মিনিট সময় পাবে।
- ৩০ মিনিট পর সকল দলের কাজ সকলে দেখার জন্য উন্মুক্ত হবে।
- যারা মেলায় আসবেন তারা দলের কাজ দেখে সকল মূল্যায়ন করবেন।
- একদল শিক্ষার্থী অন্যদল শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করবে এবং প্রয়োজনে মতামত দিবে। প্রশ্নের ভিত্তিতে ছক ৪ অনুসারে মূল্যায়ন করবে। এক্ষেত্রে একটি দল সর্বোচ্চ অন্য দুইটি দলকে মূল্যায়ন করবে। যেমন, ক দল, খ ও গ দলকে মূল্যায়ন করবে, খ দল গ ও ঘ দলকে মূল্যায়ন করবে, ঘ দল মূল্যায়ন করবে ক ও খ দলকে।

মূল্যায়ন ছক - ৪

দলের নাম বা নম্বর	দলের সদস্যদের নাম ও রোল:	সদস্যটি কি দলীয় আলোচনায় ইতিবাচকভাবে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছে? করলে/না করলে কীভাবে করেছে?	সদস্যটি কি দলীয় আলোচনায় নিজের কাজের সমালোচনা গ্রহণ করতে পেরেছে? করলে/না করলে কীভাবে করেছে?

যে পারদর্শিতাগুলো মূল্যায়ন করা হবেঃ

৬.৬.২ নিজের মত প্রকাশ করছে ও অন্যের মতামত গ্রহণ করতে পারছে

৬.২.১ বাংলা ধ্বনি ও শব্দের প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে

৬.২.২ প্রমিত ভাষায় কথা বলতে পারছে

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ বা PI পরিশিষ্ট ১ এ দেয়া আছে। শিক্ষার্থীর কোন পারদর্শিতা দেখে তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে তাও ছকে উল্লেখ করা আছে। নির্ধারিত কাজ যেই দিন সম্পন্ন হবে সেদিনই সংশ্লিষ্ট PI এর ইনপুট দেবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পরিশিষ্ট ২ এ সকল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক সংযুক্ত করা আছে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি ব্যবহার করে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

শিখনকালীন, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন সমন্বয়:

ইতোমধ্যে ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় প্রথম কয়েকটি শিখন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। একইভাবে বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক

সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।

ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন:

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কীভাবে শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের সমন্বয় করে ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছিল। একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া গেছে সেটিই উল্লেখ করা হয়েছিল।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে করা মূল্যায়নের তথ্যে একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া যাবে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করতে হবে।

কোনো শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি শিখনকালীন, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক সামষ্টিক মুল্যায়ন কোনো ক্ষেত্রেই PI এর ইনপুট না পাওয়া যায়, তাহলে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্টে সেই PI এর ইনপুটের জায়গা ফাঁকা থাকবে।

পরিশিষ্ট ৩ এ বাৎসরিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট দেয়া আছে। এই ফরম্যাট ব্যবহার করে প্রত্যেক পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জনের সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখপূর্বক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করবেন।

এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের রেকর্ড সংগ্রহের জন্য □, ○, △ এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হলেও ট্রান্সক্রিপ্টে এই চিহ্নগুলোর কোনো উল্লেখ থাকবে না। তবে ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাটে উল্লেখিত চিহ্নগুলোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পারদর্শিতার মাত্রা টিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে।

আচরণিক নির্দেশক

পরিশিষ্ট ৪ এ আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেয়া আছে। ষান্মাসিক মূল্যায়নের মতোই বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, পরিশিষ্ট ৫ এর ছক ব্যবহার করে আচরণিক নির্দেশকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ১০ টি বিষয়ের আচরণিক নির্দেশকের অর্জিত মাত্রা বা পর্যায়ের সমন্বয় করে চুড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/শ্রেণি শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ১০ জন বিষয় শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত BI এর ইনপুট সমন্বয় করে আচরণিক নির্দেশকের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করবেন।

আচরণিক নির্দেশকে ১০টি বিষয়ের সমন্বয়ের শর্তগুলো হলো:

- একটি আচরণিক নির্দেশকের জন্য ১০টি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী যেই পর্যায়টি সবচেয়ে বেশি বার পাবে সেইটিই হবে ঐ আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৩টি বিষয়ে △ এবং ৩টি বিষয়ে □ পায়, তবে ১ম আচরণিক নির্দেশকে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হলো ○।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোনো আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো একটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বার ইনপুট না পায়, অর্থাৎ একাধিক পর্যায়ে সমান সংখ্যক ইনপুট পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তারমধ্যে অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায় বিবেচনা করতে হবে।
    - উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৪টি বিষয়ে △ এবং ২টি বিষয়ে □ পায়, তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে △।
    - আবার কোনো শিক্ষার্থী একই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি ৪টি বিষয়ে ○, ২টি বিষয়ে △ এবং ৪টি বিষয়ে □ পায়, তবে তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে ○।

শ্রেণি উত্তরণ নীতিমালা

শ্রেণি উত্তরণের বিষয়ে দুইটি দিক বিবেচনা করা হবে;

১। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার,

২। বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা।

১। শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে কিনা সেটা প্রাথমিক বিবেচ্য; তার বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারের উপর ভিত্তি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। **বিদ্যালয়ে মোট কর্মদিবসের অন্তত ৭০% উপস্থিতি নিশ্চিত হলে তাকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং বছর শেষে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার বিবেচনায় সে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হবে। যেহেতু নতুন শিক্ষাক্রম চলমান শিক্ষাবর্ষে (২০২৩) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, কাজেই এই বছরের জন্য মোট কর্মদিবসের কমপক্ষে ৫০% উপস্থিতি থাকলেও কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে।** এছাড়াও এখানে উল্লেখ্য, জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উপস্থিতির হার ৫০% এর কম হলেও শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রেণি উত্তরণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করতে পারেন; তবে তার জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ও তার সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ থাকতে হবে।

২। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো পারদর্শিতার নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা। সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ের ট্রান্সক্রিপ্টে সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা যদি □ স্তরে থাকে, তবে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।

বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- পারদর্শিতার বিবেচনায় কোনো শিক্ষার্থী যদি পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হয়, তবে শুধুমাত্র উপস্থিতির হারের ভিত্তিতে তাকে উত্তীর্ণ করানো যাবে না।
- পারদর্শিতার বিবেচনায় যদি শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য বিবেচিত হয়, কিন্তু উপস্থিতির হার নির্ধারিত হারের চেয়ে কম থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকগণের সমন্বিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিদ্যালয় ওই শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য ন্যূনতম উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ডের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ড বলতে ষান্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড বোঝাবে। এক্ষেত্রে বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টও এই পূর্বতন রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে।
- একইভাবে যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রেও উপরোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন দুই ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে শিখনকালীন মূল্যায়নের পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।
- উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হলেও সকল শিক্ষার্থী বছর শেষে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট পাবে।
- কোনো শিক্ষার্থীকে যদি পরবর্তী বছরে একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি করতে হয় তবে তার শিখন এগিয়ে নেবার জন্য একটি আত্মউন্নয়ন পরিকল্পনা (self development plan) করতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা দেবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে শিখন ঘাটতি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে ওই শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছয় মাসের একটি শিখন উন্নয়ন পরিকল্পনা (learning enhancement strategy) করতে হবে যাতে সে তার শিখন ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে। শিক্ষক কীভাবে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবেন এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।

রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ: নৈপুণ্য

ইতোমধ্যেই আপনারা ষান্মাসিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করেছেন, যেখানে সকল পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়ের বিবরণ থাকে। এই ট্রান্সক্রিপ্টে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বছর শেষে এক নজরে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন করা হবে যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার সার্বিক পারদর্শিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া থাকবে, যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে এবং অভিভাবকরা সহজেই শিক্ষার্থীর অবস্থান বুঝতে পারেন। পরিশিষ্ট ৬ এ রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে। মুলত মূল্যায়ন অ্যাপের মাধ্যমেই ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অ্যাপ থেকে সম্ভব না হলে শিক্ষকগণ এই ফরম্যাট ফটোকপি করে ম্যানুয়ালি রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারেন।

রিপোর্ট কার্ডে কোনো বিষয়েরই PI সমূহ উল্লেখ করা থাকবে না। বরং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান কয়েকটি নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্রের** মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। আপনারা জানেন, কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করতে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক PI নির্ধারণ করা আছে। তেমনি কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জন সমন্বিতভাবে প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। (পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রদত্ত বিষয়ের ধারণায়নে বর্ণিত ডাইমেনশন থেকে নেয়া হয়েছে। কারণ বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতাসমূহ মুলত এই ডাইমেনশন গুলোকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে।)
বিষয়টি দেখা যায় এভাবে:

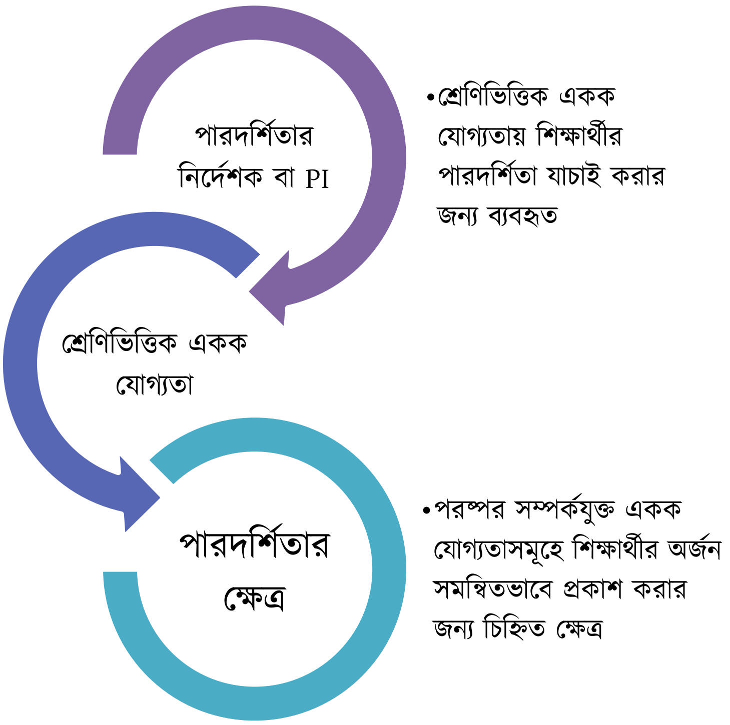

বাংলা বিষয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

১। যোগাযোগ

২। ভাষারীতি

৩। প্রায়োগিক যোগাযোগ

৪। সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ

৫। মানবিক চিন্তন

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, 'যোগাযোগ' ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট PI সমূহ নিম্নরূপ:

বাংলা **বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র**	**ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
১। যোগাযোগ	৬.১ পরিবেশ, পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা অনুযায়ী মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ করতে পারা।	৬.১.১ নিজের এবং অন্যের প্রয়োজন ও আবেগ বিবেচনায় নিয়ে যোগাযোগ করতে পারছে ৬.১.২ মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ করতে পারছে
	৬.২ নতুন ও পরিবর্তিত প্রতিবেশে প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারা।	৬.২.১ বাংলা ধ্বনি ও শব্দের প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে ৬.২.২ প্রমিত ভাষায় কথা বলতে পারছে

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা

রিপোর্ট কার্ড বা সনদে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, পারদর্শিতার ক্ষেত্রের শিরোনাম দিয়ে শিক্ষার্থী আদৌ কী করতে পারে তা স্পষ্ট হয় না, তাই প্রতি শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের একটি বর্ণনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার বর্ণনা নিম্নরূপ:

বাংলা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা**
১। যোগাযোগ	পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত ভাষায় যোগাযোগ করেছে
২। ভাষারীতি	বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন অর্থবৈচিত্র্যমূলক বাক্য তৈরি করেছে
৩। প্রায়োগিক যোগাযোগ	বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় লিখতে পেরেছে
৪। সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ	সাহিত্যরস উপভোগ করে নিজের কল্পনা ও অনুভূতি সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে
৫। মানবিক চিন্তন	কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে নিজের মত দিয়েছে ও অন্যের মতের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে

পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান কীভাবে নিরূপিত হবে?

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। যেহেতু প্রতিটি বিষয়ে পারদর্শিতার নির্দেশকের সংখ্যা অনেকগুলো এবং এদের পর্যায় মাত্র ৩টি, এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান বোঝা সম্ভব

হয় না। সেজন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহের সমন্বয় করে ওই ক্ষেত্রে তার অবস্থান বোঝানো হবে। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক সকলেই যাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে এজন্য এই অবস্থানকে একটি ৭-স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেল দিয়ে প্রকাশ করা হবে।

পারদর্শিতার এই স্তরগুলো নিম্নরূপ:

1. অনন্য (Upgrading)
2. অর্জনমুখী (Achieving)
3. অগ্রগামী (Advancing)
4. সক্রিয় (Activating)
5. অনুসন্ধানী (Exploring)
6. বিকাশমান (Developing)
7. প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার সনদে ৭ স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হবে এভাবে:

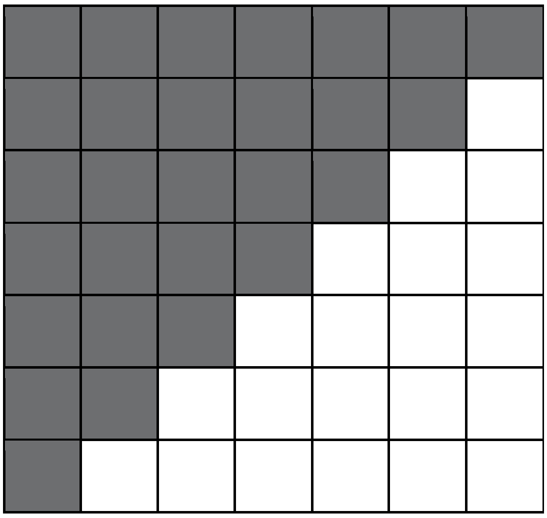

অনন্য (Upgrading)

অর্জনমুখী (Achieving)

অগ্রগামী (Advancing)

সক্রিয় (Activating)

অনুসন্ধানী (Exploring)

বিকাশমান (Developing)

প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের উপায়

আগেই বলা হয়েছে, প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান মূলত নির্ভর করবে PI সমূহে তার অর্জিত সর্বোচ্চ (△ চিহ্নিত পর্যায়) ও সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার পার্থক্যের উপর।

এই কাজটি করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করতে হবে:

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা} - \text{অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা}}{\text{মোট PI এর সংখ্যা}} * \text{১০০\%}$$

উদাহরণস্বরূপ, 'যোগাযোগ' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট PI ২টি (৬.১.১, ৬.১.২ ৬.২.১, ৬.২.২)। কোনো শিক্ষার্থী এই.৪টি PI এর মধ্যে ১টিতে সর্বোচ্চ পর্যায় (△ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে। বাকি ১টির একটিতে সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে এবং অন্য ২টি তে মাধ্যমিক পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে।

এখানে,

মোট PI এর সংখ্যা	:	৪টি
অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি
অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি

তাহলে তার পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান হবে,

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{১ - ১}{২} * ১০০\% = ০\%$$

এই মানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হবে শিক্ষার্থীর অবস্থান পারদর্শিতার কোন স্তরে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ঋনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা (△ চিহ্নিত পর্যায়) সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার চেয়ে কম হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান শূন্য হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সমান হয়।
  - অথবা, যদি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সবগুলো PI তে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়ে থাকে।

নিচের ছকে পারদর্শিতার সবগুলো স্তর নির্ধারণের শর্তগুলো দেয়া হলো:

পারদর্শিতার স্তর	পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের শর্ত
1. অনন্য (Upgrading)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = ১০০%
2. অর্জনমুখী (Achieving)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ৫০%
3. অগ্রগামী (Advancing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ২৫%
4. সক্রিয় (Activating)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ০%
5. অনুসন্ধানী (Exploring)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -২৫%

6. বিকাশমান (Developing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -৫০%
7. প্রারম্ভিক (Elementary)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = -১০০%

তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী উপরের উদাহরণে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ০% হলে ওই শিক্ষার্থীর অবস্থান হবে ‘সক্রিয় (Activating)’। রিপোর্ট কার্ড বা সনদে, ‘যোগাযোগ’ পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য তার অবস্থান উল্লেখ করা হবে এভাবে:

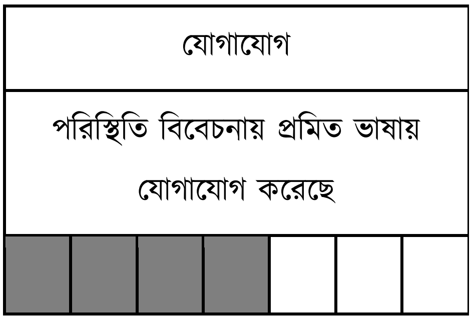

এখন নিচের ছকে দেখা যাক, বাংলা বিষয়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোনটি ষষ্ঠ শ্রেণির কোন কোন একক যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এই এক বা একাধিক যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট PI কোনগুলো।

বাংলা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
১। যোগাযোগ	৬.১ পরিবেশ, পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা অনুযায়ী মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ করতে পারা।	৬.১.১ নিজের এবং অন্যের প্রয়োজন ও আবেগ বিবেচনায় নিয়ে যোগাযোগ করতে পারছে ৬.১.২ মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ করতে পারছে
	৬.২ নতুন ও পরিবর্তিত প্রতিবেশে প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারা।	৬.২.১ বাংলা ধ্বনি ও শব্দের প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে ৬.২.২ প্রমিত ভাষায় কথা বলতে পারছে
২। ভাষারীতি	৬.৩ শব্দের শ্রেণি ও অর্থবৈচিত্র্যকে বিবেচনায় নিয়ে ভাব ও যতি অনুযায়ী বিভিন্ন অর্থবৈচিত্র্যমূলক বাক্য তৈরি করতে পারা।	৬.৩.১ লেখায় শব্দের শ্রেণি বিবেচনায় নিতে পারছে ৬.৩.২ লেখায় শব্দের অর্থবৈচিত্র্য বিবেচনায় নিতে পারছে ৬.৩.৩ বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্ত করতে পারছে এবং বাক্যে যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে

বাংলা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
	৬.৪ প্রায়োগিক, বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক, বিশ্লেষণমূলক ও কল্পনানির্ভর কোনো লেখা পড়ে বিষয়বস্তু বুঝে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করতে পারা।	৬.৪.১ বিভিন্ন ধরনের লেখা বিশ্লেষণ ও তৈরি করতে পারছে
৩। প্রায়োগিক যোগাযোগ	৬.৫ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বর্ণনা লিখতে পারা, অনুভ,তি উপস্থাপন করতে পারা এবং বিভিন্ন ছক, সারণি, ছবিতে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্তকে বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় লিখতে পারা।	৬.৫.১ সাহিত্যের বিষয় ও বক্তব্য বুঝে জীবনের সাথে সম্পর্কিত করতে পারছে ৬.৫.২ সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারছে ৬.৫.৩ নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ করতে পারছে
৪। সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ	৬.৬ সাহিত্যের প্লট, চরিত্রায়ন, মূলভাব ও রূপরীতি বুঝতে পারা, নিজের জীবন ও পরিপার্শে!র সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে বোধ ও চেতনার সমৃদ্ধি ঘটানো এবং নিজের কল্পনা ও অনুভূতি প্রয়োগ করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করা।	৬.৬.১ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশ্নের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে এর যথার্থতা নিশ্চিত করতে পারছে ৬.৬.২ নিজের মত প্রকাশ করছে ও অন্যের মতামত গ্রহণ করতে পারছে
৫। মানবিক চিন্তন	৬.৭ কোনো বক্তব্য, ঘটনা বা বিষয়কে মনোযোগ সহকারে দেখে, শুনে বা স্পর্শ করে যথাযথভাবে বোঝার জন্য কৌত,হলমূলক প্রশ্ন করতে পারা, নিজের অভিমতের যথার্থতা ফলাবর্তনের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে পারা এবং ইতিবাচকভাবে অন্যের মতের সমালোচনা করা।	৬.৬.২ নিজের মত প্রকাশ করছে ও অন্যের মতামত গ্রহণ করতে পারছে

পারদর্শিতার সনদ বা রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ ও তাদের শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা, এবং তাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য)।

আচরণিক নির্দেশকের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক নির্দেশকের জন্যেও নির্দিষ্ট কিছু **আচরণিক ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণিক নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় সমন্বয় করে নির্দিষ্ট **আচরণিক ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর ফলাফল নিরূপণ করা হবে। রিপোর্ট কার্ডে পারদর্শিতা ও আচরণিক ক্ষেত্র দুইই উল্লেখ করা থাকবে, যা দেখে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থার একটি চিত্র বোঝা যাবে।

শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করবেন, বিষয় শিক্ষক তার নির্দিষ্ট বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করে বিষয়ভিত্তিক ফলাফল জমা দেবেন। আচরণিক ক্ষেত্রের জন্য শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করবেন।

রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখিত আচরণিক ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ

২। নিষ্ঠা ও সততা

৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখিত ১০টি আচরণিক নির্দেশকের প্রত্যেকটি উপরের কোনো না কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। PI এর ইনপুট হিসেব করে যেভাবে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার ক্ষেত্রে ফলাফল নিরূপণ করা হবে, একইভাবে BI এর ইনপুটের ভিত্তিতে উপরের ৩ টি আচরনিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করতে হবে। সকল শ্রেণির জন্য একই আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক ক্ষেত্রের জন্যেও সংশ্লিষ্ট BI এ শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় একই সুত্র ব্যবহার করে হিসেব করে ৭ স্তর বিশিষ্ট স্কেলে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে।

নিচের ছকে আচরণিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট BI সমূহ উল্লেখ করা হলো।

আচরণিক ক্ষেত্র	আচরণিক নির্দেশক বা BI
১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	১। দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে ২। নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে ৯। দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে ১০। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে
২। নিষ্ঠা ও সততা	৩। নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে ৪। শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে ৫। পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে ৬। দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে

৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা	৭। নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে ৮। অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে

* বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা নির্দিষ্ট করা থাকবে না।

রিপোর্ট কার্ড প্রণয়নের এই পুরো প্রক্রিয়া আরো ভালভাবে স্পষ্ট করার জন্য একটি অনলাইন গাইডলাইন আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। কোনো শিক্ষকের এই বিষয়ে আর কোনো অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা এই গাইডলাইনের মাধ্যমে দূর হবে আশা করা যায়।

মূল্যায়ন অ্যাপ

মূল্যায়নের কাজ সহজ এবং দ্রুততম সময়ে করার জন্য একটি মূল্যায়ন অ্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অ্যাপ এর সাহায্যে আপনারা নির্ধারিত সময়ে PI এর ইনপুট দিতে পারবেন, এবং খুব সহজেই শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ও রিপোর্ট কার্ড আউটপুট হিসেবে নিতে পারবেন। ম্যানুয়ালি যেভাবে আপনাদের PI এর অর্জিত পর্যায় হিসাব করে ফলাফল তৈরি করতে হয়, তা অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে।

অচিরেই মূল্যায়ন অ্যাপ এবং এর ব্যবহারের নীতিমালা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, সেখানে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI) এবং সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রম

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা সূচক (PI) নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা			মূল্যায়ন কার্যক্রম
৬.১ পরিবেশ-পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তির আগ্রহ-চাহিদা অনুযায়ী মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ করতে পারা।	৬.১.১	নিজের এবং অন্যের প্রয়োজন ও আবেগ বিবেচনায় নিয়ে যোগাযোগ করতে পারছে	অন্যের সাথে যোগাযোগের সময়ে নিজের চাহিদা প্রকাশ করতে পারছে	অন্যের কাছে নিজের চাহিদা প্রকাশ করার সময়ে ঐ ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা ও আবেগ বিবেচনায় নিতে পারছে	অন্যের কাছে নিজের চাহিদা প্রকাশ করার সময়ে পরিবেশ-পরিস্থিতির ভিন্নতা অনুযায়ী ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা ও আবেগ বিবেচনায় নিয়ে যোগাযোগ করতে পারছে	দ্বিতীয় দিন কাজ ২: মেলায় উপস্থাপন উপযোগী নিজ দলের সাহিত্য নির্বাচন
	৬.১.২	মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ করতে পারছে	ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের ধরন অনুযায়ী মর্যাদাপূর্ণ শারীরিক ভাষা প্রয়োগ করতে পারছে	ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের ধরন অনুযায়ী যথাযথভাবে সম্বোধন করতে পারছে	মর্যাদাপূর্ণ শারীরিক ভাষা প্রয়োগের পাশাপাশি ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের ধরন অনুযায়ী যথাযথভাবে সম্বোধন করতে পারছে	দ্বিতীয় দিন কাজ ২: মেলায় উপস্থাপন উপযোগী নিজ দলের সাহিত্য নির্বাচন
৬.২ নতুন ও পরিবর্তিত প্রতিবেশে প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারা।	৬.২.১	বাংলা ধ্বনি ও শব্দের প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে	বাংলা ধ্বনির প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে	পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন শব্দের প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে	দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা বিভিন্ন শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ শনাক্ত করে সেগুলোকে প্রমিত	তৃতীয় দিন কাজ ১ : মেলায় উপস্থাপন

					রূপে উচ্চারণের অনুশীলন করছে	
	৬.২.২	প্রমিত ভাষায় কথা বলতে পারছে	শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালে প্রমিত বাংলায় কথা বলার চেষ্টা করছে	পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারার দক্ষতায় ক্রমান্বয়ে উন্নতি করেছে	কোনো বিষয়ের উপর প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে	তৃতীয় দিন কাজ ১ : মেলায় উপস্থাপন
৬.৩ শব্দের শ্রেণি ও অর্থবৈচিত্র্যকে বিবেচনায় নিয়ে ভাব ও যতি অনুযায়ী বিভিন্ন অর্থবৈচিত্র্যমূলক বাক্য তৈরি করতে পারা।	৬.৩.১	লেখায় শব্দের শ্রেণি বিবেচনায় নিতে পারছে	সংক্ষিপ্ত লেখা থেকে বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	দীর্ঘ লেখা থেকে বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	বাক্য তৈরির সময়ে বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ বিবেচনায় নিতে পারছে	প্রথম দিন কাজ-২: সাহিত্য রচনা করা
	৬.৩.২	লেখায় শব্দের অর্থ্যবৈচিত্র্য বিবেচনায় নিতে পারছে	নির্দিষ্ট শব্দের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার শনাক্ত করতে পারছে	অর্থবৈচিত্র্য অনুযায়ী শব্দ পরিবর্তন করতে পারছে	বাক্য তৈরির সময়ে শব্দের অর্থবৈচিত্র্য বিবেচনায় নিতে পারছে	প্রথম দিন কাজ-২: সাহিত্য রচনা করা
৬.৪ প্রায়োগিক, বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক, বিশ্লেষণমূলক ও কল্পনানির্ভর কোনো লেখা পড়ে বিষয়বস্তু বুঝে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করতে পারা।	৬.৪.১	বিভিন্ন ধরনের লেখা বিশ্লেষণ ও তৈরি করতে পারছে	লেখা থেকে বিভিন্ন ধরনের তথ্য শনাক্ত করতে পারছে	লেখা থেকে শনাক্তকৃত বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে নিজের ভাষায় উপস্থাপন ও মতামত প্রকাশ করতে পারছে	নিজের মতো করে বিভিন্ন ধরনের লেখা প্রস্তুত করতে পারছে	প্রথম দিন কাজ-২: সাহিত্য রচনা করা
৬.৫ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বর্ণনা লিখতে পারা,	৬.৫.২	সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্য	সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ শনাক্ত করতে পারছে	সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত	সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তুলনা	দ্বিতীয় দিন

অনুভুতি উপস্থাপন করতে পারা এবং বিভিন্ন ছক, সারণি, ছবিতে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্তকে		শনাক্ত করতে পারছে		করতে পারছে	করতে পারছে	কাজ ১: সাহিত্য উপস্থাপন ও মূল্যায়ন করা
বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় লিখতে পারা	৬.৫.৩	নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ করতে পারছে	নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারছে	নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের নির্দিষ্ট রূপে প্রকাশ করতে পারছে	নিজের রচনাটি সাহিত্যের নির্দিষ্ট রূপের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যাচাই করতে পারছে	প্রথম দিন কাজ-২: সাহিত্য রচনা করা
৬.৬ সাহিত্যের প্লট, চরিত্রায়ন, মূলভাব ও রূপরীতি বুঝতে পারা, নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে বোধ ও চেতনার	৬.৬.১	নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশ্নের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে এর যথার্থতা নিশ্চিত করতে পারছে	নির্দিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্ন করতে পারছে	যথাযথ প্রশ্ন করার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে	তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি তথ্যের যথার্থতা যাচাই করতে পারছে	দ্বিতীয় দিন কাজ-২: নিজ দলের সাহিত্য নির্বাচন

সমৃদ্ধি ঘটানো এবং নিজের কল্পনা ও অনুভূতি প্রয়োগ করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করা।	৬.৬.২	নিজের মত প্রকাশ করছে ও অন্যের মতামত গ্রহণ করতে পারছে	নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করতে পারছে	নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজের মত প্রকাশের পাশাপাশি মতের পক্ষে যুক্তি দিতে পারছে	যুক্তি দিয়ে নিজের মত প্রকাশের পাশাপাশি অন্যের মতামত ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে পারছে	তৃতীয় দিন কাজ ১ : মেলায় উপস্থাপন দ্বিতীয় দিন কাজ ১: সাহিত্য উপস্থাপন ও মূল্যায়ন করা
৬.৭ কোনো বক্তব্য, ঘটনা বা বিষয়কে মনোযোগ সহকারে দেখে, শুনে বা স্পর্শ করে যথাযথভাবে বোঝার জন্য কৌতূহলমূলক প্রশ্ন করতে পারা, নিজের অভিমতের যথার্থতা ফলাবর্তনের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে পারা এবং ইতিবাচকভাবে অন্যের মতের সমালোচনা করা।	৬.৬.২	নিজের মত প্রকাশ করছে ও অন্যের মতামত গ্রহণ করতে পারছে	নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করতে পারছে	নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজের মত প্রকাশের পাশাপাশি মতের পক্ষে যুক্তি দিতে পারছে	যুক্তি দিয়ে নিজের মত প্রকাশের পাশাপাশি অন্যের মতামত ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে পারছে	তৃতীয় দিন কাজ ১ : মেলায় উপস্থাপন দ্বিতীয় দিন কাজ ১: সাহিত্য উপস্থাপন ও মূল্যায়ন করা

পরিশিষ্ট ২

শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে এই ছক অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর : তারিখ:

শ্রেণি :	বিষয় : বাংলা	

রোল নং	নাম	প্রযোজ্য PI নং									
		৬.১.১	৬.২.২	৬.২.১	৬.২.১	৬.৩.১	৬.৩.২	৬.৪.১	৬.৫.২	৬.৫.৩	৬.৬.২
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি :		বিষয় : বাংলা									
		প্রযোজ্য PI নং									
রোল নং	নাম	৬.১.১	৬.২.২	৬.২.১	৬.২.১	৬.৩.১	৬.৩.২	৬.৪.১	৬.৫.২	৬.৫.৩	৬.৬.২
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৩

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি:	**শ্রেণি : ষষ্ঠ**	**বিষয় : বাংলা**	**শিক্ষকের নাম :**

প্রতিষ্ঠানের নাম					
শিক্ষার্থীর নাম :					
শিক্ষার্থীর আইডি :	শ্রেণি : ষষ্ঠ	শিফট	: শাখা:	বিষয় : বাংলা	শিক্ষকের নাম :

পারদর্শিতার সুচক	শিক্ষার্থীর পারদর্শীতার মাত্রা		
৬.১.১ নিজের এবং অন্যের প্রয়োজন ও আবেগ বিবেচনায় নিয়ে যোগাযোগ করতে পারছে			
	অন্যের সাথে যোগাযোগের সময়ে নিজের চাহিদা প্রকাশ করতে পারছে	অন্যের কাছে নিজের চাহিদা প্রকাশ করার সময়ে ঐ ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা ও আবেগ বিবেচনায় নিতে পারছে	অন্যের কাছে নিজের চাহিদা প্রকাশ করার সময়ে পরিবেশ-পরিস্থিতির ভিন্নতা অনুযায়ী ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা ও আবেগ বিবেচনায় নিয়ে যোগাযোগ করতে পারছে
৬.১.২ মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ করতে পারছে			
	ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের ধরন অনুযায়ী মর্যাদাপূর্ণ শারীরিক ভাষা প্রয়োগ করতে পারছে	ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের ধরন অনুযায়ী যথাযথভাবে সম্বোধন করতে পারছে	মর্যাদাপূর্ণ শারীরিক ভাষা প্রয়োগের পাশাপাশি ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের ধরন অনুযায়ী যথাযথভাবে সম্বোধন করতে পারছে
৬.২.১ বাংলা ধ্বনি ও শব্দের প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে			
	বাংলা ধ্বনির প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে	পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন শব্দের প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে	দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা বিভিন্ন শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ শনাক্ত করে সেগুলোকে প্রমিত রূপে উচ্চারণের অনুশীলন করছে
৬.২.২ প্রমিত ভাষায় কথা বলতে পারছে			
	শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালে প্রমিত বাংলায় কথা বলার চেষ্টা করছে	পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারার দক্ষতায় ক্রমান্বয়ে উন্নতি করেছে	কোনো বিষয়ের উপর প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে
৬.৩.১ লেখায় শব্দের			

শ্রেণি বিবেচনায় নিতে পারছে	সংক্ষিপ্ত লেখা থেকে বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	দীর্ঘ লেখা থেকে বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	বাক্য তৈরির সময়ে বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ বিবেচনায় নিতে পারছে
৬.৩.২ লেখায় শব্দের অর্থবৈচিত্র্য বিবেচনায় নিতে পারছে	নির্দিষ্ট শব্দের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার শনাক্ত করতে পারছে	অর্থবৈচিত্র্য অনুযায়ী শব্দ পরিবর্তন করতে পারছে	বাক্য তৈরির সময়ে শব্দের অর্থবৈচিত্র্য বিবেচনায় নিতে পারছে
৬.৩.৩ বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্ত করতে পারছে এবং বাক্যে যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে	লেখা থেকে বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্ত করতে পারছে	লেখা থেকে বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্তের পাশাপাশি যতিচিহ্ন ব্যবহারের কারণ উল্লেখ করতে পারছে	বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য ও যতিচিহ্ন ব্যবহার করে অনুচ্ছেদ লিখতে পারছে
৬.৪.১ বিভিন্ন ধরনের লেখা বিশ্লেষণ ও তৈরি করতে পারছে	লেখা থেকে বিভিন্ন ধরনের তথ্য শনাক্ত করতে পারছে	লেখা থেকে শনাক্তকৃত বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে নিজের ভাষায় উপস্থাপন ও মতামত প্রকাশ করতে পারছে	নিজের মতো করে বিভিন্ন ধরনের লেখা প্রস্তুত করতে পারছে
৬.৫.১ সাহিত্যের বিষয় ও বক্তব্য বুঝে জীবনের সাথে সম্পর্কিত করতে পারছে	মূল্যায়ন কাজ-৪ ও ৫-এ সাহিত্য পড়ে বিষয় ও বক্তব্য বুঝতে পারছে	মূল্যায়ন কাজ-৪ ও ৫-এ সাহিত্যের বিষয় ও বক্তব্যকে জীবনের সাথে সম্পর্কিত করতে পারছে	মূল্যায়ন কাজ-৪ ও ৫-এ সাহিত্যের বিষয় ও বক্তব্যকে জীবনের সাথে সম্পর্কিত করে অন্যের মতের সাথে যাচাই করতে পারছে
৬.৫.২ সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারছে	বার্ষিকের শ্রেণির কাজে সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ শনাক্ত করতে পারছে	বার্ষিকের শ্রেণির কাজে সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারছে	বার্ষিকের শ্রেণির কাজে সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তুলনা করতে পারছে
৬.৫.৩ নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ করতে পারছে	নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারছে	নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে বিবরণমূলক রচনায় প্রকাশ করতে পারছে	বিবরণমূলক রচনার বৈশিষ্ট্য মেনে যথাযথভাবে রচনা তৈরি করতে পেরেছে
৬.৬.১ নির্দিষ্ট বিষয়ে			

প্রশ্নের মাধ্যমে তথ্যসংগ্রহ করে এর যথার্থতা নিশ্চিত করতে পারছে	নির্দিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্ন করতে পারছে	নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজের মত প্রকাশের পাশাপাশি মতের পক্ষে যুক্তি দিতে পারছে	যুক্তি দিয়ে নিজের মত প্রকাশের পাশাপাশি অন্যের মতামত ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে পারছে
৬.৬.২ নিজের মত প্রকাশ করছে ও অন্যের মতামত গ্রহণ করতে পারছে			
	নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করতে পারছে	নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজের মত প্রকাশের পাশাপাশি মতের পক্ষে যুক্তি দিতে পারছে	যুক্তি দিয়ে নিজের মত প্রকাশের পাশাপাশি অন্যের মতামত ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে পারছে

পরিশিষ্ট ৪

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
1. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
2. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
3. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
4. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
5. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
6. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
7. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে

8. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
9. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
10. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর : তারিখ:

শ্রেণি :	বিষয় : বাংলা

		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি :			বিষয় : বাংলা								
		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৬

রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট

শিক্ষাক্রম
২০২২

যোগ্যতাভিত্তিক
অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন
একীভূত
শিখনকালীন মূল্যায়ন
সহযোগিতামূলক

নৈপুণ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শিক্ষার্থীর আইডি : ....

শ্রেণি : ৬ষ্ঠ .... শিক্ষাবর্ষ : ....

বিষয়সমূহ

- বাংলা
- ইংরেজি
- গণিত
- বিজ্ঞান
- ডিজিটাল প্রযুক্তি
- ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- জীবন ও জীবিকা
- ধর্ম শিক্ষা
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা
- শিল্প ও সংস্কৃতি

বাংলা

যোগাযোগ	ভাষারীতি	প্রায়োগিক যোগাযোগ
পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত ভাষায় যোগাযোগ করেছে	বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন অর্থবৈচিত্র্যমূলক বাক্য তৈরি করেছে	বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় লিখতে পেরেছে

সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ	মানবিক চিন্তন
সাহিত্যরস উপভোগ করে নিজের কল্পনা ও অনুভূতি সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে	কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে নিজের মত দিয়েছে ও অন্যের মতের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে

English

Communication	Linguistic norms	Democratic practice
Communicates with relevance to a given context	Uses appropriate vocabulary and expressions as required in the context	Values democratic atmosphere in communication and participates accordingly

Creative expression
Comprehends and relates to literary texts

গণিত

গাণিতিক অনুসন্ধান	সংখ্যা ও পরিমাণ	জ্যামিতিক আকৃতি
সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যাচাই করেছে	গাণিতিক সমস্যা সমাধানে যথাযথ ভাষা ও কৌশলের প্রয়োগ করেছে	নিয়মিত জ্যামিতিক আকৃতি চিনতে পেরেছে এবং সেগুলো পরিমাপ করতে পেরেছে

গাণিতিক সম্পর্ক	সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ
সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ও সূত্র ব্যবহার করেছে	প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখেছে

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তথ্য প্রমাণ ও বস্তুনিষ্ঠতার উপর জোর দিয়েছে

বস্তুর গঠন ও আচরণ
পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক গঠন ও আচরণের সম্পর্ক অনুসন্ধান করেছে

বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া
বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনায় শক্তির স্থানান্তর অনুসন্ধান করেছে

স্থিতি ও পরিবর্তন
কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে

বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ
মানুষ ও প্রকৃতির উপর প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগে সচেষ্ট হয়েছে

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ডিজিটাল সাক্ষরতা
প্রযুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের দায়িত্বশীল ব্যাবহার করতে পেরেছে

আইসিটি সক্ষমতা
ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ করেছে

ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন
অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্য আদানপ্রদানের কৌশল ব্যাখ্যা করেছে

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার
সামাজিক রীতি-নীতি, ঝুঁকি ও নৈতিক দিক বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করছে

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

আত্মপরিচয়
লিখিত ও অলিখিত উৎস থেকে তথ্য নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের আত্মপরিচয় ও ইতিহাস অন্বেষণ করেছে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা
বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান অনুসন্ধান করেছে

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো
বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কীভাবে মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করে তা অনুসন্ধান করেছে

সম্পদ ব্যবস্থাপনা
সময় ও অঞ্চলভেদে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে গড়ে ওঠে তা অনুসন্ধান করেছে

পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা
সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের সাপেক্ষে সমাজের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে নিজ প্রেক্ষাপটে দায়িত্বশীল আচরণ করেছে

জীবন ও জীবিকা

আত্মউন্নয়ন

নিজের পছন্দ ও সক্ষমতা বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দায়িত্বশীল কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং

পেশার পরিবর্তন এবং তার সংগে নতুন নতুন দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা বুঝে তা অর্জনের জন্য নিজ প্রেক্ষাপটে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে

পেশাগত দক্ষতা

নির্দিষ্ট পেশা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ও আগ্রহ প্রদর্শন করতে পেরেছে

ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা

পেশায় ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব জেনে অভিযোজনের প্রস্তুতি নিতে পারছে

ধর্ম শিক্ষা

ধর্মীয় জ্ঞান

ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জানতে আগ্রহ প্রদর্শন করেছে

ধর্মীয় বিধিবিধান

ধর্মের বিধি-বিধান উপলব্ধি করে চর্চার চেষ্টা করেছে

ধর্মীয় মূল্যবোধ

ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সংগে মিলেমিশে থেকেছে

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

আত্মপরিচর্যা

শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন উপলব্ধি করে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যায় উদ্যোগী হয়েছে

আবেগিক বুদ্ধিমত্তা

কাউকে কষ্ট না নিয়ে নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করেছে

সামাজিক বুদ্ধিমত্তা

পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছে

শিল্প ও সংস্কৃতি

পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর

প্রকৃতির রূপ ও ঘটনাপ্রবাহ নিজের মতো করে বিভিন্নভাবে প্রকাশের আগ্রহ প্রদর্শন করেছে

নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ

শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার পরিবেশনা উপভোগ করতে পারছে এবং সম্পৃক্ত হতে আগ্রহ প্রকাশ করছে

যাপিত জীবনে নান্দনিকতা

দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার প্রকাশ করছে

আচরণিক নির্দেশক

অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	নিষ্ঠা ও সততা	পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

মূল্যায়নের স্কেল

স্কেল		মাত্রা
■■■■■■■	=	অনন্য (Upgrading)
■■■■■■□	=	অর্জনমুখী (Achieving)
■■■■■□□	=	অগ্রগামী (Advancing)
■■■■□□□	=	সক্রিয় (Activating)
■■■□□□□	=	অনুসন্ধানী (Exploring)
■■□□□□□	=	বিকাশমান (Developing)
■□□□□□□	=	প্রারম্ভিক (Elementary)

উপস্থিতির হার : .... %

শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য :

....

....

....

....

....

....

শিক্ষার্থীর মন্তব্য :

যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছি:

....

....

আরো উন্নতির জন্য যা যা করতে চাই:

....

....

....

....

....

....

অভিভাবকের মন্তব্য :

আমার সন্তান যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে:

....

....

আমার সন্তানের উন্নয়নে আমি যা করতে পারি:

....

....

....

....

....

....

....	....	....
শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
তারিখ :	তারিখ :	তারিখ :

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষাক্রম ২০২২

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা | ষষ্ঠ শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

সহযোগিতামূলক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ষষ্ঠ শ্রেণির বাৎসরিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয়: বৌদ্ধ ধর্ম

শিক্ষাবর্ষ: ২০২৩

বাৎসরিক মূল্যায়ন: বৌদ্ধ ধর্ম

ভূমিকা:

প্রিয় শিক্ষক, আপনি ইতোমধ্যেই জানেন, নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বছরে দুইটি সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত রাখা হয়েছে, যার মধ্যে একটি ইতোমধ্যে বছরের শুরুর ছয় মাসের শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় বৌদ্ধ ধর্মবিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া আছে।

শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আপনারা মূল্যায়ন করেছেন। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি এসাইনমেন্ট বা কাজ শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে হয়েছে, বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শিক্ষার্থীরা সমাধা করবে। এই কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, কাজের প্রক্রিয়া, ফলাফল, ইত্যাদি সবকিছুই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। মূল্যায়নের নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শুরু করে এই কার্যক্রম চলাকালে বিভিন্নভাবে আপনি শিক্ষার্থীকে সহায়তা দেবেন, তবে কাজের প্রক্রিয়া কী হবে বা সমস্যা সমাধান কীভাবে করতে হবে তা শিক্ষার্থীরাই নির্ধারণ করবে। কাজের বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকে আপনি শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা কীভাবে নিরূপণ করবেন, তার বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তী অংশে দেয়া আছে।

শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই বৌদ্ধ ধর্মবিষয়ের শিখনকালীন মূল্যায়ন চলমান আছে, যা শিখন অভিজ্ঞতাসমূহের বিভিন্ন ধাপে আপনারা পরিচালনা করছেন। এই মূল্যায়নের একটা বড় অংশ হলো শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদান, যার মূল উদ্দেশ্য তাদের শিখনে সহায়তা দেয়া। এই চলমান মূল্যায়নের তথ্য শিক্ষার্থীর পাঠ্যবই, তাদের করা বিভিন্ন কাজের নমুনা যেমন: পোস্টার, মডেল, প্রশ্নপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। এর বাইরেও বছর জুড়ে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক ব্যবহার করে আপনারা শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড রেখেছেন। এছাড়া ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় নির্ধারিত কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের সাহায্যে আপনারা মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করেছেন। পরবর্তীতে শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করবে এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে তার মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। এই মূল্যায়নের তথ্যের সাথে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।

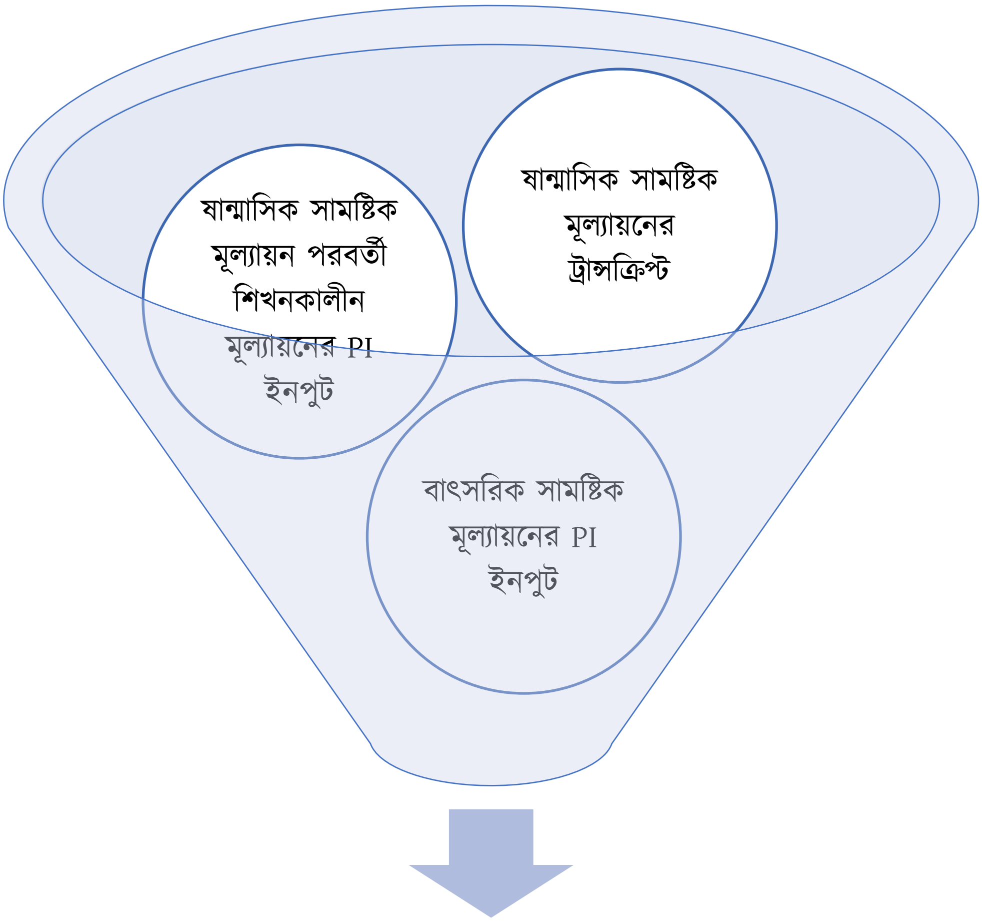

চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট

সাধারণ নির্দেশনা:

- শুরুতেই ষান্মাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মবিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালিত হবে তার নিয়মাবলি শিক্ষার্থীদের জানাবেন। এই মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা কী সেটা যেন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। ষষ্ঠ শ্রেণির মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন যাতে সবাই ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য প্রদত্ত কাজটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে সর্বমোট তিনটি সেশন বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম দুইটি সেশনে ৯০ মিনিট করে, এবং শেষ সেশনে দুই ঘণ্টা (বা বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা অনুযায়ী) সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজগুলো শেষ করবেন। তবে শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বেশি হলে শিক্ষক শেষ সেশনে কিছুটা বেশি সময় ব্যবহার করতে পারেন।
- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।
- শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কাজ সেশন চলাকালেই করবে, বাড়িতে গিয়ে করার জন্য খুব বেশি কাজ না রাখা ভালো। মনে রাখতে হবে এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে এবং পুরো অভিজ্ঞতাটি যেন তাদের জন্য আনন্দময় হয়।

- উপস্থাপনে যথাসম্ভব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেবেন, উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকদের যাতে কোনো আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন, মডেল/পোস্টার/ছবি ইত্যাদির চাকচিক্যে মূল্যায়নে হেরফের হবে না। বরং বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ, সম্ভব হলে ফেলনা জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দিন।
- বিষয়ভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজনে পাঠ্যবই বা যেকোনো উৎস শিক্ষার্থী ব্যবহার করতে পারবে। তবে কোনো উৎস থেকেই হুবহু তথ্য তুলে দেয়ায় উৎসাহ দেবেন না, বরং তথ্য ব্যবহার করে সে নির্ধারিত সমস্যার সমাধান করতে পারছে কি না, এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারছে কি না তার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করবেন।

মূল্যায়ন প্রকল্প / কাজের বিবরণ:

প্রাসঙ্গিক শিখন যোগ্যতাসমূহ:

৬.২ ধর্মের বিধি-বিধান অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা।
৬.৩ ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে নিজ জীবনে প্রয়োগ এবং নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে জীব-জগতের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা এবং সকলের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারা।

প্রাসঙ্গিক পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ:

৬.২.১ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধান অনুধাবন করছে।
৬.২.২ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধান চর্চা করছে।
৬.৩.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করছে।
৬.৩.২ শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশে সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করছে এবং সহাবস্থান করছে।

কাজের সারসংক্ষেপ:

শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মানবিক গুণাবলীর তালিকা তৈরি করবে। এরপর তারা তাদের নিজেদের অথবা পরিবারের কোন সদস্যের মানবিক কাজের কথা লিখে প্রকাশ করবে। সবশেষে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন মানবিক কাজের উপর স্ক্রিপ্ট তৈরি করে ভূমিকাভিনয় করবে।

কর্মদিবস অনুসারে কাজের পরিকল্পনা:

কর্মদিবস ১: ৯০ মিনিট

- বৌদ্ধধর্মের পাঠ্যপুস্তকে কী কী মানবিক গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে দলগত আলোচনার মাধ্যমে তালিকা তৈরি করবে এবং বর্ণিত গুণাবলীসমূহ জেনে নিবে।
- শিক্ষার্থীরা নিজে করেছে অথবা তাদের পরিবারের কেউ করেছে অথবা তারা কাউকে করতে দেখেছে এমন একটি মানবিক কাজের বর্ণনা একটি সাদা কাগজে লিখবে এবং শিক্ষকের নিকট জমা দেবে।
- শিক্ষার্থীদের বর্ণিত একই ধরনের মানবিক কাজের ভিত্তিতে শিক্ষক কয়েকটি দল গঠন করে দিবেন।

- দলীয়ভাবে শিক্ষার্থীরা তাদের নির্ধারিত মানবিক কাজ সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যান্য ধর্মীয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে।
- সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে ভূমিকাভিনয়ের স্ক্রিপ্ট তৈরি করবে।

কর্মদিবস ২: ৯০ মিনিট

- প্রতিটি দল তাদের নির্ধারিত মানবিক কাজ ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করবে।
- ভূমিকাভিনয়ের জন্য প্রত্যেকে তাদের চরিত্র বেছে নিবে বা বন্টন করবে।
- নির্ধারিত চরিত্রটি ভালোভাবে বুঝে এবং আত্মস্থ করে রিহার্সেল করবে।

কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসব): ১২০ – ১৮০ মিনিট

- শিক্ষার্থীরা উপস্থাপনার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।
- শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে তাদের নির্ধারিত কাজ উপস্থাপন করবে।

উপকরণ:

কর্মদিবস ১, কর্মদিবস ২ এবং কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসব) এর কাজগুলো করতে শিক্ষার্থীদের কাগজ (তাদের শ্রেণির কাজের খাতা থেকে নেয়া) এবং কলম ছাড়া অন্য কোন উপকরণের প্রয়োজন নেই।

শিক্ষকের কাজ:

সাধারণ কাজ-

- মূল্যায়নসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজ ও উপস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করুন।
- শিক্ষার্থীরা ভুল করলেও তাদেরকে নিরুৎসাহিত না করে বরং বারবার চেষ্টা করতে উৎসাহ প্রদান করুন।
- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজ ও উপস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করে নির্ধারিত একক যোগ্যতাগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে পারদর্শিতার কোন স্তরে আছে, তা যাচাই করে নির্ধারিত ফরমে রেকর্ড করুন।
- পর্যবেক্ষণ করে রেকর্ড সংরক্ষণের ক্ষেত্রে 'পরিশিষ্ট ১' এ দেয়া ছক অনুসরণ করুন।

কর্মদিবস ১ এর ক্ষেত্রে-

- শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫-এর অধিক হলে শিক্ষার্থীদের দিয়ে দল গঠন করুন। তাদের পাঠ্যপুস্তকে কোন কোন মানবিক গুনাবলীর কথা ও ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে তা খুঁজে বের করে তালিকা তৈরি করতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের খাতায় নিজে করেছে, বা পরিবারের সদস্যদের করতে দেখেছে বা অন্য কাউকে করতে দেখেছে এমন একটি মানবিক কাজের বর্ণনা লিখতে বলুন। লেখা যেন এক পৃষ্ঠার বেশি না হয়। পারে। লেখাগুলো পড়ে বা অন্য কোন সৃজনশীল উপায়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন করতে বলুন।
- লেখাগুলো সংগ্রহ করে রাখুন।

কর্মদিবস ২ এর ক্ষেত্রে-

- এবার শিক্ষার্থীদের বর্ণিত মানবিক কাজের ভিত্তিতে একেকটি দল গঠন করুন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫-এর কম হলে একাধিক দল গঠনের প্রয়োজন নেই।
- দলে কে কোন ভূমিকায় কাজ করবে তা তাদের স্বতস্ফূর্তভাবে স্থির করতে বলুন।
- প্রত্যেক দলকে একটি করে মানবিক কাজ ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপনের জন্য স্ক্রিপ্ট তৈরি করতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের ভূমিকাভিনয় উপস্থাপনার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে সহায়তা করুন। এখানে লক্ষ্য রাখুন স্ক্রিপ্টে যেন কোন একটি মানবিক কাজ করতে অন্য শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে উপস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলুন।

কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসবের দিন) এর ক্ষেত্রে-

- শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ দলে উপস্থাপনা সম্পন্ন করবে। শিক্ষার্থীর উপস্থাপন পর্যবেক্ষণ করুন। দলীয় উপস্থাপনায় কতটা ধর্মীয় জ্ঞানের প্রতিফলন হয়েছে তা লক্ষ্য করুন।
- উপস্থাপনার সময় লক্ষ্য রাখুন পাঠ্যপুস্তকের ধারণাগুলো সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে কিনা। অংশগ্রহণকারীদের ভূমিকাভিনয়ের সঙ্গে আবেগীয় সংযোগ স্থাপিত হয়েছে কিনা।
- উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর লেখা, আঁকা, ভূমিকাভিনয়, সূত্র, নীতিগাথা, বিধি বিধান তাদের অভিজ্ঞতাগুলোর সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা দেখুন। এখানে শিক্ষার্থীর লেখা, কাহিনি, অভিনয় ও আঁকা কতটা নিখুঁত হলো তা বিবেচ্য নয়। শিক্ষার্থী নির্ধারিত যোগ্যতা কতটা অর্জন করতে পারল সেটাই লক্ষ্যণীয়।
- শিক্ষার্থীর কাজ অনুসারে সংশ্লিষ্ট পিআই এবং বিআই এর লেভেল সনাক্ত করে প্রদত্ত ফর্মে সংরক্ষণ করবেন। প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই কাজটি করতে হবে।
- শিক্ষার্থীর লেখা মানবিক কাজগুলো নিয়ে 'মৈত্রীর বন্ধন' নামক একটি বই তৈরি করুন। শিক্ষার্থীদের দিয়ে একটি বইয়ের প্রচ্ছদ করুন। শিক্ষার্থীদের লিখা কাগজগুলো এক করে বই আকারে বাধাই করুন। বইটি তাদের যত্ন সহকারে দেখতে দিন। পরবর্তীকে স্কুল লাইব্রেরিতে সংরক্ষণের জন্য দিয়ে রাখুন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ বা PI পরিশিষ্ট ১ এ দেয়া আছে। শিক্ষার্থীর কোন পারদর্শিতা দেখে তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে তাও ছকে উল্লেখ করা আছে। নির্ধারিত কাজ যেই দিন সম্পন্ন হবে সেদিনই সংশ্লিষ্ট PI এর ইনপুট দেবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পরিশিষ্ট ২ এ সকল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক সংযুক্ত করা আছে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি ব্যবহার করে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

শিখনকালীন, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন সমন্বয়:

ইতোমধ্যে ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় প্রথম কয়েকটি শিখন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। একইভাবে বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ষান্মাসিক

সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।

ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন:

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কীভাবে শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের সমন্বয় করে ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছিল। একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া গেছে সেটিই উল্লেখ করা হয়েছিল।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে করা মূল্যায়নের তথ্যে একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া যাবে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করতে হবে।

কোনো শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি শিখনকালীন, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক সামষ্টিক মুল্যায়ন কোনো ক্ষেত্রেই PI এর ইনপুট না পাওয়া যায়, তাহলে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্টে সেই PI এর ইনপুটের জায়গা ফাঁকা থাকবে।

পরিশিষ্ট ৩ এ বাৎসরিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট দেয়া আছে। এই ফরম্যাট ব্যবহার করে প্রত্যেক পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জনের সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখপূর্বক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করবেন।
এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের রেকর্ড সংগ্রহের জন্য □, ○, △ এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হলেও ট্রান্সক্রিপ্টে এই চিহ্নগুলোর কোনো উল্লেখ থাকবে না। তবে ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাটে উল্লেখিত চিহ্নগুলোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পারদর্শিতার মাত্রা টিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে।

আচরণিক নির্দেশক

পরিশিষ্ট ৪ এ আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেয়া আছে। ষান্মাসিক মূল্যায়নের মতোই বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, পরিশিষ্ট ৫ এর ছক ব্যবহার করে আচরণিক নির্দেশকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ১০ টি বিষয়ের আচরণিক নির্দেশকের অর্জিত মাত্রা বা পর্যায়ের সমন্বয় করে চুড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/শ্রেণি শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ১০ জন বিষয় শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত BI এর ইনপুট সমন্বয় করে আচরণিক নির্দেশকের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করবেন।

আচরণিক নির্দেশকে ১০টি বিষয়ের সমন্বয়ের শর্তগুলো হলো:

- একটি আচরণিক নির্দেশকের জন্য ১০টি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী যেই পর্যায়টি সবচেয়ে বেশি বার পাবে সেইটিই হবে ঐ আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৩টি বিষয়ে △ এবং ৩টি বিষয়ে □ পায়, তবে ১ম আচরণিক নির্দেশকে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হলো ○।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোনো আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো একটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বার ইনপুট না পায়, অর্থাৎ একাধিক পর্যায়ে সমান সংখ্যক ইনপুট পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তারমধ্যে অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায় বিবেচনা করতে হবে।
    - উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৪টি বিষয়ে △ এবং ২টি বিষয়ে □ পায়, তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে △।
    - আবার কোনো শিক্ষার্থী একই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি ৪টি বিষয়ে ○, ২টি বিষয়ে △ এবং ৪টি বিষয়ে □ পায়, তবে তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে ○।

শ্রেণি উত্তরণ নীতিমালা

শ্রেণি উত্তরণের বিষয়ে দুইটি দিক বিবেচনা করা হবে;

১। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার,

২। বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা।

১। শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে কিনা সেটা প্রাথমিক বিবেচ্য; তার বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারের উপর ভিত্তি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। **বিদ্যালয়ে মোট কর্মদিবসের অন্তত ৭০% উপস্থিতি নিশ্চিত হলে তাকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং বছর শেষে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার বিবেচনায় সে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হবে। যেহেতু নতুন শিক্ষাক্রম চলমান শিক্ষাবর্ষে (২০২৩) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, কাজেই এই বছরের জন্য মোট কর্মদিবসের কমপক্ষে ৫০% উপস্থিতি থাকলেও কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে।** এছাড়াও এখানে উল্লেখ্য, জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উপস্থিতির হার ৫০% এর কম হলেও শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রেণি উত্তরণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করতে পারেন; তবে তার জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ও তার সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ থাকতে হবে।

২। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো পারদর্শিতার নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা। সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ের ট্রান্সক্রিপ্টে সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা যদি □ স্তরে থাকে, তবে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।

বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- পারদর্শিতার বিবেচনায় কোনো শিক্ষার্থী যদি পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হয়, তবে শুধুমাত্র উপস্থিতির হারের ভিত্তিতে তাকে উত্তীর্ণ করানো যাবে না।

- পারদর্শিতার বিবেচনায় যদি শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য বিবেচিত হয়, কিন্তু উপস্থিতির হার নির্ধারিত হারের চেয়ে কম থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকগণের সমন্বিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিদ্যালয় ওই শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য ন্যূনতম উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ডের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ড বলতে ষান্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড বোঝাবে। এক্ষেত্রে বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টও এই পূর্বতন রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে।
- একইভাবে যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রেও উপরোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন দুই ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে শিখনকালীন মূল্যায়নের পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।
- উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হলেও সকল শিক্ষার্থী বছর শেষে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট পাবে।
- কোনো শিক্ষার্থীকে যদি পরবর্তী বছরে একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি করতে হয় তবে তার শিখন এগিয়ে নেবার জন্য একটি আত্মউন্নয়ন পরিকল্পনা (self development plan) করতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা দেবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে শিখন ঘাটতি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে ওই শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছয় মাসের একটি শিখন উন্নয়ন পরিকল্পনা (learning enhancement strategy) করতে হবে যাতে সে তার শিখন ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে। শিক্ষক কীভাবে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবেন এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।

রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ: নৈপুণ্য

ইতোমধ্যেই আপনারা ষান্মাসিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করেছেন, যেখানে সকল পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়ের বিবরণ থাকে। এই ট্রান্সক্রিপ্টে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বছর শেষে এক নজরে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন করা হবে যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার সার্বিক পারদর্শিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া থাকবে, যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে এবং অভিভাবকরা সহজেই শিক্ষার্থীর অবস্থান বুঝতে পারেন। পরিশিষ্ট ৬ এ রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে। মুলত মূল্যায়ন অ্যাপের মাধ্যমেই ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অ্যাপ থেকে সম্ভব না হলে শিক্ষকগণ এই ফরম্যাট ফটোকপি করে ম্যানুয়ালি রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারেন।

রিপোর্ট কার্ডে কোনো বিষয়েরই PI সমূহ উল্লেখ করা থাকবে না। বরং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান কয়েকটি নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্রের** মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। আপনারা জানেন, কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করতে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক PI নির্ধারণ করা আছে। তেমনি কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জন সমন্বিতভাবে প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। (পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রদত্ত বিষয়ের ধারণায়নে বর্ণিত ডাইমেনশন থেকে নেয়া হয়েছে। কারণ বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতাসমূহ মুলত এই ডাইমেনশন গুলোকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে।)
বিষয়টি দেখা যায় এভাবে:

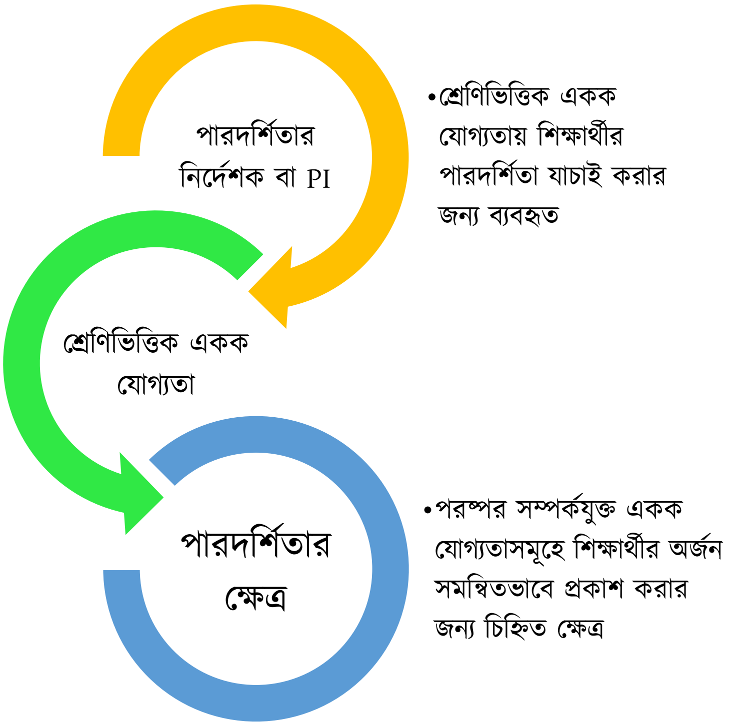

ধর্মের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

১। ধর্মীয় জ্ঞান
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান
৩। ধর্মীয় মূল্যবোধ

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, "ধর্মীয় বিধি-বিধান" ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট PI সমূহ নিম্নরূপ:

বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতা	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান	৬.২ ধর্মের বিধি-বিধান অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা	৬.২.১ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে

বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতা	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
		৬.২.২ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো চর্চা করছে

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা

রিপোর্ট কার্ড বা সনদে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, পারদর্শিতার ক্ষেত্রের শিরোনাম দিয়ে শিক্ষার্থী আদৌ কী করতে পারে তা স্পষ্ট হয় না, তাই প্রতি শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের (সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে) একটি বর্ণনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার বর্ণনা নিম্নরূপ:

বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা
১। ধর্মীয় জ্ঞান	ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জানতে আগ্রহ প্রদর্শণ করেছে।
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান	ধর্মের বিধি-বিধান উপলব্ধি করে চর্চার চেষ্টা করেছে।
৩। ধর্মীয় মূল্যবোধ	ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সংগে মিলেমিশে থেকেছে।

পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান কীভাবে নিরূপিত হবে?

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। সেজন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহের সমন্বয় করে ওই ক্ষেত্রে তার অবস্থান বোঝানো হবে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের উপায়

কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান মূলত নির্ভর করবে PI সমূহে তার অর্জিত সর্বোচ্চ (△ চিহ্নিত পর্যায়) ও সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার পার্থক্যের উপর।

কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ণয় করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করতে হবে:

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা} - \text{অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা}}{\text{মোট PI এর সংখ্যা}} * ১০০\%$$

উদাহরণস্বরূপ, 'ধর্মীয় মূল্যবোধ' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট PI ২টি (৬.৩.১ এবং ৬.৩.২)। কোনো শিক্ষার্থী এই ২টি PI এর মধ্যে ১টিতে সর্বোচ্চ পর্যায় (△ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে। অন্যটিতে সর্বনিম্ন পর্যায় (□ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে।

এখানে,

মোট PI এর সংখ্যা	:	২টি
অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি
অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি

তাহলে তার পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান হবে,

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{১ - ১}{২} * ১০০\% = ০\%$$

এই মানের উপর ভিত্তি করে 'ধর্মীয় মূল্যবোধ' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক হবে:
    - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ঋনাত্মক হবে:
    - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা (△ চিহ্নিত পর্যায়) সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার চেয়ে কম হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান শূন্য হবে:
    - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সমান হয়।
    - অথবা, যদি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সবগুলো PI তে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়ে থাকে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মানের (-১০০% থেকে +১০০%) উপর ভিত্তি করে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রকে **নিম্নবর্ণিত সাত স্তর বিশিষ্ট স্কেল** দিয়ে প্রকাশ করা হবে।

পারদর্শিতার স্তর	**পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের শর্ত**
1. অনন্য (Upgrading)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = ১০০%
2. অর্জনমুখী (Achieving)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ৫০%
3. অগ্রগামী (Advancing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ২৫%
4. সক্রিয় (Activating)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ০%
5. অনুসন্ধানী (Exploring)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -২৫%
6. বিকাশমান (Developing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -৫০%
7. প্রারম্ভিক (Elementary)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = -১০০%

তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী উপরের উদাহরণে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ০% হলে ওই শিক্ষার্থীর ধর্মীয় মূল্যবোধ' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রে অবস্থান হবে 'সক্রিয় (Activating)'। ৬ষ্ঠ শ্রেণি শেষে রিপোর্ট কার্ডে, 'ধর্মীয় মূল্যবোধ' পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য তার অবস্থান উল্লেখ করা হবে এভাবে:

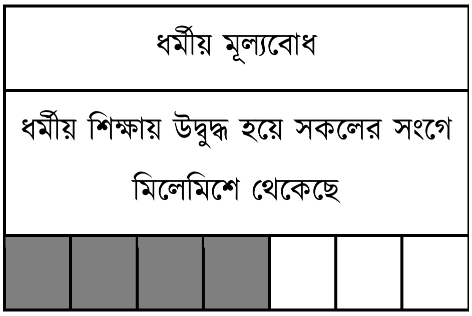

পারদর্শিতার সনদে ৭ স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হবে এভাবে:

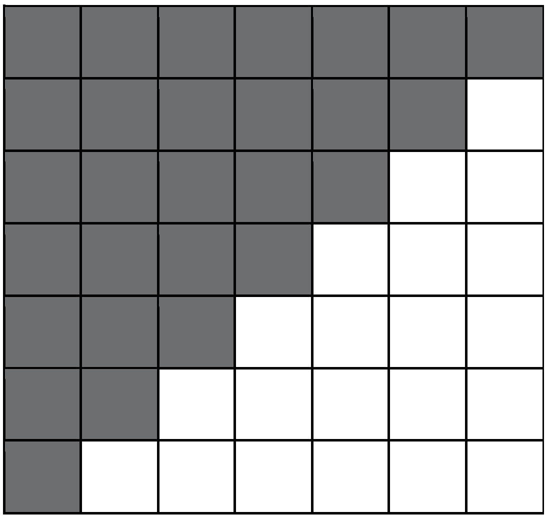

অনন্য (Upgrading)
অর্জনমুখী (Achieving)
অগ্রগামী (Advancing)
সক্রিয় (Activating)
অনুসন্ধানী (Exploring)
বিকাশমান (Developing)
প্রারম্ভিক (Elementary)

এখন নিচের ছকে দেখা যাক, বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোনটি ষষ্ঠ শ্রেণির কোন কোন একক যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এই এক বা একাধিক যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট PI কোনগুলো।

বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
১। ধর্মীয় জ্ঞান	৬.১ ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে, উপলব্ধি করে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হতে পারা	৬.১.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় মৌলিক বিষয়সমূহের ধারণা ও উপলব্ধি প্রকাশ করছে ৬.১.২ শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে নিজের আগ্রহ প্রসূত প্রশ্ন করছে

বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান	৬.২ ধর্মের বিধি-বিধান অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা	৬.২.১ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে ৬.২.২ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো চর্চা করছে
৩। ধর্মীয় মূল্যবোধ	৬.৩ ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে নিজ জীবনে প্রয়োগ এবং নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে জীব-জগতের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা এবং সকলের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারা	৬.৩.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করছে ৬.৩.২ শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করছে এবং সহাবস্থান করছে

রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ ও তাদের শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা, এবং তাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য)।

আচরণিক নির্দেশকের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক নির্দেশকের জন্যেও নির্দিষ্ট কিছু **আচরণিক ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণিক নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় সমন্বয় করে নির্দিষ্ট **আচরণিক ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর ফলাফল নিরূপণ করা হবে। রিপোর্ট কার্ডে পারদর্শিতা ও আচরণিক ক্ষেত্র দুইই উল্লেখ করা থাকবে, যা দেখে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থার একটি চিত্র বোঝা যাবে।

শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করবেন, বিষয় শিক্ষক তার নির্দিষ্ট বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করে বিষয়ভিত্তিক ফলাফল জমা দেবেন। আচরণিক ক্ষেত্রের জন্য শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করবেন।

রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখিত আচরণিক ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ
২। নিষ্ঠা ও সততা
৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখিত ১০টি আচরণিক নির্দেশকের প্রত্যেকটি উপরের কোনো না কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। PI এর ইনপুট হিসেব করে যেভাবে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার ক্ষেত্রে ফলাফল নিরূপণ করা হবে, একইভাবে BI এর ইনপুটের ভিত্তিতে উপরের ৩টি আচরনিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করতে হবে। সকল শ্রেণির জন্য একই আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক ক্ষেত্রের জন্যেও সংশ্লিষ্ট BI এ শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় একই সুত্র ব্যবহার করে হিসেব করে ৭ স্তর বিশিষ্ট স্কেলে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে।

নিচের ছকে আচরণিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট BI সমূহ উল্লেখ করা হলো।

আচরণিক ক্ষেত্র	আচরণিক নির্দেশক বা BI
১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	১। দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে ২। নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে ৯। দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে ১০। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে
২। নিষ্ঠা ও সততা	৩। নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে ৪। শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে ৫। পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে ৬। দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে
৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা	৭। নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে ৮। অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে

* বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা নির্দিষ্ট করা থাকবে না।

রিপোর্ট কার্ড প্রণয়নের এই পুরো প্রক্রিয়া আরো ভালভাবে স্পষ্ট করার জন্য একটি অনলাইন গাইডলাইন আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। কোনো শিক্ষকের এই বিষয়ে আর কোনো অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা এই গাইডলাইনের মাধ্যমে দূর হবে আশা করা যায়।

মূল্যায়ন অ্যাপ

মূল্যায়নের কাজ সহজ এবং দ্রুততম সময়ে করার জন্য একটি মূল্যায়ন অ্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অ্যাপ এর সাহায্যে আপনারা নির্ধারিত সময়ে PI এর ইনপুট দিতে পারবেন, এবং খুব সহজেই শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ও রিপোর্ট কার্ড আউটপুট হিসেবে নিতে পারবেন। ম্যানুয়ালি যেভাবে আপনাদের PI এর অর্জিত পর্যায় হিসাব করে ফলাফল তৈরি করতে হয়, তা অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে।

অচিরেই মূল্যায়ন অ্যাপ এবং এর ব্যবহারের নীতিমালা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, সেখানে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI) এবং সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রম

<table>
<tr><th rowspan="2">একক যোগ্যতা</th><th rowspan="2">পারদর্শিতা সূচক (PI) নং</th><th rowspan="2">পারদর্শিতার সূচক</th><th colspan="3">পারদর্শিতার মাত্রা</th></tr>
<tr><th>□</th><th>○</th><th>△</th></tr>
<tr><td rowspan="9">৬.২ বৌদ্ধ ধর্মের বিধি-বিধান অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা</td><td rowspan="3">৬.২.১</td><td rowspan="3">শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে।</td><td>ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করে নিজ ভাষায় সাধারণভাবে লিখে, বলে বা অন্য কোনো উপায়ে প্রকাশ করছে।</td><td>ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করে বিধি-বিধানের কারণসমূহ তাৎপর্যসহ ব্যাখ্যা করছে।</td><td>ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করে স্বপ্রণোদিত হয়ে বিধি-বিধানের শিক্ষা দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করছে।</td></tr>
<tr><td colspan="3">যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে</td></tr>
<tr><td>পাঠ্যপুস্তক ও বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত মানবিক গুণাবলী গুলো চিহ্নিত ও উপস্থাপন করতে পারছে</td><td>পাঠ্যপুস্তক ও বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত মানবিক গুণাবলীগুলোর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারছে</td><td>পাঠ্যপুস্তক ও বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত মানবিক গুণাবলী অনুধাবন করে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ হয়েছে</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">৬.২.২</td><td rowspan="3">শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো চর্চা করছে।</td><td>ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী শিখন পরিবেশে আংশিক অনুসরণ করছে।</td><td>ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলোর তাৎপর্য অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশ ছাড়া শিখন পরিবেশে অনুসরণ করছে।</td><td>ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানের তাৎপর্য অনুধাবন করে বিধি-বিধানের শিক্ষা স্বপ্রণোদিত হয়ে ব্যক্তি জীবনে আচরণের মাধ্যমে প্রয়োগ করছে।</td></tr>
<tr><td colspan="3">যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে</td></tr>
<tr><td>চিহ্নিত মানবিক গুণাবলী ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে আংশিক অনুসরণ করেছে এমন প্রদর্শনে সমর্থ হয়েছে।</td><td>চিহ্নিত মানবিক গুণাবলী ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে অনুসরণ করেছে এমন প্রদর্শনে সমর্থ হয়েছে।</td><td>চিহ্নিত মানবিক গুণাবলী ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগে সক্ষম হয়েছে এমন প্রদর্শনে সমর্থ</td></tr>
</table>

					হয়েছে।
৬.৩ বৌদ্ধ ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে নিজ জীবনে প্রয়োগ এবং নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে জীব-জগতের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা এবং সকলের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারা।	৬.৩.১	শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করছে	জ্ঞান ও মূল্যবোধ লিখে বা বলে বা অন্য কোনো উপায়ে প্রকাশ করছে।	জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলি শিখন পরিবেশে সচেতনভাবে আচরণে প্রকাশ করছে।	শিক্ষার্থী নিজ গুণাবলির সাথে ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয় করে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বহুমাত্রিকভাবে শিখন পরিবেশের বাইরেও অর্জিত মানবিক গুণাবলি প্রকাশ করছে।
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে		
			শিক্ষার্থী জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলিগুলো ভুমিকাভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করছে	শিক্ষার্থী জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলিগুলো শিখন পরিবেশে সচেতনভাবে আচরণে প্রকাশ করছে	শিক্ষার্থী জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলিগুলো যেকোন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ করছে
	৬.৩.২	শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করছে এবং সহবস্থান করছে।	শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের প্রতি সদয় আচরণ করছে	শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশলি আচরণ করছে	শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশলি আচরণের মাধ্যমে সহবস্থান করছে
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে		
			শ্রেণি কার্যক্রমে সহপাঠিদের সহযোগিতা করছে	দলগত কাজের ক্ষেত্রে দলের সকল সদস্যের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করছে / দায়িত্ব বণ্টন করছে	যে কোন ভিন্নতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছে

পরিশিষ্ট ২

শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে এই ছক অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম:		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর: তারিখ:

শ্রেণি:	বিষয়:

		প্রযোজ্য PI নং			
আইডি	**নাম**	**৬.২.১**	**৬.২.২**	**৬.৩.১**	**৬.৩.২**
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি:		বিষয়:			
		প্রযোজ্য PI নং			
আইডি	**নাম**	**৬.২.১**	**৬.২.২**	**৬.৩.১**	**৬.৩.২**
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
শ্রেণি:		□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৩

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীদের ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

<table>
<tr><td>প্রতিষ্ঠানের নাম</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>শিক্ষার্থীর নাম</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>শিক্ষার্থীর আইডি:
______________</td><td>শ্রেণি:
৬ষ্ঠ</td><td>বিষয়:
বৌদ্ধ ধর্ম</td><td>শিক্ষকের নাম:</td></tr>
<tr><td colspan="4">পারদর্শিতার নির্দেশকের মাত্রা</td></tr>
<tr><td>পারদর্শিতার নির্দেশক</td><td colspan="3">শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা</td></tr>
<tr><td rowspan="2">৬.১.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় মৌলিক বিষয়সমূহের ধারণা ও উপলব্ধি প্রকাশ করছে</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহের প্রাথমিক ধারণা বর্ণনা করছে</td><td>ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ অপরকে ব্যাখ্যা করতে পারছে</td><td>ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহের ধারণা একাধিক উপায়ে প্রকাশ করছে</td></tr>
<tr><td rowspan="2">৬.১.২ শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে নিজের আগ্রহ প্রসূত প্রশ্ন করছে</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে তথ্যনির্ভর প্রশ্ন করছে</td><td>ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে ব্যাখ্যা চেয়ে প্রশ্ন করছে</td><td>ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণমূলক প্রশ্ন করছে</td></tr>
<tr><td rowspan="2">৬.২.১ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করে নিজ ভাষায় সাধারণভাবে লিখে, বলে বা অন্য কোনো উপায়ে প্রকাশ করছে।</td><td>ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করে বিধি-বিধানের কারণসমূহ তাৎপর্যসহ ব্যাখ্যা করছে।</td><td>ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করে স্বপ্রণোদিত হয়ে বিধি-বিধানের শিক্ষা দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করছে।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">৬.২.২ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো চর্চা করেছে</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী শিখন পরিবেশে আংশিক অনুসরণ করছে।</td><td>ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলোর তাৎপর্য অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশ ছাড়া শিখন পরিবেশে অনুসরণ করছে।</td><td>ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানের তাৎপর্য অনুধাবন করে বিধি-বিধানের শিক্ষা স্বপ্রণোদিত হয়ে ব্যক্তি জীবনে আচরণের মাধ্যমে প্রয়োগ করছে।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">৬.৩.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করছে</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>জ্ঞান ও মূল্যবোধ লিখে বা বলে বা অন্য কোনো উপায়ে প্রকাশ করছে।</td><td>জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলি শিখন পরিবেশে সচেতনভাবে আচরণে প্রকাশ করছে।</td><td>শিক্ষার্থী নিজ গুণাবলির সাথে ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয় করে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বহুমাত্রিকভাবে শিখন পরিবেশের বাইরেও অর্জিত মানবিক গুণাবলি প্রকাশ করছে।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

৬.৩.২ শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করছে এবং সহাবস্থান করছে	শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের প্রতি সদয় আচরণ করছে	শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশলি আচরণ করছে	শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশলি আচরণের মাধ্যমে সহবস্থান করছে

পরিশিষ্ট ৪

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
1. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
2. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
3. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
4. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
5. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
6. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
7. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে

8. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
9. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
10. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম:		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর: তারিখ:

শ্রেণি:	বিষয়:

		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি:			বিষয়:								
		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৬

রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট

শিক্ষাক্রম
২০২২

যোগ্যতাভিত্তিক
অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন
একীভূত
শিখনকালীন মূল্যায়ন
সহযোগিতামূলক

নৈপুণ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শিক্ষার্থীর আইডি : ....

শ্রেণি : ৬ষ্ঠ শিক্ষাবর্ষ : ....

বিষয়সমূহ

- বাংলা
- ইংরেজি
- গণিত
- বিজ্ঞান
- ডিজিটাল প্রযুক্তি
- ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- জীবন ও জীবিকা
- ধর্ম শিক্ষা
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা
- শিল্প ও সংস্কৃতি

বাংলা

যোগাযোগ

পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত ভাষায় যোগাযোগ করেছে

ভাষারীতি

বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন অর্থবৈচিত্র্যমূলক বাক্য তৈরি করেছে

প্রায়োগিক যোগাযোগ

বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় লিখতে পেরেছে

সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ

সাহিত্যরস উপভোগ করে নিজের কল্পনা ও অনুভূতি সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে

মানবিক চিন্তন

কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে নিজের মত দিয়েছে ও অন্যের মতের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে

English

Communication

Communicates with relevance to a given context

Linguistic norms

Uses appropriate vocabulary and expressions as required in the context

Democratic practice

Values democratic atmosphere in communication and participates accordingly

Creative expression

Comprehends and relates to literary texts

গণিত

গাণিতিক অনুসন্ধান

সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যাচাই করেছে

সংখ্যা ও পরিমাণ

গাণিতিক সমস্যা সমাধানে যথাযথ ভাষা ও কৌশলের প্রয়োগ করেছে

জ্যামিতিক আকৃতি

নিয়মিত জ্যামিতিক আকৃতি চিনতে পেরেছে এবং সেগুলো পরিমাপ করতে পেরেছে

গাণিতিক সম্পর্ক

সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ও সূত্র ব্যবহার করেছে

সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখেছে

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তথ্য প্রমাণ ও বস্তুনিষ্ঠতার উপর জোর দিয়েছে

বস্তুর গঠন ও আচরণ
পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক গঠন ও আচরণের সম্পর্ক অনুসন্ধান করেছে

বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া
বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনায় শক্তির স্থানান্তর অনুসন্ধান করেছে

স্থিতি ও পরিবর্তন
কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে

বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ
মানুষ ও প্রকৃতির উপর প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগে সচেষ্ট হয়েছে

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ডিজিটাল সাক্ষরতা
প্রযুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের দায়িত্বশীল ব্যাবহার করতে পেরেছে

আইসিটি সক্ষমতা
ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ করেছে

ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন
অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্য আদানপ্রদানের কৌশল ব্যাখ্যা করেছে

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার
সামাজিক রীতি-নীতি, ঝুঁকি ও নৈতিক দিক বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করছে

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

আত্মপরিচয়
লিখিত ও অলিখিত উৎস থেকে তথ্য নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের আত্মপরিচয় ও ইতিহাস অন্বেষণ করেছে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা
বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান অনুসন্ধান করেছে

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো
বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কীভাবে মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করে তা অনুসন্ধান করেছে

সম্পদ ব্যবস্থাপনা
সময় ও অঞ্চলভেদে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে গড়ে ওঠে তা অনুসন্ধান করেছে

পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা
সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের সাপেক্ষে সমাজের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে নিজ প্রেক্ষাপটে দায়িত্বশীল আচরণ করেছে

জীবন ও জীবিকা

আত্মউন্নয়ন

নিজের পছন্দ ও সক্ষমতা বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দায়িত্বশীল কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং

পেশার পরিবর্তন এবং তার সংগে নতুন নতুন দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা বুঝে তা অর্জনের জন্য নিজ প্রেক্ষাপটে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে

পেশাগত দক্ষতা

নির্দিষ্ট পেশা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ও আগ্রহ প্রদর্শন করতে পেরেছে

ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা

পেশায় ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব জেনে অভিযোজনের প্রস্তুতি নিতে পারছে

ধর্ম শিক্ষা

ধর্মীয় জ্ঞান

ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জানতে আগ্রহ প্রদর্শন করেছে

ধর্মীয় বিধিবিধান

ধর্মের বিধি-বিধান উপলব্ধি করে চর্চার চেষ্টা করেছে

ধর্মীয় মূল্যবোধ

ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সংগে মিলেমিশে থেকেছে

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

আত্মপরিচর্যা

শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন উপলব্ধি করে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যায় উদ্যোগী হয়েছে

আবেগিক বুদ্ধিমত্তা

কাউকে কষ্ট না নিয়ে নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করেছে

সামাজিক বুদ্ধিমত্তা

পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছে

শিল্প ও সংস্কৃতি

পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর

প্রকৃতির রূপ ও ঘটনাপ্রবাহ নিজের মতো করে বিভিন্নভাবে প্রকাশের আগ্রহ প্রদর্শন করেছে

নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ

শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার পরিবেশনা উপভোগ করতে পারছে এবং সম্পৃক্ত হতে আগ্রহ প্রকাশ করছে

যাপিত জীবনে নান্দনিকতা

দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার প্রকাশ করছে

আচরণিক নির্দেশক

অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ						

নিষ্ঠা ও সততা						

পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা						

মূল্যায়নের স্কেল

= অনন্য (Upgrading)

= অর্জনমুখী (Achieving)

= অগ্রগামী (Advancing)

= সক্রিয় (Activating)

= অনুসন্ধানী (Exploring)

= বিকাশমান (Developing)

= প্রারম্ভিক (Elementary)

উপস্থিতির হার : .... %

শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য :

....

....

....

....

....

....

শিক্ষার্থীর মন্তব্য :

যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছি:

....

....

আরো উন্নতির জন্য যা যা করতে চাই:

....

....

....

....

....

....

অভিভাবকের মন্তব্য :

আমার সন্তান যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে:

....

....

আমার সন্তানের উন্নয়নে আমি যা করতে পারি:

....

....

....

....

....

....

....	....	....
শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
তারিখ :	তারিখ :	তারিখ :

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষাক্রম ২০২২

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা | ষষ্ঠ শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

সহযোগিতামূলক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ষষ্ঠ শ্রেণির বাৎসরিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয়: খ্রিস্ট ধর্ম

শিক্ষাবর্ষ: ২০২৩

বাৎসরিক মূল্যায়ন: খ্রিস্ট ধর্ম

ভূমিকা:

প্রিয় শিক্ষক, আপনি ইতোমধ্যেই জানেন, নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বছরে দুইটি সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত রাখা হয়েছে, যার মধ্যে একটি ইতোমধ্যে বছরের শুরুর ছয় মাসের শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় খ্রিস্ট ধর্ম বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া আছে।

শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আপনারা মূল্যায়ন করেছেন। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি এসাইনমেন্ট বা কাজ শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে হয়েছে, বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শিক্ষার্থীরা সমাধা করবে। এই কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, কাজের প্রক্রিয়া, ফলাফল, ইত্যাদি সবকিছুই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। মূল্যায়নের নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শুরু করে এই কার্যক্রম চলাকালে বিভিন্নভাবে আপনি শিক্ষার্থীকে সহায়তা দেবেন, তবে কাজের প্রক্রিয়া কী হবে বা সমস্যা সমাধান কীভাবে করতে হবে তা শিক্ষার্থীরাই নির্ধারণ করবে। কাজের বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকে আপনি শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা কীভাবে নিরূপণ করবেন, তার বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তী অংশে দেয়া আছে।

শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই খ্রিস্ট ধর্ম বিষয়ের শিখনকালীন মূল্যায়ন চলমান আছে, যা শিখন অভিজ্ঞতাসমূহের বিভিন্ন ধাপে আপনারা পরিচালনা করছেন। এই মূল্যায়নের একটা বড় অংশ হলো শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদান, যার মূল উদ্দেশ্য তাদের শিখনে সহায়তা দেয়া। এই চলমান মূল্যায়নের তথ্য শিক্ষার্থীর পাঠ্যবই, তাদের করা বিভিন্ন কাজের নমুনা যেমন: পোস্টার, মডেল, প্রশ্নপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। এর বাইরেও বছর জুড়ে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক ব্যবহার করে আপনারা শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড রেখেছেন। এছাড়া ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় নির্ধারিত কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের সাহায্যে আপনারা মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করেছেন। পরবর্তীতে শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করবে এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে তার মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। এই মূল্যায়নের তথ্যের সাথে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।

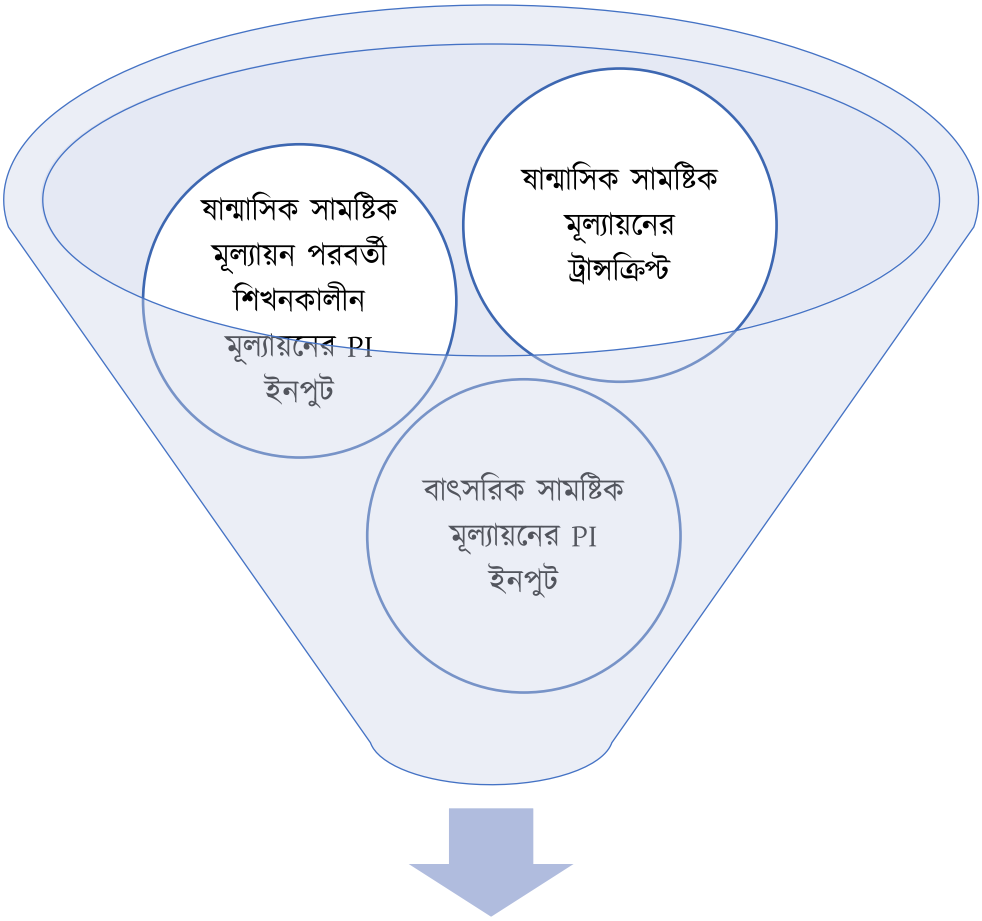

চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট

সাধারণ নির্দেশনা:

- শুরুতেই ষান্মাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিয়ে খ্রিস্ট ধর্ম বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালিত হবে তার নিয়মাবলি শিক্ষার্থীদের জানাবেন। এই মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা কী সেটা যেন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। ষষ্ঠ শ্রেণির মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন যাতে সবাই ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য প্রদত্ত কাজটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে সর্বমোট তিনটি সেশন বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম দুইটি সেশনে ৯০ মিনিট করে, এবং শেষ সেশনে দুই ঘণ্টা (বা বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা অনুযায়ী) সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজগুলো শেষ করবেন। তবে শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বেশি হলে শিক্ষক শেষ সেশনে কিছুটা বেশি সময় ব্যবহার করতে পারেন।
- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।
- শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কাজ সেশন চলাকালেই করবে, বাড়িতে গিয়ে করার জন্য খুব বেশি কাজ না রাখা ভালো। মনে রাখতে হবে এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে এবং পুরো অভিজ্ঞতাটি যেন তাদের জন্য আনন্দময় হয়।
- উপস্থাপনে যথাসম্ভব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেবেন, উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকদের যাতে কোনো আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে

দিন, মডেল/পোস্টার/ছবি ইত্যাদির চাকচিক্যে মূল্যায়নে হেরফের হবে না। বরং বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ, সম্ভব হলে ফেলনা জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দিন।

- বিষয়ভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজনে পাঠ্যবই বা যেকোনো উৎস শিক্ষার্থী ব্যবহার করতে পারবে। তবে কোনো উৎস থেকেই হুবহু তথ্য তুলে দেয়ায় উৎসাহ দেবেন না, বরং তথ্য ব্যবহার করে সে নির্ধারিত সমস্যার সমাধান করতে পারছে কি না, এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারছে কি না তার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করবেন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত শিখন যোগ্যতাসমূহ:

ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে ইতোমধ্যে এই শ্রেণির জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা চর্চা করার সুযোগ পেয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী অর্পিত কাজটি সাজানো হয়েছে।

মূল্যায়ন প্রকল্প / কাজের বিবরণ:

প্রাসঙ্গিক শিখন যোগ্যতাসমূহ:

৬.২ খ্রীষ্ট ধর্মের বিধি-বিধান (বয়স উপযোগি) অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা।
৬.৩ ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে সৃষ্টির প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা এবং সকলের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারা।

প্রাসঙ্গিক পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ:

৬.২.১ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধান অনুধাবন করছে।
৬.২.২ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধান চর্চা করছে।
৬.৩.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করছে।
৬.৩.২ শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশে সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করছে এবং সহাবস্থান করছে।

কাজের সারসংক্ষেপ:

শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠ্যপুস্তক, এবং অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তকের আলোকে নিজ প্রেক্ষাপট বা পরিবেশে দায়িত্বশীল আচরণ কীভাবে করতে হয় তা একক ভাবে অনুসন্ধান করে অনুসন্ধানের ফলাফল প্রকাশ করবে। এরপর তারা তাদের নিজেদের অথবা পরিবারের কোন সদস্যের সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণের অভিজ্ঞতা গল্প / কবিতা / ছড়া / চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে প্রকাশ করবে। সবশেষে শিক্ষার্থীরা দলগত ভাবে ‘সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ’ বিষয়ে স্ক্রিপ্ট তৈরি করে ভূমিকাভিনয় করবে।

কর্মদিবস অনুসারে কাজের পরিকল্পনা:

কর্মদিবস ১: ৯০ মিনিট

কাজ ১: একক কাজ (৬০ মিনিট)

নিজ প্রেক্ষাপট এবং পরিবেশে সদয় এবং দায়িত্বশীল আচরণ করার ক্ষেত্রে ধর্মীয় নির্দেশনা (পাঠ্যপুস্তক, এবং অন্যান্য ধর্মীয় পাঠ্যপুস্তকের আলোকে) অনুসন্ধান করবে এবং অনুসন্ধান করে যা যা পেল তা লিখে, বলে বা অন্য কোন উপায়ে প্রকাশ করবে।

কাজ ২: একক কাজ (৩০ মিনিট)

শিক্ষার্থীরা নিজেদের পরিবার, বিদ্যালয় বা সমাজে সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ কীভাবে চর্চা করেছে বা কীভাবে চর্চা হতে দেখেছে সেই অভিজ্ঞতা গল্প / কবিতা / ছড়া / চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে প্রকাশ করবে।

কাজ শেষে শিক্ষার্থীরা তাদের কাজগুলো শিক্ষকের কাছে জমা দিবে।

কর্মদিবস ২: ৯০ মিনিট

কাজ ১: দলগত কাজ (১০ মিনিট)

শিক্ষার্থীদের অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে দায়িত্বশীল আচরণের ক্ষেত্রসমূহ শিক্ষকের সহযোগিতায় ক্লাস্টার বা গুচ্ছ করবে। এক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীদের পঠিত বিষয়বস্তুর (যেমন- প্রার্থনা, পরোপকার, দানশীলতা, প্রতিবেশীকে ভালোবাসা, পোষা প্রাণীর যত্ন, সকলের জন্য সেবা, সকলের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ইত্যাদি) আলোকে ক্লাস্টার বা গুচ্ছ করতে হবে।

কাজ ২: দলগত কাজ (৪০ মিনিট)

শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে ভূমিকাভিনয়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। দলগত আলোচনার মাধ্যমে স্ক্রিপ্ট/গল্প লিখবে, চরিত্র নির্বাচন করবে, কে কোন চরিত্রে অভিনয় করবে তা নির্ধারন করবে। শিক্ষক সকল দলের কাজ দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন (ফিডব্যাক) প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে যে গল্প বা স্ক্রিপ্ট যেন এমন হয় যা ১৫ মিনিটের মাঝে উপস্থাপন করা সম্ভব।

কাজ ৩: দলগত কাজ (৪০ মিনিট)

বিষয়বস্তু (চরিত্র) অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা দলে রিহার্সাল বা অনুশীলন করবে। শিক্ষক তাদের রিহার্সাল পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীরা অনুশীলন বা রিহার্সালের কাজটি বরাদ্দকৃত সময়ের মাঝে সম্পন্ন করতে না পারলে মূল্যায়ন উৎসব দিবসের আগে সুবিধাজনক সময়ে নিজেরা রিহার্সাল করবে।

কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসব): ১২০ – ১৮০ মিনিট

কাজ ১: দলগত কাজ (৬০ মিনিট)

শিক্ষার্থীরা তাদের তৈরি নাটিকা (ভূমিকাভিনয়) সকলের সামনে উপস্থাপনের পূর্বে শেষ রিহার্সাল করবে। শিক্ষক প্রতিটি দলের রিহার্সাল দেখে কাজটিকে আরো ভালভাবে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করবেন।

কাজ ২: দলগত কাজ (দলপ্রতি ১৫-২০ মিনিট)

শিক্ষার্থীরা দলে দলে তাদের প্রস্তুতি অনুযায়ী শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক ধারাবাহিকভাবে বিষয়বস্তুগুলো (সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ) ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করবে।

উপকরণ:

কর্মদিবস ১, কর্মদিবস ২ এবং কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসব) এর কাজগুলো করতে শিক্ষার্থীদের কাগজ (তাদের শ্রেণির কাজের খাতা থেকে নেয়া) এবং কলম ছাড়া অন্য কোন উপকরণের প্রয়োজন নেই।

শিক্ষকের কাজ:

সাধারণ কাজ-

- মূল্যায়নসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজ ও উপস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করবেন।
- শিক্ষার্থীরা ভুল করলেও তাদেরকে নিরুৎসাহিত না করে বরং বারবার চেষ্টা করতে উৎসাহ প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজ ও উপস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করে নির্ধারিত একক যোগ্যতাগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে পারদর্শিতার কোন স্তরে আছে, তা যাচাই করে নির্ধারিত ফরমে রেকর্ড করবেন।
- পর্যবেক্ষন করে রেকর্ড সংরক্ষণের ক্ষেত্রে 'পরিশিষ্ট ১' এ দেয়া ছক অনুসরণ করবেন।

কর্মদিবস ১: কাজ ১ এর ক্ষেত্রে-

- শিক্ষার্থীদেরকে সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণের ধর্মীয় নির্দেশনা সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তক অথবা অন্য কোন উৎস থেকে তথ্য অনুসন্ধান করতে সহযোগিতা করতে পারেন। এক্ষেত্রে, তথ্য অনুসন্ধানের জন্য পাঠ্যপুস্তকের প্রার্থনা, পরোপকার, দানশীলতা, প্রতিবেশীকে ভালোবাসা, পোষা প্রাণীর যত্ন, সকলের জন্য সেবা, সকলের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ইত্যাদি অংশের সহায়তা নিতে বলতে পারেন।
- দায়িত্বশীল আচরণের ধর্মীয় নির্দেশনাগুলো (বিধি-বিধান) শিক্ষার্থীর নিজ ভাষায় (নিজের অনুধাবন অনুযায়ী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ) প্রকাশ করতে উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষার্থীদের লেখা, বলা বা অন্যকোন ভাবে উপস্থাপন করা কাজের রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন এবং সেগুলো মূল্যায়ন করে পারদর্শিতার নির্দেশক অনুসারে 'পরিশিষ্ট ২' এ উল্লেখিত 'শিক্ষার্থীদের উপাত্ত সংগ্রহের ছক' এ লিপিবদ্ধ করবেন।

কর্মদিবস ১: কাজ ২ এর ক্ষেত্রে-

- শিক্ষার্থী নিজ পরিবার, বিদ্যালয় বা সমাজে সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ কীভাবে প্রয়োগ বা চর্চা করেছে সে অভিজ্ঞতার গল্প, কবিতা, ছড়া বা চিত্রাংকণ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করতে বলবেন। শিক্ষার্থীর নিজের এ সংক্রান্ত আচরণের (সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ) অভিজ্ঞতা না থাকলে অন্যকারো অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণের অর্জিত অভিজ্ঞতাসমূহ (লিখিত/আঁকা) সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করবেন এবং সেগুলো মূল্যায়ন করে পারদর্শিতার নির্দেশক অনুসারে 'পরিশিষ্ট ২' এ উল্লেখিত 'শিক্ষার্থীদের উপাত্ত সংগ্রহের ছক' এ লিপিবদ্ধ করবেন।

কর্মদিবস ২: কাজ ১ এর ক্ষেত্রে-

- শিক্ষার্থীদের অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে দায়িত্বশীল আচরণের ক্ষেত্রসমূহ শিক্ষার্থীদের মতামতের ভিত্তিতে ক্লাস্টার বা গুচ্ছ করে নিবেন।

- শিক্ষার্থীদের পঠিত বিষয়বস্তুর (প্রার্থনা, পরোপকার, দানশীলতা, প্রতিবেশীকে ভালোবাসা, পোষা প্রাণীর যত্ন, সকলের জন্য সেবা, সকলের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ইত্যাদি) আলোকে ক্লাস্টার বা গুচ্ছ করবেন।
- ক্লাস্টার বা গুচ্ছকৃত দায়িত্বশীল আচরণের ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীদের আগ্রহের ভিত্তিতে ভূমিকাভিনয়ের জন্য দল গঠন করবেন। কোন দলেই ৫ জনের বেশি সদস্য না রাখাই ভালো।

কর্মদিবস ২: কাজ ২ এর ক্ষেত্রে-

- নির্বাচিত বিষয়বস্তুর উপর ভূমিকাভিনয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদেরকে স্ক্রিপ্ট বা গল্প লিখতে বলুন এবং প্রতি দলের কাজ দেখে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।
- গল্প লেখা হয়ে গেলে দলে কে কোন ভূমিকা পালন করবে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহের ভিত্তিতে নির্ধারন করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের লেখা স্ক্রিপ্ট বা গল্পগুলোর একটি কপি (ছবি তুলে) সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করতে পারেন।
- শিক্ষার্থীরা স্ক্রিপ্ট লেখার কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে ‘পরিশিষ্ট ১’ এ দেয়া ছক অনুসরণ করে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

কর্মদিবস ২: কাজ ৩ এর ক্ষেত্রে-

- শিক্ষার্থীদেরকে দল এবং স্ক্রিপ্ট / গল্প অনুসারে নিজের ভূমিকা অনুশীলন (রিহার্সাল) করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের রিহার্সাল দেখে প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা ফলাবর্তন (ফিডব্যাক) প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীরা রিহার্সালে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে ‘পরিশিষ্ট ১’ এ দেয়া ছক অনুসরণ করে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসবের দিন): কাজ ১ এর ক্ষেত্রে-

- শিক্ষার্থীদের রিহার্সাল দেখে আরো ভাল কীভাবে করা যেতে পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা ফলাবর্তন (ফিডব্যাক) প্রদান করবেন।

কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসবের দিন): কাজ ২ এর ক্ষেত্রে-

- মূল্যায়ন উৎসবের দিন শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত বিষয়বস্তু ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে (প্রতিটি দল) উপস্থাপন করতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীদের ভূমিকাভিনয় দেখে ‘পরিশিষ্ট ১’ এ দেয়া ছক অনুসরণ করে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ বা PI পরিশিষ্ট ১ এ দেয়া আছে। শিক্ষার্থীর কোন পারদর্শিতা দেখে তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে তাও ছকে উল্লেখ করা আছে। নির্ধারিত কাজ যেই দিন সম্পন্ন হবে সেদিনই সংশ্লিষ্ট PI এর ইনপুট দেবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পরিশিষ্ট ২ এ সকল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক সংযুক্ত করা আছে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি ব্যবহার করে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

শিখনকালীন, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন সমন্বয়:

ইতোমধ্যে ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় প্রথম কয়েকটি শিখন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। একইভাবে বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।

ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন:

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কীভাবে শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের সমন্বয় করে ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছিল। একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া গেছে সেটিই উল্লেখ করা হয়েছিল।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে করা মূল্যায়নের তথ্যে একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া যাবে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করতে হবে।

কোনো শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি শিখনকালীন, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক সামষ্টিক মুল্যায়ন কোনো ক্ষেত্রেই PI এর ইনপুট না পাওয়া যায়, তাহলে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্টে সেই PI এর ইনপুটের জায়গা ফাঁকা থাকবে।

পরিশিষ্ট ৩ এ বাৎসরিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট দেয়া আছে। এই ফরম্যাট ব্যবহার করে প্রত্যেক পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জনের সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখপূর্বক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করবেন।
এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের রেকর্ড সংগ্রহের জন্য □, ○, △ এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হলেও ট্রান্সক্রিপ্টে এই চিহ্নগুলোর কোনো উল্লেখ থাকবে না। তবে ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাটে উল্লেখিত চিহ্নগুলোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পারদর্শিতার মাত্রা টিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে।

আচরণিক নির্দেশক

পরিশিষ্ট ৪ এ আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেয়া আছে। ষান্মাসিক মূল্যায়নের মতোই বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, পরিশিষ্ট ৫ এর ছক ব্যবহার করে আচরণিক নির্দেশকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ১০ টি বিষয়ের আচরণিক নির্দেশকের অর্জিত মাত্রা বা পর্যায়ের সমন্বয় করে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/শ্রেণি শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ১০ জন বিষয় শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত BI এর ইনপুট সমন্বয় করে আচরণিক নির্দেশকের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করবেন।

আচরণিক নির্দেশকে ১০টি বিষয়ের সমন্বয়ের শর্তগুলো হলো:

- একটি আচরণিক নির্দেশকের জন্য ১০টি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী যেই পর্যায়টি সবচেয়ে বেশি বার পাবে সেইটিই হবে ঐ আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৩টি বিষয়ে △ এবং ৩টি বিষয়ে □ পায়, তবে ১ম আচরণিক নির্দেশকে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হলো ○।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোনো আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো একটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বার ইনপুট না পায়, অর্থাৎ একাধিক পর্যায়ে সমান সংখ্যক ইনপুট পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তারমধ্যে অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায় বিবেচনা করতে হবে।
    - উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৪টি বিষয়ে △ এবং ২টি বিষয়ে □ পায়, তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে △।
    - আবার কোনো শিক্ষার্থী একই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি ৪টি বিষয়ে ○, ২টি বিষয়ে △ এবং ৪টি বিষয়ে □ পায়, তবে তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে ○।

শ্রেণি উত্তরণ নীতিমালা

শ্রেণি উত্তরণের বিষয়ে দুইটি দিক বিবেচনা করা হবে;

১। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার,

২। বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা।

১। শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে কিনা সেটা প্রাথমিক বিবেচ্য; তার বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারের উপর ভিত্তি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। **বিদ্যালয়ে মোট কর্মদিবসের অন্তত ৭০% উপস্থিতি নিশ্চিত হলে তাকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং বছর শেষে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার বিবেচনায় সে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হবে। যেহেতু নতুন শিক্ষাক্রম চলমান শিক্ষাবর্ষে (২০২৩) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, কাজেই এই বছরের জন্য মোট কর্মদিবসের কমপক্ষে ৫০% উপস্থিতি থাকলেও কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে।** এছাড়াও এখানে উল্লেখ্য, জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উপস্থিতির হার ৫০% এর কম হলেও শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রেণি উত্তরণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করতে পারেন; তবে তার জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ও তার সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ থাকতে হবে।

২। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো পারদর্শিতার নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা। সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ের ট্রান্সক্রিপ্টে সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা যদি □ স্তরে থাকে, তবে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।

বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- পারদর্শিতার বিবেচনায় কোনো শিক্ষার্থী যদি পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হয়, তবে শুধুমাত্র উপস্থিতির হারের ভিত্তিতে তাকে উত্তীর্ণ করানো যাবে না।
- পারদর্শিতার বিবেচনায় যদি শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য বিবেচিত হয়, কিন্তু উপস্থিতির হার নির্ধারিত হারের চেয়ে কম থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকগণের সমন্বিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিদ্যালয় ওই শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য ন্যূনতম উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ডের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ড বলতে ষান্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড বোঝাবে। এক্ষেত্রে বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টও এই পূর্বতন রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে।
- একইভাবে যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রেও উপরোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন দুই ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে শিখনকালীন মূল্যায়নের পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।
- উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হলেও সকল শিক্ষার্থী বছর শেষে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট পাবে।
- কোনো শিক্ষার্থীকে যদি পরবর্তী বছরে একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি করতে হয় তবে তার শিখন এগিয়ে নেবার জন্য একটি আত্মউন্নয়ন পরিকল্পনা (self development plan) করতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা দেবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে শিখন ঘাটতি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে ওই শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছয় মাসের একটি শিখন উন্নয়ন পরিকল্পনা (learning enhancement strategy) করতে হবে যাতে সে তার শিখন ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে। শিক্ষক কীভাবে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবেন এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।

রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ: নৈপুণ্য

ইতোমধ্যেই আপনারা ষান্মাসিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করেছেন, যেখানে সকল পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়ের বিবরণ থাকে। এই ট্রান্সক্রিপ্টে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বছর শেষে এক নজরে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন করা হবে যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার সার্বিক পারদর্শিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া থাকবে, যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে এবং অভিভাবকরা

সহজেই শিক্ষার্থীর অবস্থান বুঝতে পারেন। পরিশিষ্ট ৬ এ রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে। মুলত মূল্যায়ন অ্যাপের মাধ্যমেই ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অ্যাপ থেকে সম্ভব না হলে শিক্ষকগণ এই ফরম্যাট ফটোকপি করে ম্যানুয়ালি রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারেন।

রিপোর্ট কার্ডে কোনো বিষয়েরই PI সমূহ উল্লেখ করা থাকবে না। বরং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান কয়েকটি নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্রের** মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। আপনারা জানেন, কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করতে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক PI নির্ধারণ করা আছে। তেমনি কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জন সমন্বিতভাবে প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। (পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রদত্ত বিষয়ের ধারণায়নে বর্ণিত ডাইমেনশন থেকে নেয়া হয়েছে। কারণ বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতাসমূহ মুলত এই ডাইমেনশন গুলোকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে।)
বিষয়টি দেখা যায় এভাবে:

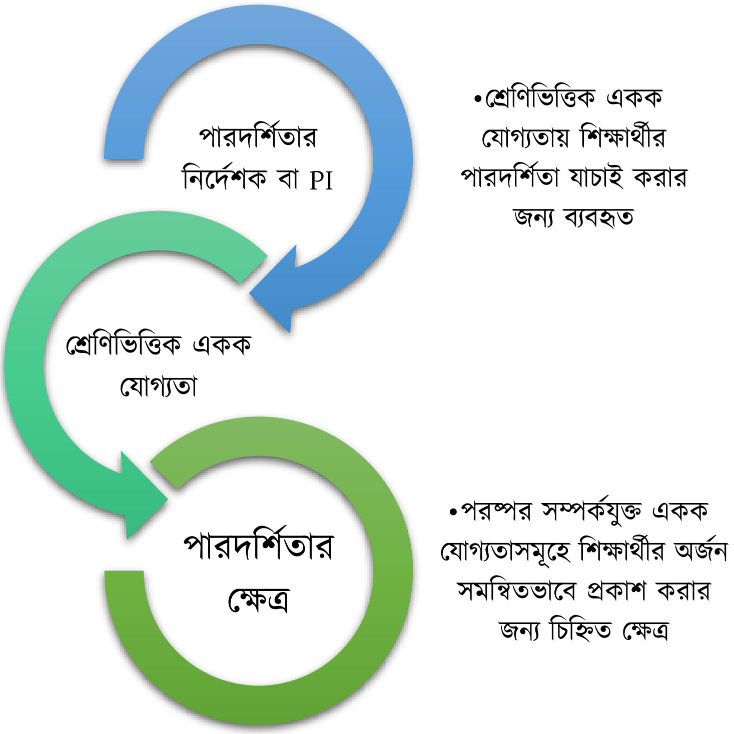

ধর্মের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

১। ধর্মীয় জ্ঞান
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান
৩। ধর্মীয় মূল্যবোধ

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, “ধর্মীয় বিধি-বিধান” ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট PI সমূহ নিম্নরূপ:

খ্রিস্ট ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট একককযোগ্যতা	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান	৬.২ খ্রীষ্টধর্মের বিধি-বিধান (বয়স উপযোগী) অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা	৬.২.১ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে ৬.২.২ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো চর্চা করছে

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা

রিপোর্ট কার্ড বা সনদে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, পারদর্শিতার ক্ষেত্রের শিরোনাম দিয়ে শিক্ষার্থী আদৌ কী করতে পারে তা স্পষ্ট হয় না, তাই প্রতি শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের একটি বর্ণনা প্রণয়ন করা হয়েছে। খ্রিস্ট ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার বর্ণনা নিম্নরূপ:

খ্রিস্ট ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা
১। ধর্মীয় জ্ঞান	ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জানতে আগ্রহ প্রদর্শন করেছে।
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান	ধর্মের বিধি-বিধান উপলব্ধি করে চর্চার চেষ্টা করেছে।
৩। ধর্মীয় মূল্যবোধ	ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সংগে মিলেমিশে থেকেছে।

পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান কীভাবে নিরূপিত হবে?

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। যেহেতু প্রতিটি বিষয়ে পারদর্শিতার নির্দেশকের সংখ্যা অনেকগুলো এবং এদের পর্যায় মাত্র ৩টি, এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান বোঝা সম্ভব হয় না। সেজন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহের সমন্বয় করে ওই ক্ষেত্রে তার অবস্থান বোঝানো হবে। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক সকলেই যাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে এজন্য এই অবস্থানকে একটি ৭-স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেল দিয়ে প্রকাশ করা হবে।
পারদর্শিতার এই স্তরগুলো নিম্নরূপ:

1. অনন্য (Upgrading)
2. অর্জনমুখী (Achieving)
3. অগ্রগামী (Advancing)
4. সক্রিয় (Activating)
5. অনুসন্ধানী (Exploring)
6. বিকাশমান (Developing)
7. প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার সনদে ৭ স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হবে এভাবে:

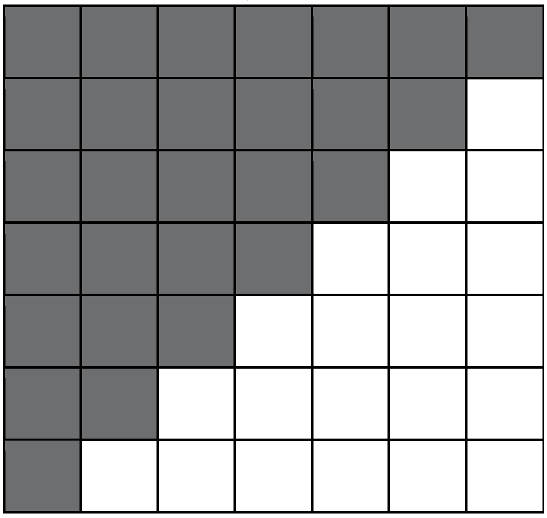

অনন্য (Upgrading)
অর্জনমুখী (Achieving)
অগ্রগামী (Advancing)
সক্রিয় (Activating)
অনুসন্ধানী (Exploring)
বিকাশমান (Developing)
প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের উপায়

আগেই বলা হয়েছে, প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান মূলত নির্ভর করবে PI সমূহে তার অর্জিত সর্বোচ্চ (△ চিহ্নিত পর্যায়) ও সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার পার্থক্যের উপর।

এই কাজটি করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করতে হবে:

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা} - \text{অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা}}{\text{মোট PI এর সংখ্যা}} * ১০০\%$$

উদাহরণস্বরূপ, ‘ধর্মীয় মূল্যবোধ’ শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট PI ২টি (৬.৩.১ এবং ৬.৩.২)। কোনো শিক্ষার্থী এই ২টি PI এর মধ্যে ১টিতে সর্বোচ্চ পর্যায় (△ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে। অন্যটিতে সর্বনিম্ন পর্যায় (□ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে।

এখানে,

মোট PI এর সংখ্যা	:	২টি
অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি
অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি

তাহলে তার পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান হবে,

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{১ - ১}{২} * ১০০\% = ০\%$$

এই মানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হবে শিক্ষার্থীর অবস্থান পারদর্শিতার কোন স্তরে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ঋনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা (△ চিহ্নিত পর্যায়) সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার চেয়ে কম হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান শূন্য হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সমান হয়।
  - অথবা, যদি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সবগুলো PI তে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়ে থাকে।

নিচের ছকে পারদর্শিতার সবগুলো স্তর নির্ধারণের শর্তগুলো দেয়া হলো:

পারদর্শিতার স্তর	পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের শর্ত
1. অনন্য (Upgrading)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = ১০০%
2. অর্জনমুখী (Achieving)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ৫০%
3. অগ্রগামী (Advancing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ২৫%
4. সক্রিয় (Activating)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ০%
5. অনুসন্ধানী (Exploring)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -২৫%
6. বিকাশমান (Developing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -৫০%
7. প্রারম্ভিক (Elementary)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = -১০০%

তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী উপরের উদাহরণে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ০% হলে ওই শিক্ষার্থীর অবস্থান হবে 'সক্রিয় (Activating)'। রিপোর্ট কার্ড বা সনদে, 'ধর্মীয় মূল্যবোধ' পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য তার অবস্থান উল্লেখ করা হবে এভাবে:

<table>
<tr><td colspan="7">ধর্মীয় মূল্যবোধ</td></tr>
<tr><td colspan="7">ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সংগে মিলেমিশে থেকেছে</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

এখন নিচের ছকে দেখা যাক, খ্রিস্ট ধর্ম বিষয়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোনটি ষষ্ঠ শ্রেণির কোন কোন একক যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এই এক বা একাধিক যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট PI কোনগুলো।

খ্রিস্ট ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
১। ধর্মীয় জ্ঞান	৬.১ ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে, উপলব্ধি করে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হতে পারা	৬.১.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় মৌলিক বিষয়সমূহের ধারণা ও উপলব্ধি প্রকাশ করছে ৬.১.২ শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে নিজের আগ্রহ প্রসূত প্রশ্ন করছে
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান	৬.২ খ্রীষ্টধর্মের বিধি-বিধান (বয়স উপযোগী) অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা	৬.২.১ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে ৬.২.২ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো চর্চা করছে
৩। ধর্মীয় মূল্যবোধ	৬.৩ ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে নিজ জীবনে প্রয়োগ এবং নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে সৃষ্টির প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা এবং সকলের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারা	৬.৩.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করছে ৬.৩.২ শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করছে এবং সহাবস্থান করছে

পারদর্শিতার সনদ বা রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ ও তাদের শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা, এবং তাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য)।

আচরণিক নির্দেশকের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক নির্দেশকের জন্যেও নির্দিষ্ট কিছু **আচরণিক ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণিক নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় সমন্বয় করে নির্দিষ্ট **আচরণিক ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর ফলাফল নিরূপণ করা হবে। রিপোর্ট কার্ডে পারদর্শিতা ও আচরণিক ক্ষেত্র দুইই উল্লেখ করা থাকবে, যা দেখে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থার একটি চিত্র বোঝা যাবে।

শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করবেন, বিষয় শিক্ষক তার নির্দিষ্ট বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করে বিষয়ভিত্তিক ফলাফল জমা দেবেন। আচরণিক ক্ষেত্রের জন্য শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করবেন।

রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখিত আচরণিক ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ

২। নিষ্ঠা ও সততা

৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখিত ১০টি আচরণিক নির্দেশকের প্রত্যেকটি উপরের কোনো না কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। PI এর ইনপুট হিসেব করে যেভাবে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার ক্ষেত্রে ফলাফল নিরূপণ করা হবে, একইভাবে BI এর ইনপুটের ভিত্তিতে উপরের ৩ টি আচরনিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করতে হবে। সকল শ্রেণির জন্য একই আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক ক্ষেত্রের জন্যেও সংশ্লিষ্ট BI এ শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় একই সুত্র ব্যবহার করে হিসেব করে ৭ স্তর বিশিষ্ট স্কেলে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে।

নিচের ছকে আচরণিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট BI সমূহ উল্লেখ করা হলো।

আচরণিক ক্ষেত্র	আচরণিক নির্দেশক বা BI
১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	১। দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে ২। নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে ৯। দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে ১০। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে
২। নিষ্ঠা ও সততা	৩। নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে ৪। শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে ৫। পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে ৬। দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে
৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা	৭। নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে ৮। অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে

* বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা নির্দিষ্ট করা থাকবে না।

রিপোর্ট কার্ড প্রণয়নের এই পুরো প্রক্রিয়া আরো ভালভাবে স্পষ্ট করার জন্য একটি অনলাইন গাইডলাইন আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। কোনো শিক্ষকের এই বিষয়ে আর কোনো অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা এই গাইডলাইনের মাধ্যমে দূর হবে আশা করা যায়।

মূল্যায়ন অ্যাপ

মূল্যায়নের কাজ সহজ এবং দ্রুততম সময়ে করার জন্য একটি মূল্যায়ন অ্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অ্যাপ এর সাহায্যে আপনারা নির্ধারিত সময়ে PI এর ইনপুট দিতে পারবেন, এবং খুব সহজেই শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ও রিপোর্ট কার্ড আউটপুট

হিসেবে নিতে পারবেন। ম্যানুয়ালি যেভাবে আপনাদের PI এর অর্জিত পর্যায় হিসাব করে ফলাফল তৈরি করতে হয়, তা অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে।

অচিরেই মূল্যায়ন অ্যাপ এবং এর ব্যবহারের নীতিমালা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, সেখানে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

পরিশিষ্ট ১

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI) –

<table>
<tr><th rowspan="2">একক যোগ্যতা</th><th rowspan="2">পারদর্শিতা নির্দেশক (PI) নং</th><th rowspan="2">পারদর্শিতার নির্দেশক</th><th colspan="3">পারদর্শিতার মাত্রা</th><th rowspan="2">যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন</th></tr>
<tr><th></th><th></th><th></th></tr>
<tr><td rowspan="6">৬.২ খ্রীষ্টধর্মের বিধি-বিধান (বয়স উপযোগী) অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা</td><td rowspan="3">৬.২.১</td><td rowspan="3">শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে</td><td>বিধি-বিধানসমূহের অর্থ আংশিক ব্যাখ্যা করতে পারছে</td><td>বিধি-বিধানগুলোর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারছে</td><td>বিধি-বিধানগুলোর চর্চা হয় এমন কাজে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারছে</td><td rowspan="3">কর্মবিদস ১: শিক্ষার্থীদের লেখা, বলা বা অন্য কোন উপায়ে উপস্থাপিত 'সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ' সংক্রান্ত প্রতিবেদন।</td></tr>
<tr><td colspan="3">যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে</td></tr>
<tr><td>পাঠ্যপুস্তক এবং বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত ধর্মীয় বিধি-বিধান থেকে দায়িত্বশীল আচরণগুলো চিহ্নিত করেছে</td><td>পাঠ্যপুস্তক এবং বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত ধর্মীয় বিধি-বিধান থেকে দায়িত্বশীল আচরণগুলোর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছে</td><td>পাঠ্যপুস্তক এবং বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত ধর্মীয় বিধি-বিধান থেকে দায়িত্বশীল আচরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে উদাহরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছে</td></tr>
<tr><td rowspan="3">৬.২.২</td><td rowspan="3">শিক্ষার্থী বয়স উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো চর্চা করছে</td><td>বিধি-বিধানসমূহের অর্থ আংশিক বুঝে অনুসরণ করছে/দেখে দেখে পালন করছে/কিছু বিধি-বিধান পালন করছে</td><td>বিধি-বিধানগুলোর তাৎপর্য বুঝে নিয়মিত পালন করছে</td><td>বিধি-বিধানগুলোর চর্চা হয় এমন কাজে অংশগ্রহণ করছে</td><td rowspan="3">কর্মদিবস ২: শিক্ষার্থীদের ভুমিকাভিনয় এর প্রস্তুতি গ্রহণ</td></tr>
<tr><td colspan="3">যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে</td></tr>
<tr><td>অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণসমূহ চিহ্নিত করে উপস্থাপন করেছে</td><td>নিজ অভিজ্ঞতা থেকে সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণসমূহ চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করে উপস্থাপন করেছে</td><td>নিজের করা সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণের উদাহরণ সহ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছে</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td rowspan="6">৬.৩ ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে নিজ জীবনে প্রয়োগ এবং নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে সৃষ্টির প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা এবং সকলের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারা</td>
<td rowspan="3">৬.৩.১</td>
<td rowspan="3">শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করছে</td>
<td>নিজস্ব পরিসরের দৈনন্দিন ঘটনায় তার নিজ ভূমিকার সাথে ধর্মীয় জ্ঞান এবং মূল্যবোধের সম্পর্ক স্থাপন করছে</td>
<td>ধর্মীয় জ্ঞান এবং মূল্যবোধের সাথে স্বীয় গুণাবলীর সচেতন সমন্বয় আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করছে</td>
<td>নিজস্ব গুণাবলীর সাথে ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয় করে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বহুমাত্রিকভাবে প্রয়োগ করছে</td>
<td rowspan="3">কর্মদিবস ১: শিক্ষার্থীদের গল্প, কবিতা, ছড়া বা চিত্রাঙ্কন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করা সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণের উদাহরণ / অভিজ্ঞতা।</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে</td>
</tr>
<tr>
<td>শিক্ষার্থী অন্যের দায়িত্বশীল আচরণ প্রয়োগ বা চর্চা দেখে বা শুনে তা গল্প, কবিতা, ছড়া বা চিত্রাঙ্কন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করেছে</td>
<td>শিক্ষার্থী নিজে পরিবারে সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ কীভাবে প্রয়োগ বা চর্চা করে/করেছে তা গল্প, কবিতা, ছড়া বা চিত্রাঙ্কন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করেছে</td>
<td>শিক্ষার্থী নিজ পরিবার ও বিদ্যালয় বা সমাজে সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ কীভাবে প্রয়োগ বা চর্চা করে/করেছ তা গল্প কবিতা, ছড়া বা চিত্রাঙ্কন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করেছে</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">৬.৩.২</td>
<td rowspan="3">শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করছে এবং সহাবস্থান করছে</td>
<td>শিক্ষার্থী নিজের মতামতের পাশাপাশি অন্যদের অবস্থানও তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করছে</td>
<td>শিক্ষার্থী নিজ পছন্দ/অপছন্দের পাশাপাশি অন্যদের পরিপ্রেক্ষিত নিরপেক্ষভাবে বিবেচনায় নিয়ে নিজের আচরণ, সিদ্ধান্ত বা ব্যক্তিগত অবস্থান ব্যাখ্যা করছে</td>
<td>শিক্ষার্থী মানুষসহ সকল সৃষ্টির কল্যাণকে প্রাধান্য দিয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত অবস্থান ব্যাখ্যা করছে ও দায়িত্বশীল ভূমিকা নিচ্ছে</td>
<td rowspan="3">কর্মদিবস ২: শিক্ষার্থীদের স্ক্রিপ্ট তৈরির পরিকল্পনা এবং কাজ।

কর্মদিবস ৩: শিক্ষার্থীদের ভূমিকাভিনয়।</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে</td>
</tr>
<tr>
<td>শিক্ষার্থী ভূমিকাভিনয়ের পরিকল্পনা প্রণয়নের আলোচনায় অংশগ্রহণ করছে এবং অন্যের আলোচনা শুনেছে</td>
<td>শিক্ষার্থী ভূমিকাভিনয়ের স্ক্রিপ্ট বা গল্প লিখনের ক্ষেত্রে নিজের পাশাপাশি দলের অন্য সদস্যদের মতামতকে প্রাধান্য দিয়েছে</td>
<td>শিক্ষার্থী ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ দিকগুলো প্রকাশ করেছে</td>
</tr>
</table>

পরিশিষ্ট ২

শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষক নির্ধারিত কাজ চলাকালীন অথবা কাজ শেষ হলে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম:		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর: তারিখ:

শ্রেণি:		বিষয়:			
		প্রযোজ্য PI নং			
আইডি	নাম	৬.২.১	৬.২.২	৬.৩.১	৬.৩.২
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি:		বিষয়:			
		প্রযোজ্য PI নং			
আইডি	**নাম**	**৬.২.১**	**৬.২.২**	**৬.৩.১**	**৬.৩.২**
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
শ্রেণি:		□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৩

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীদের ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি: _____________	**শ্রেণি:** ৬ষ্ঠ	**বিষয়:** খ্রিস্ট ধর্ম	**শিক্ষকের নাম:**

পারদর্শিতার নির্দেশকের মাত্রা

পারদর্শিতার নির্দেশক	শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা		
৬.১.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় মৌলিক বিষয়সমূহের ধারণা ও উপলব্ধি প্রকাশ করছে	খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহের প্রাথমিক ধারণা বর্ণনা করছে	খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ অপরকে ব্যাখ্যা করতে পারছে	খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহের ধারণা একাধিক উপায়ে প্রকাশ করছে
৬.১.২ শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে নিজের আগ্রহ প্রসূত প্রশ্ন করছে	খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে তথ্যনির্ভর প্রশ্ন করছে	খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে ব্যাখ্যা চেয়ে প্রশ্ন করছে	খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণমূলক প্রশ্ন করছে
৬.২.১ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে	বিধি-বিধানসমূহের অর্থ আংশিক ব্যাখ্যা করতে পারছে	বিধি-বিধানগুলোর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারছে	বিধি-বিধানগুলোর চর্চা হয় এমন কাজে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারছে
৬.২.২ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো চর্চা করেছে	বিধি-বিধানসমূহের অর্থ আংশিক বুঝে অনুসরণ করছে/দেখে দেখে পালন করছে/কিছু বিধি-বিধান পালন করছে	বিধি-বিধানগুলোর তাৎপর্য বুঝে নিয়মিত পালন করছে	বিধি-বিধানগুলোর চর্চা হয় এমন কাজে অংশগ্রহণ করছে
৬.৩.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করছে	নিজস্ব পরিসরের দৈনন্দিন ঘটনায় তার নিজ ভূমিকার সাথে ধর্মীয় জ্ঞান এবং মূল্যবোধের সম্পর্ক স্থাপন করছে	ধর্মীয় জ্ঞান এবং মূল্যবোধের সাথে স্বীয় গুণাবলীর সচেতন সমন্বয় আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করছে	নিজস্ব গুণাবলীর সাথে ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয় করে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বহুমাত্রিকভাবে প্রয়োগ করছে
৬.৩.২ শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করছে এবং সহাবস্থান করছে	শিক্ষার্থী নিজের মতামতের পাশাপাশি অন্যদের অবস্থানও তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করছে	শিক্ষার্থী নিজ পছন্দ/ অপছন্দের পাশাপাশি অন্যদের পরিপ্রেক্ষিত নিরপেক্ষভাবে বিবেচনায় নিয়ে নিজের আচরণ, সিদ্ধান্ত বা ব্যক্তিগত অবস্থান ব্যাখ্যা করছে	শিক্ষার্থী মানুষসহ সকল সৃষ্টির কল্যাণকে প্রাধান্য দিয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত অবস্থান ব্যাখ্যা করছে ও দায়িত্বশীল ভূমিকা নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৪

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
1. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
2. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
3. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
4. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
5. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
6. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
7. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে

8. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
9. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
10. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম:		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর: তারিখ:

শ্রেণি:	বিষয়:

		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি:					বিষয়:						
		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৬

পারদর্শিতার সনদ বা রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট

শিক্ষাক্রম
২০২২

যোগ্যতাভিত্তিক
অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন
একীভূত
শিখনকালীন মূল্যায়ন
সহযোগিতামূলক

নৈপুণ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শিক্ষার্থীর আইডি : ....

শ্রেণি : ৬ষ্ঠ শিক্ষাবর্ষ : ....

বিষয়সমূহ

- বাংলা
- ইংরেজি
- গণিত
- বিজ্ঞান
- ডিজিটাল প্রযুক্তি
- ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- জীবন ও জীবিকা
- ধর্ম শিক্ষা
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা
- শিল্প ও সংস্কৃতি

বাংলা

যোগাযোগ

পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত ভাষায় যোগাযোগ করেছে

ভাষারীতি

বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন অর্থবৈচিত্র্যমূলক বাক্য তৈরি করেছে

প্রায়োগিক যোগাযোগ

বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় লিখতে পেরেছে

সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ

সাহিত্যরস উপভোগ করে নিজের কল্পনা ও অনুভূতি সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে

মানবিক চিন্তন

কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে নিজের মত দিয়েছে ও অন্যের মতের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে

English

Communication

Communicates with relevance to a given context

Linguistic norms

Uses appropriate vocabulary and expressions as required in the context

Democratic practice

Values democratic atmosphere in communication and participates accordingly

Creative expression

Comprehends and relates to literary texts

গণিত

গাণিতিক অনুসন্ধান

সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যাচাই করেছে

সংখ্যা ও পরিমাণ

গাণিতিক সমস্যা সমাধানে যথাযথ ভাষা ও কৌশলের প্রয়োগ করেছে

জ্যামিতিক আকৃতি

নিয়মিত জ্যামিতিক আকৃতি চিনতে পেরেছে এবং সেগুলো পরিমাপ করতে পেরেছে

গাণিতিক সম্পর্ক

সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ও সূত্র ব্যবহার করেছে

সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখেছে

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান						
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তথ্য প্রমাণ ও বস্তুনিষ্ঠতার উপর জোর দিয়েছে						

বস্তুর গঠন ও আচরণ						
পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক গঠন ও আচরণের সম্পর্ক অনুসন্ধান করেছে						

বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া						
বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনায় শক্তির স্থানান্তর অনুসন্ধান করেছে						

স্থিতি ও পরিবর্তন						
কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে						

বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ						
মানুষ ও প্রকৃতির উপর প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগে সচেষ্ট হয়েছে						

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ডিজিটাল সাক্ষরতা						
প্রযুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের দায়িত্বশীল ব্যাবহার করতে পেরেছে						

আইসিটি সক্ষমতা						
ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ করেছে						

ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন						
অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্য আদানপ্রদানের কৌশল ব্যাখ্যা করেছে						

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার						
সামাজিক রীতি-নীতি, ঝুঁকি ও নৈতিক দিক বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করছে						

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

আত্মপরিচয়						
লিখিত ও অলিখিত উৎস থেকে তথ্য নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের আত্মপরিচয় ও ইতিহাস অন্বেষণ করেছে						

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা						
বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান অনুসন্ধান করেছে						

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো						
বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কীভাবে মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করে তা অনুসন্ধান করেছে						

সম্পদ ব্যবস্থাপনা						
সময় ও অঞ্চলভেদে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে গড়ে ওঠে তা অনুসন্ধান করেছে						

পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা						
সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের সাপেক্ষে সমাজের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে নিজ প্রেক্ষাপটে দায়িত্বশীল আচরণ করেছে						

জীবন ও জীবিকা

আত্মউন্নয়ন

নিজের পছন্দ ও সক্ষমতা বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দায়িত্বশীল কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং

পেশার পরিবর্তন এবং তার সংগে নতুন নতুন দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা বুঝে তা অর্জনের জন্য নিজ প্রেক্ষাপটে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে

পেশাগত দক্ষতা

নির্দিষ্ট পেশা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ও আগ্রহ প্রদর্শন করতে পেরেছে

ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা

পেশায় ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব জেনে অভিযোজনের প্রস্তুতি নিতে পারছে

ধর্ম শিক্ষা

ধর্মীয় জ্ঞান

ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জানতে আগ্রহ প্রদর্শন করেছে

ধর্মীয় বিধিবিধান

ধর্মের বিধি-বিধান উপলব্ধি করে চর্চার চেষ্টা করেছে

ধর্মীয় মূল্যবোধ

ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সংগে মিলেমিশে থেকেছে

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

আত্মপরিচর্যা

শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন উপলব্ধি করে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যায় উদ্যোগী হয়েছে

আবেগিক বুদ্ধিমত্তা

কাউকে কষ্ট না দিয়ে নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করেছে

সামাজিক বুদ্ধিমত্তা

পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছে

শিল্প ও সংস্কৃতি

পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর

প্রকৃতির রূপ ও ঘটনাপ্রবাহ নিজের মতো করে বিভিন্নভাবে প্রকাশের আগ্রহ প্রদর্শন করেছে

নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ

শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার পরিবেশনা উপভোগ করতে পারছে এবং সম্পৃক্ত হতে আগ্রহ প্রকাশ করছে

যাপিত জীবনে নান্দনিকতা

দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার প্রকাশ করছে

আচরণিক নির্দেশক

অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ						

নিষ্ঠা ও সততা						

পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা						

মূল্যায়নের স্কেল

স্কেল		মান
■■■■■■■	=	অনন্য (Upgrading)
■■■■■■□	=	অর্জনমুখী (Achieving)
■■■■■□□	=	অগ্রগামী (Advancing)
■■■■□□□	=	সক্রিয় (Activating)
■■■□□□□	=	অনুসন্ধানী (Exploring)
■■□□□□□	=	বিকাশমান (Developing)
■□□□□□□	=	প্রারম্ভিক (Elementary)

উপস্থিতির হার : .... %

শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য :

....

....

....

....

....

....

শিক্ষার্থীর মন্তব্য :

যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছি:

....

....

আরো উন্নতির জন্য যা যা করতে চাই:

....

....

....

....

....

....

অভিভাবকের মন্তব্য :

আমার সন্তান যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে:

....

....

আমার সন্তানের উন্নয়নে আমি যা করতে পারি:

....

....

....

....

....

....

....	....	....
শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
তারিখ :	তারিখ :	তারিখ :

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষাক্রম ২০২২

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা | ষষ্ঠ শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

সহযোগিতামূলক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ষষ্ঠ শ্রেণির বাৎসরিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয়: খ্রিস্ট ধর্ম

শিক্ষাবর্ষ: ২০২৩

বাৎসরিক মূল্যায়ন: খ্রিস্ট ধর্ম

ভূমিকা:

প্রিয় শিক্ষক, আপনি ইতোমধ্যেই জানেন, নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বছরে দুইটি সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত রাখা হয়েছে, যার মধ্যে একটি ইতোমধ্যে বছরের শুরুর ছয় মাসের শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় খ্রিস্ট ধর্ম বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া আছে।

শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আপনারা মূল্যায়ন করেছেন। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি এসাইনমেন্ট বা কাজ শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে হয়েছে, বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শিক্ষার্থীরা সমাধা করবে। এই কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, কাজের প্রক্রিয়া, ফলাফল, ইত্যাদি সবকিছুই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। মূল্যায়নের নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শুরু করে এই কার্যক্রম চলাকালে বিভিন্নভাবে আপনি শিক্ষার্থীকে সহায়তা দেবেন, তবে কাজের প্রক্রিয়া কী হবে বা সমস্যা সমাধান কীভাবে করতে হবে তা শিক্ষার্থীরাই নির্ধারণ করবে। কাজের বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকে আপনি শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা কীভাবে নিরূপণ করবেন, তার বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তী অংশে দেয়া আছে।

শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই খ্রিস্ট ধর্ম বিষয়ের শিখনকালীন মূল্যায়ন চলমান আছে, যা শিখন অভিজ্ঞতাসমূহের বিভিন্ন ধাপে আপনারা পরিচালনা করছেন। এই মূল্যায়নের একটা বড় অংশ হলো শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদান, যার মূল উদ্দেশ্য তাদের শিখনে সহায়তা দেয়া। এই চলমান মূল্যায়নের তথ্য শিক্ষার্থীর পাঠ্যবই, তাদের করা বিভিন্ন কাজের নমুনা যেমন: পোস্টার, মডেল, প্রশ্নপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। এর বাইরেও বছর জুড়ে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক ব্যবহার করে আপনারা শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড রেখেছেন। এছাড়া ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় নির্ধারিত কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের সাহায্যে আপনারা মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করেছেন। পরবর্তীতে শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করবে এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে তার মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। এই মূল্যায়নের তথ্যের সাথে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।

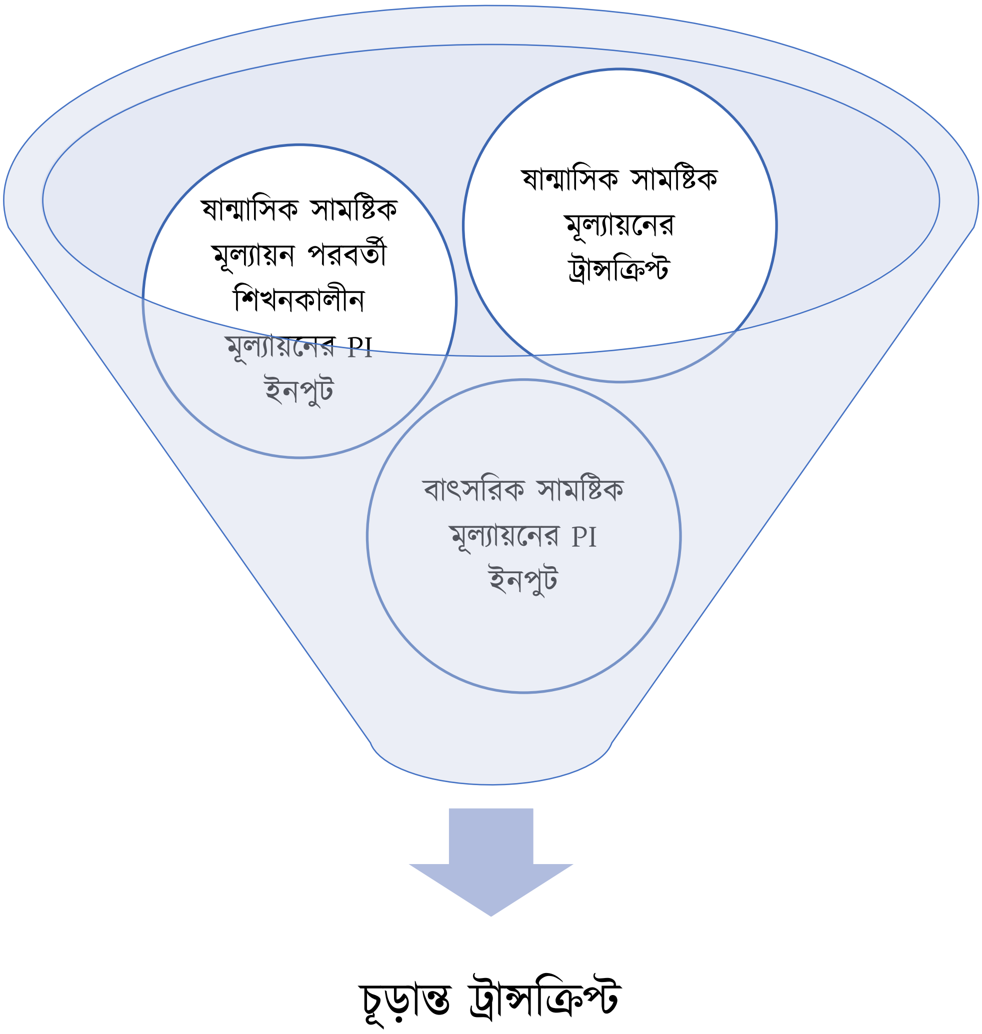

সাধারণ নির্দেশনা:

- শুরুতেই ষান্মাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিয়ে খ্রিস্ট ধর্ম বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালিত হবে তার নিয়মাবলি শিক্ষার্থীদের জানাবেন। এই মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা কী সেটা যেন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। ষষ্ঠ শ্রেণির মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন যাতে সবাই ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য প্রদত্ত কাজটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে সর্বমোট তিনটি সেশন বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম দুইটি সেশনে ৯০ মিনিট করে, এবং শেষ সেশনে দুই ঘণ্টা (বা বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা অনুযায়ী) সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজগুলো শেষ করবেন। তবে শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বেশি হলে শিক্ষক শেষ সেশনে কিছুটা বেশি সময় ব্যবহার করতে পারেন।
- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।
- শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কাজ সেশন চলাকালেই করবে, বাড়িতে গিয়ে করার জন্য খুব বেশি কাজ না রাখা ভালো। মনে রাখতে হবে এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে এবং পুরো অভিজ্ঞতাটি যেন তাদের জন্য আনন্দময় হয়।
- উপস্থাপনে যথাসম্ভব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেবেন, উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকদের যাতে কোনো আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে

দিন, মডেল/পোস্টার/ছবি ইত্যাদির চাকচিক্যে মূল্যায়নে হেরফের হবে না। বরং বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ, সম্ভব হলে ফেলনা জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দিন।

- বিষয়ভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজনে পাঠ্যবই বা যেকোনো উৎস শিক্ষার্থী ব্যবহার করতে পারবে। তবে কোনো উৎস থেকেই হুবহু তথ্য তুলে দেয়ায় উৎসাহ দেবেন না, বরং তথ্য ব্যবহার করে সে নির্ধারিত সমস্যার সমাধান করতে পারছে কি না, এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারছে কি না তার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করবেন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত শিখন যোগ্যতাসমূহ:

ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে ইতোমধ্যে এই শ্রেণির জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা চর্চা করার সুযোগ পেয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী অর্পিত কাজটি সাজানো হয়েছে।

মূল্যায়ন প্রকল্প / কাজের বিবরণ:

প্রাসঙ্গিক শিখন যোগ্যতাসমূহ:

৬.২ খ্রীষ্ট ধর্মের বিধি-বিধান (বয়স উপযোগি) অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা।
৬.৩ ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে সৃষ্টির প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা এবং সকলের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারা।

প্রাসঙ্গিক পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ:

৬.২.১ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধান অনুধাবন করছে।
৬.২.২ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধান চর্চা করছে।
৬.৩.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করছে।
৬.৩.২ শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশে সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করছে এবং সহাবস্থান করছে।

কাজের সারসংক্ষেপ:

শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠ্যপুস্তক, এবং অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তকের আলোকে নিজ প্রেক্ষাপট বা পরিবেশে দায়িত্বশীল আচরণ কীভাবে করতে হয় তা একক ভাবে অনুসন্ধান করে অনুসন্ধানের ফলাফল প্রকাশ করবে। এরপর তারা তাদের নিজেদের অথবা পরিবারের কোন সদস্যের সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণের অভিজ্ঞতা গল্প / কবিতা / ছড়া / চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে প্রকাশ করবে। সবশেষে শিক্ষার্থীরা দলগত ভাবে ‘সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ’ বিষয়ে স্ক্রিপ্ট তৈরি করে ভূমিকাভিনয় করবে।

কর্মদিবস অনুসারে কাজের পরিকল্পনা:

কর্মদিবস ১: ৯০ মিনিট

কাজ ১: একক কাজ (৬০ মিনিট)

নিজ প্রেক্ষাপট এবং পরিবেশে সদয় এবং দায়িত্বশীল আচরণ করার ক্ষেত্রে ধর্মীয় নির্দেশনা (পাঠ্যপুস্তক, এবং অন্যান্য ধর্মীয় পাঠ্যপুস্তকের আলোকে) অনুসন্ধান করবে এবং অনুসন্ধান করে যা যা পেল তা লিখে, বলে বা অন্য কোন উপায়ে প্রকাশ করবে।

কাজ ২: একক কাজ (৩০ মিনিট)

শিক্ষার্থীরা নিজেদের পরিবার, বিদ্যালয় বা সমাজে সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ কীভাবে চর্চা করেছে বা কীভাবে চর্চা হতে দেখেছে সেই অভিজ্ঞতা গল্প / কবিতা / ছড়া / চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে প্রকাশ করবে।

কাজ শেষে শিক্ষার্থীরা তাদের কাজগুলো শিক্ষকের কাছে জমা দিবে।

কর্মদিবস ২: ৯০ মিনিট

কাজ ১: দলগত কাজ (১০ মিনিট)

শিক্ষার্থীদের অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে দায়িত্বশীল আচরণের ক্ষেত্রসমূহ শিক্ষকের সহযোগিতায় ক্লাস্টার বা গুচ্ছ করবে। এক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীদের পঠিত বিষয়বস্তুর (যেমন- প্রার্থনা, পরোপকার, দানশীলতা, প্রতিবেশীকে ভালোবাসা, পোষা প্রাণীর যত্ন, সকলের জন্য সেবা, সকলের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ইত্যাদি) আলোকে ক্লাস্টার বা গুচ্ছ করতে হবে।

কাজ ২: দলগত কাজ (৪০ মিনিট)

শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে ভূমিকাভিনয়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। দলগত আলোচনার মাধ্যমে স্ক্রিপ্ট/গল্প লিখবে, চরিত্র নির্বাচন করবে, কে কোন চরিত্রে অভিনয় করবে তা নির্ধারন করবে। শিক্ষক সকল দলের কাজ দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন (ফিডব্যাক) প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে যে গল্প বা স্ক্রিপ্ট যেন এমন হয় যা ১৫ মিনিটের মাঝে উপস্থাপন করা সম্ভব।

কাজ ৩: দলগত কাজ (৪০ মিনিট)

বিষয়বস্তু (চরিত্র) অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা দলে রিহার্সাল বা অনুশীলন করবে। শিক্ষক তাদের রিহার্সাল পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীরা অনুশীলন বা রিহার্সালের কাজটি বরাদ্দকৃত সময়ের মাঝে সম্পন্ন করতে না পারলে মূল্যায়ন উৎসব দিবসের আগে সুবিধাজনক সময়ে নিজেরা রিহার্সাল করবে।

কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসব): ১২০ – ১৮০ মিনিট

কাজ ১: দলগত কাজ (৬০ মিনিট)

শিক্ষার্থীরা তাদের তৈরি নাটিকা (ভূমিকাভিনয়) সকলের সামনে উপস্থাপনের পূর্বে শেষ রিহার্সাল করবে। শিক্ষক প্রতিটি দলের রিহার্সাল দেখে কাজটিকে আরো ভালভাবে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করবেন।

কাজ ২: দলগত কাজ (দলপ্রতি ১৫-২০ মিনিট)

শিক্ষার্থীরা দলে দলে তাদের প্রস্তুতি অনুযায়ী শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক ধারাবাহিকভাবে বিষয়বস্তুগুলো (সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ) ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করবে।

উপকরণ:

কর্মদিবস ১, কর্মদিবস ২ এবং কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসব) এর কাজগুলো করতে শিক্ষার্থীদের কাগজ (তাদের শ্রেণির কাজের খাতা থেকে নেয়া) এবং কলম ছাড়া অন্য কোন উপকরণের প্রয়োজন নেই।

শিক্ষকের কাজ:

সাধারণ কাজ-

- মূল্যায়নসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজ ও উপস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করবেন।
- শিক্ষার্থীরা ভুল করলেও তাদেরকে নিরুৎসাহিত না করে বরং বারবার চেষ্টা করতে উৎসাহ প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজ ও উপস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করে নির্ধারিত একক যোগ্যতাগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে পারদর্শিতার কোন স্তরে আছে, তা যাচাই করে নির্ধারিত ফরমে রেকর্ড করবেন।
- পর্যবেক্ষন করে রেকর্ড সংরক্ষণের ক্ষেত্রে 'পরিশিষ্ট ১' এ দেয়া ছক অনুসরণ করবেন।

কর্মদিবস ১: কাজ ১ এর ক্ষেত্রে-

- শিক্ষার্থীদেরকে সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণের ধর্মীয় নির্দেশনা সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তক অথবা অন্য কোন উৎস থেকে তথ্য অনুসন্ধান করতে সহযোগিতা করতে পারেন। এক্ষেত্রে, তথ্য অনুসন্ধানের জন্য পাঠ্যপুস্তকের প্রার্থনা, পরোপকার, দানশীলতা, প্রতিবেশীকে ভালোবাসা, পোষা প্রাণীর যত্ন, সকলের জন্য সেবা, সকলের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ইত্যাদি অংশের সহায়তা নিতে বলতে পারেন।
- দায়িত্বশীল আচরণের ধর্মীয় নির্দেশনাগুলো (বিধি-বিধান) শিক্ষার্থীর নিজ ভাষায় (নিজের অনুধাবন অনুযায়ী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ) প্রকাশ করতে উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষার্থীদের লেখা, বলা বা অন্যকোন ভাবে উপস্থাপন করা কাজের রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন এবং সেগুলো মূল্যায়ন করে পারদর্শিতার নির্দেশক অনুসারে 'পরিশিষ্ট ২' এ উল্লেখিত 'শিক্ষার্থীদের উপাত্ত সংগ্রহের ছক' এ লিপিবদ্ধ করবেন।

কর্মদিবস ১: কাজ ২ এর ক্ষেত্রে-

- শিক্ষার্থী নিজ পরিবার, বিদ্যালয় বা সমাজে সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ কীভাবে প্রয়োগ বা চর্চা করেছে সে অভিজ্ঞতার গল্প, কবিতা, ছড়া বা চিত্রাংকণ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করতে বলবেন। শিক্ষার্থীর নিজের এ সংক্রান্ত আচরণের (সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ) অভিজ্ঞতা না থাকলে অন্যকারো অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণের অর্জিত অভিজ্ঞতাসমূহ (লিখিত/আঁকা) সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করবেন এবং সেগুলো মূল্যায়ন করে পারদর্শিতার নির্দেশক অনুসারে 'পরিশিষ্ট ২' এ উল্লেখিত 'শিক্ষার্থীদের উপাত্ত সংগ্রহের ছক' এ লিপিবদ্ধ করবেন।

কর্মদিবস ২: কাজ ১ এর ক্ষেত্রে-

- শিক্ষার্থীদের অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে দায়িত্বশীল আচরণের ক্ষেত্রসমূহ শিক্ষার্থীদের মতামতের ভিত্তিতে ক্লাস্টার বা গুচ্ছ করে নিবেন।

- শিক্ষার্থীদের পঠিত বিষয়বস্তুর (প্রার্থনা, পরোপকার, দানশীলতা, প্রতিবেশীকে ভালোবাসা, পোষা প্রাণীর যত্ন, সকলের জন্য সেবা, সকলের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ইত্যাদি) আলোকে ক্লাস্টার বা গুচ্ছ করবেন।
- ক্লাস্টার বা গুচ্ছকৃত দায়িত্বশীল আচরণের ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীদের আগ্রহের ভিত্তিতে ভূমিকাভিনয়ের জন্য দল গঠন করবেন। কোন দলেই ৫ জনের বেশি সদস্য না রাখাই ভালো।

কর্মদিবস ২: কাজ ২ এর ক্ষেত্রে-

- নির্বাচিত বিষয়বস্তুর উপর ভূমিকাভিনয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদেরকে স্ক্রিপ্ট বা গল্প লিখতে বলুন এবং প্রতি দলের কাজ দেখে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।
- গল্প লেখা হয়ে গেলে দলে কে কোন ভূমিকা পালন করবে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহের ভিত্তিতে নির্ধারন করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের লেখা স্ক্রিপ্ট বা গল্পগুলোর একটি কপি (ছবি তুলে) সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করতে পারেন।
- শিক্ষার্থীরা স্ক্রিপ্ট লেখার কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে 'পরিশিষ্ট ১' এ দেয়া ছক অনুসরণ করে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

কর্মদিবস ২: কাজ ৩ এর ক্ষেত্রে-

- শিক্ষার্থীদেরকে দল এবং স্ক্রিপ্ট / গল্প অনুসারে নিজের ভূমিকা অনুশীলন (রিহার্সাল) করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের রিহার্সাল দেখে প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা ফলাবর্তন (ফিডব্যাক) প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীরা রিহার্সালে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে 'পরিশিষ্ট ১' এ দেয়া ছক অনুসরণ করে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসবের দিন): কাজ ১ এর ক্ষেত্রে-

- শিক্ষার্থীদের রিহার্সাল দেখে আরো ভাল কীভাবে করা যেতে পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা ফলাবর্তন (ফিডব্যাক) প্রদান করবেন।

কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসবের দিন): কাজ ২ এর ক্ষেত্রে-

- মূল্যায়ন উৎসবের দিন শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত বিষয়বস্তু ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে (প্রতিটি দল) উপস্থাপন করতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীদের ভূমিকাভিনয় দেখে 'পরিশিষ্ট ১' এ দেয়া ছক অনুসরণ করে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ বা PI পরিশিষ্ট ১ এ দেয়া আছে। শিক্ষার্থীর কোন পারদর্শিতা দেখে তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে তাও ছকে উল্লেখ করা আছে। নির্ধারিত কাজ যেই দিন সম্পন্ন হবে সেদিনই সংশ্লিষ্ট PI এর ইনপুট দেবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পরিশিষ্ট ২ এ সকল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক সংযুক্ত করা আছে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি ব্যবহার করে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

শিখনকালীন, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন সমন্বয়:

ইতোমধ্যে ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় প্রথম কয়েকটি শিখন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। একইভাবে বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।

ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন:

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কীভাবে শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের সমন্বয় করে ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছিল। একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া গেছে সেটিই উল্লেখ করা হয়েছিল।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে করা মূল্যায়নের তথ্যে একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া যাবে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করতে হবে।

কোনো শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি শিখনকালীন, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক সামষ্টিক মুল্যায়ন কোনো ক্ষেত্রেই PI এর ইনপুট না পাওয়া যায়, তাহলে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্টে সেই PI এর ইনপুটের জায়গা ফাঁকা থাকবে।

পরিশিষ্ট ৩ এ বাৎসরিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট দেয়া আছে। এই ফরম্যাট ব্যবহার করে প্রত্যেক পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জনের সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখপূর্বক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করবেন।
এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের রেকর্ড সংগ্রহের জন্য □, ○, △ এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হলেও ট্রান্সক্রিপ্টে এই চিহ্নগুলোর কোনো উল্লেখ থাকবে না। তবে ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাটে উল্লেখিত চিহ্নগুলোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পারদর্শিতার মাত্রা টিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে।

আচরণিক নির্দেশক

পরিশিষ্ট ৪ এ আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেয়া আছে। ষান্মাসিক মূল্যায়নের মতোই বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, পরিশিষ্ট ৫ এর ছক ব্যবহার করে আচরণিক নির্দেশকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ১০ টি বিষয়ের আচরণিক নির্দেশকের অর্জিত মাত্রা বা পর্যায়ের সমন্বয় করে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/শ্রেণি শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ১০ জন বিষয় শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত BI এর ইনপুট সমন্বয় করে আচরণিক নির্দেশকের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করবেন।

আচরণিক নির্দেশকে ১০টি বিষয়ের সমন্বয়ের শর্তগুলো হলো:

- একটি আচরণিক নির্দেশকের জন্য ১০টি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী যেই পর্যায়টি সবচেয়ে বেশি বার পাবে সেইটিই হবে ঐ আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৩টি বিষয়ে △ এবং ৩টি বিষয়ে □ পায়, তবে ১ম আচরণিক নির্দেশকে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হলো ○।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোনো আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো একটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বার ইনপুট না পায়, অর্থাৎ একাধিক পর্যায়ে সমান সংখ্যক ইনপুট পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তারমধ্যে অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায় বিবেচনা করতে হবে।
    - উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৪টি বিষয়ে △ এবং ২টি বিষয়ে □ পায়, তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে △।
    - আবার কোনো শিক্ষার্থী একই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি ৪টি বিষয়ে ○, ২টি বিষয়ে △ এবং ৪টি বিষয়ে □ পায়, তবে তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে ○।

শ্রেণি উত্তরণ নীতিমালা

শ্রেণি উত্তরণের বিষয়ে দুইটি দিক বিবেচনা করা হবে;

১। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার,

২। বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা।

১। শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে কিনা সেটা প্রাথমিক বিবেচ্য; তার বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারের উপর ভিত্তি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। **বিদ্যালয়ে মোট কর্মদিবসের অন্তত ৭০% উপস্থিতি নিশ্চিত হলে তাকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং বছর শেষে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার বিবেচনায় সে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হবে। যেহেতু নতুন শিক্ষাক্রম চলমান শিক্ষাবর্ষে (২০২৩) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, কাজেই এই বছরের জন্য মোট কর্মদিবসের কমপক্ষে ৫০% উপস্থিতি থাকলেও কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে।** এছাড়াও এখানে উল্লেখ্য, জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উপস্থিতির হার ৫০% এর কম হলেও শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রেণি উত্তরণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করতে পারেন; তবে তার জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ও তার সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ থাকতে হবে।

২। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো পারদর্শিতার নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা। সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ের ট্রান্সক্রিপ্টে সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা যদি □ স্তরে থাকে, তবে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।

বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- পারদর্শিতার বিবেচনায় কোনো শিক্ষার্থী যদি পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হয়, তবে শুধুমাত্র উপস্থিতির হারের ভিত্তিতে তাকে উত্তীর্ণ করানো যাবে না।
- পারদর্শিতার বিবেচনায় যদি শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য বিবেচিত হয়, কিন্তু উপস্থিতির হার নির্ধারিত হারের চেয়ে কম থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকগণের সমন্বিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিদ্যালয় ওই শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য ন্যূনতম উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ডের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ড বলতে ষান্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড বোঝাবে। এক্ষেত্রে বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টও এই পূর্বতন রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে।
- একইভাবে যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রেও উপরোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন দুই ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে শিখনকালীন মূল্যায়নের পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।
- উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হলেও সকল শিক্ষার্থী বছর শেষে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট পাবে।
- কোনো শিক্ষার্থীকে যদি পরবর্তী বছরে একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি করতে হয় তবে তার শিখন এগিয়ে নেবার জন্য একটি আত্মউন্নয়ন পরিকল্পনা (self development plan) করতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা দেবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে শিখন ঘাটতি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে ওই শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছয় মাসের একটি শিখন উন্নয়ন পরিকল্পনা (learning enhancement strategy) করতে হবে যাতে সে তার শিখন ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে। শিক্ষক কীভাবে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবেন এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।

রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ: নৈপুণ্য

ইতোমধ্যেই আপনারা ষান্মাসিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করেছেন, যেখানে সকল পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়ের বিবরণ থাকে। এই ট্রান্সক্রিপ্টে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বছর শেষে এক নজরে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন করা হবে যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার সার্বিক পারদর্শিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া থাকবে, যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে এবং অভিভাবকরা

সহজেই শিক্ষার্থীর অবস্থান বুঝতে পারেন। পরিশিষ্ট ৬ এ রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে। মুলত মূল্যায়ন অ্যাপের মাধ্যমেই ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অ্যাপ থেকে সম্ভব না হলে শিক্ষকগণ এই ফরম্যাট ফটোকপি করে ম্যানুয়ালি রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারেন।

রিপোর্ট কার্ডে কোনো বিষয়েরই PI সমূহ উল্লেখ করা থাকবে না। বরং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান কয়েকটি নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্রের** মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। আপনারা জানেন, কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করতে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক PI নির্ধারণ করা আছে। তেমনি কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জন সমন্বিতভাবে প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। (পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রদত্ত বিষয়ের ধারণায়নে বর্ণিত ডাইমেনশন থেকে নেয়া হয়েছে। কারণ বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতাসমূহ মুলত এই ডাইমেনশন গুলোকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে।)
বিষয়টি দেখা যায় এভাবে:

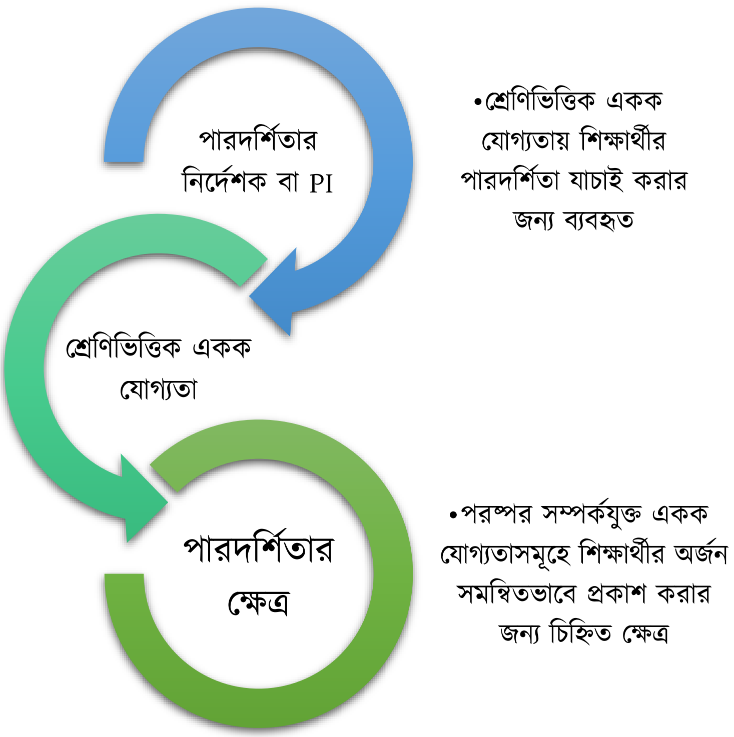

ধর্মের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

১। ধর্মীয় জ্ঞান
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান
৩। ধর্মীয় মূল্যবোধ

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, "ধর্মীয় বিধি-বিধান" ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট PI সমূহ নিম্নরূপ:

খ্রিস্ট ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট একককযোগ্যতা	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান	৬.২ খ্রীষ্টধর্মের বিধি-বিধান (বয়স উপযোগী) অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা	৬.২.১ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে ৬.২.২ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো চর্চা করছে

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা

রিপোর্ট কার্ড বা সনদে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, পারদর্শিতার ক্ষেত্রের শিরোনাম দিয়ে শিক্ষার্থী আদৌ কী করতে পারে তা স্পষ্ট হয় না, তাই প্রতি শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের একটি বর্ণনা প্রণয়ন করা হয়েছে। খ্রিস্ট ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার বর্ণনা নিম্নরূপ:

খ্রিস্ট ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা
১। ধর্মীয় জ্ঞান	ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জানতে আগ্রহ প্রদর্শন করেছে।
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান	ধর্মের বিধি-বিধান উপলব্ধি করে চর্চার চেষ্টা করেছে।
৩। ধর্মীয় মূল্যবোধ	ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সংগে মিলেমিশে থেকেছে।

পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান কীভাবে নিরূপিত হবে?

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। যেহেতু প্রতিটি বিষয়ে পারদর্শিতার নির্দেশকের সংখ্যা অনেকগুলো এবং এদের পর্যায় মাত্র ৩টি, এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান বোঝা সম্ভব হয় না। সেজন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহের সমন্বয় করে ওই ক্ষেত্রে তার অবস্থান বোঝানো হবে। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক সকলেই যাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে এজন্য এই অবস্থানকে একটি ৭-স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেল দিয়ে প্রকাশ করা হবে।

পারদর্শিতার এই স্তরগুলো নিম্নরূপ:

1. অনন্য (Upgrading)
2. অর্জনমুখী (Achieving)
3. অগ্রগামী (Advancing)
4. সক্রিয় (Activating)
5. অনুসন্ধানী (Exploring)
6. বিকাশমান (Developing)
7. প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার সনদে ৭ স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হবে এভাবে:

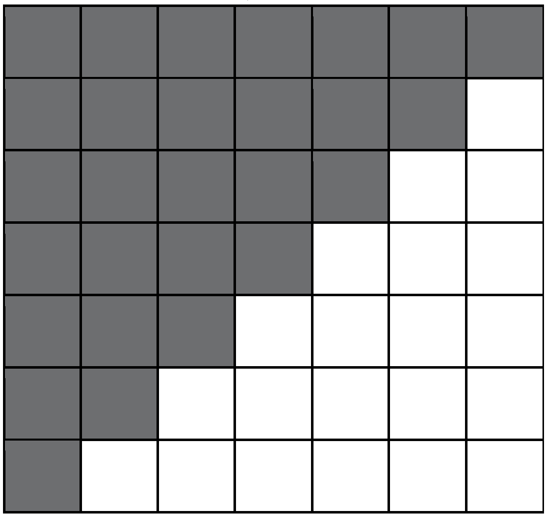

অনন্য (Upgrading)
অর্জনমুখী (Achieving)
অগ্রগামী (Advancing)
সক্রিয় (Activating)
অনুসন্ধানী (Exploring)
বিকাশমান (Developing)
প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের উপায়

আগেই বলা হয়েছে, প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান মূলত নির্ভর করবে PI সমূহে তার অর্জিত সর্বোচ্চ (△ চিহ্নিত পর্যায়) ও সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার পার্থক্যের উপর।

এই কাজটি করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করতে হবে:

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা} - \text{অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা}}{\text{মোট PI এর সংখ্যা}} * \text{১০০}\%$$

উদাহরণস্বরূপ, 'ধর্মীয় মূল্যবোধ' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট PI ২টি (৬.৩.১ এবং ৬.৩.২)। কোনো শিক্ষার্থী এই ২টি PI এর মধ্যে ১টিতে সর্বোচ্চ পর্যায় (△ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে। অন্যটিতে সর্বনিম্ন পর্যায় (□ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে।

এখানে,

মোট PI এর সংখ্যা	:	২টি
অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি
অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি

তাহলে তার পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান হবে,

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{১} - \text{১}}{\text{২}} * \text{১০০}\% = \text{০}\%$$

এই মানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হবে শিক্ষার্থীর অবস্থান পারদর্শিতার কোন স্তরে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ঋনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা (△ চিহ্নিত পর্যায়) সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার চেয়ে কম হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান শূন্য হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সমান হয়।
  - অথবা, যদি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সবগুলো PI তে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়ে থাকে।

নিচের ছকে পারদর্শিতার সবগুলো স্তর নির্ধারণের শর্তগুলো দেয়া হলো:

পারদর্শিতার স্তর	**পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের শর্ত**
1. অনন্য (Upgrading)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = ১০০%
2. অর্জনমুখী (Achieving)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ৫০%
3. অগ্রগামী (Advancing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ২৫%
4. সক্রিয় (Activating)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ০%
5. অনুসন্ধানী (Exploring)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -২৫%
6. বিকাশমান (Developing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -৫০%
7. প্রারম্ভিক (Elementary)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = -১০০%

তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী উপরের উদাহরণে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ০% হলে ওই শিক্ষার্থীর অবস্থান হবে ‘সক্রিয় (Activating)’। রিপোর্ট কার্ড বা সনদে, ‘ধর্মীয় মূল্যবোধ’ পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য তার অবস্থান উল্লেখ করা হবে এভাবে:

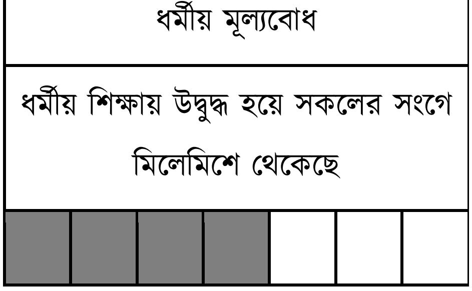

এখন নিচের ছকে দেখা যাক, খ্রিস্ট ধর্ম বিষয়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোনটি ষষ্ঠ শ্রেণির কোন কোন একক যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এই এক বা একাধিক যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট PI কোনগুলো।

খ্রিস্ট ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
১। ধর্মীয় জ্ঞান	৬.১ ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে, উপলব্ধি করে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হতে পারা	৬.১.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় মৌলিক বিষয়সমূহের ধারণা ও উপলব্ধি প্রকাশ করছে ৬.১.২ শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে নিজের আগ্রহ প্রসূত প্রশ্ন করছে
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান	৬.২ খ্রীষ্টধর্মের বিধি-বিধান (বয়স উপযোগী) অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা	৬.২.১ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে ৬.২.২ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো চর্চা করছে
৩। ধর্মীয় মূল্যবোধ	৬.৩ ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে নিজ জীবনে প্রয়োগ এবং নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে সৃষ্টির প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা এবং সকলের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারা	৬.৩.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করছে ৬.৩.২ শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করছে এবং সহাবস্থান করছে

পারদর্শিতার সনদ বা রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ ও তাদের শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা, এবং তাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য)।

আচরণিক নির্দেশকের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক নির্দেশকের জন্যেও নির্দিষ্ট কিছু **আচরণিক ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণিক নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় সমন্বয় করে নির্দিষ্ট **আচরণিক ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর ফলাফল নিরূপণ করা হবে। রিপোর্ট কার্ডে পারদর্শিতা ও আচরণিক ক্ষেত্র দুইই উল্লেখ করা থাকবে, যা দেখে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থার একটি চিত্র বোঝা যাবে।

শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করবেন, বিষয় শিক্ষক তার নির্দিষ্ট বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করে বিষয়ভিত্তিক ফলাফল জমা দেবেন। আচরণিক ক্ষেত্রের জন্য শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করবেন।

রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখিত আচরণিক ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ

২। নিষ্ঠা ও সততা

৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখিত ১০টি আচরণিক নির্দেশকের প্রত্যেকটি উপরের কোনো না কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। PI এর ইনপুট হিসেব করে যেভাবে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার ক্ষেত্রে ফলাফল নিরূপণ করা হবে, একইভাবে BI এর ইনপুটের ভিত্তিতে উপরের ৩ টি আচরনিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করতে হবে। সকল শ্রেণির জন্য একই আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক ক্ষেত্রের জন্যেও সংশ্লিষ্ট BI এ শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় একই সুত্র ব্যবহার করে হিসেব করে ৭ স্তর বিশিষ্ট স্কেলে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে।

নিচের ছকে আচরণিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট BI সমূহ উল্লেখ করা হলো।

আচরণিক ক্ষেত্র	আচরণিক নির্দেশক বা BI
১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	১। দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে ২। নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে ৯। দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে ১০। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে
২। নিষ্ঠা ও সততা	৩। নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে ৪। শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে ৫। পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে ৬। দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে
৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা	৭। নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে ৮। অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে

* বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা নির্দিষ্ট করা থাকবে না।

রিপোর্ট কার্ড প্রণয়নের এই পুরো প্রক্রিয়া আরো ভালভাবে স্পষ্ট করার জন্য একটি অনলাইন গাইডলাইন আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। কোনো শিক্ষকের এই বিষয়ে আর কোনো অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা এই গাইডলাইনের মাধ্যমে দূর হবে আশা করা যায়।

মূল্যায়ন অ্যাপ

মূল্যায়নের কাজ সহজ এবং দ্রুততম সময়ে করার জন্য একটি মূল্যায়ন অ্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অ্যাপ এর সাহায্যে আপনারা নির্ধারিত সময়ে PI এর ইনপুট দিতে পারবেন, এবং খুব সহজেই শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ও রিপোর্ট কার্ড আউটপুট

হিসেবে নিতে পারবেন। ম্যানুয়ালি যেভাবে আপনাদের PI এর অর্জিত পর্যায় হিসাব করে ফলাফল তৈরি করতে হয়, তা অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে।

অচিরেই মূল্যায়ন অ্যাপ এবং এর ব্যবহারের নীতিমালা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, সেখানে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

পরিশিষ্ট ১

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI) –

<table>
<tr><th rowspan="2">একক যোগ্যতা</th><th rowspan="2">পারদর্শিতা নির্দেশক (PI) নং</th><th rowspan="2">পারদর্শিতার নির্দেশক</th><th colspan="3">পারদর্শিতার মাত্রা</th><th rowspan="2">যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন</th></tr>
<tr><th></th><th></th><th></th></tr>
<tr><td rowspan="6">৬.২ খ্রীষ্টধর্মের বিধি-বিধান (বয়স উপযোগী) অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা</td><td rowspan="3">৬.২.১</td><td rowspan="3">শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে</td><td>বিধি-বিধানসমূহের অর্থ আংশিক ব্যাখ্যা করতে পারছে</td><td>বিধি-বিধানগুলোর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারছে</td><td>বিধি-বিধানগুলোর চর্চা হয় এমন কাজে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারছে</td><td rowspan="3">কর্মবিদস ১: শিক্ষার্থীদের লেখা, বলা বা অন্য কোন উপায়ে উপস্থাপিত 'সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ' সংক্রান্ত প্রতিবেদন।</td></tr>
<tr><td colspan="3">যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে</td></tr>
<tr><td>পাঠ্যপুস্তক এবং বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত ধর্মীয় বিধি-বিধান থেকে দায়িত্বশীল আচরণগুলো চিহ্নিত করেছে</td><td>পাঠ্যপুস্তক এবং বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত ধর্মীয় বিধি-বিধান থেকে দায়িত্বশীল আচরণগুলোর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছে</td><td>পাঠ্যপুস্তক এবং বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত ধর্মীয় বিধি-বিধান থেকে দায়িত্বশীল আচরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে উদাহরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছে</td></tr>
<tr><td rowspan="3">৬.২.২</td><td rowspan="3">শিক্ষার্থী বয়স উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো চর্চা করছে</td><td>বিধি-বিধানসমূহের অর্থ আংশিক বুঝে অনুসরণ করছে/দেখে দেখে পালন করছে/কিছু বিধি-বিধান পালন করছে</td><td>বিধি-বিধানগুলোর তাৎপর্য বুঝে নিয়মিত পালন করছে</td><td>বিধি-বিধানগুলোর চর্চা হয় এমন কাজে অংশগ্রহণ করছে</td><td rowspan="3">কর্মদিবস ২: শিক্ষার্থীদের ভুমিকাভিনয় এর প্রস্তুতি গ্রহণ</td></tr>
<tr><td colspan="3">যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে</td></tr>
<tr><td>অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণসমূহ চিহ্নিত করে উপস্থাপন করেছে</td><td>নিজ অভিজ্ঞতা থেকে সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণসমূহ চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করে উপস্থাপন করেছে</td><td>নিজের করা সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণের উদাহরণ সহ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছে</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td rowspan="6">৬.৩ ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে নিজ জীবনে প্রয়োগ এবং নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে সৃষ্টির প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা এবং সকলের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারা</td>
<td rowspan="3">৬.৩.১</td>
<td rowspan="3">শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করছে</td>
<td>নিজস্ব পরিসরের দৈনন্দিন ঘটনায় তার নিজ ভূমিকার সাথে ধর্মীয় জ্ঞান এবং মূল্যবোধের সম্পর্ক স্থাপন করছে</td>
<td>ধর্মীয় জ্ঞান এবং মূল্যবোধের সাথে স্বীয় গুণাবলীর সচেতন সমন্বয় আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করছে</td>
<td>নিজস্ব গুণাবলীর সাথে ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয় করে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বহুমাত্রিকভাবে প্রয়োগ করছে</td>
<td rowspan="3">কর্মদিবস ১: শিক্ষার্থীদের গল্প, কবিতা, ছড়া বা চিত্রাঙ্কন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করা সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণের উদাহরণ / অভিজ্ঞতা।</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে</td>
</tr>
<tr>
<td>শিক্ষার্থী অন্যের দায়িত্বশীল আচরণ প্রয়োগ বা চর্চা দেখে বা শুনে তা গল্প, কবিতা, ছড়া বা চিত্রাঙ্কন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করেছে</td>
<td>শিক্ষার্থী নিজে পরিবারে সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ কীভাবে প্রয়োগ বা চর্চা করে/করেছে তা গল্প, কবিতা, ছড়া বা চিত্রাঙ্কন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করেছে</td>
<td>শিক্ষার্থী নিজ পরিবার ও বিদ্যালয় বা সমাজে সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ কীভাবে প্রয়োগ বা চর্চা করে/করেছ তা গল্প কবিতা, ছড়া বা চিত্রাঙ্কন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করেছে</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">৬.৩.২</td>
<td rowspan="3">শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করছে এবং সহাবস্থান করছে</td>
<td>শিক্ষার্থী নিজের মতামতের পাশাপাশি অন্যদের অবস্থানও তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করছে</td>
<td>শিক্ষার্থী নিজ পছন্দ/অপছন্দের পাশাপাশি অন্যদের পরিপ্রেক্ষিত নিরপেক্ষভাবে বিবেচনায় নিয়ে নিজের আচরণ, সিদ্ধান্ত বা ব্যক্তিগত অবস্থান ব্যাখ্যা করছে</td>
<td>শিক্ষার্থী মানুষসহ সকল সৃষ্টির কল্যাণকে প্রাধান্য দিয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত অবস্থান ব্যাখ্যা করছে ও দায়িত্বশীল ভূমিকা নিচ্ছে</td>
<td rowspan="3">কর্মদিবস ২: শিক্ষার্থীদের স্ক্রিপ্ট তৈরির পরিকল্পনা এবং কাজ।

কর্মদিবস ৩: শিক্ষার্থীদের ভূমিকাভিনয়।</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে</td>
</tr>
<tr>
<td>শিক্ষার্থী ভূমিকাভিনয়ের পরিকল্পনা প্রণয়নের আলোচনায় অংশগ্রহণ করছে এবং অন্যের আলোচনা শুনেছে</td>
<td>শিক্ষার্থী ভূমিকাভিনয়ের স্ক্রিপ্ট বা গল্প লিখনের ক্ষেত্রে নিজের পাশাপাশি দলের অন্য সদস্যদের মতামতকে প্রাধান্য দিয়েছে</td>
<td>শিক্ষার্থী ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ দিকগুলো প্রকাশ করেছে</td>
</tr>
</table>

পরিশিষ্ট ২

শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষক নির্ধারিত কাজ চলাকালীন অথবা কাজ শেষ হলে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম:		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর: তারিখ:

শ্রেণি:	বিষয়:

		প্রযোজ্য PI নং			
আইডি	নাম	৬.২.১	৬.২.২	৬.৩.১	৬.৩.২
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি:		বিষয়:			
		প্রযোজ্য PI নং			
আইডি	**নাম**	**৬.২.১**	**৬.২.২**	**৬.৩.১**	**৬.৩.২**
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
শ্রেণি:		□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৩

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীদের ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি: _____________	**শ্রেণি:** ৬ষ্ঠ	**বিষয়:** খ্রিস্ট ধর্ম	**শিক্ষকের নাম:**

পারদর্শিতার নির্দেশকের মাত্রা

পারদর্শিতার নির্দেশক	**শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা**		
৬.১.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় মৌলিক বিষয়সমূহের ধারণা ও উপলব্ধি প্রকাশ করছে			
	খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহের প্রাথমিক ধারণা বর্ণনা করছে	খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ অপরকে ব্যাখ্যা করতে পারছে	খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহের ধারণা একাধিক উপায়ে প্রকাশ করছে
৬.১.২ শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে নিজের আগ্রহ প্রসূত প্রশ্ন করছে			
	খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে তথ্যনির্ভর প্রশ্ন করছে	খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে ব্যাখ্যা চেয়ে প্রশ্ন করছে	খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণমূলক প্রশ্ন করছে
৬.২.১ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে			
	বিধি-বিধানসমূহের অর্থ আংশিক ব্যাখ্যা করতে পারছে	বিধি-বিধানগুলোর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারছে	বিধি-বিধানগুলোর চর্চা হয় এমন কাজে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারছে
৬.২.২ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো চর্চা করেছে			
	বিধি-বিধানসমূহের অর্থ আংশিক বুঝে অনুসরণ করছে/দেখে দেখে পালন করছে/কিছু বিধি-বিধান পালন করছে	বিধি-বিধানগুলোর তাৎপর্য বুঝে নিয়মিত পালন করছে	বিধি-বিধানগুলোর চর্চা হয় এমন কাজে অংশগ্রহণ করছে
৬.৩.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করছে			
	নিজস্ব পরিসরের দৈনন্দিন ঘটনায় তার নিজ ভূমিকার সাথে ধর্মীয় জ্ঞান এবং মূল্যবোধের সম্পর্ক স্থাপন করছে	ধর্মীয় জ্ঞান এবং মূল্যবোধের সাথে স্বীয় গুণাবলীর সচেতন সমন্বয় আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করছে	নিজস্ব গুণাবলীর সাথে ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয় করে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বহুমাত্রিকভাবে প্রয়োগ করছে
৬.৩.২ শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করছে এবং সহাবস্থান করছে			
	শিক্ষার্থী নিজের মতামতের পাশাপাশি অন্যদের অবস্থানও তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করছে	শিক্ষার্থী নিজ পছন্দ/ অপছন্দের পাশাপাশি অন্যদের পরিপ্রেক্ষিত নিরপেক্ষভাবে বিবেচনায় নিয়ে নিজের আচরণ, সিদ্ধান্ত বা ব্যক্তিগত অবস্থান ব্যাখ্যা করছে	শিক্ষার্থী মানুষসহ সকল সৃষ্টির কল্যাণকে প্রাধান্য দিয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত অবস্থান ব্যাখ্যা করছে ও দায়িত্বশীল ভূমিকা নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৪

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
1. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
2. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
3. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
4. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
5. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
6. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
7. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে

8. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
9. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
10. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম:		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর: তারিখ:
শ্রেণি:	বিষয়:	

রোল নং	নাম	প্রযোজ্য BI নং									
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি:						বিষয়:					
		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৬

পারদর্শিতার সনদ বা রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট

নৈপুণ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শিক্ষার্থীর আইডি : ....

শ্রেণি : ৬ষ্ঠ .... শিক্ষাবর্ষ : ....

বিষয়সমূহ

- বাংলা
- ইংরেজি
- গণিত
- বিজ্ঞান
- ডিজিটাল প্রযুক্তি
- ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- জীবন ও জীবিকা
- ধর্ম শিক্ষা
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা
- শিল্প ও সংস্কৃতি

বাংলা

যোগাযোগ

পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত ভাষায় যোগাযোগ করেছে

ভাষারীতি

বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন অর্থবৈচিত্র্যমূলক বাক্য তৈরি করেছে

প্রায়োগিক যোগাযোগ

বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় লিখতে পেরেছে

সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ

সাহিত্যরস উপভোগ করে নিজের কল্পনা ও অনুভূতি সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে

মানবিক চিন্তন

কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে নিজের মত দিয়েছে ও অন্যের মতের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে

English

Communication

Communicates with relevance to a given context

Linguistic norms

Uses appropriate vocabulary and expressions as required in the context

Democratic practice

Values democratic atmosphere in communication and participates accordingly

Creative expression

Comprehends and relates to literary texts

গণিত

গাণিতিক অনুসন্ধান

সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যাচাই করেছে

সংখ্যা ও পরিমাণ

গাণিতিক সমস্যা সমাধানে যথাযথ ভাষা ও কৌশলের প্রয়োগ করেছে

জ্যামিতিক আকৃতি

নিয়মিত জ্যামিতিক আকৃতি চিনতে পেরেছে এবং সেগুলো পরিমাপ করতে পেরেছে

গাণিতিক সম্পর্ক

সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ও সূত্র ব্যবহার করেছে

সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখেছে

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান						
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তথ্য প্রমাণ ও বস্তুনিষ্ঠতার উপর জোর দিয়েছে						

বস্তুর গঠন ও আচরণ						
পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক গঠন ও আচরণের সম্পর্ক অনুসন্ধান করেছে						

বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া						
বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনায় শক্তির স্থানান্তর অনুসন্ধান করেছে						

স্থিতি ও পরিবর্তন						
কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে						

বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ						
মানুষ ও প্রকৃতির উপর প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগে সচেষ্ট হয়েছে						

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ডিজিটাল সাক্ষরতা						
প্রযুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের দায়িত্বশীল ব্যাবহার করতে পেরেছে						

আইসিটি সক্ষমতা						
ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ করেছে						

ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন						
অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্য আদানপ্রদানের কৌশল ব্যাখ্যা করেছে						

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার						
সামাজিক রীতি-নীতি, ঝুঁকি ও নৈতিক দিক বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করছে						

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

আত্মপরিচয়						
লিখিত ও অলিখিত উৎস থেকে তথ্য নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের আত্মপরিচয় ও ইতিহাস অন্বেষণ করেছে						

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা						
বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান অনুসন্ধান করেছে						

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো						
বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কীভাবে মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করে তা অনুসন্ধান করেছে						

সম্পদ ব্যবস্থাপনা						
সময় ও অঞ্চলভেদে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে গড়ে ওঠে তা অনুসন্ধান করেছে						

পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা						
সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের সাপেক্ষে সমাজের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে নিজ প্রেক্ষাপটে দায়িত্বশীল আচরণ করেছে						

জীবন ও জীবিকা

আত্মউন্নয়ন						
নিজের পছন্দ ও সক্ষমতা বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দায়িত্বশীল কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে						

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং						
পেশার পরিবর্তন এবং তার সংগে নতুন নতুন দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা বুঝে তা অর্জনের জন্য নিজ প্রেক্ষাপটে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে						

পেশাগত দক্ষতা						
নির্দিষ্ট পেশা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ও আগ্রহ প্রদর্শন করতে পেরেছে						

ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা						
পেশায় ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব জেনে অভিযোজনের প্রস্তুতি নিতে পারছে						

ধর্ম শিক্ষা

ধর্মীয় জ্ঞান						
ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জানতে আগ্রহ প্রদর্শন করেছে						

ধর্মীয় বিধিবিধান						
ধর্মের বিধি-বিধান উপলব্ধি করে চর্চার চেষ্টা করেছে						

ধর্মীয় মূল্যবোধ						
ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সংগে মিলেমিশে থেকেছে						

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

আত্মপরিচর্যা						
শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন উপলব্ধি করে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যায় উদ্যোগী হয়েছে						

আবেগিক বুদ্ধিমত্তা						
কাউকে কষ্ট না দিয়ে নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করেছে						

সামাজিক বুদ্ধিমত্তা						
পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছে						

শিল্প ও সংস্কৃতি

পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর						
প্রকৃতির রূপ ও ঘটনাপ্রবাহ নিজের মতো করে বিভিন্নভাবে প্রকাশের আগ্রহ প্রদর্শন করেছে						

নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ						
শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার পরিবেশনা উপভোগ করতে পারছে এবং সম্পৃক্ত হতে আগ্রহ প্রকাশ করছে						

যাপিত জীবনে নান্দনিকতা						
দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার প্রকাশ করছে						

আচরণিক নির্দেশক

অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	নিষ্ঠা ও সততা	পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

মূল্যায়নের স্কেল

■■■■■■■	=	অনন্য (Upgrading)
■■■■■■□	=	অর্জনমুখী (Achieving)
■■■■■□□	=	অগ্রগামী (Advancing)
■■■■□□□	=	সক্রিয় (Activating)
■■■□□□□	=	অনুসন্ধানী (Exploring)
■■□□□□□	=	বিকাশমান (Developing)
■□□□□□□	=	প্রারম্ভিক (Elementary)

উপস্থিতির হার : .... %

শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য :

....

....

....

....

....

....

শিক্ষার্থীর মন্তব্য :

যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছি:

....

....

আরো উন্নতির জন্য যা যা করতে চাই:

....

....

....

....

....

....

অভিভাবকের মন্তব্য :

আমার সন্তান যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে:

....

....

আমার সন্তানের উন্নয়নে আমি যা করতে পারি:

....

....

....

....

....

....

....	....	....
শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
তারিখ :	তারিখ :	তারিখ :

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষাক্রম ২০২২

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: ডিজিটাল প্রযুক্তি | ষষ্ঠ শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

সহযোগিতামূলক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ষষ্ঠ শ্রেণির বাৎসরিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয় : ডিজিটাল প্রযুক্তি

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৩

বাৎসরিক মূল্যায়ন : ডিজিটাল প্রযুক্তি

ভূমিকা:

প্রিয় শিক্ষক, আপনি ইতোমধ্যেই জানেন, নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বছরে দুইটি সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত রাখা হয়েছে, যার মধ্যে একটি ইতোমধ্যে বছরের শুরুর ছয় মাসের শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া আছে।

শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আপনারা মূল্যায়ন করেছেন। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি এসাইনমেন্ট বা কাজ শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে হয়েছে, বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শিক্ষার্থীরা সমাধা করবে। এই কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, কাজের প্রক্রিয়া, ফলাফল, ইত্যাদি সবকিছুই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। মূল্যায়নের নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শুরু করে এই কার্যক্রম চলাকালে বিভিন্নভাবে আপনি শিক্ষার্থীকে সহায়তা দেবেন, তবে কাজের প্রক্রিয়া কী হবে বা সমস্যা সমাধান কীভাবে করতে হবে তা শিক্ষার্থীরাই নির্ধারণ করবে। কাজের বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকে আপনি শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা কীভাবে নিরূপণ করবেন, তার বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তী অংশে দেয়া আছে।

শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের শিখনকালীন মূল্যায়ন চলমান আছে, যা শিখন অভিজ্ঞতাসমূহের বিভিন্ন ধাপে আপনারা পরিচালনা করছেন। এই মূল্যায়নের একটা বড় অংশ হলো শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদান, যার মূল উদ্দেশ্য তাদের শিখনে সহায়তা দেয়া। এই চলমান মূল্যায়নের তথ্য শিক্ষার্থীর পাঠ্যবই, তাদের করা বিভিন্ন কাজের নমুনা যেমন: পোস্টার, মডেল, প্রশ্নপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। এর বাইরেও বছর জুড়ে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক ব্যবহার করে আপনারা শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড রেখেছেন। এছাড়া ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় নির্ধারিত কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের সাহায্যে আপনারা মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করেছেন। পরবর্তীতে শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করবে এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে তার মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। এই মূল্যায়নের তথ্যের সাথে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।

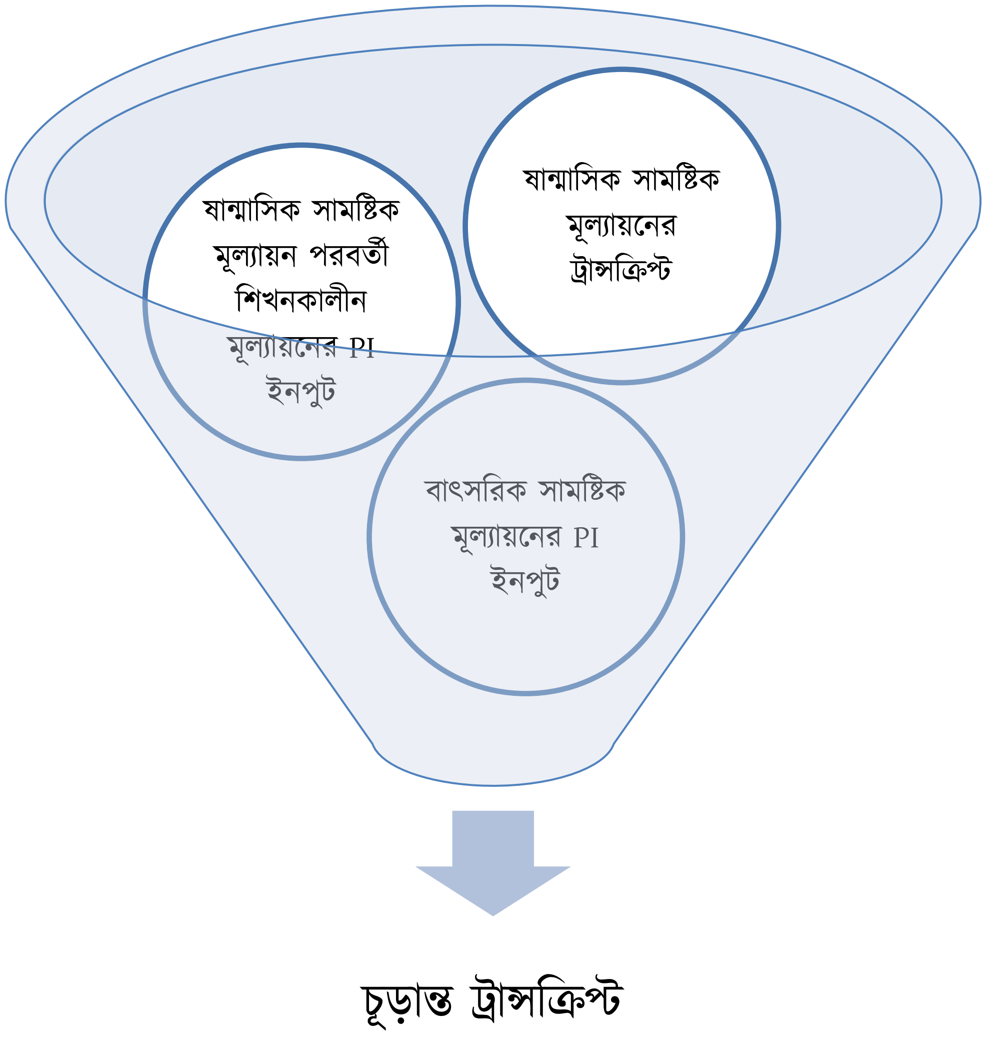

সাধারণ নির্দেশনা:

- শুরুতেই ষান্মাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিয়ে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালিত হবে তার নিয়মাবলি শিক্ষার্থীদের জানাবেন। এই মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা কী সেটা যেন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। ষষ্ঠ শ্রেণির মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন যাতে সবাই ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য প্রদত্ত কাজটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে সর্বমোট তিনটি সেশন বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম দুইটি সেশনে ৯০ মিনিট করে, এবং শেষ সেশনে দুই ঘণ্টা (বা বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা অনুযায়ী) সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজগুলো শেষ করবেন। তবে শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বেশি হলে শিক্ষক শেষ সেশনে কিছুটা বেশি সময় ব্যবহার করতে পারেন।
- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।
- শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কাজ সেশন চলাকালেই করবে, বাড়িতে গিয়ে করার জন্য খুব বেশি কাজ না রাখা ভালো। মনে রাখতে হবে এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে এবং পুরো অভিজ্ঞতাটি যেন তাদের জন্য আনন্দময় হয়।

- উপস্থাপনে যথাসম্ভব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেবেন, উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকদের যাতে কোনো আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন, মডেল/পোস্টার/ছবি ইত্যাদির চাকচিক্যে মূল্যায়নে হেরফের হবে না। বরং বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ, সম্ভব হলে ফেলনা জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দিন।
- বিষয়ভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজনে পাঠ্যবই বা যেকোনো উৎস শিক্ষার্থী ব্যবহার করতে পারবে। তবে কোনো উৎস থেকেই হুবহু তথ্য তুলে দেয়ায় উৎসাহ দেবেন না, বরং তথ্য ব্যবহার করে সে নির্ধারিত সমস্যার সমাধান করতে পারছে কি না, এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারছে কি না তার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করবেন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত শিখন যোগ্যতাসমূহ:

ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে ইতোমধ্যে এই শ্রেণির জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা চর্চা করার সুযোগ পেয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী অর্পিত কাজটি সাজানো হয়েছে।

- প্রাসঙ্গিক শিখন যোগ্যতাসমূহ:

  যোগ্যতা ৬.১: কোন ধরনের তথ্য কেন প্রয়োজন তা বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করা ও তথ্যের ব্যবহারে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা।
  যোগ্যতা ৬.২: সরল অ্যালগোরিদমের ধারাবাহিক ধাপসমূহ নির্ধারণ, শাখাবিন্যাস এবং পুনরাবৃত্তি ডিজাইন ও পরিমার্জন করতে পারা এবং তা অনুসরণ করে প্রোগ্রাম প্রস্তুত করতে পারা।
  যোগ্যতা ৬.৩: ডিজিটাল সিস্টেমের উপাদানসমূহ পর্যবেক্ষণ করে কীভাবে নেটওয়ার্ক গড়ে উঠে এবং তথ্য আদানপ্রদান করা হয় তা অনুসন্ধান করতে পারা।
  যোগ্যতা ৬.৪: নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে টার্গেট গ্রুপ বিবেচনায় নিয়ে কনটেন্ট তুলে ধরতে ডিজিটাল প্রযুক্তির সৃজনশীল ব্যবহার করতে পারা
  যোগ্যতা ৬.৫: ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা গ্রহনের জন্য যোগাযোগ স্থাপন করতে পারা ।
  যোগ্যতা ৬.৭: ডিজিটাল প্লাটফর্মে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণ ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও ঝুঁকি মোকাবেলার দক্ষতা অর্জন করতে পারা
  যোগ্যাতা ৬.৮: তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের সামাজিক ও আইনগত দিক বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত অবস্থান ও করণীয় নির্ধারণ করতে পারা
  যোগ্যতা ৬.৯: ব্যক্তিগত যোগাযোগে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে উপযুক্ত সামাজিক রীতি-নীতি ও আচরণ করতে পারা।

- কাজের সারসংক্ষেপ

  বার্ষিক মূল্যায়ন প্রকল্পঃ ' সেমিনার – জরুরি পরিস্থিতিতে সংযুক্ত থাকি'

  পূর্বের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে নিজের এলাকার কি কি জরুরি অবস্থার তৈরি হতে পারে তা চিহ্নিত করবে। ঐ জরুরী পরিস্থিতি অনুযায়ী জীবনযাত্রায় কি সংকট তৈরি হতে পারে তারও একটি তালিকা তৈরি করবে। এই তথ্যগুলো সংগ্রহের জন্য শিক্ষার্থী অভিভাবক, এলাকার অভিজ্ঞ ব্যক্তি, জরুরি পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা আছে এমন ব্যক্তি বা গণমাধ্যম থেকে তথ্য নিতে পারে।

১। থিম ১ - প্রাকৃতিক কারনে সৃষ্ট দূর্যোগঃ দল – ১,৩,৫
২। থিম ২ - মানব সৃষ্ট কারনে দূর্যোগঃ দল – ২, ৪, ৬

জরুরি অবস্থার ভিন্নতার উপর নির্ভর করে কি ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে তার উপর ভিত্তি করে করণীয় ঠিক করবে। যেমনঃ বিদ্যালয়ের সাথে কীভাবে সংযুক্ত বা কানেক্টেড থাকতে হবে, কমিউনিটির সাথে কীভাবে কানেক্টেড থাকতে হবে, কোন জরুরী তথ্য কীভাবে সবার কাছে পৌছানো নিশ্চিত করতে হবে, ওই পরিস্থিতিতে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়া যেতে পারে, মৌলিক প্রয়োজনগুলো কীভাবে নিশ্চিত করা যেতে পারে ইত্যাদি।

শিক্ষার্থী তার পরিকল্পনা কাজে রুপান্তর করবে। যেমন কানেক্টেড থাকার জন্য ফোকাল পয়েন্ট কে হবে তা ধরে ফ্লোচার্ট বানানো, কোন জরুরী মেসেজ দেওয়ার জন্য কনটেন্ট বানানো, নেটওয়ার্ক কীভাবে কাজ করবে তা বিশ্লেষণ করে উপাদান চিহ্নিত করা, জরুরী অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে কি সাইবার অপরাধ হতে পারে তা চিহ্নিত করে করনীয় তালিকা তৈরি করা ইত্যাদি। সর্বশেষ মূল্যায়ন উৎসবের দিন শিক্ষার্থী একটি সেমিনার আয়োজন করে দলের কাজগুলো উপস্থাপন করবে এবং প্রতিবেদন লিখবে।

- ধাপসমূহ:
  - **ধাপ ১ (প্রথম কর্মদিবস : ৯০ মিনিট)**

কাজ ১ (শ্রেনিকক্ষের সকল শিক্ষার্থী): শিক্ষক শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে ৪ বা ৬ টি দল ভাগ করে দিবেন।
কাজ ২ (শ্রেনিকক্ষের সকল শিক্ষার্থী): : শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করে সবাই মিলে চিহ্নিত করবেন আমাদের এলাকায় কি কি ধরনের জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হয়। এখানে শিক্ষার্থীদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে পরিস্থিতির কথা বলবে। চিহ্নিত করা হলে শিক্ষক এই পরিস্থিতিগুলোকে দুইটি ভাগে ভাগ করতে বলবেন।

১। প্রাকৃতিক কারনে সৃষ্ট দূর্যোগঃ যেমন বন্যা, ভূমিকম্প, পাহাড় ধ্বস, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি
২। মানব সৃষ্ট কারনে দূর্যোগঃ জলাবদ্ধতা, অগ্নিকান্ড, সড়ক দূর্ঘটনা, রাসায়নিক বিষ্ফোরন ইত্যাদি

উপরের জরুরি পরিস্থিতি গুলো উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হল, বিভিন্ন এলাকার ভৌগলিক অবস্থান বা জীবনাচরন অনুযায়ী এই পরিস্থিতি অবশ্যই ভিন্ন হবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মতামত নিয়ে এই পরিস্থিতিগুল চিহ্নিত করে শ্রেণীকরণ করবনে। শিক্ষার্থীর ভুল হলে শুধুমাত্র তখন সঠিক তথ্য দেওয়ার মাধ্যমে শিক্ষক সহায়তা করবেন।

কাজ ৩ (শ্রেনিকক্ষের সকল শিক্ষার্থী): : শ্রেণীকরণ করা সম্পন্ন হলে শিক্ষক প্রতিটি দলকে একটি করে জরুরি পরিস্থিতি এসাইন করে দলে কাজ করতে নির্দেশনা দিবেন।

কাজ ৪ (দলীয় কাজ) : শিক্ষার্থী তার প্রাপ্ত জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হলে জীবনযাত্রায় কি কি ধরণের সংকট তৈরি হয় বা কি কি ধরণের পরিবর্তন হয় তা দলে বসে চিহ্নিত করবে।

কাজ ৫ (দলগত সিদ্ধান্ত একক কাজ): শিক্ষার্থী জরুরি পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত অবস্থায় স্বাভাবিক কাজ চালিয়ে নিতে কি কি করনীয় হতে পারে তা পরিকল্পনা করবে।

এখানে থাকতে পারেঃ

- বিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখতে কি করতে হবে
- পরিবারের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখতে কি করতে হবে
- কমিউনিটির (প্রতিবেশি, সমাজ) সাথে যোগাযোগ বজায় রাখতে কি করতে হবে।
- খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান, জরুরী ঔষধ ইত্যাদির সরবারাহ ঠিক রাখতে কি করতে হবে।
- সরকার বা অন্যন্য কতৃপক্ষ থেকে কোন তথ্য থাকলে সে তথ্য সকলের কাছে সরবরাহ করতে কি করতে হবে।
- ঐ পরিস্থিতিতে মানুষের মধ্যে কি ধরনের সচেতনতা তৈরি করতে হবে

শিক্ষার্থী তার প্রাপ্ত জরুরি অবস্থার উপর ভিত্তি করে আরও কিছু সংকট এবং সে অনুযায়ী করনীয় নির্ধারন করবে। উপরের করনীয় গুলো সাধারণভাবে উদাহরণ হিসেবে দেওয়া আছে। নিজের এলাকায় ঘটেছে বা ঘটার সম্ভাবনা আছে এরকম জরুরি পরিস্থিতি বিবেচনা করেই করনীয় নির্ধারন করতে হবে।

৩ নং এবং ৪ নং কাজ এর তথ্য সংগ্রহের জন্য শিক্ষার্থী বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্য, অভিজ্ঞ ব্যক্তি, ইন্টারনেট, বই, খবরের কাগজ ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে।

দলের প্রতিটি সদস্য কে কোন অংশের কাজ করবে তা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিবে। শিক্ষক নিশ্চিত করবেন দলের সকল সদস্য কাজে যুক্ত আছে।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: প্রথম সেশনে কোনো PI এর ইনপুট দিতে হবে না।)

- **ধাপ ২ (দ্বিতীয় কর্মদিবস : ৯০ মিনিট)**

কাজ ১ (দলগত কাজ): শিক্ষার্থী কর্মদিবস- ১ এর ৩ নং এবং ৪ নং কাজ দলের সবাই মিলে তালিকা তৈরি করবে। অর্থাৎ তালিকা হবে,

১। কি কি সংকট তৈরি হতে পারে

২। ঐ সংকট মোকাবেলায় করণীয়

শিক্ষার্থীর এই কাজ দেখে যোগ্যতা ৬.১ এর পারদর্শিতার নির্দেশক ৬.১.১ মূল্যায়ন করতে হবে।

- কাজ ২ (দলগত কাজ): শিক্ষার্থী তাদের নির্ধারিত করনীয়গুলোকে ধাপ অনুযায়ী ফ্লোচার্ট আকারে তৈরি করবে। ফ্লোচার্টে পুনরাবৃত্তি এবং পরিমার্জন যুক্ত করবে।

শিক্ষার্থীর এই কাজ দেখে যোগ্যতা ৬.২ এর পারদর্শিতার নির্দেশক ৬.২.১ মূল্যায়ন করতে হবে।

- কাজ ৩ (দলগত কাজ): ঐ জরুরি পরিস্থিতিতে কিভাবে সবাই সবার সাথে সংযুক্ত থাকবে তার উপায় নির্ধারন করবে। বিদ্যুৎ না থাকলে বা ইন্টারনেট সংযোগ না থাকলে কিভাবে সংযুক্ত থাকা যায় সে পরিকল্পনাও থাকবে। ঐ নেটওয়ার্কে নেটওয়ার্কের বিভিন্ন উপাদান (সেন্ডার, রিসিভার, রাউটার, হাব ইত্যাদি) কীভাবে কাজ করে তা চিহ্নিত করবে (পাঠ্যবই এ পোস্ট অফিসের উদাহরণের মত)
  শিক্ষার্থীর এই কাজ দেখে যোগ্যতা ৬.৩ এর পারদর্শিতার নির্দেশক ৬.৩.১ মূল্যায়ন করতে হবে।

- কাজ ৪ (দলগত কাজ): শিক্ষার্থী যে জরুরি অবস্থা নিয়ে কাজ করছে ওই জরুরি পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে কি কি ধরণের সাইবার অপরাধ এবং তথ্যঝুকি হতে পারে তা চিহ্নিত করবে এবং করণীয় কি তা বর্ণনা করে লিখে রাখবে।
  শিক্ষার্থীর এই কাজ দেখে যোগ্যতা ৬.৭ ,৬.৮ এর পারদর্শিতার নির্দেশক ৬.৭.১ এবং ৬.৮.১ মূল্যায়ন করা হবে।

- কাজ ৫ (দলগত কাজ): নির্ধারিত জরুরি অবস্থায় কোন কোন প্রতিষ্ঠান বা কোন কোন নম্বারে যোগাযোগ করে কী সাহায্য চাওয়া হবে তার পরিকল্পনা করবে।
  শিক্ষার্থীর এই কাজ দেখে যোগ্যতা ৫ এর পারদর্শিতার নির্দেশক ৬.৫.১ মূল্যায়ন করা হবে।

- কাজ ৬ (দলগত সিদ্ধান্ত, একক কাজ): ঐ জরুরি পরিস্থিতিতে সরকার, সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষ থেকে আসা কোন প্রয়োজনীয় তথ্য কীভাবে সবার কাছে পৌছাতে হবে, কি মাধ্যম, কি মেসেজ কীভাবে ব্যবহার করবে তার পরিকল্পনা করবে। এখানে শিক্ষার্থী লক্ষ্যদল ও প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় কনটেন্ট তৈরির পরিকল্পনা করবে। কনটেন্ট হতে পারে একটি মেসেজ বা ছবি, ভিডিও, কমিকস ইত্যাদি। জরুরি অবস্থা (প্রেক্ষাপট) এবং যাদেরকে তথ্য দিতে বা সচেতন করতে কনটেন্ট ব্যবহার করবে তাদের ভিন্নতার উপর এটি নির্ভর করবে।

  শিক্ষার্থী প্রয়োজনে বাড়িতে কনটেন্ট তৈরির কাজ কিছুটা এগিয়ে রাখতে পারবে।

  - **ধাপ ৩ (তৃতীয় কর্মদিবস : ১২০ মিনিট বা প্রয়োজনে কিছুটা বেশি সময়)**

- কাজ ১ (দলগত কাজ, কনটেন্ট তৈরি): শিক্ষার্থী কোন কনটেন্ট তৈরি করার জন্য কিছু সময় প্রয়োজন হলে ১ ঘণ্টা সময় কনটেন্ট তৈরির জন্য কাজে লাগাতে পারবে।
  শিক্ষার্থীর এই কাজ দেখে যোগ্যতা ৬.৪ এর পারদর্শিতার নির্দেশক ৬.৪.১ মূল্যায়ন করা হবে।
- কাজ ২(দলগত উপস্থাপনা): শিক্ষার্থী দলগত ভাবে তাদের কাজ করা জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় কি সংকট হতে পারে এবং সংকট মোকাবেলায় করনীয় এবং সংযুক্ত থাকার পরিকল্পনা (কর্মদিবস ২ এ করা সকল কাজ) উপস্থাপন করবে। (প্রতিদল সর্বোচ্চ ২০ মিনিট সময় পাবে)

শিক্ষার্থীর এই কাজ দেখে যোগ্যতা ৬.৯ এর পারদর্শিতার নির্দেশক ৬.৯.১ মূল্যায়ন করা হবে। এখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিজের দলের এবং অন্যদলের সদস্যদের সাথে আচরন, শিক্ষকের সাথে আচরন, বিদ্যালয়ের বাইরের কোন ব্যক্তি সেমিনার দেখতে আসলে তার সাথে আচরন কেমন করছে তা পর্যবেক্ষন করবেন।

- কাজ ৩ রিফ্লেকশান পেপার বা প্রতিফলনমূলক প্রতিবেদন লিখাঃ
  সকল শিক্ষার্থীর উপস্থাপন শেষ হলে শিক্ষার্থী এককভাবে একটি প্রতিবেদন লিখবে, এখানে সম্পূর্ণ কাজ করতে তার কেমন লেগেছে, দলের কাজে তার ভুমিকা কি ছিল এবং কি কি নতুন জানার সুযোগ হয়েছে তা সর্বোচ্চ দুই পৃষ্ঠায় লিখবে।
  এটি মূল্যায়ন রেকর্ড হিসেবে শিক্ষকের কাছে সংগৃহীত থাকবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ বা PI পরিশিষ্ট ১ এ দেয়া আছে। শিক্ষার্থীর কোন পারদর্শিতা দেখে তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে তাও ছকে উল্লেখ করা আছে। নির্ধারিত কাজ যেই দিন সম্পন্ন হবে সেদিনই সংশ্লিষ্ট PI এর ইনপুট দেবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।
পরিশিষ্ট ২ এ সকল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক সংযুক্ত করা আছে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি ব্যবহার করে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

শিখনকালীন, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন সমন্বয়:

ইতোমধ্যে ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় প্রথম কয়েকটি শিখন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। একইভাবে বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।

ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন:

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কীভাবে শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের সমন্বয় করে ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছিল। একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া গেছে সেটিই উল্লেখ করা হয়েছিল।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে করা মূল্যায়নের তথ্যে একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট

পাওয়া যাবে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করতে হবে।

কোনো শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি শিখনকালীন, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক সামষ্টিক মুল্যায়ন কোনো ক্ষেত্রেই PI এর ইনপুট না পাওয়া যায়, তাহলে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্টে সেই PI এর ইনপুটের জায়গা ফাঁকা থাকবে।

পরিশিষ্ট ৩ এ বাৎসরিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট দেয়া আছে। এই ফরম্যাট ব্যবহার করে প্রত্যেক পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জনের সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখপূর্বক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করবেন। **এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের রেকর্ড সংগ্রহের জন্য □, ○, △ এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হলেও ট্রান্সক্রিপ্টে এই চিহ্নগুলোর কোনো উল্লেখ থাকবে না। তবে ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাটে উল্লেখিত চিহ্নগুলোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পারদর্শিতার মাত্রা টিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে।**

আচরণিক নির্দেশক

পরিশিষ্ট ৪ এ আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেয়া আছে। ষান্মাসিক মূল্যায়নের মতোই বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, পরিশিষ্ট ৫ এর ছক ব্যবহার করে আচরণিক নির্দেশকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ১০ টি বিষয়ের আচরণিক নির্দেশকের অর্জিত মাত্রা বা পর্যায়ের সমন্বয় করে চুড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/শ্রেণি শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ১০ জন বিষয় শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত BI এর ইনপুট সমন্বয় করে আচরণিক নির্দেশকের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করবেন।

আচরণিক নির্দেশকে ১০টি বিষয়ের সমন্বয়ের শর্তগুলো হলো:

- একটি আচরণিক নির্দেশকের জন্য ১০টি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী যেই পর্যায়টি সবচেয়ে বেশি বার পাবে সেইটিই হবে ঐ আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৩টি বিষয়ে △ এবং ৩টি বিষয়ে □ পায়, তবে ১ম আচরণিক নির্দেশকে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হলো ○।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোনো আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো একটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বার ইনপুট না পায়, অর্থাৎ একাধিক পর্যায়ে সমান সংখ্যক ইনপুট পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তারমধ্যে অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায় বিবেচনা করতে হবে।

- উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৪টি বিষয়ে △ এবং ২টি বিষয়ে □ পায়, তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে △।
- আবার কোনো শিক্ষার্থী একই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি ৪টি বিষয়ে ○, ২টি বিষয়ে △ এবং ৪টি বিষয়ে □ পায়, তবে তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে ○।

শ্রেণি উত্তরণ নীতিমালা

শ্রেণি উত্তরণের বিষয়ে দুইটি দিক বিবেচনা করা হবে;

১। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার,

২। বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা।

১। শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে কিনা সেটা প্রাথমিক বিবেচ্য; তার বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারের উপর ভিত্তি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। **বিদ্যালয়ে মোট কর্মদিবসের অন্তত ৭০% উপস্থিতি নিশ্চিত হলে তাকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং বছর শেষে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার বিবেচনায় সে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হবে। যেহেতু নতুন শিক্ষাক্রম চলমান শিক্ষাবর্ষে (২০২৩) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, কাজেই এই বছরের জন্য মোট কর্মদিবসের কমপক্ষে ৫০% উপস্থিতি থাকলেও কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে।** এছাড়াও এখানে উল্লেখ্য, জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উপস্থিতির হার ৫০% এর কম হলেও শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রেণি উত্তরণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করতে পারেন; তবে তার জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ও তার সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ থাকতে হবে।

২। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো পারদর্শিতার নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা। সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ের ট্রান্সক্রিপ্টে সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা যদি □ স্তরে থাকে, তবে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।

বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- পারদর্শিতার বিবেচনায় কোনো শিক্ষার্থী যদি পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হয়, তবে শুধুমাত্র উপস্থিতির হারের ভিত্তিতে তাকে উত্তীর্ণ করানো যাবে না।
- পারদর্শিতার বিবেচনায় যদি শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য বিবেচিত হয়, কিন্তু উপস্থিতির হার নির্ধারিত হারের চেয়ে কম থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকগণের সমন্বিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিদ্যালয় ওই শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য ন্যূনতম উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে

পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ডের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ড বলতে ষান্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড বোঝাবে। এক্ষেত্রে বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টও এই পূর্বতন রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে।

- একইভাবে যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রেও উপরোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন দুই ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে শিখনকালীন মূল্যায়নের পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।
- উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হলেও সকল শিক্ষার্থী বছর শেষে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট পাবে।
- কোনো শিক্ষার্থীকে যদি পরবর্তী বছরে একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি করতে হয় তবে তার শিখন এগিয়ে নেবার জন্য একটি আত্মউন্নয়ন পরিকল্পনা (self development plan) করতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা দেবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে শিখন ঘাটতি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে ওই শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছয় মাসের একটি শিখন উন্নয়ন পরিকল্পনা (learning enhancement strategy) করতে হবে যাতে সে তার শিখন ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে। শিক্ষক কীভাবে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবেন এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।

রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ: নৈপুণ্য

ইতোমধ্যেই আপনারা ষান্মাসিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করেছেন, যেখানে সকল পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়ের বিবরণ থাকে। এই ট্রান্সক্রিপ্টে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বছর শেষে এক নজরে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন করা হবে যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার সার্বিক পারদর্শিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া থাকবে, যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে এবং অভিভাবকরা সহজেই শিক্ষার্থীর অবস্থান বুঝতে পারেন। পরিশিষ্ট ৬ এ রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে। মুলত মূল্যায়ন অ্যাপের মাধ্যমেই ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অ্যাপ থেকে সম্ভব না হলে শিক্ষকগণ এই ফরম্যাট ফটোকপি করে ম্যানুয়ালি রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারেন।

রিপোর্ট কার্ডে কোনো বিষয়েরই PI সমূহ উল্লেখ করা থাকবে না। বরং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান কয়েকটি নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্রের** মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। আপনারা জানেন, কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করতে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক PI নির্ধারণ করা আছে। তেমনি কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জন সমন্বিতভাবে প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্র**

চিহ্নিত করা হয়েছে। (পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রদত্ত বিষয়ের ধারণায়নে বর্ণিত ডাইমেনশন থেকে নেয়া হয়েছে। কারণ বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতাসমূহ মুলত এই ডাইমেনশন গুলোকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে।)

বিষয়টি দেখা যায় এভাবে:

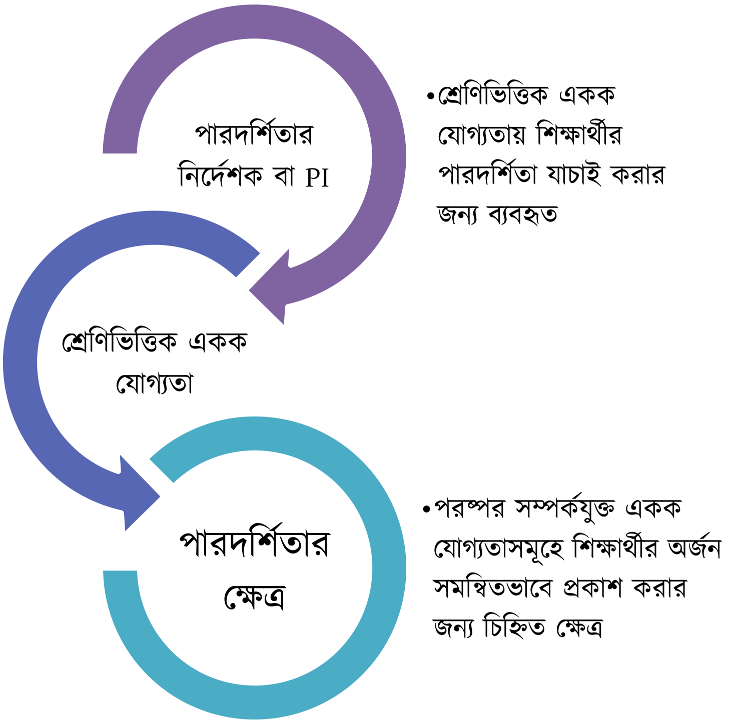

ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

১। ডিজিটাল সাক্ষরতা

২। আইসিটি সক্ষমতা

৩। ডিজিটাল সলিউশান উদ্ভাবন

৪। আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়ীত্বশীল ব্যবহার

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, 'আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়ীত্বশীল ব্যবহার' ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট PI সমূহ নিম্নরূপ:

ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
	৬.৬ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ধারনা অনুধাবন করে তার উপর স্বত্বাধিকারীর অধিকার বিষয়ে সচেতন হওয়া	৬.৬.১ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সনাক্ত করে এর দায়িত্বশীল ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করবে

ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট একককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
৪। আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়ীত্বশীল ব্যবহার	৬.৭ ডিজিটাল প্লাটফর্মে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণ ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও ঝুঁকি মোকাবেলার দক্ষতা অর্জন করতে পারা	৬.৭.১ ডিজিটাল প্লাটফর্মে তথ্য আদান প্রদানে সাধারণ ঝুঁকি মোকাবেলা করতে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে
	৬.৮ তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের সামাজিক ও আইনগত দিক বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত অবস্থান ও করণীয় নির্ধারণ করতে পারা	৬.৮.১ তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের সামাজিক ও আইনগত দিক বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত সীদ্ধান্ত নিতে পারবে
	৬.৯ ব্যক্তিগত যোগাযোগে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে উপযুক্ত সামাজিক রীতি-নীতি ও আচরণ করতে পারা।	৬.৯.১ ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে সামাজিক রীতিনীতি মেনে উপযুক্ত আচরণ করতে পারবে
	৬.১০ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুসন্ধান করতে পারা	৬.১০.১ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনুসন্ধানের মাধ্যমে ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিন্নতা অনুযায়ী সমাজ ও সংস্কৃতির বৈচিত্র নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোন থেকে মূল্যায়ন করতে পারবে

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা

রিপোর্ট কার্ড বা সনদে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, পারদর্শিতার ক্ষেত্রের শিরোনাম দিয়ে শিক্ষার্থী আদৌ কী করতে পারে তা স্পষ্ট হয় না, তাই প্রতি শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের একটি বর্ণনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার বর্ণনা নিম্নরূপ:

পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা**
১। ডিজিটাল সাক্ষরতা	প্রযুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের দায়িত্বশীল ব্যাবহার করতে পেরেছে
২। আইসিটি সক্ষমতা	ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ করছে
৩। ডিজিটাল সলিউশান উদ্ভাবন	অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্য আদানপ্রদানের কৌশল ব্যাখ্যা করছে
৪। আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়ীত্বশীল ব্যবহার	সামাজিক রীতি-নীতি, ঝুঁকি ও নৈতিক দিক বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করছে

পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান কীভাবে নিরূপিত হবে?

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। যেহেতু প্রতিটি বিষয়ে পারদর্শিতার নির্দেশকের সংখ্যা অনেকগুলো এবং এদের পর্যায় মাত্র ৩টি, এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান বোঝা সম্ভব

হয় না। সেজন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহের সমন্বয় করে ওই ক্ষেত্রে তার অবস্থান বোঝানো হবে। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক সকলেই যাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে এজন্য এই অবস্থানকে একটি ৭-স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেল দিয়ে প্রকাশ করা হবে।

পারদর্শিতার এই স্তরগুলো নিম্নরূপ:

1. অনন্য (Upgrading)
2. অর্জনমুখী (Achieving)
3. অগ্রগামী (Advancing)
4. সক্রিয় (Activating)
5. অনুসন্ধানী (Exploring)
6. বিকাশমান (Developing)
7. প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার সনদে ৭ স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হবে এভাবে:

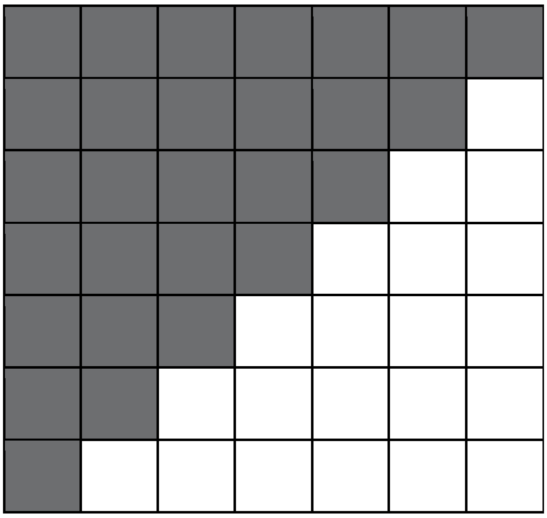

অনন্য (Upgrading)
অর্জনমুখী (Achieving)
অগ্রগামী (Advancing)
সক্রিয় (Activating)
অনুসন্ধানী (Exploring)
বিকাশমান (Developing)
প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের উপায়

আগেই বলা হয়েছে, প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান মূলত নির্ভর করবে PI সমূহে তার অর্জিত সর্বোচ্চ (△ চিহ্নিত পর্যায়) ও সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার পার্থক্যের উপর।

এই কাজটি করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করতে হবে:

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা} - \text{অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা}}{\text{মোট PI এর সংখ্যা}} * \text{১০০\%}$$

উদাহরণস্বরূপ, 'আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট PI ৫টি (৬.৬.১, ৬.৭.১, ৬.৮.১, ৬.৯.১, ৬.১০.১)। কোনো শিক্ষার্থী এই ৫ টি PI এর মধ্যে ৩ টিতে সর্বোচ্চ পর্যায় (△ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে। বাকি ২টির একটিতে সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) এবং আরেকটিতে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে।

এখানে,

মোট PI এর সংখ্যা	:	৫ টি
অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	৩ টি
অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি

তাহলে তার পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান হবে,

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{৩ - ১}{৫} * ১০০\% = ৪০\%$$

এই মানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হবে শিক্ষার্থীর অবস্থান পারদর্শিতার কোন স্তরে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ঋনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা (△ চিহ্নিত পর্যায়) সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার চেয়ে কম হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান শূন্য হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সমান হয়।
  - অথবা, যদি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সবগুলো PI তে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়ে থাকে।

নিচের ছকে পারদর্শিতার সবগুলো স্তর নির্ধারণের শর্তগুলো দেয়া হলো:

পারদর্শিতার স্তর	**পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের শর্ত**
1. অনন্য (Upgrading)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = ১০০%
2. অর্জনমুখী (Achieving)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ৫০%
3. অগ্রগামী (Advancing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ২৫%
4. সক্রিয় (Activating)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ০%
5. অনুসন্ধানী (Exploring)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -২৫%

6.	বিকাশমান (Developing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -৫০%
7.	প্রারম্ভিক (Elementary)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = -১০০%

তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী উপরের উদাহরণে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ৪০% হলে ওই শিক্ষার্থীর অবস্থান হবে ‘অগ্রগামী (Advancing)’। রিপোর্ট কার্ড বা সনদে, ‘আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়ীত্বশীল ব্যবহার’’ পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য তার অবস্থান উল্লেখ করা হবে এভাবে:

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়ীত্বশীল ব্যবহার
সামাজিক রীতি-নীতি, ঝুঁকি ও নৈতিক দিক বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করছে

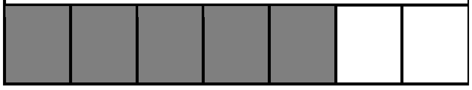

এখন নিচের ছকে দেখা যাক, ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোনটি ষষ্ঠ শ্রেণির কোন কোন একক যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এই এক বা একাধিক যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট PI কোনগুলো।

ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
১। ডিজিটাল সাক্ষরতা	৬.১ কোন ধরনের তথ্য কেন প্রয়োজন তা বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করা ও তথ্যের ব্যবহারে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা।	৬.১.১ শিক্ষার্থী তার প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত উৎস চিহ্নিত করে প্রযুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে
	৬.৪ নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে টার্গেট গ্রুপ বিবেচনায় নিয়ে কনটেন্ট তুলে ধরতে ডিজিটাল প্রযুক্তির সৃজনশীল ব্যবহার করতে পারা।	৬.৪.১ টার্গেটগ্রুপ ও প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে কনটেন্ট ব্যবহার করতে পারবে
২। আইসিটি সক্ষমতা	৬.৫ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা	৬.৫.১ জরুরি প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা প্রাপ্তির জন্য যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে ।

ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
	গ্রহণের জন্য যোগাযোগ স্থাপন করতে পারা।	
৩। ডিজিটাল সলিউশান উদ্ভাবন	৬.২ সরল অ্যালগরিদমের ধারাবাহিক ধাপসমূহ নির্ধারণ, শাখাবিন্যাস এবং পুনরাবৃত্তি ডিজাইন ও পরিমার্জন করতে পারা এবং তা অনুসরণ করে প্রোগ্রাম প্রস্তুত করতে পারা।	৬.২.১ পরিমার্জিন সরল অ্যালগরিদমের ভিত্তিতে প্রোগ্রাম ডিজাইন করতে পারবে
	৬.৩ ডিজিটাল সিস্টেমের উপাদানসমূহ পর্যবেক্ষণ করে কীভাবে নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে এবং তথ্য আদান-প্রদান করা হয় তা অনুসন্ধান করতে পারা।	৬.৩.১ ডিজিটাল সিস্টেমে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কীভাবে তথ্য আদান প্রদান হয় তা চিহ্নিত করতে পারবে
৪। আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়ীত্বশীল ব্যবহার	৬.৬ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ধারনা অনুধাবন করে তার উপর স্বত্বাধিকারীর অধিকার বিষয়ে সচেতন হওয়া	৬.৬.১ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সনাক্ত করে এর দায়িত্বশীল ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করবে
	৬.৭ ডিজিটাল প্লাটফর্মে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণ ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও ঝুঁকি মোকাবেলার দক্ষতা অর্জন করতে পারা	৬.৭.১ ডিজিটাল প্লাটফর্মে তথ্য আদান প্রদানে সাধারণ ঝুঁকি মোকাবেলা করতে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে
	৬.৮ তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের সামাজিক ও আইনগত দিক বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত অবস্থান ও করণীয় নির্ধারণ করতে পারা	৬.৮.১ তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের সামাজিক ও আইনগত দিক বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত সীদ্ধান্ত নিতে পারবে
	৬.৯ ব্যক্তিগত যোগাযোগে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে উপযুক্ত সামাজিক রীতি-নীতি ও আচরণ করতে পারা।	৬.৯.১ ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে সামাজিক রীতিনীতি মেনে উপযুক্ত আচরণ করতে পারবে
	৬.১০ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুসন্ধান করতে পারা	৬.১০.১ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনুসন্ধানের মাধ্যমে ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিন্নতা অনুযায়ী সমাজ ও সংস্কৃতির বৈচিত্র নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোন থেকে মূল্যায়ন করতে পারবে

ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ

পারদর্শিতার সনদ বা রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ ও তাদের শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা, এবং তাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য)।

আচরণিক নির্দেশকের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক নির্দেশকের জন্যেও নির্দিষ্ট কিছু **আচরনিক ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণিক নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় সমন্বয় করে নির্দিষ্ট **আচরণিক ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর ফলাফল নিরূপণ করা হবে। রিপোর্ট কার্ডে পারদর্শিতা ও আচরণিক ক্ষেত্র দুইই উল্লেখ করা থাকবে, যা দেখে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থার একটি চিত্র বোঝা যাবে।

শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করবেন, বিষয় শিক্ষক তার নির্দিষ্ট বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করে বিষয়ভিত্তিক ফলাফল জমা দেবেন। আচরণিক ক্ষেত্রের জন্য শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করবেন।

রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখিত আচরণিক ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ

২। নিষ্ঠা ও সততা

৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখিত ১০টি আচরণিক নির্দেশকের প্রত্যেকটি উপরের কোনো না কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। PI এর ইনপুট হিসেব করে যেভাবে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার ক্ষেত্রে ফলাফল নিরূপণ করা হবে, একইভাবে BI এর ইনপুটের ভিত্তিতে উপরের ৩টি আচরনিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করতে হবে। সকল শ্রেণির জন্য একই আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক ক্ষেত্রের জন্যেও সংশ্লিষ্ট BI এ শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় একই সুত্র ব্যবহার করে হিসেব করে ৭ স্তর বিশিষ্ট স্কেলে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে।

নিচের ছকে আচরণিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট BI সমূহ উল্লেখ করা হলো।

আচরণিক ক্ষেত্র	আচরণিক নির্দেশক বা BI
১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	১। দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে ২। নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে

	৯। দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে ১০। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে
২। নিষ্ঠা ও সততা	৩। নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে ৪। শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে ৫। পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে ৬। দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে
৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা	৭। নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে ৮। অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে

* বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা নির্দিষ্ট করা থাকবে না।

রিপোর্ট কার্ড প্রণয়নের এই পুরো প্রক্রিয়া আরো ভালভাবে স্পষ্ট করার জন্য একটি অনলাইন গাইডলাইন আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। কোনো শিক্ষকের এই বিষয়ে আর কোনো অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা এই গাইডলাইনের মাধ্যমে দূর হবে আশা করা যায়।

মূল্যায়ন অ্যাপ

মূল্যায়নের কাজ সহজ এবং দ্রুততম সময়ে করার জন্য একটি মূল্যায়ন অ্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অ্যাপ এর সাহায্যে আপনারা নির্ধারিত সময়ে PI এর ইনপুট দিতে পারবেন, এবং খুব সহজেই শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ও রিপোর্ট কার্ড আউটপুট হিসেবে নিতে পারবেন। ম্যানুয়ালি যেভাবে আপনাদের PI এর অর্জিত পর্যায় হিসাব করে ফলাফল তৈরি করতে হয়, তা অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে।

অচিরেই মূল্যায়ন অ্যাপ এবং এর ব্যবহারের নীতিমালা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, সেখানে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI) এবং সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রম

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা সূচক নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শীতার মাত্রা			সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম
			□	○	△	
কোন ধরনের তথ্য কেন প্রয়োজন তা বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করা ও তথ্যের ব্যবহারে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা	৬.১.১	শিক্ষার্থী তার প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত উৎস চিহ্নিত করে প্রযুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে	শিক্ষার্থী প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে অন্তত একটি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে উপস্থাপন করেছে।	শিক্ষার্থী একাধিক উৎস থেকে প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী তার চারপাশে সহজলভ্য সবকয়টি উৎস থেকে প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে।	**কর্মদিবস ২: কাজ ১** জরুরি পরিস্থিতিতে কি কি সংকট তৈরি হতে পারে তার তালিকা এবং সংকট মোকাবেলার নির্ধারিত উপায়ের তালিকা
সরল অ্যালগোরিদমের ধারাবাহিক ধাপসমূহ নির্ধারণ, শাখাবিন্যাস এবং পুনরাবৃত্তি ডিজাইন ও পরিমার্জন করতে পারা এবং তা অনুসরণ করে প্রোগ্রাম প্রস্তুত করতে পারা	৬.২.১	পরিমার্জিন সরল অ্যালগরিদমের ভিত্তিতে প্রোগ্রাম ডিজাইন করতে পারবে	শিক্ষার্থী তার দৈনন্দিন জীবনের একটি সমস্যা সমাধান করার প্রক্রিয়ার ধাপগুলো চিহ্নিত করে অ্যালগরিদম ব্যবহার করে একটি সরল প্রবাহচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে	শিক্ষার্থী একটি সরল প্রবাহচিত্র অনুসরণ করে ধাপে ধাপে একটি কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছে	শিক্ষার্থী একটি সমস্যা সমাধানের ধাপগুলোতে পুনরাবৃত্তি এবং পরিমার্জন পরিকল্পনা যোগ করে অ্যালগরিদমের মাধ্যমে প্রবাহচিত্রে প্রকাশ করেছে	**কর্মদিবস ২: কাজ ২** পরিস্থিতি মোকাবেলার পরিকল্পনাকে প্রাবাহচিত্র বা ফ্লোচার্টে একে প্রকাশ করবে। প্রবাহচিত্রে পুনরাবৃত্তি এবং পরিমার্জন ধাপ যুক্ত করবে

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা সূচক নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শীতার মাত্রা			সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম
			□	○	△	
ডিজিটাল সিস্টেমের উপাদানসমূহ পর্যবেক্ষণ করে কীভাবে নেটওয়ার্ক গড়ে উঠে এবং তথ্য আদানপ্রদান করা হয় তা অনুসন্ধান করতে পারা।	৬.৩.১	ডিজিটাল সিস্টেমে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কীভাবে তথ্য আদান প্রদান হয় তা চিহ্নিত করতে পারবে	নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্য আদানপ্রদানের পদ্ধতি পর্যবেক্ষন করে তা উপস্থাপন করতে পেরেছে।	পরিস্থিতির ভিন্নতা অনুযায়ী কেন তথ্য আদান প্রদানে ভিন্ন ধরণের নেটওয়ার্ক ব্যাবহার হয় তা সনাক্ত করতে পেরেছে।	সাধারন নেটওয়ার্কের তথ্য আদান প্রদান প্রক্রিয়াকে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের তথ্য আদান প্রদানের প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত করে প্রকাশ করতে পেরেছে ।	**কর্মদিবস ২: কাজ ৩** জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হলে নিজেরা কীভাবে কানেক্টেড থাকবে তার পরিকল্পনা করবে এবং সেই পরিকল্পনায় নেটওয়ার্কের উপাদান যেমন সেন্ডার, রিসিভার, রাউটার, হাব ইত্যাদি কীভাবে তাদের পরিকল্পিত নেটওয়ার্কের সাথে সম্পর্কিত তা চিহ্নিত করবে
নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে টার্গেট গ্রুপ বিবেচনায় নিয়ে কনটেন্ট তুলে ধরতে ডিজিটাল প্রযুক্তির সৃজনশীল ব্যবহার করতে পারা	৬.৪.১	টার্গেটগ্রুপ ও প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে কনটেন্ট ব্যবহার করতে পারবে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে (বিদ্যালয় এবং পরিবারের সাথে সম্পর্কিত) বিভিন্ন ধরণের প্রেক্ষাপট চিহ্নিত করতে পেরেছে।	শিখন পরিবেশের বাইরের (বিদ্যালয় ও পরিবারের বাইরে) প্রেক্ষাপট চিহ্নিত করতে পেরেছে।	শিখন পরিবেশ বা শিখন পরিবেশের বাইরে যে কোন প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে যে উপযুক্ত ও কার্যকর ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করতে পেরেছে।	**কর্মদিবস ৩: কাজ -১** প্রেক্ষাপট ও লক্ষ্যদল বিবেচনা করে কনটেন্ট তৈরি করবে । কনটেন্ট হতে পারে কোন বার্তা, ছবি, কমিকস, অডিও, ভিডিও, ঘোষণা ইত্যাদি

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা সূচক নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শীতার মাত্রা			সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম
			◻	○	△	
ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা গ্রহনের জন্য যোগাযোগ স্থাপন করতে পারা ।	৬.৫.১	জরুরি প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা প্রাপ্তির জন্য যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে ।	শিখন পরিবেশে পরিচিত প্রেক্ষাপটে জরুরী সেবার জন্য যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে পরিচিত প্রেক্ষাপটে নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের জন্য জরুরী সেবা গ্রহন করতে যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছে	যে কোন পরিস্থিতিতে, পরিস্থিতির বৈচিত্র বিবেচনায় কোন জরুরী মাধ্যমে ব্যবহার করা উচিৎ তা সনাক্ত করে নিজের, পরিবারের এবং সমাজের জন্য জরুরী সেবা গ্রহন করার দক্ষতা অর্জন করেছে	**কর্মদিবস ২: কাজ ৫** কোন কোন জরুরি পরিস্থিতিতে কোন কতৃপক্ষের সাথে কীভাবে যোগাযোগ করতে হবে তা চিহ্নিত করবে।
ডিজিটাল প্লাটফর্মে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণ ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও ঝুঁকি মোকাবেলার দক্ষতা অর্জন করতে পারা	৬.৭.১	ডিজিটাল প্লাটফর্মে তথ্য আদান প্রদানে সাধারণ ঝুঁকি মোকাবেলা করতে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ঝুঁকি মোকাবেলায় সীমিত পরিসরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পেরেছে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পেরেছে	ভবিষ্যতের প্রেক্ষিত বিবেচনা করে, ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে কি কি ঝুঁকি হতে পারে তা বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ডিজিটাল ডিভাইসকে ঝুঁকি থেকে নিরাপদে রাখার দক্ষতা অর্জন করেছে	**কর্মদিবস ২: কাজ ৪** জরুরি পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে কি কি ধরণের সাইবার অপরাধ এবং তথ্যঝুঁকি হতে পারে তা চিহ্নিত করবে এবং করণীয় বর্ণনা করবে।
তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের সামাজিক ও আইনগত দিক বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত অবস্থান ও করণীয় নির্ধারণ করতে পারা	৬.৮.১	তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের সামাজিক ও আইনগত দিক বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত সীদ্ধান্ত নিতে পারবে	শিখন পরিবেশে কিছু নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন হলে কী করনীয় তা সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে	যে কোন পরিস্থিতিতে তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন হলে কী করনীয় তা সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে	ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে সামাজিক ও আইনিভাবে কি রক্ষাকবচ রয়েছে তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে	**কর্মদিবস ২: কাজ ৪** জরুরি পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে কি কি ধরণের তথ্যঝুঁকি হতে পারে তা চিহ্নিত করবে এবং করণীয় বর্ণনা করবে।

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা সূচক নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শীতার মাত্রা			সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম
			□	○	△	
ব্যক্তিগত যোগাযোগে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে উপযুক্ত সামাজিক রীতি-নীতি ও আচরণ করতে পারা।	৬.৯.১	ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে সামাজিক রীতিনীতি মেনে উপযুক্ত আচরণ করতে পারবে	শিখন পরিবেশে ব্যক্তিগত যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেসকল সামাজিক আচরণ রয়েছে তার সাথে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগের আচরনের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত আচরণ চর্চা করেছে	শিখন পরিবেশে বয়স ও সম্পর্ক ভেদে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে কী সামাজিক রীতিনীতি রয়েছে তা বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত আচরণ চর্চা করেছে	বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বয়স ও সম্পর্ক ভেদে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে কী সামাজিক রীতিনীতি রয়েছে তা বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত আচরণ চর্চা করেছে	**কর্মদিবস ৩: কাজ ২** শিক্ষার্থীদের নিজের দলের এবং অন্যদলের সদস্যদের সাথে আচরন, শিক্ষকের সাথে আচরন, বিদ্যালয়ের বাইরের কোন ব্যক্তি সেমিনার দেখতে আসলে তার সাথে শিক্ষার্থীর আচরন।

পরিশিষ্ট ২

শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে এই ছক অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন									
প্রতিষ্ঠানের নাম :						শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর : তারিখ:			
শ্রেণি :		বিষয় : ডিজিটাল প্রযুক্তি							
		প্রযোজ্য PI নং							
রোল নং	নাম	৬.১.১	৬.২.১	৬.৩.১	৬.৪.১	৬.৫.১	৬.৭.১	৬.৮.১	৬.৯.১
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি :		বিষয় : ডিজিটাল প্রযুক্তি							
		প্রযোজ্য PI নং							
রোল নং	নাম	৬.১.১	৬.২.১	৬.৩.১	৬.৪.১	৬.৫.১	৬.৭.১	৬.৮.১	৬.৯.১
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৩

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি:	শ্রেণি : ষষ্ঠ	বিষয় : ডিজিটাল প্রযুক্তি	শিক্ষকের নাম :

পারদর্শিতার সূচকের মাত্রা

পারদর্শিতার সূচক	শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা		
৬.১.১ শিক্ষার্থী তার প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত উৎস চিহ্নিত করে প্রযুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে	শিক্ষার্থী প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে অন্তত একটি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে উপস্থাপন করেছে।	শিক্ষার্থী একাধিক উৎস থেকে প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী তার চারপাশে সহজলভ্য সবকয়টি উৎস থেকে প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে।
৬.২.১ পরিমার্জিত সরল অ্যালগরিদমের ভিত্তিতে প্রোগ্রাম ডিজাইন করতে পারবে	শিক্ষার্থী তার দৈনন্দিন জীবনের একটি সমস্যা সমাধান করার প্রক্রিয়ার ধাপগুলো চিহ্নিত করে অ্যালগরিদম ব্যবহার করে একটি সরল প্রবাহচিত্রের	শিক্ষার্থী একটি সরল প্রবাহচিত্র অনুসরণ করে ধাপে ধাপে একটি কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছে	শিক্ষার্থী একটি সমস্যা সমাধানের ধাপগুলোতে পুনরাবৃত্তি এবং পরিমার্জন পরিকল্পনা যোগ করে অ্যালগরিদমের মাধ্যমে প্রবাহচিত্রে প্রকাশ করেছে
৬.৩.১ ডিজিটাল সিস্টেমে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কীভাবে তথ্য আদান প্রদান হয় তা চিহ্নিত করতে পারবে	নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্য আদানপ্রদানের পদ্ধতি পর্যবেক্ষন করে তা উপস্থাপন করতে পেরেছে।	পরিস্থিতির ভিন্নতা অনুযায়ী কেন তথ্য আদান প্রদানে ভিন্ন ধরণের নেটওয়ার্ক ব্যাবহার হয় তা সনাক্ত করতে পেরেছে।	সাধারন নেটওয়ার্কের তথ্য আদান প্রদান প্রক্রিয়াকে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের তথ্য আদান প্রদানের প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত করে প্রকাশ করতে পেরেছে ।
৬.৪.১ টার্গেটগ্রুপ ও প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে কনটেন্ট ব্যবহার করতে পারবে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে (বিদ্যালয় এবং পরিবারের সাথে সম্পর্কিত) বিভিন্ন ধরণের প্রেক্ষাপট চিহ্নিত করতে পেরেছে।	শিখন পরিবেশের বাইরের (বিদ্যালয় ও পরিবারের বাইরে) প্রেক্ষাপট চিহ্নিত করতে পেরেছে।	শিখন পরিবেশ বা শিখন পরিবেশের বাইরে যে কোন প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে যে উপযুক্ত ও কার্যকর ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করতে পেরেছে।
৬.৫.১ জরুরি প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা প্রাপ্তির জন্য যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে।	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে (বিদ্যালয় এবং পরিবারের সাথে সম্পর্কিত) বিভিন্ন ধরণের প্রেক্ষাপট চিহ্নিত করতে পেরেছে।	শিখন পরিবেশের বাইরের (বিদ্যালয় ও পরিবারের বাইরে) প্রেক্ষাপট চিহ্নিত করতে পেরেছে।	শিখন পরিবেশ বা শিখন পরিবেশের বাইরে যে কোন প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে যে উপযুক্ত ও কার্যকর ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করতে পেরেছে।

৬.৬.১ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সনাক্ত করে এর দায়িত্বশীল ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করবে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে সহজলভ্য উৎস থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সনাক্ত করার প্রেক্ষিতে এর ব্যবহারবিধি চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী দায়িত্বশীল ব্যবহার করতে পেরেছে।	বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের স্বত্বাধিকারীকে সনাক্ত করে তার অনুমতি গ্রহণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ওই সম্পদ দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে।	ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সহজলভ্য সবকয়টি উৎস থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সনাক্ত করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারির অনুমতি সাপেক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ দায়িত্বশীল ভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে ।
৬.৭.১ ডিজিটাল প্লাটফর্মে তথ্য আদান প্রদানে সাধারণ ঝুঁকি মোকাবেলা করতে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ঝুঁকি মোকাবেলায় সীমিত পরিসরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পেরেছে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পেরেছে	ভবিষ্যতের প্রেক্ষিত বিবেচনা করে, ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে কি কি ঝুঁকি হতে পারে তা বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ডিজিটাল ডিভাইসকে ঝুঁকি থেকে নিরাপদে রাখার দক্ষতা অর্জন করেছে
৬.৮.১ ডিজিটাল প্লাটফর্মে তথ্য আদান প্রদানে সাধারণ ঝুঁকি মোকাবেলা করতে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে	শিখন পরিবেশে কিছু নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন হলে কী করনীয় তা সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে	যে কোন পরিস্থিতিতে তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন হলে কী করনীয় তা সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে	ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে সামাজিক ও আইনিভাবে কি রক্ষাকবচ রয়েছে তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে
৬.৯.১ ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে সামাজিক রীতিনীতি মেনে উপযুক্ত আচরণ করতে পারবে	শিখন পরিবেশে ব্যক্তিগত যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেসকল সামাজিক আচরণ রয়েছে তার সাথে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগের আচরনের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত আচরণ চর্চা করেছে	শিখন পরিবেশে বয়স ও সম্পর্ক ভেদে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে কী সামাজিক রীতিনীতি রয়েছে তা বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত আচরণ চর্চা করেছে	বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বয়স ও সম্পর্ক ভেদে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে কী সামাজিক রীতিনীতি রয়েছে তা বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত আচরণ চর্চা করেছে
৬.১০.১ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনুসন্ধানের মাধ্যমে ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিন্নতা অনুযায়ী সমাজ ও সংস্কৃতির বৈচিত্র নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোন থেকে মূল্যায়ন করতে পারবে			
	শিখন পরিবেশে ব্যক্তিগত আচরণ বিশ্লেষনের মাধ্যমে ব্যক্তি পর্যায়ে বৈচিত্রকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষন করে ভৌগোলিক বৈচিত্রের সাথে এর সম্পর্ক তথ্য প্রযুক্তির	পারিপার্শ্বিক পরিবেশে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক স্থানের মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করে এর ভিন্নতাকে অনুসন্ধান করে নিরপেক্ষভাবে	তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক স্থানের মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করে এর ভিন্নতাকে অনুসন্ধান করে নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করতে পেরেছে

	মাধ্যমে অনুসন্ধান করে নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করতে পেরেছে	মূল্যায়ন করতে পেরেছে	

পরিশিষ্ট ৪

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
1. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
2. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
3. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
4. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
5. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
6. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
7. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে

8. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
9. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
10. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর : তারিখ:

শ্রেণি :	বিষয় : ডিজিটাল প্রযুক্তি

		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি :						বিষয় : ডিজিটাল প্রযুক্তি					
		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৬

রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট

শিক্ষাক্রম
২০২২

যোগ্যতাভিত্তিক
অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন
একীভূত
শিখনকালীন মূল্যায়ন
সহযোগিতামূলক

নৈপুণ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শিক্ষার্থীর আইডি : ....

শ্রেণি : ৬ষ্ঠ .... শিক্ষাবর্ষ : ....

বিষয়সমূহ

- বাংলা
- ইংরেজি
- গণিত
- বিজ্ঞান
- ডিজিটাল প্রযুক্তি
- ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- জীবন ও জীবিকা
- ধর্ম শিক্ষা
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা
- শিল্প ও সংস্কৃতি

বাংলা

যোগাযোগ
পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত ভাষায় যোগাযোগ করেছে

ভাষারীতি
বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন অর্থবৈচিত্র্যমূলক বাক্য তৈরি করেছে

প্রায়োগিক যোগাযোগ
বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় লিখতে পেরেছে

সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ
সাহিত্যরস উপভোগ করে নিজের কল্পনা ও অনুভূতি সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে

মানবিক চিন্তন
কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে নিজের মত দিয়েছে ও অন্যের মতের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে

English

Communication
Communicates with relevance to a given context

Linguistic norms
Uses appropriate vocabulary and expressions as required in the context

Democratic practice
Values democratic atmosphere in communication and participates accordingly

Creative expression
Comprehends and relates to literary texts

গণিত

গাণিতিক অনুসন্ধান
সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যাচাই করেছে

সংখ্যা ও পরিমাণ
গাণিতিক সমস্যা সমাধানে যথাযথ ভাষা ও কৌশলের প্রয়োগ করেছে

জ্যামিতিক আকৃতি
নিয়মিত জ্যামিতিক আকৃতি চিনতে পেরেছে এবং সেগুলো পরিমাপ করতে পেরেছে

গাণিতিক সম্পর্ক
সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ও সূত্র ব্যবহার করেছে

সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ
প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখেছে

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান	বস্তুর গঠন ও আচরণ	বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তথ্য প্রমাণ ও বস্তুনিষ্ঠতার উপর জোর দিয়েছে	পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক গঠন ও আচরণের সম্পর্ক অনুসন্ধান করেছে	বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনায় শক্তির স্থানান্তর অনুসন্ধান করেছে

স্থিতি ও পরিবর্তন	বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ
কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে	মানুষ ও প্রকৃতির উপর প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগে সচেষ্ট হয়েছে

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ডিজিটাল সাক্ষরতা	আইসিটি সক্ষমতা	ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন
প্রযুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের দায়িত্বশীল ব্যাবহার করতে পেরেছে	ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ করেছে	অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্য আদানপ্রদানের কৌশল ব্যাখ্যা করেছে

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার
সামাজিক রীতি-নীতি, ঝুঁকি ও নৈতিক দিক বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করছে

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

আত্মপরিচয়	মুক্তিযুদ্ধের চেতনা	প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো
লিখিত ও অলিখিত উৎস থেকে তথ্য নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের আত্মপরিচয় ও ইতিহাস অন্বেষণ করেছে	বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান অনুসন্ধান করেছে	বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কীভাবে মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করে তা অনুসন্ধান করেছে

সম্পদ ব্যবস্থাপনা	পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা
সময় ও অঞ্চলভেদে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে গড়ে ওঠে তা অনুসন্ধান করেছে	সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের সাপেক্ষে সমাজের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে নিজ প্রেক্ষাপটে দায়িত্বশীল আচরণ করেছে

জীবন ও জীবিকা

আত্মউন্নয়ন
নিজের পছন্দ ও সক্ষমতা বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দায়িত্বশীল কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং
পেশার পরিবর্তন এবং তার সংগে নতুন নতুন দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা বুঝে তা অর্জনের জন্য নিজ প্রেক্ষাপটে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে

পেশাগত দক্ষতা
নির্দিষ্ট পেশা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ও আগ্রহ প্রদর্শন করতে পেরেছে

ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা
পেশায় ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব জেনে অভিযোজনের প্রস্তুতি নিতে পারছে

ধর্ম শিক্ষা

ধর্মীয় জ্ঞান
ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জানতে আগ্রহ প্রদর্শন করেছে

ধর্মীয় বিধিবিধান
ধর্মের বিধি-বিধান উপলব্ধি করে চর্চার চেষ্টা করেছে

ধর্মীয় মূল্যবোধ
ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সংগে মিলেমিশে থেকেছে

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

আত্মপরিচর্যা
শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন উপলব্ধি করে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যায় উদ্যোগী হয়েছে

আবেগিক বুদ্ধিমত্তা
কাউকে কষ্ট না দিয়ে নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করেছে

সামাজিক বুদ্ধিমত্তা
পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছে

শিল্প ও সংস্কৃতি

পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর
প্রকৃতির রূপ ও ঘটনাপ্রবাহ নিজের মতো করে বিভিন্নভাবে প্রকাশের আগ্রহ প্রদর্শন করেছে

নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ
শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার পরিবেশনা উপভোগ করতে পারছে এবং সম্পৃক্ত হতে আগ্রহ প্রকাশ করছে

যাপিত জীবনে নান্দনিকতা
দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার প্রকাশ করছে

আচরণিক নির্দেশক

অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ						

নিষ্ঠা ও সততা						

পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা						

মূল্যায়নের স্কেল

■■■■■■■	=	অনন্য (Upgrading)
■■■■■■□	=	অর্জনমুখী (Achieving)
■■■■■□□	=	অগ্রগামী (Advancing)
■■■■□□□	=	সক্রিয় (Activating)
■■■□□□□	=	অনুসন্ধানী (Exploring)
■■□□□□□	=	বিকাশমান (Developing)
■□□□□□□	=	প্রারম্ভিক (Elementary)

উপস্থিতির হার : .... %

শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য :

....

....

....

....

....

....

শিক্ষার্থীর মন্তব্য :

যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছি:

....

....

আরো উন্নতির জন্য যা যা করতে চাই:

....

....

....

....

....

....

অভিভাবকের মন্তব্য :

আমার সন্তান যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে:

....

....

আমার সন্তানের উন্নয়নে আমি যা করতে পারি:

....

....

....

....

....

....

....	....	....
শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
তারিখ :	তারিখ :	তারিখ :

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষাক্রম ২০২২

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: ইংরেজি | ষষ্ঠ শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

সহযোগিতামূলক

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ষষ্ঠ শ্রেণির বাৎসরিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয় : ইংরেজি

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৩

ভূমিকা:

প্রিয় শিক্ষক, আপনি ইতোমধ্যেই জানেন, নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বছরে দুইটি সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত রাখা হয়েছে, যার মধ্যে একটি ইতোমধ্যে বছরের শুরুর ছয় মাসের শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় ইংরেজী বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া আছে।

শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আপনারা মূল্যায়ন করেছেন। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি এসাইনমেন্ট বা কাজ শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে হয়েছে, বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শিক্ষার্থীরা সমাধা করবে। এই কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, কাজের প্রক্রিয়া, ফলাফল, ইত্যাদি সবকিছুই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। মূল্যায়নের নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শুরু করে এই কার্যক্রম চলাকালে বিভিন্নভাবে আপনি শিক্ষার্থীকে সহায়তা দেবেন, তবে কাজের প্রক্রিয়া কী হবে বা সমস্যা সমাধান কীভাবে করতে হবে তা শিক্ষার্থীরাই নির্ধারণ করবে। কাজের বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকে আপনি শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা কীভাবে নিরূপণ করবেন, তার বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তী অংশে দেয়া আছে।

শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই ইংরেজী বিষয়ের শিখনকালীন মূল্যায়ন চলমান আছে, যা শিখন অভিজ্ঞতাসমূহের বিভিন্ন ধাপে আপনারা পরিচালনা করছেন। এই মূল্যায়নের একটা বড় অংশ হলো শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদান, যার মূল উদ্দেশ্য তাদের শিখনে সহায়তা দেয়া। এই চলমান মূল্যায়নের তথ্য শিক্ষার্থীর পাঠ্যবই, তাদের করা বিভিন্ন কাজের নমুনা যেমন: পোস্টার, মডেল, প্রশ্নপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। এর বাইরেও বছর জুড়ে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক ব্যবহার করে আপনারা শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড রেখেছেন। এছাড়া ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় নির্ধারিত কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের সাহায্যে আপনারা মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করেছেন। পরবর্তীতে শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করবে এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে তার মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। এই মূল্যায়নের তথ্যের সাথে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।

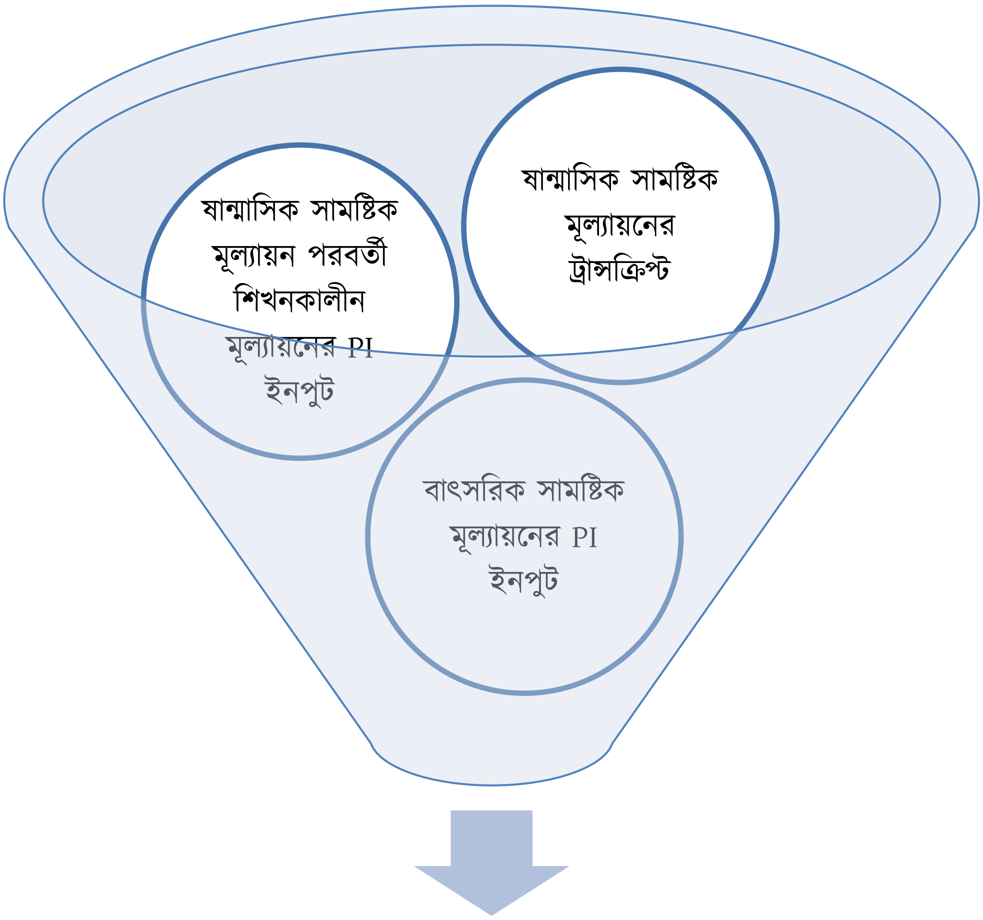

চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট

সাধারণ নির্দেশনা:

- শুরুতেই ষান্মাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিয়ে ইংরেজী বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালিত হবে তার নিয়মাবলি শিক্ষার্থীদের জানাবেন। এই মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা কী সেটা যেন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। ষষ্ঠ শ্রেণির মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন যাতে সবাই ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য প্রদত্ত কাজটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে সর্বমোট তিনটি সেশন বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম দুইটি সেশনে ৯০ মিনিট করে, এবং শেষ সেশনে দুই ঘণ্টা (বা বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা অনুযায়ী) সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজগুলো শেষ করবেন। তবে শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বেশি হলে শিক্ষক শেষ সেশনে কিছুটা বেশি সময় ব্যবহার করতে পারেন।
- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।
- শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কাজ সেশন চলাকালেই করবে, বাড়িতে গিয়ে করার জন্য খুব বেশি কাজ না রাখা ভালো। মনে রাখতে হবে এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে এবং পুরো অভিজ্ঞতাটি যেন তাদের জন্য আনন্দময় হয়।

- উপস্থাপনে যথাসম্ভব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেবেন, উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকদের যাতে কোনো আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন, মডেল/পোস্টার/ছবি ইত্যাদির চাকচিক্যে মূল্যায়নে হেরফের হবে না। বরং বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ, সম্ভব হলে ফেলনা জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দিন।
- বিষয়ভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজনে পাঠ্যবই বা যেকোনো উৎস শিক্ষার্থী ব্যবহার করতে পারবে। তবে কোনো উৎস থেকেই হুবহু তথ্য তুলে দেয়ায় উৎসাহ দেবেন না, বরং তথ্য ব্যবহার করে সে নির্ধারিত সমস্যার সমাধান করতে পারছে কি না, এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারছে কি না তার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করবেন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত শিখন যোগ্যতাসমূহ:

ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে ইতোমধ্যে এই শ্রেণির জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা চর্চা করার সুযোগ পেয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী অর্পিত কাজটি সাজানো হয়েছে।

- প্রাসঙ্গিক শিখন যোগ্যতাসমূহ:

    6.1 Ability to communicate with relevance to a given context
    6.2 Ability to use appropriate vocabulary/ expression (in form of synonyms, antonyms, phrases, etc.) in accordance with the context
    6.3 Ability to appreciate democratic atmosphere in communication, and participate accordingly
    6.4 Ability to comprehend and connect to a literary text using contextual clues

- কাজের সারসংক্ষেপ

Day 1 (90 minutes/two consecutive classes)

Task one (45 minutes)

Firstly, in this session, students note down **individually** at least three good things (strengths) and at least three weaknesses (or things that they didn’t like) about the given objects **(the teacher will select some objects)** like a pen, marker, water bottle, blackboard, whiteboard, flower, fruit, etc). The teacher will tell and write down the instructions on the board. **S/he may help them to understand the activity but not the answers**)

To do the activity, the teacher will ask the students to -

- Observe three/four objects carefully
- Write down the name of the objects (if possible, draw them)

- Note down three strengths (good sides/ what you like about the things) of each object.
- Note down three weaknesses (the things you don’t like) of the objects.
- Write why you consider them as strengths (good sides/ what you like about the things) or weaknesses (what you don’t like about the things)
- Finally, submit a copy of the answer script to the teacher.

The answer script may look as follows. The teacher can share this format with the students beforehand:

Name:
Class:
Section:
Roll:
Subject:

1.

Picture and name of the object

Three strengths:
i) I like the ______ of the flower because ___________.
ii)
iii)

Three weaknesses:
i) I don’t like the ______ of the flower because ___________.
ii)
iii)

2.

Picture and name of the object

Three strengths:
i) I like the ______ of the flower because ___________.
ii)
iii)

Three weaknesses:
i) I don’t like the ______ of the flower because ___________.
ii)
iii)

3.

Picture and name of the object

Three strengths:
i) I like the ______ of the flower because ___________.
ii)
iii)

Three weaknesses:
i) I don't like the ______ of the flower because ___________.
ii)
iii)

- The teacher will keep the answer scripts as documents.

Take a five-minute break

Task two (40 minutes)

After that, they will

- Exchange their scripts with their peers
- Discuss the points noted by his/her peer
- Write the answer of "Why do they agree or disagree with his/her peer's point of view?" (The students can agree or disagree with the points)
- Edit if necessary and make the final draft of their point of view
- Finally, submit a copy of the answer script to the teacher.

The answer script may look as follows.

Name:
Class:
Section:
Roll:
Subject:

<u>Object 1</u>

Three strengths:
i) I like the ______ of the flower because ___________.
My point of view: I agree or disagree because ________________________.
ii)
My point of view: I agree or disagree because ________________________.
iii)
My point of view: I agree or disagree because ________________________.

Three weaknesses:
i) I don't like the ______ of the flower because ___________.
My point of view: I agree or disagree because ________________________.
ii)
My point of view: I agree or disagree because ________________________.
iii)

My point of view: I agree or disagree because _______________________.

The teacher will monitor the students while they work and identify the students who need guidance and help. The teacher will identify the students who need limited/ full guidance and help accordingly. The teacher will keep a record of those students to assess them.

যে পারদর্শিতার নির্দেশকগুলো যাচাই করা হবেঃ

6.2.2: ability to use appropriate vocabulary/ expression (in the form of synonyms, antonyms, phrases, etc.) in accordance with the context.

Day 2 (90 minutes/two consecutive classes)

Task Three (40 minutes)

In this session, students will be exposed to two illustrations/visuals and describe their feelings about the visuals. Specific focus here is on the formal and informal written communication.

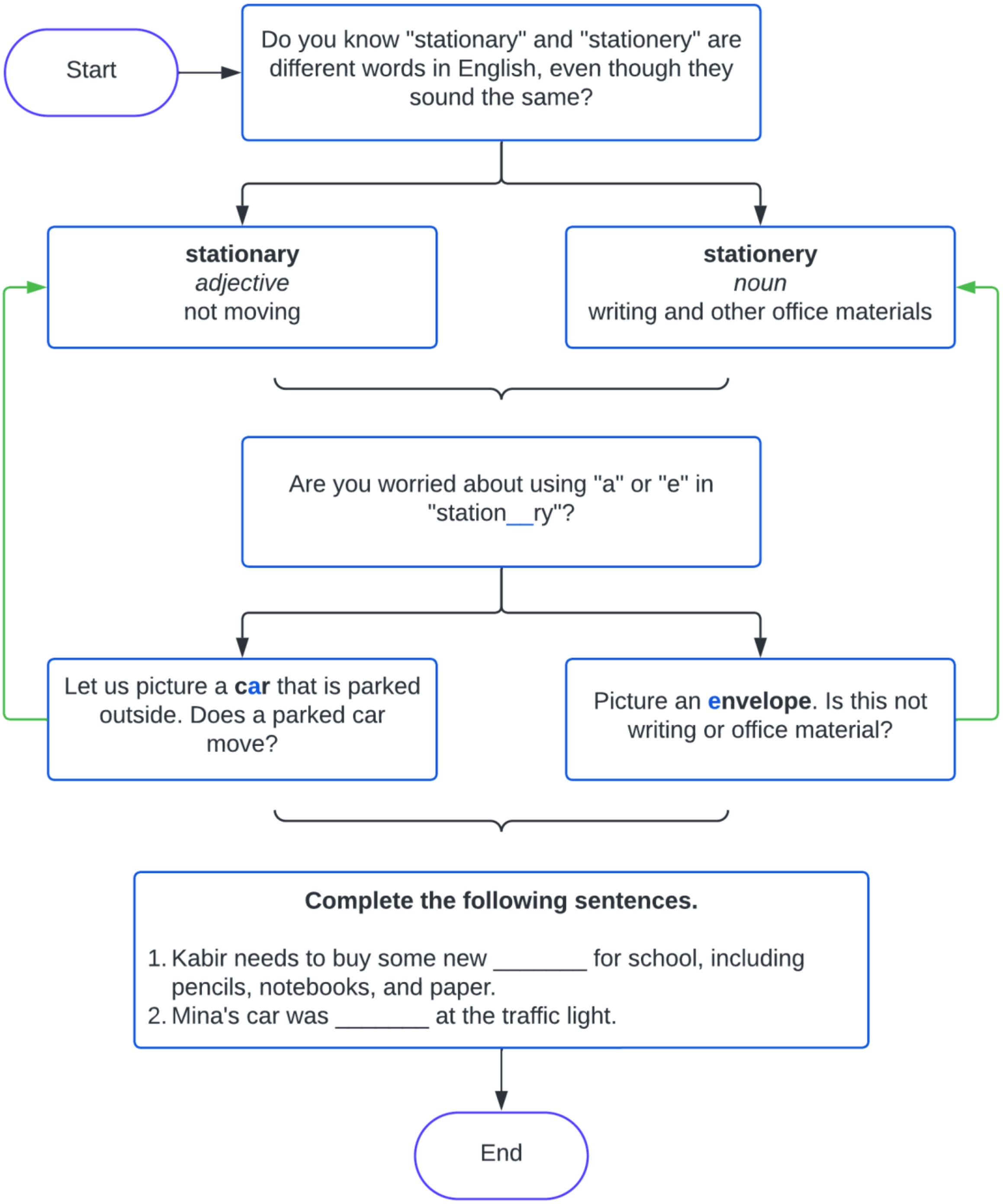
Start
Do you know "stationary" and "stationery" are different words in English, even though they sound the same?
stationary
adjective
not moving
stationery
noun
writing and other office materials
Are you worried about using "a" or "e" in "station__ry"?
Let us picture a **car** that is parked outside. Does a parked car move?
Picture an **envelope**. Is this not writing or office material?
Complete the following sentences.
1. Kabir needs to buy some new ________ for school, including pencils, notebooks, and paper.
2. Mina's car was ________ at the traffic light.
End

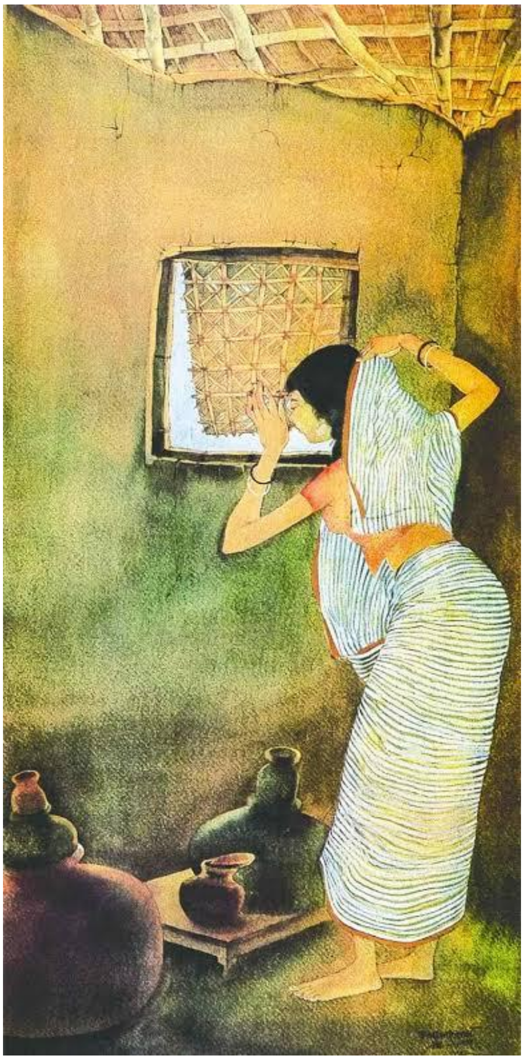

To do the activity, the teacher will ask the students to -

- Divide in groups of 4
- Observe the illustrations/visuals carefully
- Discuss on who/what are in the illustrations, what the illustrations are about etc.
- List all the things they like and dislike about illustration 1
- Again, discuss and list all the things they dislike about illustration 2
- Make the final draft of their lists
- Finally, present the list in front of the class
- Ask other groups to give their feedback

Take a 5-minute break

Task four (45 minutes)

In this session, the teacher will ask the students to-

- Work individually (The teacher will ensure that the students aren't copying any of his/her friend's answer script)
- Think of someone s/he likes to write a letter
- Decide his/her relationship (formal or informal) with the person, s/he will write the letter
- Write a letter to the person s/he decided earlier describing his/her liking and disliking about the visuals
- Use appropriate features of a formal/informal letter

- Write the final draft if needed
- Finally, submit the final copy

The teacher will keep the copy as a record.

যে পারদর্শিতার নির্দেশকগুলো যাচাই করা হবেঃ

06.01.03 Students interact using appropriate ways of greetings, addressing, refusal, and closing remarks according to the specific culture and context

06.03.01 Students practice democratic skills in different situations

06.03.02 Students encourage a democratic attitude in different situations.

Day 3 (180 minutes/four consecutive classes)

Task five (90 minutes)

In this session, the teacher will ask the students to-

- Work in groups of 4
- Look at the illustration 2 carefully
- Now, imagine who she is, what she is doing, where she is and what she is watching or looking for through the window.
- Imagine 2 or 3 characters if you want to write a storyline using the illustration and give their names
- Decide their names
- Think what will be their relationship
- Think some dialogues that the imaginative characters will tell to each other
- Write who are telling the dialogues to whom
- Write why the characters are telling the dialogues
- Write all the imaginative dialogues with who are telling to whom
- Arrange the dialogues sequentially
- Make necessary edits
- Finally, present/ act out the conversations in front of the class

Take a 5-minute break

Task six (80 minutes)

In this session, the teacher will use illustration 2 and ask the students to-

- Work individually
- Observe the illustration 2 carefully
- Reflect on the character, setting and theme of the illustration they have discussed in session 5
- Read the dialogues they have written in session 5 again
- Imagine a storyline with these characters, theme, setting and dialogues
- Come up with some new characters, theme and settings if those are needed to complete the storyline

- Do the necessary edits
- Submit the final copy of their storyline to the teacher.

The teacher will ensure that the students cannot copy each other. S/he will keep the copies for assessing the students. The focus of the activity is to check the literary features of the storyline.

যে পারদর্শিতার নির্দেশকগুলো যাচাই করা হবেঃ

06.04.02 Students produce texts following the features of the literary texts based on their experience/ imagination
06.02.02 Students use different linguistic features according to the context in producing texts

The teacher will monitor the students while they work and identify the students who need guidance and help. The teacher will identify the students who need limited/ full guidance, and help accordingly. The teacher will keep a record of those students to assess them

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ বা PI পরিশিষ্ট ১ এ দেয়া আছে। শিক্ষার্থীর কোন পারদর্শিতা দেখে তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে তাও ছকে উল্লেখ করা আছে। নির্ধারিত কাজ যেই দিন সম্পন্ন হবে সেদিনই সংশ্লিষ্ট PI এর ইনপুট দেবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।
পরিশিষ্ট ২ এ সকল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক সংযুক্ত করা আছে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি ব্যবহার করে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

শিখনকালীন, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন সমন্বয়:

ইতোমধ্যে ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় প্রথম কয়েকটি শিখন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। একইভাবে বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।

ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন:

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কীভাবে শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের সমন্বয় করে ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছিল। একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া গেছে সেটিই উল্লেখ করা হয়েছিল।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর

শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে করা মূল্যায়নের তথ্যে একই পারদর্শিতার নির্দেশককে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া যাবে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করতে হবে।

কোনো শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি শিখনকালীন, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক সামষ্টিক মুল্যায়ন কোনো ক্ষেত্রেই PI এর ইনপুট না পাওয়া যায়, তাহলে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্টে সেই PI এর ইনপুটের জায়গা ফাঁকা থাকবে।

পরিশিষ্ট ৩ এ বাৎসরিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট দেয়া আছে। এই ফরম্যাট ব্যবহার করে প্রত্যেক পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জনের সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখপূর্বক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করবেন।
এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের রেকর্ড সংগ্রহের জন্য □, ○, △ এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হলেও ট্রান্সক্রিপ্টে এই চিহ্নগুলোর কোনো উল্লেখ থাকবে না। তবে ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাটে উল্লেখিত চিহ্নগুলোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পারদর্শিতার মাত্রা টিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে।

আচরণিক নির্দেশক

পরিশিষ্ট ৪ এ আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেয়া আছে। ষান্মাসিক মূল্যায়নের মতোই বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, পরিশিষ্ট ৫ এর ছক ব্যবহার করে আচরণিক নির্দেশকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ১০ টি বিষয়ের আচরণিক নির্দেশকের অর্জিত মাত্রা বা পর্যায়ের সমন্বয় করে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/শ্রেণি শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ১০ জন বিষয় শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত BI এর ইনপুট সমন্বয় করে আচরণিক নির্দেশকের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করবেন।

আচরণিক নির্দেশকে ১০টি বিষয়ের সমন্বয়ের শর্তগুলো হলো:

- একটি আচরণিক নির্দেশকের জন্য ১০টি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী যেই পর্যায়টি সবচেয়ে বেশি বার পাবে সেইটিই হবে ঐ আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৩টি বিষয়ে △ এবং ৩টি বিষয়ে □ পায়, তবে ১ম আচরণিক নির্দেশকে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হলো ○।

- যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোনো আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো একটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বার ইনপুট না পায়, অর্থাৎ একাধিক পর্যায়ে সমান সংখ্যক ইনপুট পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তারমধ্যে অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায় বিবেচনা করতে হবে।
    - উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী **১**ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৪টি বিষয়ে △ এবং ২টি বিষয়ে □ পায়, তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে △।
    - আবার কোনো শিক্ষার্থী একই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি ৪টি বিষয়ে ○, ২টি বিষয়ে △ এবং ৪টি বিষয়ে □ পায়, তবে তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে ○।

শ্রেণি উত্তরণ নীতিমালা

শ্রেণি উত্তরণের বিষয়ে দুইটি দিক বিবেচনা করা হবে;

১। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার,

২। বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা।

১। শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে কিনা সেটা প্রাথমিক বিবেচ্য; তার বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারের উপর ভিত্তি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। **বিদ্যালয়ে মোট কর্মদিবসের অন্তত ৭০% উপস্থিতি নিশ্চিত হলে তাকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং বছর শেষে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার বিবেচনায় সে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হবে। যেহেতু নতুন শিক্ষাক্রম চলমান শিক্ষাবর্ষে (২০২৩) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, কাজেই এই বছরের জন্য মোট কর্মদিবসের কমপক্ষে ৫০% উপস্থিতি থাকলেও কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে।** এছাড়াও এখানে উল্লেখ্য, জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উপস্থিতির হার ৫০% এর কম হলেও শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রেণি উত্তরণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করতে পারেন; তবে তার জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ও তার সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ থাকতে হবে।

২। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো পারদর্শিতার নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা। সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ের ট্রান্সক্রিপ্টে সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা যদি □ স্তরে থাকে, তবে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।

বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- পারদর্শিতার বিবেচনায় কোনো শিক্ষার্থী যদি পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হয়, তবে শুধুমাত্র উপস্থিতির হারের ভিত্তিতে তাকে উত্তীর্ণ করানো যাবে না।

- পারদর্শিতার বিবেচনায় যদি শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য বিবেচিত হয়, কিন্তু উপস্থিতির হার নির্ধারিত হারের চেয়ে কম থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকগণের সমন্বিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিদ্যালয় ওই শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য ন্যূনতম উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ডের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ড বলতে ষান্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড বোঝাবে। এক্ষেত্রে বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টও এই পূর্বতন রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে।
- একইভাবে যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রেও উপরোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন দুই ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে শিখনকালীন মূল্যায়নের পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।
- উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হলেও সকল শিক্ষার্থী বছর শেষে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট পাবে।
- কোনো শিক্ষার্থীকে যদি পরবর্তী বছরে একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি করতে হয় তবে তার শিখন এগিয়ে নেবার জন্য একটি আত্মউন্নয়ন পরিকল্পনা (self development plan) করতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা দেবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে শিখন ঘাটতি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে ওই শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছয় মাসের একটি শিখন উন্নয়ন পরিকল্পনা (learning enhancement strategy) করতে হবে যাতে সে তার শিখন ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে। শিক্ষক কীভাবে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবেন এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।

রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ: নৈপুণ্য

ইতোমধ্যেই আপনারা ষান্মাসিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করেছেন, যেখানে সকল পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়ের বিবরণ থাকে। এই ট্রান্সক্রিপ্টে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বছর শেষে এক নজরে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন করা হবে যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার সার্বিক পারদর্শিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া থাকবে, যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে এবং অভিভাবকরা সহজেই শিক্ষার্থীর অবস্থান বুঝতে পারেন। পরিশিষ্ট ৬ এ রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে। মুলত মূল্যায়ন অ্যাপের মাধ্যমেই ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অ্যাপ থেকে সম্ভব না হলে শিক্ষকগণ এই ফরম্যাট ফটোকপি করে ম্যানুয়ালি রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারেন।

রিপোর্ট কার্ডে কোনো বিষয়েরই PI সমূহ উল্লেখ করা থাকবে না। বরং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান কয়েকটি নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্রের** মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। আপনারা জানেন, কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করতে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক PI নির্ধারণ করা আছে। তেমনি কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জন সমন্বিতভাবে প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। (পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রদত্ত বিষয়ের ধারণায়নে বর্ণিত ডাইমেনশন থেকে নেয়া হয়েছে। কারণ বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতাসমূহ মুলত এই ডাইমেনশন গুলোকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে।)

বিষয়টি দেখা যায় এভাবে:

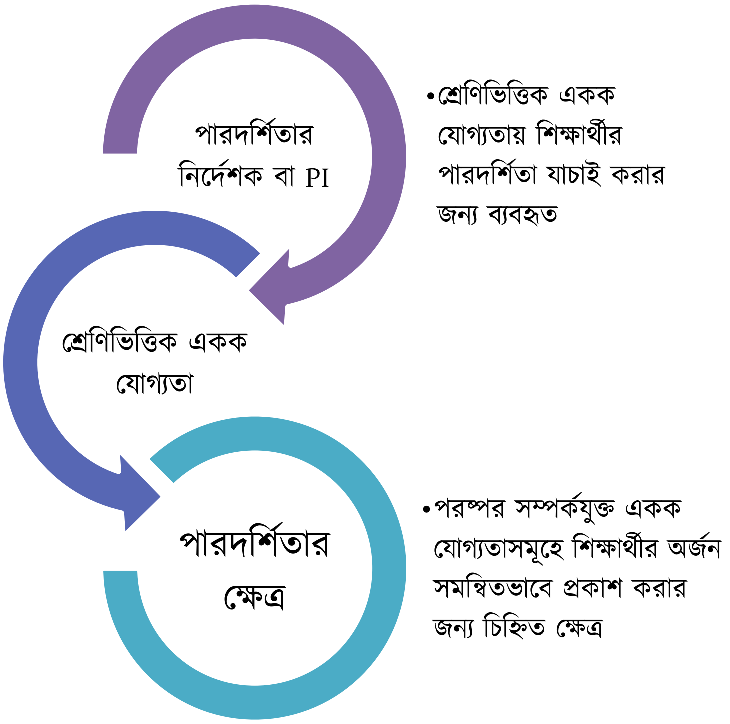

ইংরেজি বিষয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

১। Communication

২। Linguistic norms

৩। Democratic practice

৪। Creative expression

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, ‘Communication’ ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট PI সমূহ নিম্নরূপ:

ইংরেজি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট একককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
1. Communication	6.1 Ability to communicate with relevance to a given context	6.1.1 Students interact using words and appropriate expressions according to the specific situation 6.1.2 Students produce written texts following appropriate features of greetings, body and closing remarks in a formal and informal letter 6.1.3 Students interact using appropriate ways of greetings, addressing, refusal, and closing remarks according to the specific culture and context

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা

রিপোর্ট কার্ড বা সনদে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, পারদর্শিতার ক্ষেত্রের শিরোনাম দিয়ে শিক্ষার্থী আদৌ কী করতে পারে তা স্পষ্ট হয় না, তাই প্রতি শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের একটি বর্ণনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ইংরেজি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার বর্ণনা নিম্নরূপ:

ইংরেজি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা
১। Communication	Communicates with relevance to a given context
২। Linguistic norms	Uses appropriate vocabulary and expressions as required in the context
৩। Democratic practice	Values democratic atmosphere in communication and participates accordingly
৪। Creative expression	Comprehends and relates to literary texts

পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান কীভাবে নিরূপিত হবে?

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। যেহেতু প্রতিটি বিষয়ে পারদর্শিতার নির্দেশকের সংখ্যা অনেকগুলো এবং এদের পর্যায় মাত্র ৩টি, এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান বোঝা সম্ভব হয় না। সেজন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহের সমন্বয় করে ওই ক্ষেত্রে তার অবস্থান বোঝানো হবে। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক সকলেই যাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে এজন্য এই অবস্থানকে একটি ৭-স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেল দিয়ে প্রকাশ করা হবে।

পারদর্শিতার এই স্তরগুলো নিম্নরূপ:

1. অনন্য (Upgrading)
2. অর্জনমুখী (Achieving)
3. অগ্রগামী (Advancing)

4. সক্রিয় (Activating)
5. অনুসন্ধানী (Exploring)
6. বিকাশমান (Developing)
7. প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার সনদে ৭ স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হবে এভাবে:

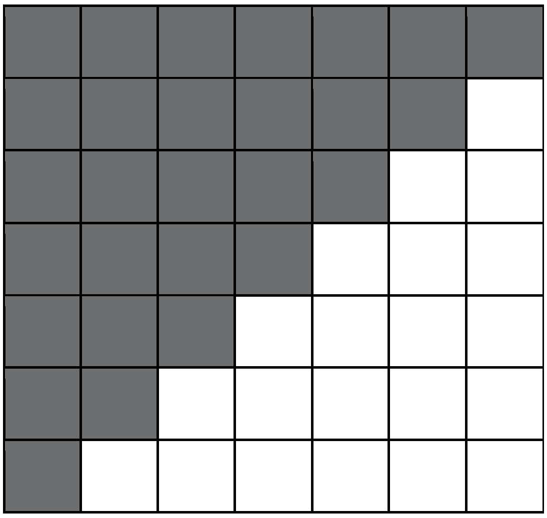

অনন্য (Upgrading)
অর্জনমুখী (Achieving)
অগ্রগামী (Advancing)
সক্রিয় (Activating)
অনুসন্ধানী (Exploring)
বিকাশমান (Developing)
প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের উপায়

আগেই বলা হয়েছে, প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান মূলত নির্ভর করবে PI সমূহে তার অর্জিত সর্বোচ্চ (△ চিহ্নিত পর্যায়) ও সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার পার্থক্যের উপর।

এই কাজটি করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করতে হবে:

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা} - \text{অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা}}{\text{মোট PI এর সংখ্যা}} * \text{১০০\%}$$

উদাহরণস্বরূপ, ‘Communication’ শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট PI ৩ টি (6.1.1, 6.1.2, 6.1.3)। কোনো শিক্ষার্থী এই ৩টি PI এর মধ্যে ১টিতে সর্বোচ্চ পর্যায় (△ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে। বাকি ২টির একটিতে সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) এবং আরেকটিতে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে।

এখানে,

মোট PI এর সংখ্যা	:	৩টি
অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি
অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি

তাহলে তার পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান হবে,

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{১ - ১}{৩} * ১০০\% = 0\%$$

এই মানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হবে শিক্ষার্থীর অবস্থান পারদর্শিতার কোন স্তরে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক হবে:
    - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ঋনাত্মক হবে:
    - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা (△ চিহ্নিত পর্যায়) সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার চেয়ে কম হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান শূন্য হবে:
    - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সমান হয়।
    - অথবা, যদি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সবগুলো PI তে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়ে থাকে।

নিচের ছকে পারদর্শিতার সবগুলো স্তর নির্ধারণের শর্তগুলো দেয়া হলো:

পারদর্শিতার স্তর	পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের শর্ত
1. অনন্য (Upgrading)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = ১০০%
2. অর্জনমুখী (Achieving)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ৫০%
3. অগ্রগামী (Advancing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ২৫%
4. সক্রিয় (Activating)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ০%
5. অনুসন্ধানী (Exploring)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -২৫%
6. বিকাশমান (Developing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -৫০%
7. প্রারম্ভিক (Elementary)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = -১০০%

তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী উপরের উদাহরণে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান 0% হলে ওই শিক্ষার্থীর অবস্থান হবে 'সক্রিয় (Activating)'। রিপোর্ট কার্ড বা সনদে, 'Communication' পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য তার অবস্থান উল্লেখ করা হবে এভাবে:

Communication

Communicates with relevance to a given context						

এখন নিচের ছকে দেখা যাক, ইংরেজি বিষয়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোনটি ষষ্ঠ শ্রেণির কোন কোন একক যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এই এক বা একাধিক যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট PI কোনগুলো।

ইংরেজি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
১। Communication	6.1 Ability to communicate with relevance to a given context	6.1.1 Students interact using words and appropriate expressions according to the specific situation
		6.1.2 Students produce written texts following appropriate features of greetings, body and closing remarks in a formal and informal letter
		6.1.3 Students interact using appropriate ways of greetings, addressing, refusal, and closing remarks according to the specific culture and context
২। Linguistic norms	6.2 Ability to use Appropriate vocabulary/ expression (in form of synonyms, antonyms, phrases, etc.) in accordance with the context	6.2.1 Students analyse different linguistic features in accordance with the purpose of the texts
		6.2.2 Students use different linguistic features according to the context in producing texts
৩। Democratic practice	6.3 Ability to appreciate a democratic atmosphere in communication and participate accordingly	6.3.1 Students practice democratic skills in different situations
		6.3.2 Students encourage a democratic attitude in different situations.
৪। Creative expression	6.4 Ability to comprehend and connect to a literary text using contextual clues	6.4.1 Students analyse the features of the literary text
		6.4.2 Students produce texts following the features of the literary texts based on their experience/ imagination

পারদর্শিতার সনদ বা রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ ও তাদের শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা, এবং তাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য)।

আচরণিক নির্দেশকের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক নির্দেশকের জন্যেও নির্দিষ্ট কিছু **আচরনিক ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণিক নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় সমন্বয় করে নির্দিষ্ট **আচরণিক ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর ফলাফল নিরূপণ করা হবে। রিপোর্ট কার্ডে পারদর্শিতা ও আচরণিক ক্ষেত্র দুইই উল্লেখ করা থাকবে, যা দেখে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থার একটি চিত্র বোঝা যাবে।

শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করবেন, বিষয় শিক্ষক তার নির্দিষ্ট বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করে বিষয়ভিত্তিক ফলাফল জমা দেবেন। আচরণিক ক্ষেত্রের জন্য শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করবেন।

রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখিত আচরণিক ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ

২। নিষ্ঠা ও সততা

৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখিত ১০টি আচরণিক নির্দেশকের প্রত্যেকটি উপরের কোনো না কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। PI এর ইনপুট হিসেব করে যেভাবে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার ক্ষেত্রে ফলাফল নিরূপণ করা হবে, একইভাবে BI এর ইনপুটের ভিত্তিতে উপরের ৬টি আচরনিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করতে হবে। সকল শ্রেণির জন্য একই আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক ক্ষেত্রের জন্যেও সংশ্লিষ্ট BI এ শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় একই সুত্র ব্যবহার করে হিসেব করে ৭ স্তর বিশিষ্ট স্কেলে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে।

নিচের ছকে আচরণিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট BI সমূহ উল্লেখ করা হলো।

আচরণিক ক্ষেত্র	আচরণিক নির্দেশক বা BI
১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	১। দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে ২। নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে ৯। দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে ১০। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে
২। নিষ্ঠা ও সততা	৩। নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে ৪। শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে ৫। পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে ৬। দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে

৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা	৭। নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে ৮। অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে

* বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা নির্দিষ্ট করা থাকবে না।

রিপোর্ট কার্ড প্রণয়নের এই পুরো প্রক্রিয়া আরো ভালভাবে স্পষ্ট করার জন্য একটি অনলাইন গাইডলাইন আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। কোনো শিক্ষকের এই বিষয়ে আর কোনো অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা এই গাইডলাইনের মাধ্যমে দূর হবে আশা করা যায়।

মূল্যায়ন অ্যাপ

মূল্যায়নের কাজ সহজ এবং দ্রুততম সময়ে করার জন্য একটি মূল্যায়ন অ্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অ্যাপ এর সাহায্যে আপনারা নির্ধারিত সময়ে PI এর ইনপুট দিতে পারবেন, এবং খুব সহজেই শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ও রিপোর্ট কার্ড আউটপুট হিসেবে নিতে পারবেন। ম্যানুয়ালি যেভাবে আপনাদের PI এর অর্জিত পর্যায় হিসাব করে ফলাফল তৈরি করতে হয়, তা অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে।

অচিরেই মূল্যায়ন অ্যাপ এবং এর ব্যবহারের নীতিমালা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, সেখানে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI) এবং সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রম

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা নির্দেশক (PI) নং	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা			সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রম
			□	○	△	
6.1 Ability to communicate with relevance to a given context	6.1.3	Students interact using appropriate ways of greetings, addressing, refusal, and closing remarks according to the specific culture and context	Students interact in accordance with different cultural contexts using ways of greetings, addressing refusal, and closing remarks **minimally**	Students interact in accordance with different cultural context using ways of greetings, addressing, refusal, and closing remarks **partially**	Students interact in accordance with different cultural contexts using ways of greetings, addressing, refusal, and closing remarks **appropriately**	Day 2 Task 3 & 4 **Evidence:** Appropriate use of greetings (Hi/Hello), addressing (Dear/Sir/madam/by name), refusal (politely refusal), and closing remarks (Best regards, thank you, bye, take care) according to different cultural contexts.
6.2 Ability to use Appropriate vocabulary/ expression (in form of synonyms,	6.2.2	Students use different linguistic features according to the context in producing texts	Students, **guided by the teacher and/or peers**, use different linguistic features according to the	Students, **with limited guidance**, use different linguistic features according to the contexts in producing texts.	Students, **without any guidance**, use different linguistic features according to the contexts in producing texts.	Day 1 Task 1 & 2 **Evidence:** Using different linguistic features

antonyms, phrases, etc.) in accordance with the context			contexts in producing texts.			(Capitalization and punctuation marks, Articles, Nouns, Pronouns and Adjectives, Modal verbs, Assertive and Interrogative sentences, Simple Present, Past and Future tenses)
6.3 Ability to appreciate a democratic atmosphere in communication and participate accordingly	6.3.1	Students practice democratic skills in different situations	Students practice one of the democratic skills	Students practice any two of the democratic skills	Students practice all the democratic skills	Day 2 Task 3 & 4 **Evidence:** Listening to others attentively, respecting others' opinions and responding logically
	6.3.2	Students encourage a democratic attitude in different situations.	Students demonstrate their attitude or mindset to encourage their peers to any one part of the democratic practices.	Students demonstrate their attitude or mindset to encourage their peers to any two parts of the democratic practices.	Students demonstrate their attitude or mindset to encourage their peers to all parts of the democratic practices.	Day 2 Task 3 & 4 **Evidence**: Creating scopes for others to share their thoughts/feelings in conversations (turn-taking), inviting, listening to others attentively, respecting others' opinions and

						responding logically.
6.4 Ability to comprehend and connect to a literary text using contextual clues	6.4.2	Students produce texts following the features of the literary texts based on their experience/ imagination	Students, **with guidance**, express their experience/imagination which reflects the features of the literary texts.	Students, **with limited guidance**, express their experience/imagination which reflects the features of the literary texts.	Students, **without any guidance**, express their experience/imagination which reflects the features of the literary texts.	**Evidence:** Using different literary features (plot, setting, character, rhymes, stanza, dialogue, act/scene) in expressing experiences and imagination.

পরিশিষ্ট ২

শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে এই ছক অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন									
প্রতিষ্ঠানের নাম :						শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর : তারিখ:			
শ্রেণি :		বিষয় : ইংরেজি							
		প্রযোজ্য PI নং							
রোল নং	নাম	6.1.3	6.2.2	6.3.1	6.3.2	6.4.2			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			

শ্রেণি :		বিষয় : ইংরেজি							
		প্রযোজ্য PI নং							
রোল নং	নাম	6.1.3	6.2.2	6.3.1	6.3.2	6.4.2			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△			

পরিশিষ্ট ৩

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি:	শ্রেণি : ষষ্ঠ	বিষয় : ইংরেজি	শিক্ষকের নাম :

পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা		
6.1.1. Students interact using words and appropriate expressions according to the specific situation	Students interact with different age groups with a **restricted range of** words and expressions and with low accuracy and fluency.	Students interact with different age groups using **relevant** words and expressions according to the contexts with moderate accuracy and fluency.	Students interact with different age groups using **appropriate** words and expressions according to the contexts accurately and fluently.
6.1.2 Students produce written texts following appropriate features of greetings, body and closing remarks in a formal and informal letter	Students produce formal and informal texts using the features of greetings, body and closing remarks **minimally**	Students produce formal and informal texts using the features of greetings, body and closing remarks **partially**	Students produce formal and informal texts using the features of greetings, body and closing remarks **appropriately**
6.1.3 Students interact using appropriate ways of greetings, addressing, refusal, and closing remarks according to the specific culture and context	Students interact in accordance with different cultural contexts using ways of greetings, addressing refusal, and closing remarks **minimally**	Students interact in accordance with different cultural context using ways of greetings, addressing, refusal, and closing remarks **partially**	Students interact in accordance with different cultural contexts using ways of greetings, addressing, refusal, and closing remarks **appropriately**
6.2.1 Students analyse different linguistic features in accordance with the purpose of the texts	Students identify different linguistic features **with support**	Students, **with some guidance**, identify different linguistic features	Students, **without any guidance**, identify different linguistic features correctly.

	from the teacher and/or peers.	correctly.	
6.2.2 Students use different linguistic features according to the context in producing texts			
	Students, **guided by the teacher and/or peers**, use different linguistic features according to the contexts in producing texts.	Students, **with limited guidance**, use different linguistic features according to the contexts in producing texts.	Students, **without any guidance**, use different linguistic features according to the contexts in producing texts.
6.3.1 Students practice democratic skills in different situations			
	Students practice one of the democratic skills	Students practice any two of the democratic skills	Students practice all the democratic skills
6.3.2 Students encourage a democratic attitude in different situations.			
	Students demonstrate their attitude or mindset to encourage their peers to any one part of the democratic practices.	Students demonstrate their attitude or mindset to encourage their peers to any two parts of the democratic practices.	Students demonstrate their attitude or mindset to encourage their peers to all parts of the democratic practices.
6.4.1 Students analyse the features of the literary text			
	Students analyse a **few** of the features of any literary text that demonstrate very little understanding.	Students analyse **some** of the features of any literary text that demonstrate partial understanding.	Students analyse **almost all** of the features of any literary text that demonstrate complete understanding.
6.4.2 Students produce texts following the features of the literary texts based on their experience/ imagination			
	Students, **with guidance**, express their experience/imagination which reflects the features of the literary texts.	Students, **with limited guidance**, express their experience/imagination which reflects the features of the literary texts.	Students, **without any guidance**, express their experience/imagination which reflects the features of the literary texts.

পরিশিষ্ট ৪

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
1. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
2. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
3. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
4. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
5. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
6. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
7. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে

8. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
9. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
10. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর : তারিখ:

শ্রেণি :	বিষয় : ইংরেজি

		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি :		বিষয় : ইংরেজি									
		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৬

রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট

শিক্ষাক্রম
২০২২

যোগ্যতাভিত্তিক
অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন
একীভূত
শিখনকালীন মূল্যায়ন
সহযোগিতামূলক

নৈপুণ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শিক্ষার্থীর আইডি : ....

শ্রেণি : ৭ম .... শিক্ষাবর্ষ : ....

বিষয়সমূহ

- বাংলা
- ইংরেজি
- গণিত
- বিজ্ঞান
- ডিজিটাল প্রযুক্তি
- ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- জীবন ও জীবিকা
- ধর্ম শিক্ষা
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা
- শিল্প ও সংস্কৃতি

বাংলা

যোগাযোগ
পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত উপায়ে ভাষিক ও অভাষিক যোগাযোগ করেছে

ভাষারীতি
বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে তার মূলভাব বুঝতে পেরেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন ধরনের বাক্য ব্যবহার করেছে

প্রায়োগিক যোগাযোগ
নিজস্ব পর্যবেক্ষণসহ বর্ণনামূলক ভাষায় লিখতে পেরেছে

সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ
জীবন ও পরিপার্শ্বের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে

মানবিক চিন্তন
নিজের মতামত সম্পর্কে অন্যদের সমালোচনা ইতিবাচকভাবে নিয়েছে ও অন্যের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে

English

Communication
Applies strategies to minimize communication breakdown

Linguistic norms
Transforms sentence structures according to their purposes

Democratic practice
Practices democratic skills following relevant social practices

Creative expression
Expresses personal feelings on the literary texts

গণিত

গাণিতিক অনুসন্ধান
সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যাচাই করেছে

সংখ্যা ও পরিমাণ
বাস্তব সমস্যার বস্তুনিষ্ঠ সমাধানে প্রথাগত ও ডিজিটাল কৌশল ব্যবহার করেছে

জ্যামিতিক আকৃতি
জ্যামিতিক আকৃতি যুক্তিসহ চিনতে পেরেছে এবং সেগুলো পরিমাপ করতে পেরেছে

গাণিতিক সম্পর্ক
সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ও সূত্র ব্যবহার করেছে

সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ
প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখেছে

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

পরিকল্পনা বাছাই থেকে শুরু করে ফলাফল যাচাই করা পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সকল ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে

বস্তুর গঠন ও আচরণ

বিভিন্ন বস্তুর গঠন ও বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার কারণ ও ফলাফল অনুসন্ধান করেছে

বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া

বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে শক্তির বিভিন্ন রূপ ও এদের রূপান্তর খুঁজে বের করেছে

স্থিতি ও পরিবর্তন

কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে

বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং প্রযুক্তির ব্যবহারে দায়িত্বশীলতার প্রমাণ দিয়েছে

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ডিজিটাল সাক্ষরতা

প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করে উপযুক্ত ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে কন্টেন্ট তৈরি করেছে

আইসিটি সক্ষমতা

নাগরিক সেবা ও ই-কমার্স সম্পর্কিত সুযোগসুবিধা গ্রহণের জন্য ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করতে পেরেছে

ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন

কোনো বাস্তব সমস্যা বিশ্লেষণ করে তা সমাধানের জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্যের নিরাপদ বিনিময় বা সম্প্রচারের কৌশল ব্যাখ্যা করেছে

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার

ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন সামাজিক, নৈতিক ও আইনগত দিক বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগে প্রযুক্তির যথাযথ ও নিরাপদ ব্যবহার করতে পেরেছে

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

আত্মপরিচয়

বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহাসিক তথ্য পর্যালোচনা করেছে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহলের অবস্থান ও ভূমিকা মূল্যায়ন করেছে

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো

সময়ের সাথে সামাজিক কাঠামো এবং প্রচলিত রীতিনীতির পরিবর্তন মানুষের উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে তা পর্যালোচনা করেছে

সম্পদ ব্যবস্থাপনা

বিভিন্ন সমাজের প্রেক্ষাপটে সম্পদ ব্যবস্থাপনার চর্চা ন্যায্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করেছে

পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা

সমাজের রীতিনীতি ও মূল্যবোধ কেন একেক অঞ্চলে একেকরকম হয় কিংবা সময়ের সাথে পালটায় তা উদঘাটন করে নিজ প্রেক্ষাপটে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে

জীবন ও জীবিকা

আত্মউন্নয়ন
নিজের পছন্দ, সক্ষমতা ও সামর্থ্য বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দায়িত্বশীল কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং
দেশীয় শ্রম বাজারে পরিবর্তন এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা বুঝে দক্ষতার উন্নয়ন ও লাভজনক বিনিয়োগ খাত খোঁজার চেষ্টা করেছে

পেশাগত দক্ষতা
নির্দিষ্ট পেশা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ও আগ্রহ প্রদর্শন করতে পেরেছে

ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা
প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সম্পর্কে জেনে পেশায় এর প্রভাব বুঝতে পেরেছে

ধর্ম শিক্ষা

ধর্মীয় জ্ঞান
ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে অনুসরণ করেছে

ধর্মীয় বিধিবিধান
মৌলিক উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ধর্মীয় আচার অনুসরণ করেছে

ধর্মীয় মূল্যবোধ
ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলে মিলেমিশে কল্যাণমুলক কাজ করেছে

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

আত্মপরিচর্যা
শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলা করে নিজের সামগ্রিক যত্ন ও পরিচর্যা করেছে

আবেগিক বুদ্ধিমত্তা
যে কোন ফলাফলকে ইতিবাচকভাবে নিয়ে সহমর্মী আচরণ করেছে

সামাজিক বুদ্ধিমত্তা
ইতিবাচক যোগাযোগের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে বা ছিন্ন করতে পেরেছে

শিল্প ও সংস্কৃতি

পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর
প্রকৃতি-পরিবেশের রূপ, গল্প, বা ঘটনায় নিজের কল্পনা মিশিয়ে শিল্পকলার যে কোন ধারায় সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করেছে

নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ
শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার সৃজনশীল কাজে সম্পৃক্ত হয়ে উপভোগ করে মতামত দিতে পারছে

যাপিত জীবনে নান্দনিকতা
দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার চর্চা করছে ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করছে

আচরণিক নির্দেশক

অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ						

নিষ্ঠা ও সততা						

পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা						

মূল্যায়নের স্কেল

■■■■■■■	=	অনন্য (Upgrading)
■■■■■■□	=	অর্জনমুখী (Achieving)
■■■■■□□	=	অগ্রগামী (Advancing)
■■■■□□□	=	সক্রিয় (Activating)
■■■□□□□	=	অনুসন্ধানী (Exploring)
■■□□□□□	=	বিকাশমান (Developing)
■□□□□□□	=	প্রারম্ভিক (Elementary)

উপস্থিতির হার : .... %

শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য :

....

....

....

....

....

....

শিক্ষার্থীর মন্তব্য :

যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছি:

....

....

আরো উন্নতির জন্য যা যা করতে চাই:

....

....

....

....

....

....

অভিভাবকের মন্তব্য :

আমার সন্তান যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে:

....

....

আমার সন্তানের উন্নয়নে আমি যা করতে পারি:

....

....

....

....

....

....

....	....	....
শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
তারিখ :	তারিখ :	তারিখ :

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষাক্রম ২০২২

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: হিন্দুধর্ম শিক্ষা | ষষ্ঠ শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

সহযোগিতামূলক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ষষ্ঠ শ্রেণির বাৎসরিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয়: হিন্দু ধর্ম

শিক্ষাবর্ষ: ২০২৩

বাৎসরিক মূল্যায়ন: হিন্দু ধর্ম

ভূমিকা:

প্রিয় শিক্ষক, আপনি ইতোমধ্যেই জানেন, নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বছরে দুইটি সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত রাখা হয়েছে, যার মধ্যে একটি ইতোমধ্যে বছরের শুরুর ছয় মাসের শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় হিন্দুধর্ম বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া আছে।

শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আপনারা মূল্যায়ন করেছেন। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি এসাইনমেন্ট বা কাজ শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে হয়েছে, বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শিক্ষার্থীরা সমাধা করবে। এই কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, কাজের প্রক্রিয়া, ফলাফল, ইত্যাদি সবকিছুই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। মূল্যায়নের নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শুরু করে এই কার্যক্রম চলাকালে বিভিন্নভাবে আপনি শিক্ষার্থীকে সহায়তা দেবেন, তবে কাজের প্রক্রিয়া কী হবে বা সমস্যা সমাধান কীভাবে করতে হবে তা শিক্ষার্থীরাই নির্ধারণ করবে। কাজের বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকে আপনি শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা কীভাবে নিরূপণ করবেন, তার বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তী অংশে দেয়া আছে।

শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই হিন্দুধর্ম বিষয়ের শিখনকালীন মূল্যায়ন চলমান আছে, যা শিখন অভিজ্ঞতাসমূহের বিভিন্ন ধাপে আপনারা পরিচালনা করছেন। এই মূল্যায়নের একটা বড় অংশ হলো শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদান, যার মূল উদ্দেশ্য তাদের শিখনে সহায়তা দেয়া। এই চলমান মূল্যায়নের তথ্য শিক্ষার্থীর পাঠ্যবই, তাদের করা বিভিন্ন কাজের নমুনা যেমন: পোস্টার, মডেল, প্রশ্নপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। এর বাইরেও বছর জুড়ে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক ব্যবহার করে আপনারা শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড রেখেছেন। এছাড়া ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় নির্ধারিত কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের সাহায্যে আপনারা মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করেছেন। পরবর্তীতে শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করবে এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে তার মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। এই মূল্যায়নের তথ্যের সাথে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।

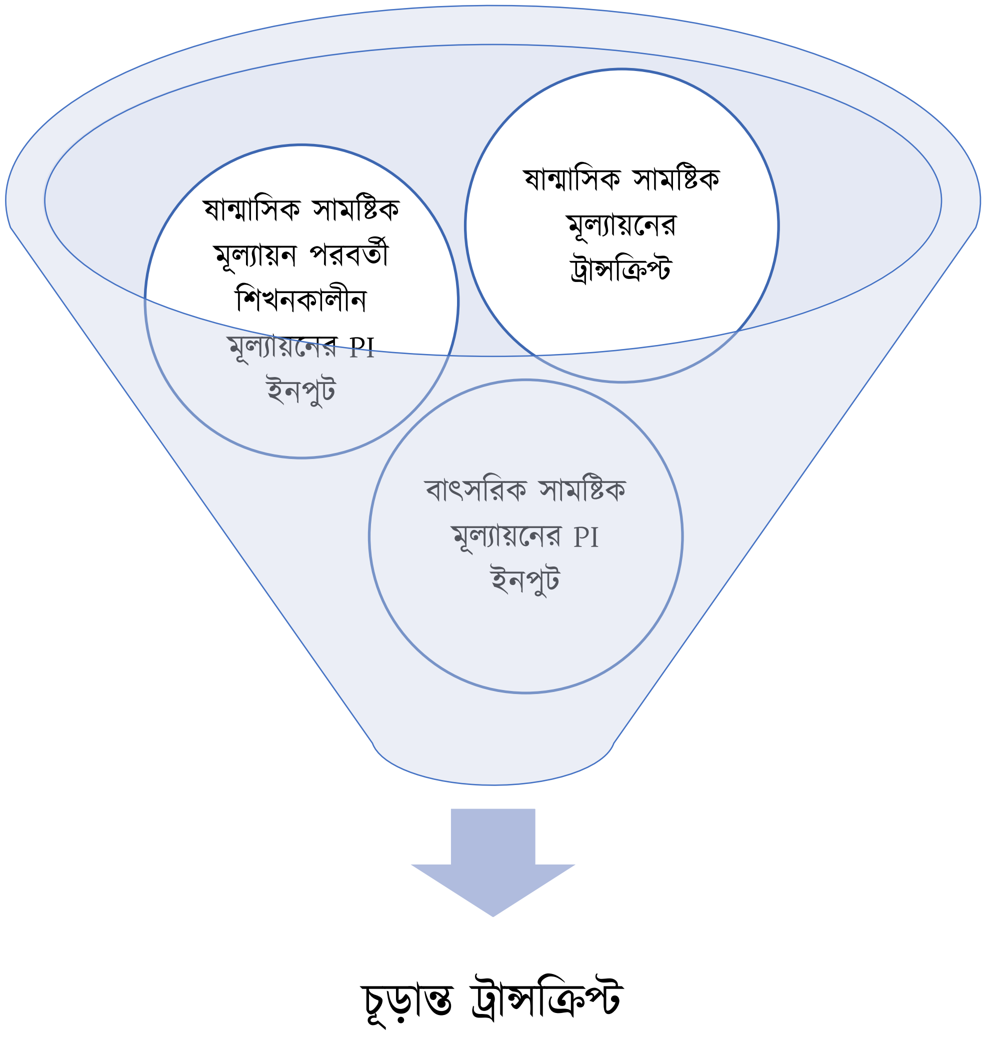

সাধারণ নির্দেশনা:

- শুরুতেই ষান্মাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিয়ে হিন্দুধর্ম বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালিত হবে তার নিয়মাবলি শিক্ষার্থীদের জানাবেন। এই মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা কী সেটা যেন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। ষষ্ঠ শ্রেণির মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন যাতে সবাই ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য প্রদত্ত কাজটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে সর্বমোট তিনটি সেশন বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম দুইটি সেশনে ৯০ মিনিট করে, এবং শেষ সেশনে দুই ঘণ্টা (বা বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা অনুযায়ী) সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজগুলো শেষ করবেন। তবে শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বেশি হলে শিক্ষক শেষ সেশনে কিছুটা বেশি সময় ব্যবহার করতে পারেন।
- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।
- শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কাজ সেশন চলাকালেই করবে, বাড়িতে গিয়ে করার জন্য খুব বেশি কাজ না রাখা ভালো। মনে রাখতে হবে এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে এবং পুরো অভিজ্ঞতাটি যেন তাদের জন্য আনন্দময় হয়।
- উপস্থাপনে যথাসম্ভব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেবেন, উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকদের যাতে কোনো আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে

দিন, মডেল/পোস্টার/ছবি ইত্যাদির চাকচিক্যে মূল্যায়নে হেরফের হবে না। বরং বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ, সম্ভব হলে ফেলনা জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দিন।

- বিষয়ভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজনে পাঠ্যবই বা যেকোনো উৎস শিক্ষার্থী ব্যবহার করতে পারবে। তবে কোনো উৎস থেকেই হুবহু তথ্য তুলে দেয়ায় উৎসাহ দেবেন না, বরং তথ্য ব্যবহার করে সে নির্ধারিত সমস্যার সমাধান করতে পারছে কি না, এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারছে কি না তার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করবেন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত শিখন যোগ্যতাসমূহ:

ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে ইতোমধ্যে এই শ্রেণির জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা চর্চা করার সুযোগ পেয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী অর্পিত কাজটি সাজানো হয়েছে।

মূল্যায়ন প্রকল্প / কাজের বিবরণ:

প্রাসঙ্গিক শিখন যোগ্যতাসমূহ:

৬.২ ধর্মের বিধি-বিধান অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা।
৬.৩ ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে নিজ জীবনে প্রয়োগ এবং নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে জীব-জগতের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা এবং সকলের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারা।

প্রাসঙ্গিক পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ:

৬.২.১ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধান অনুধাবন করছে।
৬.২.২ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধান চর্চা করছে।
৬.৩.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করছে।
৬.৩.২ শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশে সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করছে এবং সহাবস্থান করছে।

কাজের সারসংক্ষেপ:

শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মানবিক গুণাবলীর তালিকা তৈরি করবে। এরপর তারা তাদের নিজেদের অথবা পরিবারের কোন সদস্যের মানবিক কাজের কথা লিখে প্রকাশ করবে। সবশেষে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন মানবিক কাজের উপর স্ক্রিপ্ট তৈরি করে ভূমিকাভিনয় করবে।

কর্মদিবস অনুসারে কাজের পরিকল্পনা:

কর্মদিবস ১: ৯০ মিনিট

- হিন্দুধর্মের পাঠ্যপুস্তকে কী কী মানবিক গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে দলগত আলোচনার মাধ্যমে তালিকা তৈরি করবে এবং বর্ণিত গুনাবলীসমূহ জেনে নিবে।
- শিক্ষার্থীরা নিজে করেছে অথবা তাদের পরিবারের কেউ করেছে অথবা তারা কাউকে করতে দেখেছে এমন একটি মানবিক কাজের বর্ণনা একটি সাদা কাগজে লিখবে এবং শিক্ষকের নিকট জমা দেবে।

- শিক্ষার্থীদের বর্ণিত একই ধরনের মানবিক কাজের ভিত্তিতে শিক্ষক কয়েকটি দল গঠন করে দিবেন।
- দলীয়ভাবে শিক্ষার্থীরা তাদের নির্ধারিত মানবিক কাজ সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যান্য ধর্মীয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে।
- সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে ভূমিকাভিনয়ের স্ক্রিপ্ট তৈরি করবে।

কর্মদিবস ২: ৯০ মিনিট

- প্রতিটি দল তাদের নির্ধারিত মানবিক কাজ ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করবে।
- ভূমিকাভিনয়ের জন্য প্রত্যেকে তাদের চরিত্র বেছে নিবে বা বন্টন করবে।
- নির্ধারিত চরিত্রটি ভালোভাবে বুঝে এবং আত্মস্থ করে রিহার্সেল করবে।

কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসব): ১২০ – ১৮০ মিনিট

- শিক্ষার্থীরা উপস্থাপনার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।
- শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে তাদের নির্ধারিত কাজ উপস্থাপন করবে।

উপকরণ:

কর্মদিবস ১, কর্মদিবস ২ এবং কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসব) এর কাজগুলো করতে শিক্ষার্থীদের কাগজ (তাদের শ্রেণির কাজের খাতা থেকে নেয়া) এবং কলম ছাড়া অন্য কোন উপকরণের প্রয়োজন নেই।

শিক্ষকের কাজ:

সাধারণ কাজ-

- মূল্যায়নসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজ ও উপস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করুন।
- শিক্ষার্থীরা ভুল করলেও তাদেরকে নিরুৎসাহিত না করে বরং বারবার চেষ্টা করতে উৎসাহ প্রদান করুন।
- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজ ও উপস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করে নির্ধারিত একক যোগ্যতাগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে পারদর্শিতার কোন স্তরে আছে, তা যাচাই করে নির্ধারিত ফরমে রেকর্ড করুন।
- পর্যবেক্ষন করে রেকর্ড সংরক্ষণের ক্ষেত্রে 'পরিশিষ্ট ১' এ দেয়া ছক অনুসরণ করুন।

কর্মদিবস ১ এর ক্ষেত্রে-

- শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫-এর অধিক হলে শিক্ষার্থীদের দিয়ে দল গঠন করুন। তাদের পাঠ্যপুস্তকে কোন কোন মানবিক গুনাবলীর কথা ও ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে তা খুঁজে বের করে তালিকা তৈরি করতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের খাতায় নিজে করেছে, বা পরিবারের সদস্যদের করতে দেখেছে বা অন্য কাউকে করতে দেখেছে এমন একটি মানবিক কাজের বর্ণনা লিখতে বলুন। লেখা যেন এক পৃষ্ঠার বেশি না হয়। পারে। লেখাগুলো পড়ে বা অন্য কোন সৃজনশীল উপায়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন করতে বলুন।
- লেখাগুলো সংগ্রহ করে রাখুন।

কর্মদিবস ২ এর ক্ষেত্রে-

- এবার শিক্ষার্থীদের বর্ণিত মানবিক কাজের ভিত্তিতে একেকটি দল গঠন করুন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫-এর কম হলে একাধিক দল গঠনের প্রয়োজন নেই।
- দলে কে কোন ভূমিকায় কাজ করবে তা তাদের স্বতস্ফূর্তভাবে স্থির করতে বলুন।
- প্রত্যেক দলকে একটি করে মানবিক কাজ ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপনের জন্য স্ক্রিপ্ট তৈরি করতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের ভূমিকাভিনয় উপস্থাপনার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে সহায়তা করুন। এখানে লক্ষ্য রাখুন স্ক্রিপ্টে যেন কোন একটি মানবিক কাজ করতে অন্য শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে উপস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলুন।

কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসবের দিন) এর ক্ষেত্রে-

- শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ দলে উপস্থাপনা সম্পন্ন করবে। শিক্ষার্থীর উপস্থাপন পর্যবেক্ষণ করুন। দলীয় উপস্থাপনায় কতটা ধর্মীয় জ্ঞানের প্রতিফলন হয়েছে তা লক্ষ্য করুন।
- উপস্থাপনার সময় লক্ষ্য রাখুন পাঠ্যপুস্তকের ধারণাগুলো সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে কিনা। অংশগ্রহণকারীদের ভূমিকাভিনয়ের সঙ্গে আবেগীয় সংযোগ স্থাপিত হয়েছে কিনা।
- উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর লেখা, আঁকা, ভূমিকাভিনয়, মন্ত্র, শ্লোক তাদের অভিজ্ঞতাগুলোর সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা দেখুন। এখানে শিক্ষার্থীর লেখা, কাহিনি, অভিনয় ও আঁকা কতটা নিখুঁত হলো তা বিবেচ্য নয়। শিক্ষার্থী নির্ধারিত যোগ্যতা ও কতটা অর্জন করতে পারল সেটাই লক্ষ্যণীয়।
- শিক্ষার্থীর কাজ অনুসারে সংশ্লিষ্ট পিআই এবং বিআই এর লেভেল সনাক্ত করে প্রদত্ত ফর্মে সংরক্ষণ করবেন। প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই কাজটি করতে হবে।
- শিক্ষার্থীর লেখা মানবিক কাজগুলো নিয়ে 'সবার কথা' নামক একটি বই তৈরি করুন। শিক্ষার্থীদের দিয়ে একটি বইয়ের প্রচ্ছদ করুন। শিক্ষার্থীদের লিখা কাগজগুলো এক করে বই আকারে বাধাই করুন। বইটি তাদের যত্ন সহকারে দেখতে দিন। পরবর্তীকে স্কুল লাইব্রেরিতে সংরক্ষণের জন্য দিয়ে রাখুন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ বা PI পরিশিষ্ট ১ এ দেয়া আছে। শিক্ষার্থীর কোন পারদর্শিতা দেখে তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে তাও ছকে উল্লেখ করা আছে। নির্ধারিত কাজ যেই দিন সম্পন্ন হবে সেদিনই সংশ্লিষ্ট PI এর ইনপুট দেবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পরিশিষ্ট ২ এ সকল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক সংযুক্ত করা আছে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি ব্যবহার করে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

শিখনকালীন, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন সমন্বয়:

ইতোমধ্যে ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় প্রথম কয়েকটি শিখন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। একইভাবে বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।

ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন:

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কীভাবে শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের সমন্বয় করে ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছিল। একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া গেছে সেটিই উল্লেখ করা হয়েছিল।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে করা মূল্যায়নের তথ্যে একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া যাবে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করতে হবে।

কোনো শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি শিখনকালীন, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক সামষ্টিক মুল্যায়ন কোনো ক্ষেত্রেই PI এর ইনপুট না পাওয়া যায়, তাহলে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্টে সেই PI এর ইনপুটের জায়গা ফাঁকা থাকবে।

পরিশিষ্ট ৩ এ বাৎসরিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট দেয়া আছে। এই ফরম্যাট ব্যবহার করে প্রত্যেক পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জনের সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখপূর্বক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করবেন। **এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের রেকর্ড সংগ্রহের জন্য □, ○, △ এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হলেও ট্রান্সক্রিপ্টে এই চিহ্নগুলোর কোনো উল্লেখ থাকবে না। তবে ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাটে উল্লেখিত চিহ্নগুলোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পারদর্শিতার মাত্রা টিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে।**

আচরণিক নির্দেশক

পরিশিষ্ট ৪ এ আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেয়া আছে। ষান্মাসিক মূল্যায়নের মতোই বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, পরিশিষ্ট ৫ এর ছক ব্যবহার করে আচরণিক নির্দেশকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ১০ টি বিষয়ের আচরণিক নির্দেশকের অর্জিত মাত্রা বা পর্যায়ের সমন্বয় করে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/শ্রেণি শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ১০ জন বিষয় শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত BI এর ইনপুট সমন্বয় করে আচরণিক নির্দেশকের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করবেন।

আচরণিক নির্দেশকে ১০টি বিষয়ের সমন্বয়ের শর্তগুলো হলো:

- একটি আচরণিক নির্দেশকের জন্য ১০টি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী যেই পর্যায়টি সবচেয়ে বেশি বার পাবে সেইটিই হবে ঐ আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৩টি বিষয়ে △ এবং ৩টি বিষয়ে □ পায়, তবে ১ম আচরণিক নির্দেশকে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হলো ○।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোনো আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো একটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বার ইনপুট না পায়, অর্থাৎ একাধিক পর্যায়ে সমান সংখ্যক ইনপুট পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তারমধ্যে অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায় বিবেচনা করতে হবে।
    - উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৪টি বিষয়ে △ এবং ২টি বিষয়ে □ পায়, তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে △।
    - আবার কোনো শিক্ষার্থী একই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি ৪টি বিষয়ে ○, ২টি বিষয়ে △ এবং ৪টি বিষয়ে □ পায়, তবে তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে ○।

শ্রেণি উত্তরণ নীতিমালা

শ্রেণি উত্তরণের বিষয়ে দুইটি দিক বিবেচনা করা হবে;

১। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার,

২। বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা।

১। শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে কিনা সেটা প্রাথমিক বিবেচ্য; তার বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারের উপর ভিত্তি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। **বিদ্যালয়ে মোট কর্মদিবসের অন্তত ৭০% উপস্থিতি নিশ্চিত হলে তাকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং বছর শেষে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার বিবেচনায় সে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হবে। যেহেতু নতুন শিক্ষাক্রম চলমান শিক্ষাবর্ষে (২০২৩) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, কাজেই এই বছরের জন্য মোট কর্মদিবসের কমপক্ষে ৫০% উপস্থিতি থাকলেও কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে।** এছাড়াও এখানে উল্লেখ্য, জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উপস্থিতির হার ৫০% এর কম হলেও শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রেণি উত্তরণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করতে পারেন; তবে তার জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ও তার সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ থাকতে হবে।

২। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো পারদর্শিতার নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা। সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ের ট্রান্সক্রিপ্টে সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা যদি □ স্তরে থাকে, তবে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।

বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- পারদর্শিতার বিবেচনায় কোনো শিক্ষার্থী যদি পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হয়, তবে শুধুমাত্র উপস্থিতির হারের ভিত্তিতে তাকে উত্তীর্ণ করানো যাবে না।

- পারদর্শিতার বিবেচনায় যদি শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য বিবেচিত হয়, কিন্তু উপস্থিতির হার নির্ধারিত হারের চেয়ে কম থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকগণের সমন্বিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিদ্যালয় ওই শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য ন্যূনতম উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ডের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ড বলতে ষান্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড বোঝাবে। এক্ষেত্রে বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টও এই পূর্বতন রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে।
- একইভাবে যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রেও উপরোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন দুই ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে শিখনকালীন মূল্যায়নের পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।
- উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হলেও সকল শিক্ষার্থী বছর শেষে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট পাবে।
- কোনো শিক্ষার্থীকে যদি পরবর্তী বছরে একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি করতে হয় তবে তার শিখন এগিয়ে নেবার জন্য একটি আত্মউন্নয়ন পরিকল্পনা (self development plan) করতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা দেবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে শিখন ঘাটতি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে ওই শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছয় মাসের একটি শিখন উন্নয়ন পরিকল্পনা (learning enhancement strategy) করতে হবে যাতে সে তার শিখন ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে। শিক্ষক কীভাবে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবেন এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।

রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ: নৈপুণ্য

ইতোমধ্যেই আপনারা ষান্মাসিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করেছেন, যেখানে সকল পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়ের বিবরণ থাকে। এই ট্রান্সক্রিপ্টে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বছর শেষে এক নজরে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন করা হবে যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার সার্বিক পারদর্শিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া থাকবে, যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে এবং অভিভাবকরা সহজেই শিক্ষার্থীর অবস্থান বুঝতে পারেন। পরিশিষ্ট ৬ এ রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে। মুলত মূল্যায়ন অ্যাপের মাধ্যমেই ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অ্যাপ থেকে সম্ভব না হলে শিক্ষকগণ এই ফরম্যাট ফটোকপি করে ম্যানুয়ালি রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারেন।

রিপোর্ট কার্ডে কোনো বিষয়েরই PI সমূহ উল্লেখ করা থাকবে না। বরং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান কয়েকটি নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্রের** মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। আপনারা জানেন, কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করতে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক PI নির্ধারণ করা আছে। তেমনি কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জন সমন্বিতভাবে প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। (পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রদত্ত বিষয়ের ধারণায়নে বর্ণিত ডাইমেনশন থেকে নেয়া হয়েছে। কারণ বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতাসমূহ মুলত এই ডাইমেনশন গুলোকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে।)
বিষয়টি দেখা যায় এভাবে:

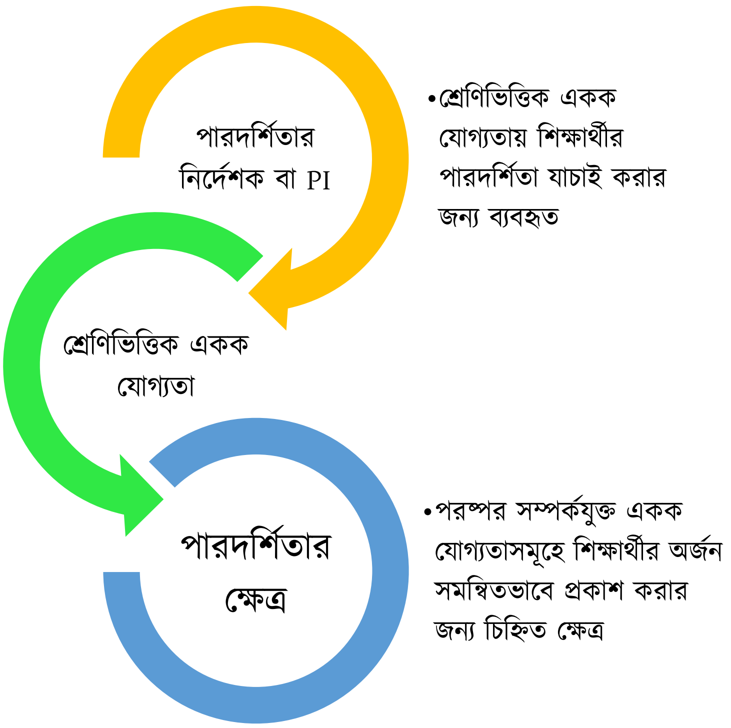

ধর্মের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

১। ধর্মীয় জ্ঞান
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান
৩। ধর্মীয় মূল্যবোধ

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, “ধর্মীয় বিধি-বিধান” ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট PI সমূহ নিম্নরূপ:

হিন্দু ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতা**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান	৬.২ ধর্মের বিধি-বিধান অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা	৬.২.১ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে

হিন্দু ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতা	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
		৬.২.২ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো চর্চা করছে

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা

রিপোর্ট কার্ড বা সনদে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, পারদর্শিতার ক্ষেত্রের শিরোনাম দিয়ে শিক্ষার্থী আদৌ কী করতে পারে তা স্পষ্ট হয় না, তাই প্রতি শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের (সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে) একটি বর্ণনা প্রণয়ন করা হয়েছে। হিন্দু ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার বর্ণনা নিম্নরূপ:

হিন্দু ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা
১। ধর্মীয় জ্ঞান	ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জানতে আগ্রহ প্রদর্শণ করেছে।
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান	ধর্মের বিধি-বিধান উপলব্ধি করে চর্চার চেষ্টা করেছে।
৩। ধর্মীয় মূল্যবোধ	ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সংগে মিলেমিশে থেকেছে।

পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান কীভাবে নিরূপিত হবে?

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। সেজন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহের সমন্বয় করে ওই ক্ষেত্রে তার অবস্থান বোঝানো হবে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের উপায়

কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান মূলত নির্ভর করবে PI সমূহে তার অর্জিত সর্বোচ্চ (△ চিহ্নিত পর্যায়) ও সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার পার্থক্যের উপর।

কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ণয় করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করতে হবে:

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা} - \text{অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা}}{\text{মোট PI এর সংখ্যা}} * ১০০\%$$

উদাহরণস্বরূপ, 'ধর্মীয় মূল্যবোধ' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট PI ২টি (৬.৩.১ এবং ৬.৩.২)। কোনো শিক্ষার্থী এই ২টি PI এর মধ্যে ১টিতে সর্বোচ্চ পর্যায় (△ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে। অন্যটিতে সর্বনিম্ন পর্যায় (□ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে।

এখানে,

মোট PI এর সংখ্যা : ২টি

অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা : ১টি

অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা : ১টি

তাহলে তার পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান হবে,

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{১ - ১}{২} * ১০০\% = ০\%$$

এই মানের উপর ভিত্তি করে 'ধর্মীয় মূল্যবোধ' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ঋনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা (△ চিহ্নিত পর্যায়) সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার চেয়ে কম হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান শূন্য হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সমান হয়।
  - অথবা, যদি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সবগুলো PI তে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়ে থাকে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মানের (-১০০% থেকে +১০০%) উপর ভিত্তি করে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রকে **নিম্নবর্ণিত সাত স্তর বিশিষ্ট স্কেল** দিয়ে প্রকাশ করা হবে।

পারদর্শিতার স্তর	**পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের শর্ত**
1. অনন্য (Upgrading)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = ১০০%
2. অর্জনমুখী (Achieving)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ৫০%
3. অগ্রগামী (Advancing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ২৫%
4. সক্রিয় (Activating)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ০%
5. অনুসন্ধানী (Exploring)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -২৫%
6. বিকাশমান (Developing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -৫০%
7. প্রারম্ভিক (Elementary)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = -১০০%

তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী উপরের উদাহরণে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ০% হলে ওই শিক্ষার্থীর ধর্মীয় মূল্যবোধ' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রে অবস্থান হবে 'সক্রিয় (Activating)'। ৬ষ্ঠ শ্রেণি শেষে রিপোর্ট কার্ডে, 'ধর্মীয় মূল্যবোধ' পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য তার অবস্থান উল্লেখ করা হবে এভাবে:

ধর্মীয় মূল্যবোধ
ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সংগে মিলেমিশে থেকেছে

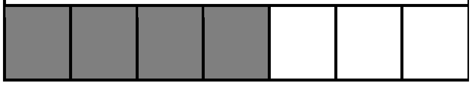

পারদর্শিতার সনদে ৭ স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হবে এভাবে:

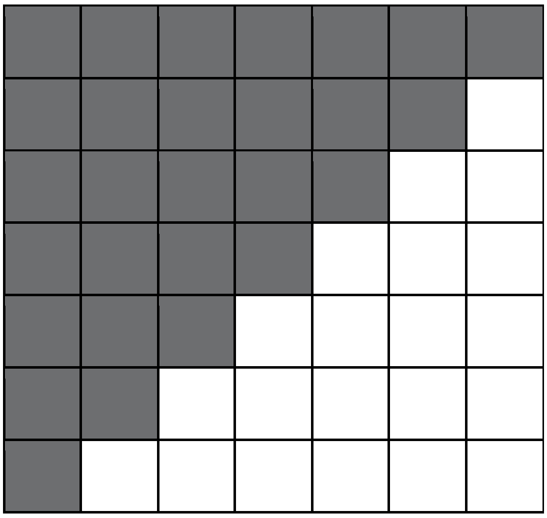

অনন্য (Upgrading)
অর্জনমুখী (Achieving)
অগ্রগামী (Advancing)
সক্রিয় (Activating)
অনুসন্ধানী (Exploring)
বিকাশমান (Developing)
প্রারম্ভিক (Elementary)

এখন নিচের ছকে দেখা যাক, হিন্দু ধর্ম বিষয়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোনটি ষষ্ঠ শ্রেণির কোন কোন একক যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এই এক বা একাধিক যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট PI কোনগুলো।

হিন্দু ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
১। ধর্মীয় জ্ঞান	৬.১ ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে, উপলব্ধি করে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হতে পারা	৬.১.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় মৌলিক বিষয়সমূহের ধারণা ও উপলব্ধি প্রকাশ করছে ৬.১.২ শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে নিজের আগ্রহ প্রসূত প্রশ্ন করছে
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান	৬.২ ধর্মের বিধি-বিধান অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা	৬.২.১ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে ৬.২.২ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো চর্চা করছে

হিন্দু ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট একককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
৩। ধর্মীয় মূল্যবোধ	৬.৩ ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে নিজ জীবনে প্রয়োগ এবং নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে জীব-জগতের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা এবং সকলের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারা	৬.৩.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করছে ৬.৩.২ শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করছে এবং সহাবস্থান করছে

রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ ও তাদের শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা, এবং তাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য)।

আচরণিক নির্দেশকের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক নির্দেশকের জন্যেও নির্দিষ্ট কিছু **আচরনিক ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণিক নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় সমন্বয় করে নির্দিষ্ট **আচরণিক ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর ফলাফল নিরূপণ করা হবে। রিপোর্ট কার্ডে পারদর্শিতা ও আচরণিক ক্ষেত্র দুইই উল্লেখ করা থাকবে, যা দেখে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থার একটি চিত্র বোঝা যাবে।
শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করবেন, বিষয় শিক্ষক তার নির্দিষ্ট বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করে বিষয়ভিত্তিক ফলাফল জমা দেবেন। আচরণিক ক্ষেত্রের জন্য শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করবেন।

রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখিত আচরণিক ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ
২। নিষ্ঠা ও সততা
৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখিত ১০টি আচরণিক নির্দেশকের প্রত্যেকটি উপরের কোনো না কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। PI এর ইনপুট হিসেব করে যেভাবে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার ক্ষেত্রে ফলাফল নিরূপণ করা হবে, একইভাবে BI এর ইনপুটের ভিত্তিতে উপরের ৩ টি আচরনিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করতে হবে। সকল শ্রেণির জন্য একই আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক ক্ষেত্রের জন্যেও সংশ্লিষ্ট BI এ শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় একই সুত্র ব্যবহার করে হিসেব করে ৭ স্তর বিশিষ্ট স্কেলে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে।

নিচের ছকে আচরণিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট BI সমূহ উল্লেখ করা হলো।

আচরণিক ক্ষেত্র	আচরণিক নির্দেশক বা BI
১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	১। দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে

	২। নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে ৯। দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে ১০। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে
২। নিষ্ঠা ও সততা	৩। নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে ৪। শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে ৫। পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে ৬। দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে
৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা	৭। নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে ৮। অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে

* বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা নির্দিষ্ট করা থাকবে না।

রিপোর্ট কার্ড প্রণয়নের এই পুরো প্রক্রিয়া আরো ভালভাবে স্পষ্ট করার জন্য একটি অনলাইন গাইডলাইন আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। কোনো শিক্ষকের এই বিষয়ে আর কোনো অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা এই গাইডলাইনের মাধ্যমে দূর হবে আশা করা যায়।

মূল্যায়ন অ্যাপ

মূল্যায়নের কাজ সহজ এবং দ্রুততম সময়ে করার জন্য একটি মূল্যায়ন অ্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অ্যাপ এর সাহায্যে আপনারা নির্ধারিত সময়ে PI এর ইনপুট দিতে পারবেন, এবং খুব সহজেই শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ও রিপোর্ট কার্ড আউটপুট হিসেবে নিতে পারবেন। ম্যানুয়ালি যেভাবে আপনাদের PI এর অর্জিত পর্যায় হিসাব করে ফলাফল তৈরি করতে হয়, তা অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে।

অচিরেই মূল্যায়ন অ্যাপ এবং এর ব্যবহারের নীতিমালা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, সেখানে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI) এবং সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রম

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা নির্দেশক (PI) নং	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা		
৬.২ ধর্মের বিধি-বিধান অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা	৬.২.১	শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করে নিজ ভাষায় সাধারণভাবে লিখে, বলে বা অন্য কোনো উপায়ে প্রকাশ করছে	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করে বিধি-বিধানের কারণসমূহ তাৎপর্যসহ ব্যাখ্যা করছে	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করে স্বপ্রণোদিত হয়ে বিধি-বিধানের শিক্ষা দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করছে
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে		
			পাঠ্যপুস্তক ও বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত মানবিক গুণাবলী গুলো চিহ্নিত ও উপস্থাপন করতে পারছে	পাঠ্যপুস্তক ও বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত মানবিক গুণাবলীগুলোর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারছে	পাঠ্যপুস্তক ও বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত মানবিক গুণাবলী অনুধাবন করে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ হয়েছে
	৬.২.২	শিক্ষার্থী বয়স উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো চর্চা করছে	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী শিখন পরিবেশে আংশিক অনুসরণ করছে	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলোর তাৎপর্য অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশ ছাড়া শিখন পরিবেশে অনুসরণ করছে	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানের তাৎপর্য অনুধাবন করে বিধি-বিধানের শিক্ষা স্বপ্রণোদিত হয়ে ব্যক্তি জীবনে আচরণের মাধ্যমে প্রয়োগ করছে
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে		
			চিহ্নিত মানবিক গুণাবলী ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে আংশিক অনুসরণ করেছে এমন প্রদর্শনে সমর্থ হয়েছে	চিহ্নিত মানবিক গুণাবলী ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে অনুসরণ করেছে এমন প্রদর্শনে সমর্থ হয়েছে	চিহ্নিত মানবিক গুণাবলী ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগে সক্ষম হয়েছে এমন প্রদর্শনে সমর্থ হয়েছে
৬.৩ ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক	৬.৩.১	শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক	জ্ঞান ও মূল্যবোধ লিখে বা বলে বা অন্য কোনো উপায়ে প্রকাশ করছে	এ্রান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলি শিখন পরিবেশে সচেতনভাবে আচরণে প্রকাশ করছে	শিক্ষার্থী নিজ গুণাবলির সাথে ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয় করে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বহুমাত্রিকভাবে শিখন

গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে নিজ জীবনে প্রয়োগ এবং নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে সৃষ্টির প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা এবং সকলের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারা		গুণাবলি অর্জন করছে			পরিবেশের বাইরেও অর্জিত মানবিক গুণাবলি প্রকাশ করছে
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে		
			শিক্ষার্থী জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলিগুলো ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করছে	শিক্ষার্থী জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলিগুলো শিখন পরিবেশে সচেতনভাবে আচরণে প্রকাশ করছে	শিক্ষার্থী জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলিগুলো যেকোন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ করছে
	৬.৩.২	শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করছে এবং সহাবস্থান করছে	শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের প্রতি সদয় আচরণ করছে	শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশলি আচরণ করছে	শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশলি আচরণের মাধ্যমে সহবস্থান করছে
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে		
			শ্রেণি কার্যক্রমে সহপাঠিদের সহযোগিতা করছে	দলগত কাজের ক্ষেত্রে দলের সকল সদস্যের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করছে / দায়িত্ব বণ্টন করছে	যে কোন ভিন্নতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছে

পরিশিষ্ট ২

শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে এই ছক অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম:		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর: তারিখ:

শ্রেণি:	বিষয়:

		প্রযোজ্য PI নং		
আইডি	**নাম**	**৬.২.১**	**৬.৩.১**	**৬.৩.২**
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△

শ্রেণি:		বিষয়:		
		প্রযোজ্য PI নং		
আইডি	**নাম**	**৬.২.১**	**৬.৩.১**	**৬.৩.২**
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৩

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীদের ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি: ______________	**শ্রেণি:** ৬ষ্ঠ	**বিষয়:** হিন্দু ধর্ম	**শিক্ষকের নাম:**

পারদর্শিতার নির্দেশকের মাত্রা

পারদর্শিতার নির্দেশক	**শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা**		
৬.১.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় মৌলিক বিষয়সমূহের ধারণা ও উপলব্ধি প্রকাশ করছে			
	ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহের প্রাথমিক ধারণা বর্ণনা করছে	ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ অপরকে ব্যাখ্যা করতে পারছে	ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহের ধারণা একাধিক উপায়ে প্রকাশ করছে
৬.১.২ শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে নিজের আগ্রহ প্রসূত প্রশ্ন করছে			
	ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে তথ্যনির্ভর প্রশ্ন করছে	ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে ব্যাখ্যা চেয়ে প্রশ্ন করছে	ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণমূলক প্রশ্ন করছে
৬.২.১ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে			
	বিধি-বিধানসমূহের অর্থ আংশিক ব্যাখ্যা করতে পারছে	বিধি-বিধানগুলোর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারছে	বিধি-বিধানগুলোর চর্চা হয় এমন কাজে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারছে
৬.২.২ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো চর্চা করেছে			
	বিধি-বিধানসমূহের অর্থ আংশিক বুঝে অনুসরণ করছে/দেখে দেখে পালন করছে/কিছু বিধি-বিধান পালন করছে	বিধি-বিধানগুলোর তাৎপর্য বুঝে নিয়মিত পালন করছে	বিধি-বিধানগুলোর চর্চা হয় এমন কাজে অংশগ্রহণ করছে
৬.৩.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করছে			
	নিজস্ব পরিসরের দৈনন্দিন ঘটনায় তার নিজ ভূমিকার সাথে ধর্মীয় জ্ঞান এবং মূল্যবোধের সম্পর্ক স্থাপন করছে	ধর্মীয় জ্ঞান এবং মূল্যবোধের সাথে স্বীয় গুণাবলীর সচেতন সমন্বয় আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করছে	নিজস্ব গুণাবলীর সাথে ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয় করে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বহুমাত্রিকভাবে প্রয়োগ করছে
৬.৩.২ শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করছে এবং সহাবস্থান করছে			
	শিক্ষার্থী নিজের মতামতের পাশাপাশি অন্যদের অবস্থানও তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করছে	শিক্ষার্থী নিজ পছন্দ/অপছন্দের পাশাপাশি অন্যদের পরিপ্রেক্ষিত নিরপেক্ষভাবে বিবেচনায় নিয়ে নিজের আচরণ, সিদ্ধান্ত বা ব্যক্তিগত অবস্থান ব্যাখ্যা করছে	শিক্ষার্থী মানুষসহ সকল সৃষ্টির কল্যাণকে প্রাধান্য দিয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত অবস্থান ব্যাখ্যা করছে ও দায়িত্বশীল ভূমিকা নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৪

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
1. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
2. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
3. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
4. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
5. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
6. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
7. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে

8. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
9. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
10. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম:		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর: তারিখ:
শ্রেণি:	বিষয়:	

		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি:					বিষয়:						
		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৬

রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট

শিক্ষাক্রম
২০২২

যোগ্যতাভিত্তিক

অভিজ্ঞতাভিত্তিক
শিখন

একীভূত

শিখনকালীন
মূল্যায়ন

সহযোগিতামূলক

নৈপুণ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শিক্ষার্থীর আইডি : ....

শ্রেণি : ৬ষ্ঠ শিক্ষাবর্ষ : ....

বিষয়সমূহ

- বাংলা
- ইংরেজি
- গণিত
- বিজ্ঞান
- ডিজিটাল প্রযুক্তি
- ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- জীবন ও জীবিকা
- ধর্ম শিক্ষা
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা
- শিল্প ও সংস্কৃতি

বাংলা

যোগাযোগ
পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত ভাষায় যোগাযোগ করেছে

ভাষারীতি
বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন অর্থবৈচিত্র্যমূলক বাক্য তৈরি করেছে

প্রায়োগিক যোগাযোগ
বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় লিখতে পেরেছে

সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ
সাহিত্যরস উপভোগ করে নিজের কল্পনা ও অনুভূতি সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে

মানবিক চিন্তন
কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে নিজের মত দিয়েছে ও অন্যের মতের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে

English

Communication
Communicates with relevance to a given context

Linguistic norms
Uses appropriate vocabulary and expressions as required in the context

Democratic practice
Values democratic atmosphere in communication and participates accordingly

Creative expression
Comprehends and relates to literary texts

গণিত

গাণিতিক অনুসন্ধান
সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যাচাই করেছে

সংখ্যা ও পরিমাণ
গাণিতিক সমস্যা সমাধানে যথাযথ ভাষা ও কৌশলের প্রয়োগ করেছে

জ্যামিতিক আকৃতি
নিয়মিত জ্যামিতিক আকৃতি চিনতে পেরেছে এবং সেগুলো পরিমাপ করতে পেরেছে

গাণিতিক সম্পর্ক
সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ও সূত্র ব্যবহার করেছে

সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ
প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখেছে

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তথ্য প্রমাণ ও বস্তুনিষ্ঠতার উপর জোর দিয়েছে

বস্তুর গঠন ও আচরণ

পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক গঠন ও আচরণের সম্পর্ক অনুসন্ধান করেছে

বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া

বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনায় শক্তির স্থানান্তর অনুসন্ধান করেছে

স্থিতি ও পরিবর্তন

কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে

বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ

মানুষ ও প্রকৃতির উপর প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগে সচেষ্ট হয়েছে

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ডিজিটাল সাক্ষরতা

প্রযুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের দায়িত্বশীল ব্যাবহার করতে পেরেছে

আইসিটি সক্ষমতা

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ করেছে

ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন

অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্য আদানপ্রদানের কৌশল ব্যাখ্যা করেছে

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার

সামাজিক রীতি-নীতি, ঝুঁকি ও নৈতিক দিক বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করছে

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

আত্মপরিচয়

লিখিত ও অলিখিত উৎস থেকে তথ্য নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের আত্মপরিচয় ও ইতিহাস অন্বেষণ করেছে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান অনুসন্ধান করেছে

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো

বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কীভাবে মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করে তা অনুসন্ধান করেছে

সম্পদ ব্যবস্থাপনা

সময় ও অঞ্চলভেদে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে গড়ে ওঠে তা অনুসন্ধান করেছে

পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা

সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের সাপেক্ষে সমাজের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে নিজ প্রেক্ষাপটে দায়িত্বশীল আচরণ করেছে

জীবন ও জীবিকা

আত্মউন্নয়ন

নিজের পছন্দ ও সক্ষমতা বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দায়িত্বশীল কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং

পেশার পরিবর্তন এবং তার সংগে নতুন নতুন দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা বুঝে তা অর্জনের জন্য নিজ প্রেক্ষাপটে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে

পেশাগত দক্ষতা

নির্দিষ্ট পেশা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ও আগ্রহ প্রদর্শন করতে পেরেছে

ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা

পেশায় ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব জেনে অভিযোজনের প্রস্তুতি নিতে পারছে

ধর্ম শিক্ষা

ধর্মীয় জ্ঞান

ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জানতে আগ্রহ প্রদর্শন করেছে

ধর্মীয় বিধিবিধান

ধর্মের বিধি-বিধান উপলব্ধি করে চর্চার চেষ্টা করেছে

ধর্মীয় মূল্যবোধ

ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সংগে মিলেমিশে থেকেছে

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

আত্মপরিচর্যা

শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন উপলব্ধি করে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যায় উদ্যোগী হয়েছে

আবেগিক বুদ্ধিমত্তা

কাউকে কষ্ট না নিয়ে নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করেছে

সামাজিক বুদ্ধিমত্তা

পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছে

শিল্প ও সংস্কৃতি

পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর

প্রকৃতির রূপ ও ঘটনাপ্রবাহ নিজের মতো করে বিভিন্নভাবে প্রকাশের আগ্রহ প্রদর্শন করেছে

নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ

শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার পরিবেশনা উপভোগ করতে পারছে এবং সম্পৃক্ত হতে আগ্রহ প্রকাশ করছে

যাপিত জীবনে নান্দনিকতা

দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার প্রকাশ করছে

আচরণিক নির্দেশক

অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	নিষ্ঠা ও সততা	পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা
□□□□□□□	□□□□□□□	□□□□□□□

মূল্যায়নের স্কেল

■■■■■■■	=	অনন্য (Upgrading)
■■■■■■□	=	অর্জনমুখী (Achieving)
■■■■■□□	=	অগ্রগামী (Advancing)
■■■■□□□	=	সক্রিয় (Activating)
■■■□□□□	=	অনুসন্ধানী (Exploring)
■■□□□□□	=	বিকাশমান (Developing)
■□□□□□□	=	প্রারম্ভিক (Elementary)

উপস্থিতির হার : .... %

শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য :

....

....

....

....

....

....

শিক্ষার্থীর মন্তব্য :

যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছি:

....

....

আরো উন্নতির জন্য যা যা করতে চাই:

....

....

....

....

....

....

অভিভাবকের মন্তব্য :

আমার সন্তান যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে:

....

....

আমার সন্তানের উন্নয়নে আমি যা করতে পারি:

....

....

....

....

....

....

....	....	....
শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
তারিখ :	তারিখ :	তারিখ :

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষাক্রম ২০২২

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: ইসলাম শিক্ষা | ষষ্ঠ শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

সহযোগিতামূলক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ষষ্ঠ শ্রেণির বাৎসরিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয়: ইসলাম শিক্ষা

শিক্ষাবর্ষ: ২০২৩

বাৎসরিক মূল্যায়ন: ইসলাম শিক্ষা

ভূমিকা:

প্রিয় শিক্ষক, আপনি ইতোমধ্যেই জানেন, নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বছরে দুইটি সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত রাখা হয়েছে, যার মধ্যে একটি ইতোমধ্যে বছরের শুরুর ছয় মাসের শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় ইসলাম ধর্ম বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া আছে।

শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আপনারা মূল্যায়ন করেছেন। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি এসাইনমেন্ট বা কাজ শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে হয়েছে, বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শিক্ষার্থীরা সমাধা করবে। এই কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, কাজের প্রক্রিয়া, ফলাফল, ইত্যাদি সবকিছুই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। মূল্যায়নের নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শুরু করে এই কার্যক্রম চলাকালে বিভিন্নভাবে আপনি শিক্ষার্থীকে সহায়তা দেবেন, তবে কাজের প্রক্রিয়া কী হবে বা সমস্যা সমাধান কীভাবে করতে হবে তা শিক্ষার্থীরাই নির্ধারণ করবে। কাজের বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকে আপনি শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা কীভাবে নিরূপণ করবেন, তার বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তী অংশে দেয়া আছে।

শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই ইসলাম ধর্ম বিষয়ের শিখনকালীন মূল্যায়ন চলমান আছে, যা শিখন অভিজ্ঞতাসমূহের বিভিন্ন ধাপে আপনারা পরিচালনা করছেন। এই মূল্যায়নের একটা বড় অংশ হলো শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদান, যার মূল উদ্দেশ্য তাদের শিখনে সহায়তা দেয়া। এই চলমান মূল্যায়নের তথ্য শিক্ষার্থীর পাঠ্যবই, তাদের করা বিভিন্ন কাজের নমুনা যেমন: পোস্টার, মডেল, প্রশ্নপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। এর বাইরেও বছর জুড়ে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক ব্যবহার করে আপনারা শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড রেখেছেন। এছাড়া ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় নির্ধারিত কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের সাহায্যে আপনারা মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করেছেন। পরবর্তীতে শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করবে এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে তার মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। এই মূল্যায়নের তথ্যের সাথে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।

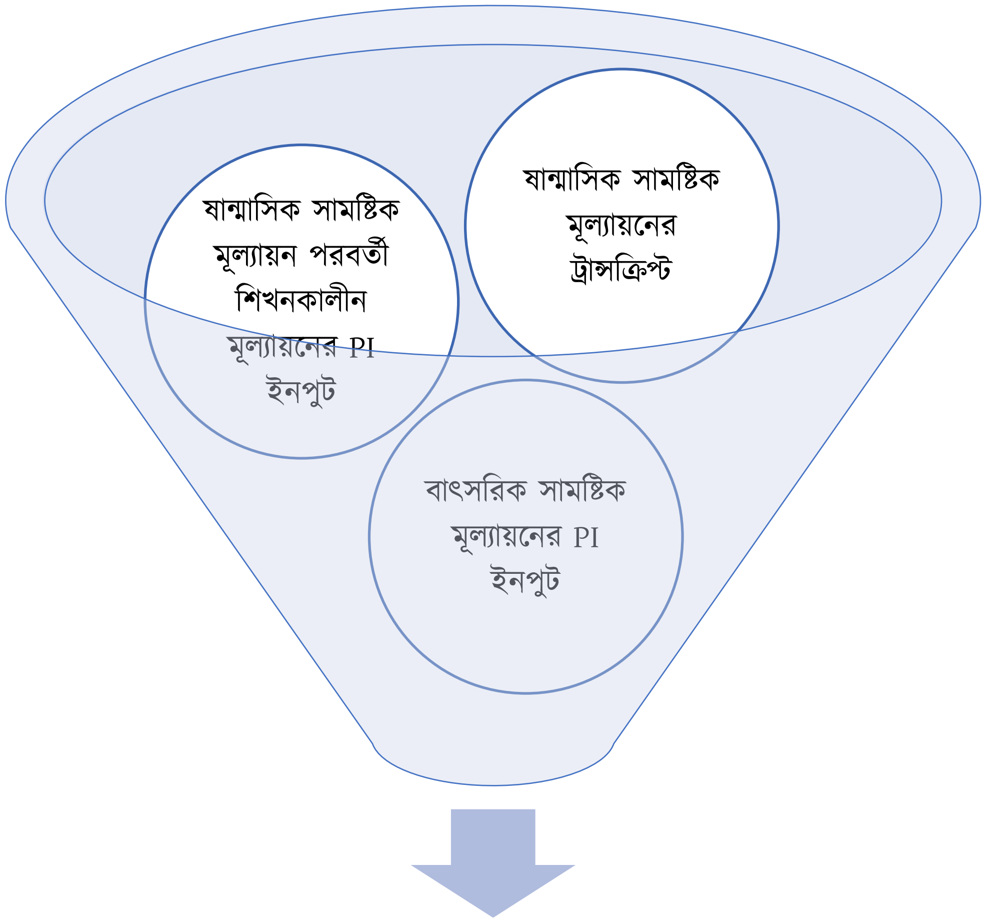

চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট

সাধারণ নির্দেশনা:

- শুরুতেই ষান্মাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিয়ে ইসলাম ধর্ম বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালিত হবে তার নিয়মাবলি শিক্ষার্থীদের জানাবেন। এই মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা কী সেটা যেন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। ষষ্ঠ শ্রেণির মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন যাতে সবাই ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য প্রদত্ত কাজটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে সর্বমোট তিনটি সেশন বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম দুইটি সেশনে ৯০ মিনিট করে, এবং শেষ সেশনে দুই ঘণ্টা (বা বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা অনুযায়ী) সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজগুলো শেষ করবেন। তবে শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বেশি হলে শিক্ষক শেষ সেশনে কিছুটা বেশি সময় ব্যবহার করতে পারেন।
- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।
- শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কাজ সেশন চলাকালেই করবে, বাড়িতে গিয়ে করার জন্য খুব বেশি কাজ না রাখা ভালো। মনে রাখতে হবে এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে এবং পুরো অভিজ্ঞতাটি যেন তাদের জন্য আনন্দময় হয়।
- উপস্থাপনে যথাসম্ভব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেবেন, উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকদের যাতে কোনো আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে

দিন, মডেল/পোস্টার/ছবি ইত্যাদির চাকচিক্যে মূল্যায়নে হেরফের হবে না। বরং বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ, সম্ভব হলে ফেলনা জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দিন।

- বিষয়ভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজনে পাঠ্যবই বা যেকোনো উৎস শিক্ষার্থী ব্যবহার করতে পারবে। তবে কোনো উৎস থেকেই হুবহু তথ্য তুলে দেয়ায় উৎসাহ দেবেন না, বরং তথ্য ব্যবহার করে সে নির্ধারিত সমস্যার সমাধান করতে পারছে কি না, এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারছে কি না তার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করবেন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত শিখন যোগ্যতাসমূহ:

ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে ইতোমধ্যে এই শ্রেণির জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা চর্চা করার সুযোগ পেয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী অর্পিত কাজটি সাজানো হয়েছে।

মূল্যায়ন প্রকল্প / কাজের বিবরণ:

প্রাসঙ্গিক শিখন যোগ্যতাসমূহ:

৬.২ ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা।
৬.৩ ইসলামি জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে সৃষ্টির প্রতি সযত্ন ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা এবং সকলের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারা।

প্রাসঙ্গিক পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ:

৬.২.১ শিক্ষার্থী তার পক্ষে সম্ভবপর ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান চর্চা করছে।
৬.৩.১ শিক্ষার্থী ইসলামি জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নিজ জীবনে প্রয়োগ করছে।
৬.৩.২ শিক্ষার্থী সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করে সকলের সাথে সহাবস্থান করছে।

কাজের সারসংক্ষেপ:

শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠ্যপুস্তক, কুরআন-হাদিস এবং অন্যান্য ইসলামি পুস্তকের আলোকে নিজ প্রেক্ষাপট বা পরিবেশে দায়িত্বশীল আচরণ কীভাবে করতে হয় তা একক ভাবে অনুসন্ধান করে অনুসন্ধানের ফলাফল প্রকাশ করবে। এরপর তারা তাদের নিজেদের অথবা পরিবারের কোন সদস্যের সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণের অভিজ্ঞতা গল্প / কবিতা / ছড়া / চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে প্রকাশ করবে। সবশেষে শিক্ষার্থীরা দলগত ভাবে 'সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ' বিষয়ে স্ক্রিপ্ট তৈরি করে ভূমিকাভিনয় করবে।

কর্মদিবস অনুসারে কাজের পরিকল্পনা:

কর্মদিবস ১: ৯০ মিনিট

কাজ ১: একক কাজ (৬০ মিনিট)

নিজ প্রেক্ষাপট এবং পরিবেশে সদয় এবং দায়িত্বশীল আচরণ করার ক্ষেত্রে ইসলামি নির্দেশনা (কুরআন ও হাদিস, নবি-রাসুলের জীবনী এবং ইসলাম শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে) অনুসন্ধান করবে এবং অনুসন্ধান করে যা যা পেল তা লিখে, বলে বা অন্য কোন উপায়ে প্রকাশ করবে।

কাজ ২: একক কাজ (৩০ মিনিট)
শিক্ষার্থীরা নিজেদের পরিবার, বিদ্যালয় বা সমাজে সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ কীভাবে চর্চা করেছে বা কীভাবে চর্চা হতে দেখেছে সেই অভিজ্ঞতা গল্প / কবিতা / ছড়া / চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে প্রকাশ করবে। কাজ শেষে শিক্ষার্থীরা তাদের কাজগুলো শিক্ষকের কাছে জমা দিবে।

কর্মদিবস ২: ৯০ মিনিট

কাজ ১: দলগত কাজ (১০ মিনিট)
শিক্ষার্থীদের অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে দায়িত্বশীল আচরণের ক্ষেত্রসমূহ শিক্ষকের সহযোগিতায় ক্লাস্টার বা গুচ্ছ করবে। এক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীদের পঠিত বিষয়বস্তুর (৪র্থ অধ্যায়: আখলাক) আলোকে ক্লাস্টার বা গুচ্ছ করা যেতে পারে। যেমন: মা-বাবা/ আত্মীয়স্বজন/ প্রতিবেশির প্রতি সদাচার, ইত্যাদি বিষয়বস্তু একটি ক্লাস্টারে সদাচার এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর প্রতি সহনশীলতা, সকলের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ইত্যাদি বিষয়বস্তু একটি ক্লাস্টারে সহাবস্থান নামে করা যেতে পারে।

কাজ ২: দলগত কাজ (৪০ মিনিট)
শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে ভূমিকাভিনয়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। দলগত আলোচনার মাধ্যমে স্ক্রিপ্ট/গল্প লিখবে, চরিত্র নির্বাচন করবে, কে কোন চরিত্রে অভিনয় করবে তা নির্ধারন করবে। শিক্ষক সকল দলের কাজ দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন (ফিডব্যাক) প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে যে গল্প বা স্ক্রিপ্ট যেন এমন হয় যা ১৫ মিনিটের মাঝে উপস্থাপন করা সম্ভব।

কাজ ৩: দলগত কাজ (৪০ মিনিট)
বিষয়বস্তু (চরিত্র) অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা দলে রিহার্সাল বা অনুশীলন করবে। শিক্ষক তাদের রিহার্সাল পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীরা অনুশীলন বা রিহার্সালের কাজটি বরাদ্দকৃত সময়ের মাঝে সম্পন্ন করতে না পারলে মূল্যায়ন উৎসব দিবসের আগে সুবিধাজনক সময়ে নিজেরা রিহার্সাল করবে।

কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসব): ১২০ – ১৮০ মিনিট

কাজ ১: দলগত কাজ (৬০ মিনিট)
শিক্ষার্থীরা তাদের তৈরি নাটিকা (ভূমিকাভিনয়) সকলের সামনে উপস্থাপনের পূর্বে শেষ রিহার্সাল করবে। শিক্ষক প্রতিটি দলের রিহার্সাল দেখে কাজটিকে আরো ভালভাবে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করবেন।

কাজ ২: দলগত কাজ (দলপ্রতি ১৫-২০ মিনিট)
শিক্ষার্থীরা দলে দলে তাদের প্রস্তুতি অনুযায়ী শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক ধারাবাহিকভাবে বিষয়বস্তুগুলো (সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ) ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করবে।

উপকরণ:

কর্মদিবস ১, কর্মদিবস ২ এবং কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসব) এর কাজগুলো করতে শিক্ষার্থীদের কাগজ (তাদের শ্রেণির কাজের খাতা থেকে নেয়া) এবং কলম ছাড়া অন্য কোন উপকরণের প্রয়োজন নেই।

শিক্ষকের কাজ:

সাধারণ কাজ-

- মূল্যায়নসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজ ও উপস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করবেন।
- শিক্ষার্থীরা ভুল করলেও তাদেরকে নিরুৎসাহিত না করে বরং বারবার চেষ্টা করতে উৎসাহ প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজ ও উপস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করে নির্ধারিত একক যোগ্যতাগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে পারদর্শিতার কোন স্তরে আছে, তা যাচাই করে নির্ধারিত ফরমে রেকর্ড করবেন।
- পর্যবেক্ষন করে রেকর্ড সংরক্ষণের ক্ষেত্রে 'পরিশিষ্ট ১' এ দেয়া ছক অনুসরণ করবেন।

কর্মদিবস ১: কাজ ১ এর ক্ষেত্রে-

- শিক্ষার্থীদেরকে সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণের ইসলাম ধর্মের নির্দেশনা সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তক অথবা অন্য কোন উৎস থেকে তথ্য অনুসন্ধান করতে সহযোগিতা করতে পারেন। এক্ষেত্রে, তথ্য অনুসন্ধানের জন্য পাঠ্যপুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়: কুরআন ও হাদিস; চতুর্থ অধ্যায়: আখলাক এবং পঞ্চম অধ্যায়: জীবনাদর্শ অংশের সহায়তা নিতে বলতে পারেন।
- দায়িত্বশীল আচরণের ইসলাম ধর্মের নির্দেশনাগুলো (বিধি-বিধান) শিক্ষার্থীর নিজ ভাষায় (নিজের অনুধাবন অনুযায়ী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ) প্রকাশ করতে উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষার্থীদের লেখা, বলা বা অন্যকোন ভাবে উপস্থাপন করা কাজের রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন এবং সেগুলো মূল্যায়ন করে পারদর্শিতার নির্দেশক অনুসারে 'পরিশিষ্ট ২' এ উল্লেখিত 'শিক্ষার্থীদের উপাত্ত সংগ্রহের ছক' এ লিপিবদ্ধ করবেন।

কর্মদিবস ১: কাজ ২ এর ক্ষেত্রে-

- শিক্ষার্থী নিজ পরিবার, বিদ্যালয় বা সমাজে সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ কীভাবে প্রয়োগ বা চর্চা করেছে সে অভিজ্ঞতার গল্প, কবিতা, ছড়া বা চিত্রাংকণ ইত্যাদির মাধ্যমে লিখতে বা আঁকতে বলবেন। শিক্ষার্থীর নিজের এ সংক্রান্ত আচরণের (সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ) অভিজ্ঞতা না থাকলে অন্যকারো অভিজ্ঞতা লিখতে বা আঁকতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণের অর্জিত অভিজ্ঞতাসমূহ (লিখিত/আঁকা) সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করবেন এবং সেগুলো মূল্যায়ন করে পারদর্শিতার নির্দেশক অনুসারে 'পরিশিষ্ট ২' এ উল্লেখিত 'শিক্ষার্থীদের উপাত্ত সংগ্রহের ছক' এ লিপিবদ্ধ করবেন।

কর্মদিবস ২: কাজ ১ এর ক্ষেত্রে-

- শিক্ষার্থীদের অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে দায়িত্বশীল আচরণের ক্ষেত্রসমূহ শিক্ষার্থীদের মতামতের ভিত্তিতে ক্লাস্টার বা গুচ্ছ করে নিবেন।
- শিক্ষার্থীদের পঠিত বিষয়বস্তুর (৪র্থ অধ্যায়: আখলাক) আলোকে ক্লাস্টার বা গুচ্ছ করবেন। যেমন: অসুস্থ ব্যক্তির সেবা, ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাবার প্রদান, অভাবগ্রস্তকে সাহযোগিতা এরূপ পৃথক পৃথক অভিজ্ঞতাগুলো একটি ক্লাস্টার বা গুচ্ছতে নিয়ে এসে 'পরোপকার' শিরোনাম দেওয়া যেতে পারে।
- ক্লাস্টার বা গুচ্ছকৃত দায়িত্বশীল আচরণের ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীদের আগ্রহের ভিত্তিতে ভূমিকাভিনয়ের জন্য দল গঠন করবেন। কোন দলেই ৫ জনের বেশি সদস্য না রাখাই ভালো।

কর্মদিবস ২: কাজ ২ এর ক্ষেত্রে-

- নির্বাচিত বিষয়বস্তুর উপর ভূমিকাভিনয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলবেন।

- শিক্ষার্থীদেরকে স্ক্রিপ্ট বা গল্প লিখতে বলুন এবং প্রতি দলের কাজ দেখে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।
- গল্প লেখা হয়ে গেলে দলে কে কোন ভূমিকা পালন করবে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহের ভিত্তিতে নির্ধারন করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের লেখা স্ক্রিপ্ট বা গল্পগুলোর একটি কপি (ছবি তুলে) সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করতে পারেন।
- শিক্ষার্থীরা স্ক্রিপ্ট লেখার কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে 'পরিশিষ্ট ১' এ দেয়া ছক অনুসরণ করে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

কর্মদিবস ২: কাজ ৩ এর ক্ষেত্রে-
- শিক্ষার্থীদেরকে দল এবং স্ক্রিপ্ট / গল্প অনুসারে নিজের ভূমিকা অনুশীলন (রিহার্সাল) করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের রিহার্সাল দেখে প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা ফলাবর্তন (ফিডব্যাক) প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীরা রিহার্সালে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে 'পরিশিষ্ট ১' এ দেয়া ছক অনুসরণ করে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসবের দিন): কাজ ১ এর ক্ষেত্রে-
- শিক্ষার্থীদের রিহার্সাল দেখে আরো ভাল কীভাবে করা যেতে পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা ফলাবর্তন (ফিডব্যাক) প্রদান করবেন।

কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসবের দিন): কাজ ২ এর ক্ষেত্রে-
- মূল্যায়ন উৎসবের দিন শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত বিষয়বস্তু ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে (প্রতিটি দল) উপস্থাপন করতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীদের ভূমিকাভিনয় দেখে 'পরিশিষ্ট ১' এ দেয়া ছক অনুসরণ করে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ বা PI পরিশিষ্ট ১ এ দেয়া আছে। শিক্ষার্থীর কোন পারদর্শিতা দেখে তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে তাও ছকে উল্লেখ করা আছে। নির্ধারিত কাজ যেই দিন সম্পন্ন হবে সেদিনই সংশ্লিষ্ট PI এর ইনপুট দেবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পরিশিষ্ট ২ এ সকল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক সংযুক্ত করা আছে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি ব্যবহার করে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

শিখনকালীন, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন সমন্বয়:

ইতোমধ্যে ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় প্রথম কয়েকটি শিখন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। একইভাবে বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।

ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন:

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কীভাবে শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের সমন্বয় করে ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছিল। একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন

ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া গেছে সেটিই উল্লেখ করা হয়েছিল।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে করা মূল্যায়নের তথ্যে একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া যাবে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করতে হবে।

কোনো শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি শিখনকালীন, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক সামষ্টিক মুল্যায়ন কোনো ক্ষেত্রেই PI এর ইনপুট না পাওয়া যায়, তাহলে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্টে সেই PI এর ইনপুটের জায়গা ফাঁকা থাকবে।

পরিশিষ্ট ৩ এ বাৎসরিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট দেয়া আছে। এই ফরম্যাট ব্যবহার করে প্রত্যেক পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জনের সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখপূর্বক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করবেন।
এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের রেকর্ড সংগ্রহের জন্য □, ○, △ এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হলেও ট্রান্সক্রিপ্টে এই চিহ্নগুলোর কোনো উল্লেখ থাকবে না। তবে ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাটে উল্লেখিত চিহ্নগুলোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পারদর্শিতার মাত্রা টিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে।

আচরণিক নির্দেশক

পরিশিষ্ট ৪ এ আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেয়া আছে। ষান্মাসিক মূল্যায়নের মতোই বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, পরিশিষ্ট ৫ এর ছক ব্যবহার করে আচরণিক নির্দেশকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ১০ টি বিষয়ের আচরণিক নির্দেশকের অর্জিত মাত্রা বা পর্যায়ের সমন্বয় করে চুড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/শ্রেণি শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ১০ জন বিষয় শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত BI এর ইনপুট সমন্বয় করে আচরণিক নির্দেশকের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করবেন।

আচরণিক নির্দেশকে ১০টি বিষয়ের সমন্বয়ের শর্তগুলো হলো:

- একটি আচরণিক নির্দেশকের জন্য ১০টি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী যেই পর্যায়টি সবচেয়ে বেশি বার পাবে সেইটিই হবে ঐ আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৩টি বিষয়ে △ এবং ৩টি বিষয়ে □ পায়, তবে ১ম আচরণিক নির্দেশকে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হলো ○।

- যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোনো আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো একটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বার ইনপুট না পায়, অর্থাৎ একাধিক পর্যায়ে সমান সংখ্যক ইনপুট পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তারমধ্যে অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায় বিবেচনা করতে হবে।
    - উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৪টি বিষয়ে △ এবং ২টি বিষয়ে □ পায়, তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে △।
    - আবার কোনো শিক্ষার্থী একই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি ৪টি বিষয়ে ○, ২টি বিষয়ে △ এবং ৪টি বিষয়ে □ পায়, তবে তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে ○।

শ্রেণি উত্তরণ নীতিমালা

শ্রেণি উত্তরণের বিষয়ে দুইটি দিক বিবেচনা করা হবে;

১। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার,

২। বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা।

১। শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে কিনা সেটা প্রাথমিক বিবেচ্য; তার বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারের উপর ভিত্তি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। **বিদ্যালয়ে মোট কর্মদিবসের অন্তত ৭০% উপস্থিতি নিশ্চিত হলে তাকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং বছর শেষে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার বিবেচনায় সে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হবে। যেহেতু নতুন শিক্ষাক্রম চলমান শিক্ষাবর্ষে (২০২৩) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, কাজেই এই বছরের জন্য মোট কর্মদিবসের কমপক্ষে ৫০% উপস্থিতি থাকলেও কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে।** এছাড়াও এখানে উল্লেখ্য, জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উপস্থিতির হার ৫০% এর কম হলেও শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রেণি উত্তরণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করতে পারেন; তবে তার জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ও তার সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ থাকতে হবে।

২। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো পারদর্শিতার নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা। সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ের ট্রান্সক্রিপ্টে সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা যদি □ স্তরে থাকে, তবে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।

বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- পারদর্শিতার বিবেচনায় কোনো শিক্ষার্থী যদি পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হয়, তবে শুধুমাত্র উপস্থিতির হারের ভিত্তিতে তাকে উত্তীর্ণ করানো যাবে না।
- পারদর্শিতার বিবেচনায় যদি শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য বিবেচিত হয়, কিন্তু উপস্থিতির হার নির্ধারিত হারের চেয়ে কম থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকগণের সমন্বিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিদ্যালয় ওই শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য ন্যূনতম উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে

পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ডের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ড বলতে ষান্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড বোঝাবে। এক্ষেত্রে বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টও এই পূর্বতন রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে।

- একইভাবে যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রেও উপরোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন দুই ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে শিখনকালীন মূল্যায়নের পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।
- উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হলেও সকল শিক্ষার্থী বছর শেষে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট পাবে।
- কোনো শিক্ষার্থীকে যদি পরবর্তী বছরে একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি করতে হয় তবে তার শিখন এগিয়ে নেবার জন্য একটি আত্মউন্নয়ন পরিকল্পনা (self development plan) করতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা দেবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে শিখন ঘাটতি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে ওই শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছয় মাসের একটি শিখন উন্নয়ন পরিকল্পনা (learning enhancement strategy) করতে হবে যাতে সে তার শিখন ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে। শিক্ষক কীভাবে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবেন এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।

রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ: নৈপুণ্য

ইতোমধ্যেই আপনারা ষান্মাসিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করেছেন, যেখানে সকল পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়ের বিবরণ থাকে। এই ট্রান্সক্রিপ্টে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বছর শেষে এক নজরে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন করা হবে যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার সার্বিক পারদর্শিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া থাকবে, যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে এবং অভিভাবকরা সহজেই শিক্ষার্থীর অবস্থান বুঝতে পারেন। পরিশিষ্ট ৬ এ রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে। মুলত মূল্যায়ন অ্যাপের মাধ্যমেই ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অ্যাপ থেকে সম্ভব না হলে শিক্ষকগণ এই ফরম্যাট ফটোকপি করে ম্যানুয়ালি রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারেন।

রিপোর্ট কার্ডে কোনো বিষয়েরই PI সমূহ উল্লেখ করা থাকবে না। বরং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান কয়েকটি নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্রের** মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। আপনারা জানেন, কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করতে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক PI নির্ধারণ করা আছে। তেমনি কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জন সমন্বিতভাবে প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। (পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রদত্ত বিষয়ের ধারণায়নে বর্ণিত ডাইমেনশন থেকে নেয়া হয়েছে। কারণ বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতাসমূহ মুলত এই ডাইমেনশন গুলোকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে।)
বিষয়টি দেখা যায় এভাবে:

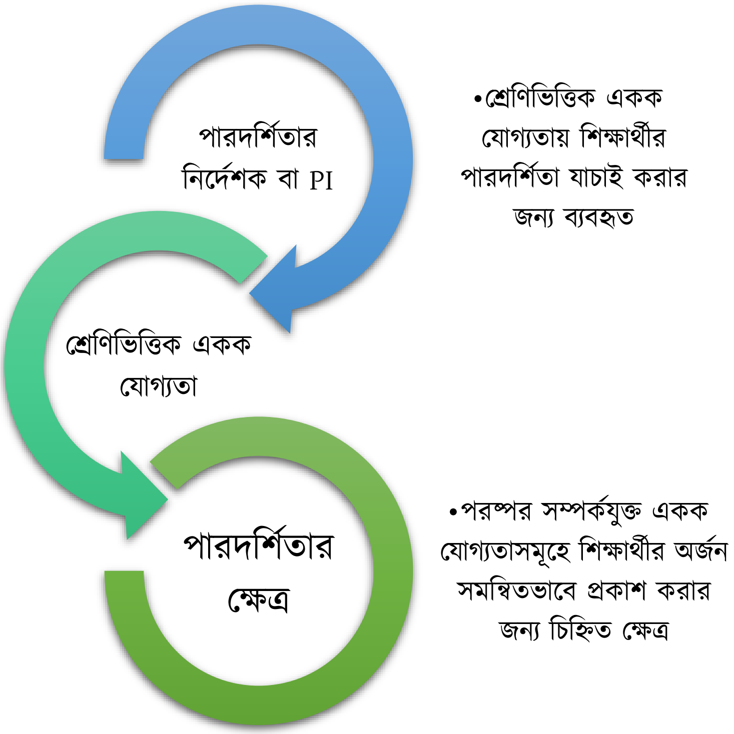

ধর্মের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

১। ধর্মীয় জ্ঞান

২। ধর্মীয় বিধি-বিধান

৩। ধর্মীয় মূল্যবোধ

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, "ধর্মীয় বিধি-বিধান" ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট PI সমূহ নিম্নরূপ:

ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতা**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান	৬.২ ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা	৬.২.১ শিক্ষার্থী তার পক্ষে সম্ভবপর ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান চর্চা করছে

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা

রিপোর্ট কার্ড বা সনদে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, পারদর্শিতার ক্ষেত্রের শিরোনাম দিয়ে শিক্ষার্থী আদৌ কী করতে পারে তা স্পষ্ট হয় না, তাই প্রতি শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার

ক্ষেত্রের একটি বর্ণনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার বর্ণনা নিম্নরূপ:

ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা
১। ধর্মীয় জ্ঞান	ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জানতে আগ্রহ প্রদর্শণ করেছে।
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান	ধর্মের বিধি-বিধান উপলব্ধি করে চর্চার চেষ্টা করেছে।
৩। ধর্মীয় মূল্যবোধ	ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সংগে মিলেমিশে থেকেছে।

পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান কীভাবে নিরূপিত হবে?

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। যেহেতু প্রতিটি বিষয়ে পারদর্শিতার নির্দেশকের সংখ্যা অনেকগুলো এবং এদের পর্যায় মাত্র ৩টি, এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান বোঝা সম্ভব হয় না। সেজন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহের সমন্বয় করে ওই ক্ষেত্রে তার অবস্থান বোঝানো হবে। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক সকলেই যাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে এজন্য এই অবস্থানকে একটি ৭-স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেল দিয়ে প্রকাশ করা হবে।

পারদর্শিতার এই স্তরগুলো নিম্নরূপ:

1. অনন্য (Upgrading)
2. অর্জনমুখী (Achieving)
3. অগ্রগামী (Advancing)
4. সক্রিয় (Activating)
5. অনুসন্ধানী (Exploring)
6. বিকাশমান (Developing)
7. প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার সনদে ৭ স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হবে এভাবে:

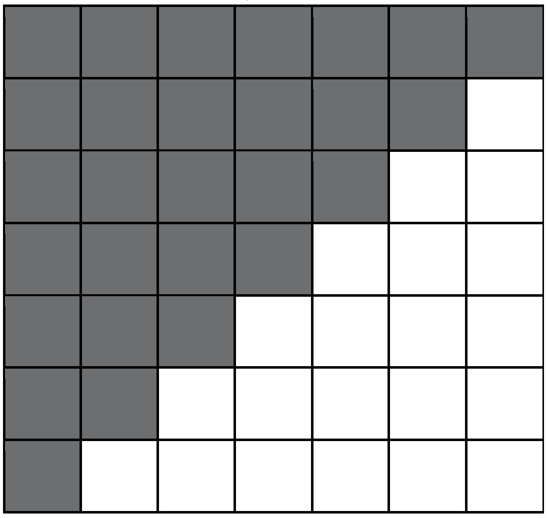

অনন্য (Upgrading)

অর্জনমুখী (Achieving)

অগ্রগামী (Advancing)

সক্রিয় (Activating)

অনুসন্ধানী (Exploring)

বিকাশমান (Developing)

প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের উপায়

আগেই বলা হয়েছে, প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান মূলত নির্ভর করবে PI সমূহে তার অর্জিত সর্বোচ্চ (△ চিহ্নিত পর্যায়) ও সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার পার্থক্যের উপর।

এই কাজটি করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করতে হবে:

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা} - \text{অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা}}{\text{মোট PI এর সংখ্যা}} * ১০০\%$$

উদাহরণস্বরূপ, ‘ধর্মীয় মূল্যবোধ’ শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট PI ২টি (৬.৩.১ এবং ৬.৩.২)। কোনো শিক্ষার্থী এই ২টি PI এর মধ্যে ১টিতে সর্বোচ্চ পর্যায় (△ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে। অন্যটিতে সর্বনিম্ন পর্যায় (□ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে।

এখানে,

মোট PI এর সংখ্যা	:	২টি
অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি
অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি

তাহলে তার পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান হবে,

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{১ - ১}{২} * ১০০\% = ০\%$$

এই মানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হবে শিক্ষার্থীর অবস্থান পারদর্শিতার কোন স্তরে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ঋনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা (△ চিহ্নিত পর্যায়) সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার চেয়ে কম হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান শূন্য হবে:

- যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সমান হয়।
- অথবা, যদি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সবগুলো PI তে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়ে থাকে।

নিচের ছকে পারদর্শিতার সবগুলো স্তর নির্ধারণের শর্তগুলো দেয়া হলো:

পারদর্শিতার স্তর	পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের শর্ত
1. অনন্য (Upgrading)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = ১০০%
2. অর্জনমুখী (Achieving)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ৫০%
3. অগ্রগামী (Advancing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ২৫%
4. সক্রিয় (Activating)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ০%
5. অনুসন্ধানী (Exploring)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -২৫%
6. বিকাশমান (Developing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -৫০%
7. প্রারম্ভিক (Elementary)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = -১০০%

তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী উপরের উদাহরণে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ০% হলে ওই শিক্ষার্থীর অবস্থান হবে ‘সক্রিয় (Activating)’। রিপোর্ট কার্ড বা সনদে, ‘ধর্মীয় মূল্যবোধ’ পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য তার অবস্থান উল্লেখ করা হবে এভাবে:

ধর্মীয় মূল্যবোধ						
ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সংগে মিলেমিশে থেকেছে						

এখন নিচের ছকে দেখা যাক, ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোনটি ষষ্ঠ শ্রেণির কোন কোন একক যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এই এক বা একাধিক যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট PI কোনগুলো।

ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
১। ধর্মীয় জ্ঞান	৬.১ ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে ও উপলব্ধি করে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হতে পারা	৬.১.১ শিক্ষার্থী ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের ধারণা প্রকাশ করছে ৬.১.২ শিক্ষার্থী ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ এর উপর ভিত্তি করে নিজের আগ্রহ প্রসূত প্রশ্ন করছে

ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান	৬.২ ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা	৬.২.১ শিক্ষার্থী তার পক্ষে সম্ভবপর ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান চর্চা করছে
৩। ধর্মীয় মূল্যবোধ	৬.৩ ইসলামি জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে সৃষ্টির প্রতি সযত্ন ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা এবং সকলের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারা	৬.৩.১ শিক্ষার্থী ইসলামী জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নিজ জীবনে প্রয়োগ করছে ৬.৩.২ শিক্ষার্থী সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করে সকলের সাথে সহাবস্থান করছে

পারদর্শিতার সনদ বা রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ ও তাদের শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা, এবং তাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য)।

আচরণিক নির্দেশকের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক নির্দেশকের জন্যেও নির্দিষ্ট কিছু **আচরনিক ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণিক নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় সমন্বয় করে নির্দিষ্ট **আচরণিক ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর ফলাফল নিরূপণ করা হবে। রিপোর্ট কার্ডে পারদর্শিতা ও আচরণিক ক্ষেত্র দুইই উল্লেখ করা থাকবে, যা দেখে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থার একটি চিত্র বোঝা যাবে।

শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করবেন, বিষয় শিক্ষক তার নির্দিষ্ট বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করে বিষয়ভিত্তিক ফলাফল জমা দেবেন। আচরণিক ক্ষেত্রের জন্য শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করবেন।

রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখিত আচরণিক ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ

২। নিষ্ঠা ও সততা

৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখিত ১০টি আচরণিক নির্দেশকের প্রত্যেকটি উপরের কোনো না কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। PI এর ইনপুট হিসেব করে যেভাবে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার ক্ষেত্রে ফলাফল নিরূপণ করা হবে, একইভাবে BI এর ইনপুটের ভিত্তিতে উপরের ৩ টি আচরনিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করতে হবে। সকল শ্রেণির জন্য একই আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর

ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক ক্ষেত্রের জন্যেও সংশ্লিষ্ট BI এ শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় একই সুত্র ব্যবহার করে হিসেব করে ৭ স্তর বিশিষ্ট স্কেলে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে।

নিচের ছকে আচরণিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট BI সমূহ উল্লেখ করা হলো।

আচরণিক ক্ষেত্র	আচরণিক নির্দেশক বা BI
১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	১। দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে ২। নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে ৯। দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে ১০। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে
২। নিষ্ঠা ও সততা	৩। নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে ৪। শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে ৫। পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে ৬। দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে
৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা	৭। নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে ৮। অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে

* বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা নির্দিষ্ট করা থাকবে না।

রিপোর্ট কার্ড প্রণয়নের এই পুরো প্রক্রিয়া আরো ভালভাবে স্পষ্ট করার জন্য একটি অনলাইন গাইডলাইন আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। কোনো শিক্ষকের এই বিষয়ে আর কোনো অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা এই গাইডলাইনের মাধ্যমে দূর হবে আশা করা যায়।

মূল্যায়ন অ্যাপ

মূল্যায়নের কাজ সহজ এবং দ্রুততম সময়ে করার জন্য একটি মূল্যায়ন অ্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অ্যাপ এর সাহায্যে আপনারা নির্ধারিত সময়ে PI এর ইনপুট দিতে পারবেন, এবং খুব সহজেই শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ও রিপোর্ট কার্ড আউটপুট হিসেবে নিতে পারবেন। ম্যানুয়ালি যেভাবে আপনাদের PI এর অর্জিত পর্যায় হিসাব করে ফলাফল তৈরি করতে হয়, তা অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে। অচিরেই মূল্যায়ন অ্যাপ এবং এর ব্যবহারের নীতিমালা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, সেখানে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

পরিশিষ্ট ১

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI) –

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা নির্দেশক (PI) নং	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
৬.২ ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা	৬.২.১	শিক্ষার্থী তার পক্ষে সম্ভবপর ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান চর্চা করছে	শিক্ষার্থী ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধানগুলোর তাৎপর্য অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশে শিখন পরিবেশে অনুসরণ করছে।	শিক্ষার্থী ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধানগুলোর তাৎপর্য অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশ ছাড়া শিখন পরিবেশে অনুসরণ করছে।	শিক্ষার্থী ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধানগুলোর তাৎপর্য অনুধাবন করে বিধি-বিধানের শিক্ষা স্বপ্রণোদিত হয়ে ব্যক্তি জীবনে আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ করছে।	কর্মবিদস ১: শিক্ষার্থীদের লেখা, বলা বা অন্য কোন উপায়ে উপস্থাপিত 'সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ' সংক্রান্ত প্রতিবেদন।
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশে সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ সংক্রান্ত ইসলামের নির্দেশনাসমূহ (বিধি-বিধান) পাঠ্যপুস্তক থেকে অনুসন্ধান করে কুরআন-হাদিসের বানী লিখে, বলে বা অন্য কোন উপায়ে উপস্থাপন করেছে।	শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশে সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ সংক্রান্ত ইসলামের নির্দেশনাসমূহ (বিধি-বিধান) পাঠ্যপুস্তক থেকে অনুসন্ধান করে কুরআন-হাদিসের বানী নিজ ভাষায় লিখে, বলে বা অন্য কোন উপায়ে উপস্থাপন করেছে।	শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশে সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণের তাৎপর্য অনুধাবন করে ইসলামের নির্দেশনাসমূহ (বিধি-বিধান) বিভিন্ন মাধ্যম থেকে অনুসন্ধান করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছে।	
৬.৩ ইসলামি জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে	৬.৩.১	শিক্ষার্থী ইসলামি জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নিজ জীবনে প্রয়োগ করছে	শিক্ষার্থী ইসলামি জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলি শ্রেণিকক্ষে তার কাজে প্রকাশ করছে	শিক্ষার্থী ইসলামি জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলি শিখন পরিবেশে সচেতনভাবে আচরণে প্রকাশ	শিক্ষার্থী ইসলামি জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলি যেকোন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ করছে	কর্মদিবস ১: শিক্ষার্থীদের গল্প, কবিতা, ছড়া বা চিত্রাঙ্কন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করা সদয় ও দায়িত্বশীল

নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে সৃষ্টির প্রতি সযত্ন ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা এবং সকলের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারা				করছে		আচরণের উদাহরণ / অভিজ্ঞতা।
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			শিক্ষার্থী অন্যের দায়িত্বশীল আচরণ প্রয়োগ বা চর্চা দেখে বা শুনে তা গল্প, কবিতা, ছড়া বা চিত্রাঙ্কন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করেছে	শিক্ষার্থী নিজে পরিবারে সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ কীভাবে প্রয়োগ বা চর্চা করে/করেছে তা গল্প, কবিতা, ছড়া বা চিত্রাঙ্কন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করেছে	শিক্ষার্থী নিজ পরিবার ও বিদ্যালয় বা সমাজে সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ কীভাবে প্রয়োগ বা চর্চা করে/করেছ তা গল্প কবিতা, ছড়া বা চিত্রাঙ্কন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করেছে	
	৬.৩.২	শিক্ষার্থী সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করে সকলের সাথে সহাবস্থান করছে	শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের সাথে সদয় আচরণ করেছে	শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের সাথে সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করেছে	শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের সাথে সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণের মাধ্যমে সহাবস্থান করেছে	কর্মদিবস ২: শিক্ষার্থীদের স্ক্রিপ্ট তৈরির পরিকল্পনা এবং কাজ। কর্মদিবস ৩: শিক্ষার্থীদের ভূমিকাভিনয়।
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			শিক্ষার্থী ভূমিকাভিনয়ের পরিকল্পনা, গল্প বা স্ক্রিপ্ট প্রণয়নের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছে	শিক্ষার্থী ভূমিকাভিনয়ের পরিকল্পনা, গল্প বা স্ক্রিপ্ট প্রণয়ন ইত্যাদি কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে।	শিক্ষার্থী ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ দিকগুলো প্রকাশ করতে পেরেছে	

পরিশিষ্ট ২

শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষক নির্ধারিত কাজ চলাকালীন অথবা কাজ শেষ হলে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন				
প্রতিষ্ঠানের নাম:		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর: তারিখ:		
শ্রেণি:		বিষয়:		
		প্রযোজ্য PI নং		
আইডি	**নাম**	**৬.২.১**	**৬.৩.১**	**৬.৩.২**
		☐○△	☐○△	☐○△
		☐○△	☐○△	☐○△
		☐○△	☐○△	☐○△
		☐○△	☐○△	☐○△
		☐○△	☐○△	☐○△
		☐○△	☐○△	☐○△
		☐○△	☐○△	☐○△
		☐○△	☐○△	☐○△
		☐○△	☐○△	☐○△
		☐○△	☐○△	☐○△
		☐○△	☐○△	☐○△
		☐○△	☐○△	☐○△
		☐○△	☐○△	☐○△
		☐○△	☐○△	☐○△
		☐○△	☐○△	☐○△
		☐○△	☐○△	☐○△
		☐○△	☐○△	☐○△
		☐○△	☐○△	☐○△
		☐○△	☐○△	☐○△
		☐○△	☐○△	☐○△
		☐○△	☐○△	☐○△
		☐○△	☐○△	☐○△
		☐○△	☐○△	☐○△
		☐○△	☐○△	☐○△
		☐○△	☐○△	☐○△
		☐○△	☐○△	☐○△
		☐○△	☐○△	☐○△
		☐○△	☐○△	☐○△

শ্রেণি:		বিষয়:		
		প্রযোজ্য PI নং		
আইডি	**নাম**	**৬.২.১**	**৬.৩.১**	**৬.৩.২**
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৩

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীদের ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি: ______________	শ্রেণি: ৬ষ্ঠ	বিষয়: ইসলাম শিক্ষা	শিক্ষকের নাম:

পারদর্শিতার নির্দেশকের মাত্রা

পারদর্শিতার নির্দেশক	শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা		
৬.১.১ শিক্ষার্থী ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের ধারণা প্রকাশ করছে	শিক্ষার্থী ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের প্রাথমিক ধারণা নিজ ভাষায় সাধারণভাবে লিখে, বলে বা অন্য কোন উপায়ে প্রকাশ করছে	শিক্ষার্থী ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের প্রাথমিক ধারণা উদাহরণসহ নিজ ভাষায় ব্যাখ্যা করে প্রকাশ করছে	শিক্ষার্থী ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের প্রাথমিক ধারণা একাধিক উপায়ে ব্যক্তি জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করে ব্যাখ্যা করে প্রকাশ করছে
৬.১.২ শিক্ষার্থী ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ এর উপর ভিত্তি করে নিজের আগ্রহ প্রসূত প্রশ্ন করছে			
	শিক্ষার্থী দেয়ালপত্রিকা তৈরির কাজটি করতে গিয়ে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে কেবল তথ্য জানতে চেয়ে প্রশ্ন করেছে	শিক্ষার্থী দেয়ালপত্রিকা তৈরির কাজটি করতে গিয়ে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে প্রশ্ন করেছে	শিক্ষার্থী দেয়ালপত্রিকা তৈরির কাজটি করতে গিয়ে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কিত বিভিন্ন বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্ন করেছে
৬.২.১ শিক্ষার্থী তার পক্ষে সম্ভবপর ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান চর্চা করছে	শিক্ষার্থী ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধানগুলোর তাৎপর্য অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশে শিখন পরিবেশে অনুসরণ করছে	শিক্ষার্থী ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধানগুলোর তাৎপর্য অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশ ছাড়া শিখন পরিবেশে অনুসরণ করছে	শিক্ষার্থী ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধানগুলোর তাৎপর্য অনুধাবন করে বিধি-বিধানের শিক্ষা স্বপ্রণোদিত হয়ে ব্যক্তি জীবনে আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ করছে
৬.৩.১ শিক্ষার্থী ইসলামি জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নিজ জীবনে প্রয়োগ করছে	শিক্ষার্থী ইসলামি জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলি শ্রেণিকক্ষে তার কাজে প্রকাশ করছে	শিক্ষার্থী ইসলামি জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলি শিখন পরিবেশে সচেতনভাবে আচরণে প্রকাশ করছে	শিক্ষার্থী ইসলামি জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলি যেকোন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ করছে
৬.৩.২ শিক্ষার্থী সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করে সকলের সাথে সহাবস্থান করছে	শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের সাথে সদয় আচরণ করেছে	শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের সাথে সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করেছে	শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের সাথে সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণের মাধ্যমে সহাবস্থান করেছে

পরিশিষ্ট ৪

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
1. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
2. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
3. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
4. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
5. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
6. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
7. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে

8. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
9. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
10. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম:		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর: তারিখ:

শ্রেণি:	বিষয়:

		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি:		বিষয়:									
		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৬

পারদর্শিতার সনদ বা রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট

শিক্ষাক্রম
২০২২

যোগ্যতাভিত্তিক

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

একীভূত

শিখনকালীন মূল্যায়ন

সহযোগিতামূলক

নৈপুণ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শিক্ষার্থীর আইডি : ....

শ্রেণি : ৬ষ্ঠ .... শিক্ষাবর্ষ : ....

বিষয়সমূহ

- বাংলা
- ইংরেজি
- গণিত
- বিজ্ঞান
- ডিজিটাল প্রযুক্তি
- ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- জীবন ও জীবিকা
- ধর্ম শিক্ষা
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা
- শিল্প ও সংস্কৃতি

বাংলা

যোগাযোগ	ভাষারীতি	প্রায়োগিক যোগাযোগ
পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত ভাষায় যোগাযোগ করেছে	বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন অর্থবৈচিত্র্যমূলক বাক্য তৈরি করেছে	বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় লিখতে পেরেছে

সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ	মানবিক চিন্তন
সাহিত্যরস উপভোগ করে নিজের কল্পনা ও অনুভূতি সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে	কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে নিজের মত দিয়েছে ও অন্যের মতের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে

English

Communication	Linguistic norms	Democratic practice
Communicates with relevance to a given context	Uses appropriate vocabulary and expressions as required in the context	Values democratic atmosphere in communication and participates accordingly

Creative expression
Comprehends and relates to literary texts

গণিত

গাণিতিক অনুসন্ধান	সংখ্যা ও পরিমাণ	জ্যামিতিক আকৃতি
সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যাচাই করেছে	গাণিতিক সমস্যা সমাধানে যথাযথ ভাষা ও কৌশলের প্রয়োগ করেছে	নিয়মিত জ্যামিতিক আকৃতি চিনতে পেরেছে এবং সেগুলো পরিমাপ করতে পেরেছে

গাণিতিক সম্পর্ক	সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ
সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ও সূত্র ব্যবহার করেছে	প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখেছে

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তথ্য প্রমাণ ও বস্তুনিষ্ঠতার উপর জোর দিয়েছে

বস্তুর গঠন ও আচরণ
পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক গঠন ও আচরণের সম্পর্ক অনুসন্ধান করেছে

বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া
বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনায় শক্তির স্থানান্তর অনুসন্ধান করেছে

স্থিতি ও পরিবর্তন
কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে

বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ
মানুষ ও প্রকৃতির উপর প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগে সচেষ্ট হয়েছে

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ডিজিটাল সাক্ষরতা
প্রযুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের দায়িত্বশীল ব্যাবহার করতে পেরেছে

আইসিটি সক্ষমতা
ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ করেছে

ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন
অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্য আদানপ্রদানের কৌশল ব্যাখ্যা করেছে

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার
সামাজিক রীতি-নীতি, ঝুঁকি ও নৈতিক দিক বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করছে

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

আত্মপরিচয়
লিখিত ও অলিখিত উৎস থেকে তথ্য নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের আত্মপরিচয় ও ইতিহাস অন্বেষণ করেছে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা
বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান অনুসন্ধান করেছে

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো
বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কীভাবে মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করে তা অনুসন্ধান করেছে

সম্পদ ব্যবস্থাপনা
সময় ও অঞ্চলভেদে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে গড়ে ওঠে তা অনুসন্ধান করেছে

পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা
সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের সাপেক্ষে সমাজের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে নিজ প্রেক্ষাপটে দায়িত্বশীল আচরণ করেছে

জীবন ও জীবিকা

আত্মউন্নয়ন

নিজের পছন্দ ও সক্ষমতা বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দায়িত্বশীল কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং

পেশার পরিবর্তন এবং তার সংগে নতুন নতুন দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা বুঝে তা অর্জনের জন্য নিজ প্রেক্ষাপটে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে

পেশাগত দক্ষতা

নির্দিষ্ট পেশা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ও আগ্রহ প্রদর্শন করতে পেরেছে

ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা

পেশায় ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব জেনে অভিযোজনের প্রস্তুতি নিতে পারছে

ধর্ম শিক্ষা

ধর্মীয় জ্ঞান

ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জানতে আগ্রহ প্রদর্শন করেছে

ধর্মীয় বিধিবিধান

ধর্মের বিধি-বিধান উপলব্ধি করে চর্চার চেষ্টা করেছে

ধর্মীয় মূল্যবোধ

ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সংগে মিলেমিশে থেকেছে

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

আত্মপরিচর্যা

শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন উপলব্ধি করে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যায় উদ্যোগী হয়েছে

আবেগিক বুদ্ধিমত্তা

কাউকে কষ্ট না দিয়ে নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করেছে

সামাজিক বুদ্ধিমত্তা

পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছে

শিল্প ও সংস্কৃতি

পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর

প্রকৃতির রূপ ও ঘটনাপ্রবাহ নিজের মতো করে বিভিন্নভাবে প্রকাশের আগ্রহ প্রদর্শন করেছে

নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ

শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার পরিবেশনা উপভোগ করতে পারছে এবং সম্পৃক্ত হতে আগ্রহ প্রকাশ করছে

যাপিত জীবনে নান্দনিকতা

দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার প্রকাশ করছে

আচরণিক নির্দেশক

অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ						

নিষ্ঠা ও সততা						

পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা						

মূল্যায়নের স্কেল

■■■■■■■	=	অনন্য (Upgrading)
■■■■■■□	=	অর্জনমুখী (Achieving)
■■■■■□□	=	অগ্রগামী (Advancing)
■■■■□□□	=	সক্রিয় (Activating)
■■■□□□□	=	অনুসন্ধানী (Exploring)
■■□□□□□	=	বিকাশমান (Developing)
■□□□□□□	=	প্রারম্ভিক (Elementary)

উপস্থিতির হার : .... %

শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য :

....

....

....

....

....

....

শিক্ষার্থীর মন্তব্য :

যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছি:

....

....

আরো উন্নতির জন্য যা যা করতে চাই:

....

....

....

....

....

....

অভিভাবকের মন্তব্য :

আমার সন্তান যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে:

....

....

আমার সন্তানের উন্নয়নে আমি যা করতে পারি:

....

....

....

....

....

....

....	....	....
শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
তারিখ :	তারিখ :	তারিখ :

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষাক্রম ২০২২

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: জীবন ও জীবিকা | ষষ্ঠ শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

সহযোগিতামূলক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ষষ্ঠ শ্রেণির বাৎসরিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয় : জীবন ও জীবিকা

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৩

বাৎসরিক মূল্যায়ন : জীবন ও জীবিকা

ভূমিকা

সুপ্রিয় শিক্ষক, আপনারা ইতোমধ্যেই জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুযায়ী অনুষ্ঠিত মূল্যায়ন কার্যক্রমের সাথে পরিচিত হয়েছেন। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, এবারের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বছরে দুটি সামষ্টিক মূল্যায়ন রাখা হয়েছে, যার মধ্যে একটি বছরের প্রথম ছয় মাসের শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় জীবন ও জীবিকা বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালনা করবেন, সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আপনারা মূল্যায়ন করেছেন। ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি অ্যাসাইনমেন্ট বা কাজ শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে হয়েছে, বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি নির্ধারিত কাজ/অ্যাসাইনমেন্ট শিক্ষার্থীরা সম্পন্ন করবে। এই কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, কাজের প্রক্রিয়া, ফলাফল ইত্যাদি সবকিছুই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। মূল্যায়নের নির্ধারিত কাজ/অ্যাসাইনমেন্ট কার্যক্রম চলাকালে বিভিন্নভাবে আপনি শিক্ষার্থীকে সহায়তা দেবেন, তবে কাজের প্রক্রিয়া কী হবে বা সমস্যা সমাধান কীভাবে করতে হবে, তা শিক্ষার্থীরাই নির্ধারণ করবে। কাজের বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকে আপনি শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা কীভাবে নিরূপণ করবেন, তার বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তী অংশে দেওয়া রয়েছে।

শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই জীবন ও জীবিকা বিষয়ের শিখনকালীন মূল্যায়ন চলমান আছে, যা শিখন অভিজ্ঞতাসমূহের বিভিন্ন ধাপে আপনারা পরিচালনা করছেন। এই মূল্যায়নের একটা বড় কাজ হলো, শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদান, যার মূল উদ্দেশ্য তাদের শিখনে সহায়তা দেওয়া। এই চলমান মূল্যায়নের তথ্য শিক্ষার্থীর অনুশীলন বই, তাদের করা বিভিন্ন কাজের নমুনা যেমন: পোস্টার, মডেল, প্রশ্নপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। এর বাইরেও বছর জুড়ে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক ব্যবহার করে আপনারা শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য সংরক্ষণ/রেকর্ড রেখেছেন। এছাড়া ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের সময় নির্ধারিত কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের সাহায্যে আপনারা মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করেছেন। পরবর্তীতে শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন।

ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট অ্যাসাইনমেন্ট সম্পন্ন করবে এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে তার মূল্যায়নের তথ্য সংরক্ষণ/রেকর্ড করতে হবে। এই মূল্যায়নের তথ্যের সাথে ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং অবশিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।

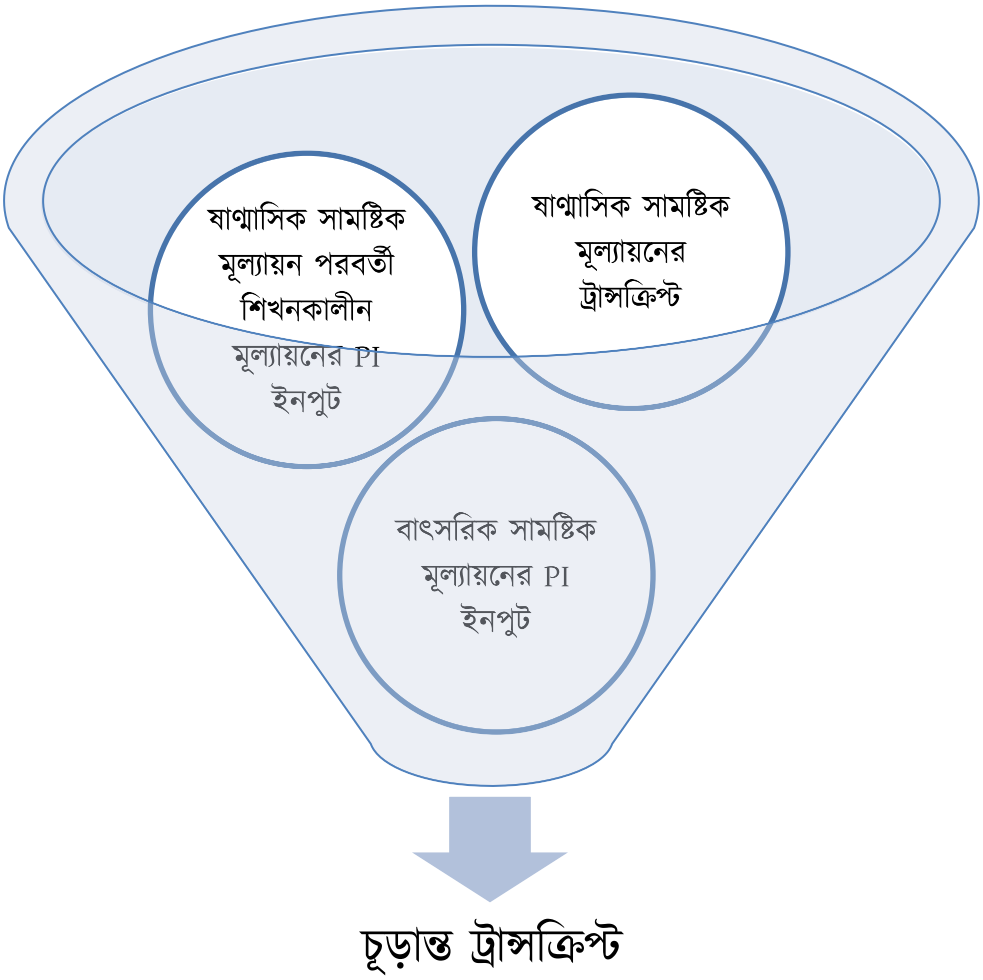

সাধারণ নির্দেশনা

- শুরুতেই ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিয়ে জীবন ও জীবিকা বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালিত হবে, তার নিয়মাবলি শিক্ষার্থীদের জানাবেন। এই মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা কী তা যেন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। ষষ্ঠ শ্রেণির মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন যাতে সবাই ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য প্রদত্ত কাজটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে সর্বমোট তিনটি সেশন বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম দুইটি সেশনে ৯০ মিনিট করে, এবং শেষ সেশনে তিন থেকে চার ঘণ্টা (বা বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা অনুযায়ী) সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজগুলো শেষ করবেন। তবে শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বেশি হলে শিক্ষক শেষ সেশনে কিছুটা বেশি সময় ব্যবহার করতে পারবেন।
- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।
- শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কাজ সেশন চলাকালেই করবে, বাড়িতে গিয়ে করার জন্য খুব বেশি কাজ না রাখা ভালো। লক্ষ রাখতে হবে, এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে, এবং পুরো অভিজ্ঞতাটি যেন তাদের জন্য আনন্দময় হয়।

- উপস্থাপনে যথাসম্ভব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেবেন, উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকদের যাতে কোনো আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে না হয়, সেদিকে নজর রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন, মডেল/পোস্টার/ছবি ইত্যাদির চাকচিক্যে মূল্যায়ন হেরফের হবে না। বরং বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ, সম্ভব হলে ফেলনা জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দিন।
- বিষয়ভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজনে যেকোনো উৎস শিক্ষার্থী ব্যবহার করতে পারবে। তবে কোনো উৎস থেকেই হুবহু তথ্য তুলে দেওয়া যাবে না, বরং উৎস থেকে তথ্য ব্যবহার করে সে নির্ধারিত সমস্যার সমাধান করতে পারছে কি না, এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারছে কি না, তার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করবেন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজ

ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে ইতোমধ্যে এই শ্রেণির জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা চর্চা করার সুযোগ পেয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী অর্পিত কাজটি সাজানো হয়েছে।

এক নজরে জীবন ও জীবিকার বাৎসরিক মূল্যায়ন

দিন	নির্ধারিত কাজ	যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক (পি আই)
প্রথম	বিদ্যালয়ভিত্তিক সমস্যা খুঁজি এবং সমাধানের প্রস্তুতি নিই	৬.৩ দলগতভাবে বিদ্যালয় বা সামাজিক/ স্থানীয় কোনো সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের একাধিক উপায় অন্বেষণ করা এবং কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে ফলপ্রসু সমাধান চিহ্নিত করতে পারা এবং দলগতভাবে দায়িত্ব ভাগ করে সমাধানের প্রয়াস নিতে পারা।	**৬.৩.১** কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক মনোভাব বজায় রেখে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস নেওয়া।
দ্বিতীয়	আগামীর স্বপ্ন বুনি	৬.১ নিজের পছন্দ যোগ্যতা বিবেচনা করে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা এবং স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের কৌশল জেনে তা প্রণয়ন করতে পারা।	**৬.১.১** নিজের পছন্দ ও যোগ্যতা বিবেচনা করে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা **৬.১.২** নিজের জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা
		৬.৬ ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করে নিজেকে তার সঙ্গে অভিযোজনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারা।	**৬.৬.১** চল্লিশ বছর পর নিজ এলাকার প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ কল্পনা করে তার চিত্র আঁকা বা তা নিয়ে গল্প লিখা।
তৃতীয়	ভবিষ্যত চক্র আঁকি এবং সমস্যার সমাধান করি	৬.৬ ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করে নিজেকে তার সঙ্গে অভিযোজনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারা।	**৬.৬.২** ভবিষ্যৎ চক্র ব্যবহার করে পেশায় নতুন প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করা।
		৬.৫ অভিভাবকের সহযোগিতায় স্কুল ব্যাংকিং এর আওতায় সঞ্চয়ের নিমিত্তে স্কুল ব্যাংকিং একাউন্ট খুলতে ও তা নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচালনা করতে পারা।	**৬.৫.১** আর্থিক ডায়রিতে আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে পরিকল্পিত সঞ্চয় করা।
		৬.৩ দলগতভাবে বিদ্যালয় বা সামাজিক/ স্থানীয় কোনো সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের এাধিক উপায় অন্বেষণ করা এবং কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে ফলপ্রসু সমাধান চিহ্নিত করতে পারা এবং দলগতভাবে দায়িত্ব ভাগ করে সমাধানের প্রয়াস নিতে পারা।	**৬.৩.১** কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক মনোভাব বজায় রেখে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস নেওয়া।

মূল্যায়নের প্রথম দিন (সময় : ৯০ মিনিট)
নির্ধারিত কাজ: বিদ্যালয়ভিত্তিক সমস্যা খুঁজি ও সমাধানের প্রস্তুতি নিই

(**সংকেত:** বিদ্যালয়ভিত্তিক সমস্যা নির্ধারণে এমন সমস্যা নির্বাচন করতে হবে, যা সমাধানে আর্থিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। আর্থিক সংশ্লিষ্টতা এমন হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের আর্থিক ভাবনা অধ্যায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী নিজেদের সঞ্চয়কৃত অর্থ থেকেই সমাধান করতে পারে।
উদাহরণ: শ্রেণিকক্ষে পোস্টার প্রেজেন্টেশনের জন্য কাগজের বোর্ড বা রশি ঝুলানোর ব্যবস্থা করা; শ্রেণিকক্ষ/বারান্দা/বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ময়লা রাখার ঝুড়ির ব্যবস্থা করা; শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য পানির ব্যবস্থা করা (কলস/জগ/পানি রাখার পাত্র/গ্লাস ইত্যাদি); বিদ্যালয়ের বারান্দা সজ্জিতকরণ- আলপনা করা/কাগজ বা ককসেট দিয়ে সাজানো/রং করা/ টবের ব্যবস্থা করে গাছ লাগানো/আয়না লাগানো ইত্যাদি; বিদ্যালয় প্রাঙ্গন বা মাঠ পরিষ্কার করার সরঞ্জাম- ঝাড়ু/বেলচা/বালতি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা; খেলার সরঞ্জাম-দাবা/কেরাম/লুডু/ফুটবল/র‍্যাকেট/ক্রিকেট বল ইত্যাদি সংগ্রহ করা; ওয়াশ ব্লকের জন্য টয়লেট টিস্যু/মগ/বদনা/হ্যান্ডওয়াস/সাবান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা; ইত্যাদি)।

শিক্ষক যেভাবে পরিচালনা করবেন: এটি দলগত কাজ। পরিচালনার সুবিধার্থে নিচে বর্ণিত নিয়ম অনুসরণ করা যেতে পারে-

ক) দলগতভাবে সমস্যা খুঁজে বের করা (২০ মিনিট)

- শিক্ষার্থীদের ৬-৮ জন নিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে ভাগ করে দিন। এক একটি দলকে বিদ্যালয়ের এক একটি স্থানের দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিন। যেমন- শ্রেণিকক্ষ, বারান্দা, বিদ্যালয় প্রাঙ্গন, ওয়াশব্লক, ইত্যাদি। কোনো কোনো স্থানের জন্য একাধিক দল গঠন করা যেতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে কোন দল কী বিষয়ে কাজ করবে, তা নির্ধারণ করে দিতে হবে।
- দলগুলোকে তাদের জন্য নির্ধারিত স্থান পরিদর্শন করে সমস্যা খুঁজে বের করতে বলুন। এমন সমস্যা খুঁজে বের করতে বলুন, যা সমাধানে অর্থের প্রয়োজন হয়। (আর্থিক ভাবনা অধ্যায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী বছরজুড়ে দলের সদস্যরা যে অর্থ সঞ্চয় করেছে, সে অর্থ থেকেই তারা টাকা জমা দিবে। **তবে কোনো সদস্যই ৩০ টাকার বেশি জমা দিতে পারবে না। সকলকে সমান পরিমাণও দিতে হবে না। দলের সদস্যরা তাদের সঞ্চয়ের যে অংশটুকু দিতে পারবে, তাই দলনেতাকে গ্রহণ করতে হবে। কাউকে চাপ দেওয়া যাবে না। অভিভাবকের কাছ থেকেও নেওয়া যাবে না, অবশ্যই তাদের জমানো টাকা (আর্থিক ডায়েরিতে লেখা হিসাবের প্রমাণ থাকতে হবে) দিয়েই সমস্যার সমাধানের প্রস্তুতি নিতে হবে।)**

খ) দলগতভাবে আলোচনা ও পরিকল্পনা করা (৩০ মিনিট)

- দলগুলো নির্ধারিত স্থান পরিদর্শন করে একাধিক সমস্যার তালিকা (অন্তত ৩টি) প্রণয়ন করবে। দলগত আলোচনার মাধ্যমে উক্ত তালিকার সমস্যাগুলো থেকে দলের সামর্থ্য বিবেচনা করে সমাধান করা সম্ভব, এমন একটি সমস্যা নির্বাচন করতে বলুন। নির্বাচিত সমস্যার কত ধরনের সমাধান হতে পারে, তা দলগত আলোচনার মাধ্যমে খুঁজে বের করতে বলুন।
- দলের সবাই মিলে প্রতিটি সমাধানের উপায় পর্যালোচনা করতে বলুন এবং সবচেয়ে কার্যকর ও বাস্তবায়নযোগ্য উপায়টি খুঁজে বের করতে বলুন।
- দলের সদস্যরা নিজেদের সঞ্চিত অর্থ থেকে কে কত টাকা দিতে পারবে, তার তালিকা তৈরি করে মোট অর্থের পরিমাণ বের করতে বলুন।
- এরপর সমস্যা সমাধানের ধাপ অনুসরণ করে সমস্যাটির সমাধান করার একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে বলুন এবং সমাধানের পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের দলগত মোট সঞ্চয় দিয়ে বাজেট করতে বলুন। পরিকল্পনা অনুযায়ী দলের সদস্যদের দায়িত্ব ভাগ করে নিতে বলুন।

গ) দলগতভাবে পোস্টার তৈরি করা (৩০ মিনিট)

- দলগত কাজের প্রতিটি ধাপের বর্ণনার একটি পোস্টার তৈরি করে জমা দিতে বলুন। **(পোস্টারগুলো শিক্ষককে সংরক্ষণ করতে হবে)**। পোস্টারে যে বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হবে-
    - সমস্যার তালিকা
    - নির্বাচিত সমস্যা (সমাধানযোগ্য সমস্যা এবং কেন সমস্যাটি নির্বাচন করেছে তার যুক্তি)
    - সমাধানের উপায়সমূহ
    - কার্যকর সমাধান এবং তা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ/যুক্তি
    - সঞ্চিত অর্থ থেকে কে কে অর্থ প্রদান করেছে তার তালিকা এবং মোট পরিমান। কে কত টাকা দিয়েছে তার উল্লেখ করা যাবে না।
    - সমাধানের পরিকল্পনা এবং দায়িত্ব বণ্টন।

ঘ) পরবর্তী দিনের কাজের নির্দেশনা প্রদান (১০ মিনিট)

- পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্যা সমাধানের কাজটি মূল্যায়নের তৃতীয় দিন বাস্তবায়ন করতে হবে, একারণে সবাইকে সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য নির্দেশনা দিন।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অভিভাবকের স্বাক্ষরসহ সঞ্চয়ের আর্থিক ডায়রি মূল্যায়নের তৃতীয় দিন জমা দিতে হবে তা জানিয়ে দিন।
- শিক্ষার্থীর মা/বাবা/অভিভাবকদের মধ্য থেকে একজন এবং বন্ধু বা আত্মীয়দের মধ্য থেকে একজনের (মোট ২ জন) সাথে নিজ (শিক্ষার্থীর) সম্পর্কে তাদের ধারণা ও প্রত্যাশা নিয়ে বাড়িতে আলোচনা করতে বলে দিন। নিজ সম্পর্কে তাদের ধারণা ও প্রত্যাশা একটি কাগজে লিখে তাদের স্বাক্ষরসহ মূল্যায়নের দ্বিতীয় দিন সঙ্গে নিয়ে আসার জন্য নির্দেশনা দিন।

যেসব পি আই অনুযায়ী মূল্যায়ন করতে হবে: ৬.৩.১ (প্রথম দিন থেকে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে, তবে মূল্যায়নের তৃতীয় দিন পারদর্শিতার নির্দেশক যাচাই সম্পন্ন করতে হবে।)

মূল্যায়নের দ্বিতীয় দিন (সময়: ৯০ মিনিট)
নির্ধারিত কাজ: আগামীর স্বপ্ন বুনি

শিক্ষক যেভাবে পরিচালনা করবেন: এটি শিক্ষার্থীদের জন্য একক কাজ। কাজটি পরিচালনার সুবিধার্থে নিচে বর্ণিত নিয়ম অনুসরণ করা যেতে পারে-

ক) নিজেকে জানা (২০ মিনিট)

- শিক্ষার্থীদের নিজের পছন্দ বা আগ্রহ এবং নিজের সামর্থ্য বা দক্ষতা চিহ্নিত করতে বলুন। পূর্বের নির্দেশনা অনুযায়ী নিজ সম্পর্কে অভিভাবক ও বন্ধু বা আত্মীয়দের ধারণা ছকে লিখতে বলুন (ছকটি বোর্ডে এঁকে দিন)।

ছক: নিজেকে জানা

নিজের পছন্দ ও আগ্রহ	নিজের দক্ষতা ও সামর্থ্য	নিজ সম্পর্কে অন্যের ধারণা বা প্রত্যাশা
		অভিভাবক: বন্ধু বা আত্মীয়:

খ) কাঙ্ক্ষিত পেশার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন (৩০ মিনিট)

- নিজেকে জানা ছকের আলোকে নিজের জন্য প্রযুক্তি নির্ভর একটি পেশা নির্বাচন করতে বলুন।
- এরপর উক্ত পেশার উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য ছক অনুযায়ী (ছকটি বোর্ডে এঁকে দিন) স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি করতে বলুন।

ছক: কাঙ্ক্ষিত পেশার উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পনা

কাঙ্ক্ষিত পেশার নাম	দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা (৫-১০ বছর)	মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা (২-৪ বছর)	স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা (১ বছর)

গ) ভবিষ্যতের গল্প (৩০ মিনিট)

- ভবিষ্যতে উক্ত পেশায় ৪০ বছর পর প্রযুক্তির কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে, এবং নিজ এলাকায় এই পেশার ফলে তখন কী ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে তা কল্পনা করে একটি গল্প (৮০-১০০ শব্দের মধ্যে) লিখতে বা চিত্র আঁকতে বলুন (এক্ষেত্রে যদি কেউ লিখতে না পারে/প্রতিবন্ধী থাকে, তাহলে তার কাছে গিয়ে বর্ণনা শুনে নিতে হবে)। গল্পে ভবিষ্যত প্রযুক্তিটি কাল্পনিকও হতে পারে।

ঘ) পরবর্তী দিনের জন্য নির্দেশনা (১০ মিনিট)

- বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন দলের প্রস্তুতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক প্রদান করুন। মূল্যায়নের তৃতীয় দিন প্রয়োজনীয় উপকরণসহ বিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করুন।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অভিভাবকের স্বাক্ষরসহ সঞ্চয়ের আর্থিক ডায়রি মূল্যায়নের ৩য় দিন জমা দেওয়ার জন্য আবারও মনে করিয়ে দিন।

ঘুরে ঘুরে সকল শিক্ষার্থীর অ্যাসাইনমেন্ট তৈরির কাজ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। কারও অতিরিক্ত কাগজ প্রয়োজন হলে তা সরবরাহ করুন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাজের সক্রিয়তা, পরিকল্পনা এবং অ্যাসাইনমেন্ট তৈরির প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে নির্দিষ্ট **পি আই (৬.১.১, ৬.১.২, ৬.৬.১)** অনুযায়ী প্রত্যেকের রেকর্ড সংরক্ষণ করুন।

মূল্যায়নের তৃতীয় দিন (সময় : ৩-৪ ঘণ্টা)

নির্ধারিত কাজ: ভবিষ্যত চক্র আঁকি ও সমস্যার সমাধান করি

শিক্ষক যেভাবে পরিচালনা করবেন: এটি শিক্ষার্থীদের জন্য একক ও দলগত কাজ। কাজটি পরিচালনার সুবিধার্থে নিচে বর্ণিত নিয়ম অনুসরণ করা যেতে পারে-

ক) একক কাজ : নির্বাচিত পেশা সংশ্লিষ্ট ভবিষ্যত প্রযুক্তির প্রভাবের একটি ভবিষ্যত চক্র অঙ্কন (৩০ মিনিট)

- মূল্যায়নের দ্বিতীয় দিনে শিক্ষার্থীরা যে পেশা নির্বাচন করেছে, নির্বাচিত সেই পেশাসংশ্লিষ্ট একটি ভবিষ্যত প্রযুক্তি নির্দিষ্ট করতে বলুন। প্রযুক্তিটি কাল্পনিকও হতে পারে। ব্যক্তি জীবন, পেশাগত জীবন, সমাজ জীবন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নির্ধারিত উক্ত ভবিষ্যত প্রযুক্তিটির প্রভাব বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যত চক্র তৈরি করতে বলুন। চিত্রের নমুনা বোর্ডে এঁকে দিন।

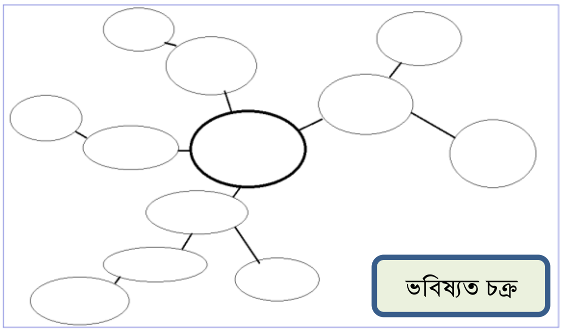

খ) দলগত কাজ : বিদ্যালয়ভিত্তিক সমস্যা সমাধান (২ ঘণ্টা)

- শিক্ষার্থী কর্তৃক বিদ্যালয়ভিত্তিক সমস্যা সমাধান পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ অন্যান্য শিক্ষকদের পূর্বেই আমন্ত্রণ জানাবেন এবং অন্তত ৩ জন শিক্ষকের উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন। শিক্ষার্থীদের অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে পর্যবেক্ষক শিক্ষকদের পূর্বেই জানিয়ে রাখবেন। শিক্ষার্থীদের কাজে পর্যবেক্ষক শিক্ষক কোনো উপদেশ প্রদান করবেন না বা হস্তক্ষেপ করবেন না। কোনো বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দলকে প্রশ্ন করতে পারবেন, তবে সরাসরি কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করবেন।
- প্রতিটি দলকে মূল্যায়নের প্রথম দিনের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যালয়ভিত্তিক সমস্যা সমাধানের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলুন। পরিকল্পনা অনুযায়ী দলগুলোকে সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলুন। ঘুরে ঘুরে সকল দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। দলগুলোর প্রত্যেক সদস্যের সক্রিয়তা ও প্রচেষ্টা পরখ করে দেখুন।

গ) একক কাজ: প্রতিবেদন প্রণয়ন (৬০ মিনিট)

সমস্যা সমাধান কার্যক্রম সম্পন্ন হলে, দলগত কাজের ওপর এককভাবে একটি **প্রতিবেদন প্রণয়ন** করতে বলুন। প্রতিবেদনে যা যা থাকবে-

- কী ধরনের সমাধান কার্যক্রম পরিচালনা করেছে? এর মাধ্যমে কে কে সুবিধাপ্রাপ্ত হবে? কীভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত হবে?
- দলগত কাজে সুনির্দিষ্টভাবে কে কোন দায়িত্ব পালন করেছে? কেমন লেগেছে?
- দলগত কাজটির সবল দিক, দুর্বল দিক এবং কীভাবে সেই দুর্বলতা মোকাবিলা করা যেতে পারে- এই সংক্রান্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করে সংক্ষেপে নিজের অনুভূতির প্রকাশ।

ঘ) প্রমাণক সংরক্ষণ

সকল শিক্ষার্থীর কাছ থেকে অভিভাবকের স্বাক্ষরসহ সঞ্চয়ের আর্থিক ডায়রি জমা নিন। একক কাজগুলোর কপি (ভবিষ্যৎ চক্র, প্রতিবেদন) জমা নিন। মূল্যায়নের প্রথম দিন ও তৃতীয় দিন মিলে **পি আই ৬.৬.২, ৬.৩.১ এবং ৬.৫.১** যাচাই সম্পন্ন করতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ বা PI পরিশিষ্ট ১ এ দেওয়া আছে। শিক্ষার্থীর কোন পারদর্শিতা দেখে তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে, তাও ছকে উল্লেখ করা আছে। নির্ধারিত কাজ যেই দিন সম্পন্ন হবে সেদিনই সংশ্লিষ্ট PI এর ইনপুট দেবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পরিশিষ্ট ২ এ সকল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক সংযুক্ত করা আছে। ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতো এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি ব্যবহার করে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

শিখনকালীন, ষাণ্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন সমন্বয়

ইতোমধ্যে ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের সময় প্রথম কয়েকটি শিখন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। একইভাবে, বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, অবশিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।

ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন:

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কীভাবে শিখনকালীন ও ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের সমন্বয় করে ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছিল। একই পারদর্শিতার নির্দেশককে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া গেছে সেটিই উল্লেখ করা হয়েছিল।

ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও নির্বাচিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, অবশিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে করা মূল্যায়নের তথ্যে একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া যাবে, সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করতে হবে।

কোনো শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি শিখনকালীন, ষাণ্মাসিক বা বাৎসরিক সামষ্টিক মুল্যায়ন কোনো ক্ষেত্রেই PI এর ইনপুট না পাওয়া যায়, তাহলে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্টে সেই PI এর ইনপুটের জায়গা ফাঁকা থাকবে।

পরিশিষ্ট ৩ এ বাৎসরিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট দেওয়া আছে। এই ফরম্যাট ব্যবহার করে প্রত্যেক পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জনের সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখপূর্বক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করবেন।
এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের রেকর্ড সংগ্রহের জন্য □, O, △ এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হলেও ট্রান্সক্রিপ্টে এই চিহ্নগুলোর কোনো উল্লেখ থাকবে না। তবে ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাটে উল্লেখিত চিহ্নগুলোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পারদর্শিতার মাত্রা টিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে।

আচরণিক নির্দেশক

পরিশিষ্ট ৪ এ আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেওয়া আছে। ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের মতোই বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলগত কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, **পরিশিষ্ট ৫** এর ছক ব্যবহার করে আচরণিক নির্দেশকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ১০টি বিষয়ের আচরণিক নির্দেশকের অর্জিত মাত্রা বা পর্যায়ের সমন্বয় করে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/শ্রেণি শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ১০ জন বিষয় শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত BI এর ইনপুট সমন্বয় করে আচরণিক নির্দেশকের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করবেন।

আচরণিক নির্দেশকে ১০টি বিষয়ের সমন্বয়ের শর্তগুলো হলো:

- একটি আচরণিক নির্দেশকের জন্য ১০টি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী যেই পর্যায়টি সবচেয়ে বেশি বার পাবে, সেটিই হবে ঐ আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৩টি বিষয়ে △ এবং ৩টি বিষয়ে □ পায়, তবে ১ম আচরণিক নির্দেশকে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হলো ○।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোনো আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো একটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বার ইনপুট না পায়, অর্থাৎ একাধিক পর্যায়ে সমান সংখ্যক ইনপুট পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তারমধ্যে অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায় বিবেচনা করতে হবে।
    - উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৪টি বিষয়ে △ এবং ২টি বিষয়ে □ পায়, তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে △।
    - আবার কোনো শিক্ষার্থী একই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি ৪টি বিষয়ে ○, ২টি বিষয়ে △ এবং ৪টি বিষয়ে □ পায়, তবে তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে ○।

শ্রেণি উত্তরণ নীতিমালা

শ্রেণি উত্তরণের বিষয়ে দুইটি দিক বিবেচনা করা হবে-

১। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার
২। বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা

১। শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে কিনা, সেটা প্রাথমিক বিবেচ্য; তার বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারের উপর ভিত্তি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। **বিদ্যালয়ে মোট কর্মদিবসের অন্তত ৭০% উপস্থিতি নিশ্চিত হলে, তাকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং বছর শেষে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার বিবেচনায় সে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হবে। যেহেতু নতুন শিক্ষাক্রম চলমান শিক্ষাবর্ষে (২০২৩) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, কাজেই এই বছরের জন্য মোট কর্মদিবসের কমপক্ষে ৫০% উপস্থিতি থাকলেও কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে।** এছাড়াও এখানে উল্লেখ্য, জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উপস্থিতির হার ৫০% এর কম হলেও শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রেণি উত্তরণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করতে পারেন; তবে তার জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ও তার সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ থাকতে হবে।

২। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো, পারদর্শিতার নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা। সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ের ট্রান্সক্রিপ্টে সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা যদি □ স্তরে থাকে, তবে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।

বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- পারদর্শিতার বিবেচনায় কোনো শিক্ষার্থী যদি পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হয়, তবে শুধুমাত্র উপস্থিতির হারের ভিত্তিতে তাকে উত্তীর্ণ করানো যাবে না।
- পারদর্শিতার বিবেচনায় যদি শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য বিবেচিত হয়, কিন্তু উপস্থিতির হার নির্ধারিত হারের চেয়ে কম থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকগণের সমন্বিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিদ্যালয় ওই শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য ন্যূনতম উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ডের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেওয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ড বলতে ষাণ্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড বোঝাবে। এক্ষেত্রে বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টও এই পূর্বতন রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে।
- একইভাবে যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রেও উপরোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষাণ্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন দুই ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে শিখনকালীন মূল্যায়নের পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেওয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন।
- উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হলেও সকল শিক্ষার্থী বছর শেষে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট পাবে।
- কোনো শিক্ষার্থীকে যদি পরবর্তী বছরে একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি করতে হয়, তবে তার শিখন এগিয়ে নেওয়ার জন্য একটি আত্মউন্নয়ন পরিকল্পনা (self development plan) করতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা দিবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে শিখন ঘাটতি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে ওই শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছয় মাসের একটি শিখন উন্নয়ন পরিকল্পনা (learning enhancement strategy) করতে হবে, যাতে সে তার শিখন ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে। শিক্ষক কীভাবে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবেন, এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হবে।

রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ: নৈপুণ্য

ইতোমধ্যেই আপনারা ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করেছেন, যেখানে সকল পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়ের বিবরণ থাকে। এই ট্রান্সক্রিপ্টে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বছর শেষে এক নজরে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন করা হবে, যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার সার্বিক পারদর্শিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া থাকবে, যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে এবং অভিভাবকগণ সহজেই শিক্ষার্থীর অবস্থান বুঝতে পারেন। **পরিশিষ্ট ৬** এ রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে। মূলত মূল্যায়ন অ্যাপের মাধ্যমেই

ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অ্যাপ থেকে সম্ভব না হলে শিক্ষকগণ এই ফরম্যাট ফটোকপি করে ম্যানুয়ালি রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারেন।

রিপোর্ট কার্ডে কোনো বিষয়েরই PI সমূহ উল্লেখ করা থাকবে না। বরং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান কয়েকটি নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্রের** মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। আপনারা জানেন, কোনো শ্রেণির কোনো নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করতে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক PI নির্ধারণ করা আছে। তেমনি কোনো শ্রেণির কোনো নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জন সমন্বিতভাবে প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। (পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রদত্ত বিষয়ের ধারণায়নে বর্ণিত ডাইমেনশন থেকে নেওয়া হয়েছে। কারণ বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতাসমূহ মূলত এই ডাইমেনশনগুলোকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে।)
বিষয়টি দেখা যায় এভাবে:

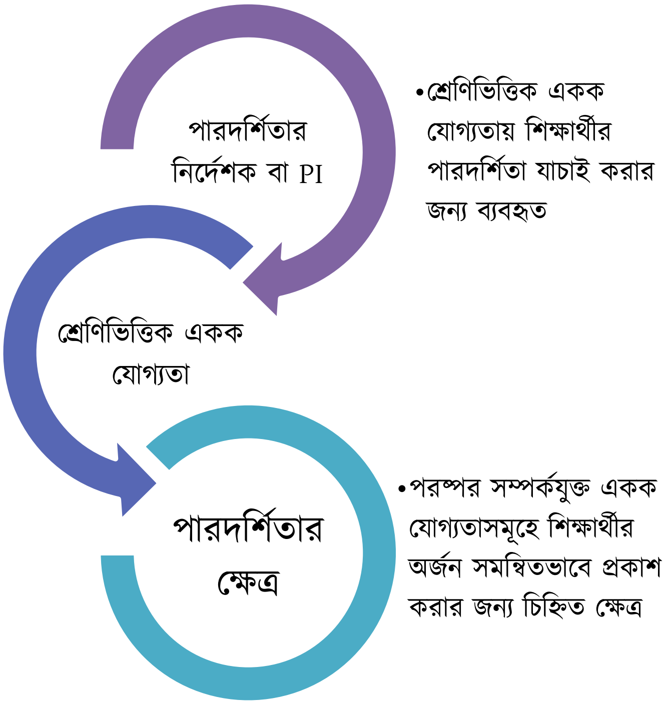

জীবন ও জীবিকা বিষয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

১। আত্মউন্নয়ন

২। ক্যারিয়ার প্লানিং

৩। পেশাগত দক্ষতা

৪। ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, 'ক্যারিয়ার প্লানিং' ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট PI সমূহ হলো:

জীবন ও জীবিকা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতা	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
ক্যারিয়ার প্লানিং	৬.১ নিজের পছন্দ যোগ্যতা বিবেচনা করে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা এবং স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের কৌশল জেনে তা প্রণয়ন করতে পারা।	৬.১.১ নিজের পছন্দ ও যোগ্যতা বিবেচনা করে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা ৬.১.২নিজের জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা

রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি **পারদর্শিতার ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, পারদর্শিতার ক্ষেত্রের শিরোনাম দিয়ে শিক্ষার্থী আদৌ কী করতে পারে তা স্পষ্ট হয় না, তাই প্রতি শ্রেণির জন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের (সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে) একটি বর্ণনা প্রণয়ন করা হয়েছে। জীবন ও জীবিকা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার বর্ণনা নিম্নরূপ:

জীবন ও জীবিকা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা
১। আত্মউন্নয়ন	সহযোগিতামূলক, কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান এবং নিজ, পরিবারিক ও আর্থিক কার্যক্রম অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে উন্নয়নের জন্য প্রস্তুত করছে।
২। ক্যারিয়ার প্লানিং	নিজের পছন্দ, সক্ষমতা ও পারিবারিক সামর্থ্য বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে।
৩। পেশাগত দক্ষতা	স্থানীয় পেশাসমূহের চাহিদা ও পরিবর্তন বিশ্লেষণ করে পেশার দক্ষতা এবং নির্দিষ্ট পেশা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ও আগ্রহ প্রদর্শণ করতে পেরেছে।
৪। ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা	পেশায় ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব জেনে অভিযোজনের প্রস্তুতি নিতে পারছে।

পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান কীভাবে নিরূপিত হবে?

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। যেহেতু প্রতিটি বিষয়ে পারদর্শিতা নির্দেশকের সংখ্যা অনেকগুলো এবং এদের পর্যায় মাত্র ৩টি, এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান বোঝা সম্ভব হয় না। সেজন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহের সমন্বয় করে উক্ত ক্ষেত্রে তার অবস্থান বোঝানো হবে। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক সকলেই যাতে শিক্ষার্থির অবস্থান সহজেই বুঝতে পারেন, এজন্য এই অবস্থানকে ৭ স্তর বিশিষ্ট একটি মূল্যায়ন স্কেল দিয়ে বোঝানো হবে।

পারদর্শিতার এই স্তরগুলো নিম্নরূপ:

১. অনন্য (Upgrading)
২. অর্জনমুখী (Achieving)
৩. অগ্রগামী (Advancing)
৪. সক্রিয় (Activating)

৫. অনুসন্ধানী (Exploring)
৬. বিকাশমান (Developing)
৭. প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার সনদে ৭ স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হবে এভাবে:

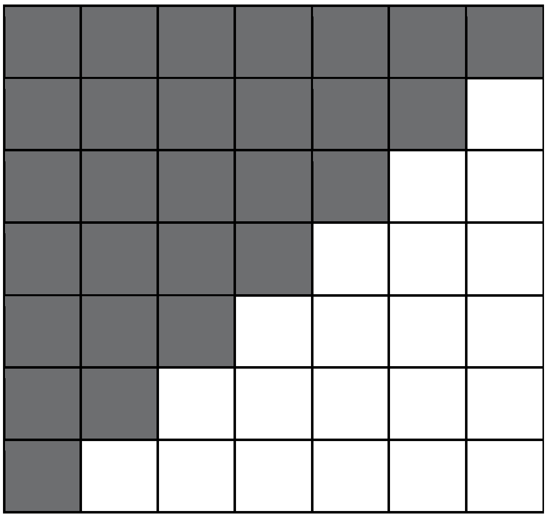

অনন্য (Upgrading)
অর্জনমুখী (Achieving)
অগ্রগামী (Advancing)
সক্রিয় (Activating)
অনুসন্ধানী (Exploring)
বিকাশমান (Developing)
প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের উপায়

কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান মূলত নির্ভর করবে PI সমূহে তার অর্জিত সর্বোচ্চ (△ চিহ্নিত পর্যায়) ও সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার পার্থক্যের উপর।

কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ণয় করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করতে হবে:

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা} - \text{অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা}}{\text{মোট PI এর সংখ্যা}} * \text{১০০\%}$$

উদাহরণস্বরূপ, 'ক্যারিয়ার প্লানিং' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট PI ২টি (৬.১.১, ৬.১.২)। কোনো শিক্ষার্থী এই ২টি PI এর মধ্যে ১টিতে সর্বোচ্চ পর্যায় (△ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে। অবশিষ্ট ১টিতে সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে।

এখানে,

মোট PI এর সংখ্যা	:	২টি
অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি
অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি

তাহলে তার পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান হবে,

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{১} - \text{১}}{\text{২}} * \text{১০০\%} = \text{০\%}$$

এই মানের উপর ভিত্তি করে 'ক্যারিয়ার প্লানিং' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে ।

এখানে উল্লেখ্য যে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ঋনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা (△ চিহ্নিত পর্যায়) সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার চেয়ে কম হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান শূন্য হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সমান হয়।
  - অথবা, যদি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সবগুলো PI তে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়ে থাকে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মানের (-১০০% থেকে +১০০%) উপর ভিত্তি করে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রকে **নিম্নবর্ণিত সাত স্তর বিশিষ্ট স্কেল** দিয়ে প্রকাশ করা হবে। নিচের ছকে পারদর্শিতার সবকটি স্তর নির্ধারণের শর্তগুলো দেওয়া হলো-

পারদর্শিতার স্তর	**পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের শর্ত**
১. অনন্য (Upgrading)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = ১০০%
২. অর্জনমুখী (Achieving)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ৫০%
৩. অগ্রগামী (Advancing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ২৫%
৪. সক্রিয় (Activating)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ০%
৫. অনুসন্ধানী (Exploring)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -২৫%
৬. বিকাশমান (Developing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -৫০%
৭. প্রারম্ভিক (Elementary)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = -১০০%

তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী উপরের উদাহরণে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ৫০% হলে ওই শিক্ষার্থীর 'ক্যারিয়ার প্লানিং' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রে অবস্থান হবে **'সক্রিয় (Activating)'**। ৬ষ্ঠ শ্রেণি শেষে রিপোর্ট কার্ডে 'ক্যারিয়ার প্লানিং' পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য তার অবস্থান উল্লেখ করা হবে এভাবে:

<table>
<tr><td colspan="7">ক্যারিয়ার প্লানিং</td></tr>
<tr><td colspan="7">নিজের পছন্দ, সক্ষমতা ও পারিবারিক সামর্থ্য বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

এখন নিচের ছকে দেখা যাক, জীবন ও জীবিকা বিষয়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোনটি ষষ্ঠ শ্রেণির কোন কোন একক যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এই এক বা একাধিক যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট PI কোনগুলো।

জীবন ও জীবিকা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
আত্মউন্নয়ন	৬.৩ দলগতভাবে বিদ্যালয় বা সামাজিক বা স্থানীয় কোনো সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের একাধিক উপায় অন্বেষণ করা এবং কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে ফলপ্রসু সমাধান চিহ্নিত করতে পারা এবং দলগতভাবে দায়িত্ব ভাগ করে সমাধানের প্রয়াস নিতে পারা।	৬.৩.১. কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক মনোভাব বজায় রেখে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস নেওয়া
	৬.৪ নিজ ও পারিবারিক কাজের দায়িত্ব আস্থার সঙ্গে পালন করা এবং বিদ্যালয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য শনাক্ত করে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হওয়া।	৬.৪.১ নিজের কাজ নিজে করা ৬.৪.২ পারিবারিক কাজে অংশগ্রহণ করা
	৬.৫ অভিভাবকের সহযোগিতায় স্কুল ব্যাংকিং এর আওতায় সঞ্চয়ের নিমিত্তে স্কুল ব্যাংকিং একাউন্ট খুলতে ও তা নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচালনা করতে পারা।	৬.৫.১ আর্থিক ডায়রিতে আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে পরিকল্পিত সঞ্চয় করা
ক্যারিয়ার প্লানিং	৬.১ নিজের পছন্দ যোগ্যতা বিবেচনা করে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা এবং স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের কৌশল জেনে তা প্রণয়ন করতে পারা।	৬.১.১ নিজের পছন্দ ও যোগ্যতা বিবেচনা করে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা ৬.১.২নিজের জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
পেশাগত দক্ষতা	৬.২ প্রযুক্তির উন্নয়ন, শিল্পবিপ্লব এবং স্থানীয় ও জাতীয় পরিস্থিতি ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় ও দেশীয় পেশাসমূহের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে পারা, পেশাগুলোর মৌলিক দক্ষতাসমূহ বিশ্লেষণ করে এইসব দক্ষতা অর্জনে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করতে পারা।	৬.২.২ সুনির্দিষ্ট একটি পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলো অনুসন্ধান করে সেগুলো অর্জনের জন্য বিদ্যমান সুযোগগুলো শনাক্ত করা।
	৬.৭ কৃষি ও সেবা খাতের একাধিক কাজ/আইটেমের ওপর প্রাথমিক দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারা।	৬.৭.১ সঠিকভাবে ভাত রান্না করতে পারা এবং বাড়িতে নিয়মিত ভাত রান্নার অনুশীলন করা। ৬.৭.২ সঠিকভাবে, সতর্কতা বজায় রেখে গাছের গাছে গ্রাফটিং করতে পারা এবং বাড়িতে অন্তত একটি গাছের গ্রাফটিং করা।
ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা	৬.৬ ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করে নিজেকে তার সঙ্গে অভিযোজনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারা।	৬.৬.১ চল্লিশ বছর পরের নিজ এলাকার প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ কল্পনা করে তার চিত্র আঁকা বা তা নিয়ে গল্প লিখা।. ৬.৬.২ ভবিষ্যৎ চক্র ব্যবহার করে পেশায় নতুন প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করা।

রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ ও তাদের শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা, এবং তাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য)।

আচরণিক নির্দেশকের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক নির্দেশকের জন্যেও নির্দিষ্ট কিছু **আচরনিক ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণিক নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় সমন্বয় করে নির্দিষ্ট **আচরণিক ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর ফলাফল নিরূপণ করা হবে। রিপোর্ট কার্ডে পারদর্শিতা ও আচরণিক ক্ষেত্র দুইই উল্লেখ করা থাকবে, যা দেখে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থার একটি চিত্র বোঝা যাবে।

শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করবেন, বিষয় শিক্ষক তার নির্দিষ্ট বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করে বিষয়ভিত্তিক ফলাফল জমা দেবেন। আচরণিক ক্ষেত্রের জন্য শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করবেন।

রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখিত আচরণিক ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ

২। নিষ্ঠা ও সততা

৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখিত ১০টি আচরণিক নির্দেশকের প্রত্যেকটি উপরের কোনো না কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। PI এর ইনপুট হিসেব করে যেভাবে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার ক্ষেত্রে ফলাফল নিরূপণ করা হবে, একইভাবে BI এর ইনপুটের ভিত্তিতে উপরের ৬টি আচরনিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করতে হবে। সকল শ্রেণির জন্য একই আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক ক্ষেত্রের জন্যেও সংশ্লিষ্ট BI এ শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় একই সুত্র ব্যবহার করে হিসেব করে ৭ স্তর বিশিষ্ট স্কেলে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে।

নিচের ছকে আচরণিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট BI সমূহ উল্লেখ করা হলো-

আচরণিক ক্ষেত্র	আচরণিক নির্দেশক বা BI
১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	১। দলগত কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে ২। নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে ৯। দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে ১০। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে
২। নিষ্ঠা ও সততা	৩। নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে ৪। শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে ৫। পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে ৬। দলগত ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে
৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা	৭। নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে

	৮। অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে

* বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা নির্দিষ্ট করা থাকবে না।

রিপোর্ট কার্ড প্রণয়নের এই পুরো প্রক্রিয়া আরো ভালোভাবে স্পষ্ট করার জন্য একটি অনলাইন গাইডলাইন আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। কোনো শিক্ষকের এই বিষয়ে আর কোনো অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা এই গাইডলাইনের মাধ্যমে দূর হবে আশা করা যায়।

মূল্যায়ন অ্যাপ

মূল্যায়নের কাজ সহজ এবং দ্রুততম সময়ে করার জন্য একটি মূল্যায়ন অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এই অ্যাপ এর সাহায্যে আপনারা নির্ধারিত সময়ে PI এর ইনপুট দিতে পারবেন, এবং খুব সহজেই শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ও রিপোর্ট কার্ড আউটপুট হিসেবে নিতে পারবেন। ম্যানুয়ালি যেভাবে PI এর অর্জিত পর্যায় হিসাব করে ফলাফল তৈরি করতে হয়, তা অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে। মূল্যায়ন অ্যাপ এবং এর ব্যবহারের নীতিমালা আপনাদের কাছে পৌঁছানো হলে, এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI) এবং সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রম

<table>
<tr><th rowspan="2">একক যোগ্যতা</th><th rowspan="2">পারদর্শিতা নির্দেশক (PI) নং</th><th rowspan="2">পারদর্শিতার নির্দেশক</th><th colspan="3">পারদর্শীতার মাত্রা</th><th rowspan="2">সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম</th></tr>
<tr><th>□</th><th>○</th><th>△</th></tr>
<tr><td rowspan="6">৬.১ নিজের পছন্দ ও সামর্থ্য বিবেচনা করে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা এবং স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের কৌশল জেনে তা প্রণয়ন করতে পারা।</td><td rowspan="3">৬.১.১</td><td rowspan="3">নিজের পছন্দ ও সামর্থ্য বিবেচনা করে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা</td><td>বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ ও সামর্থ্য আংশিক নির্ণয় করে পছন্দ ও সামর্থ্যের সাথে সম্পর্কহীন নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।</td><td>বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ ও সামর্থ্য যথাযথভাবে নির্ণয় করে পছন্দ ও সামর্থ্যের সাথে আংশিক সংশ্লিষ্ট নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।</td><td>বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ ও সামর্থ্য যথাযথভাবে নির্ণয় করে নিজ সম্পর্কে অপরের ধারণা বিবেচনায় নিয়ে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।</td><td rowspan="6">একক কাজের লিখিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মূল্যায়ন (মূল্যায়নের দ্বিতীয় দিন)</td></tr>
<tr><td colspan="3">যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে</td></tr>
<tr><td>নিজের পছন্দ, সামর্থ্য আংশিক নির্ণয় করেছে, কিন্তু নির্বাচিত লক্ষ্যের সাথে নিজের সামর্থ্যের কোনো মিল নেই।</td><td>নিজের পছন্দ ও সামর্থ্য নির্ণয় করেছে তবে নির্বাচিত লক্ষ্য উক্ত সামর্থ্যের সাথে পুরোপুরি সংশ্লিষ্ট নয়।</td><td>নিজের পছন্দ ও সামর্থ্যের পাশাপাশি নিজের অভিভাবক ও বন্ধু/আত্মীয়ের মতামত বিবেচনায় নিয়ে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।</td></tr>
<tr><td rowspan="3">৬.১.২</td><td rowspan="3">নিজের জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা</td><td>লক্ষ্যের সাথে তেমন সম্পর্ক নেই এমন আংশিক স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে</td><td>লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে আংশিক স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে</td><td>লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে যথাযথভাবে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে</td></tr>
<tr><td colspan="3">যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে</td></tr>
<tr><td>পরিকল্পনা করেছে তবে লক্ষ্যের সাথে মিল খুবই কম</td><td>লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে যেকোনো দুই ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে</td><td>লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে যথাযথভাবে তিন ধরনেরই অর্থাৎ স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে</td></tr>
</table>

৬.৩ দলগতভাবে বিদ্যালয় বা সামাজিক বা স্থানীয় কোনো সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের একাধিক উপায় অন্বেষণ করা এবং কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে ফলপ্রসু সমাধান চিহ্নিত করতে পারা এবং দলগতভাবে দায়িত্ব ভাগ করে সমাধানের প্রয়াস নিতে পারা।	৬.৩.১	কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক মনোভাব বজায় রেখে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস নেওয়া	দলে একসাথে কাজ করতে আগ্রহী, দলে নিজের কাজের অংশ সঠিকভাবে করার চেষ্টা করেছে।	দলে একসাথে কাজ করতে আগ্রহী, দলে নিজের কাজের অংশ সঠিকভাবে করে, দলগত কাজে নিজের মতামত প্রদান করেছে।	দলে একসাথে কাজ করতে আগ্রহী, দলে নিজের কাজের অংশ সঠিকভাবে করে, দলগতকাজে নিজের মতামত প্রদান করে, নিজের কাজের বিষয়ে অন্যের মতামত শুনতে আগ্রহী এবং অন্যকে দলগত কাজে সহায়তা করে।	দলগত কাজ সম্পাদনের সময় পর্যবেক্ষণ এবং লিখিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মূল্যায়ন (মূল্যায়নের প্রথম ও তৃতীয় দিন)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			উল্লিখিত ২টি কাজ যথাযথভাবে করছে	উল্লিখিত ৩টি কাজ যথাযথভাবে করছে	উল্লিখিত ৫টি কাজই যথাযথভাবে করছে	
৬.৫ অভিভাবকের সহযোগিতায় স্কুল ব্যাংকিং এর আওতায় সঞ্চয়ের নিমিত্তে স্কুল ব্যাংকিং একাউন্ট খুলতে ও তা নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচালনা করতে পারা।	৬.৫.১	আর্থিক ডায়রিতে আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে পরিকল্পিত সঞ্চয় করা	কদাচিৎ আর্থিক ডায়রিতে আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে অপরিকল্পিত সঞ্চয় করেছে।	মাঝে মাঝে আর্থিক ডায়রিতে আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে সঞ্চয় করেছে।	নিয়মিত ও যথাযথভাবে আর্থিক ডায়রিতে আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে আর্থিক পরিকল্পনা অনুযায়ী সঞ্চয় করেছে।	আর্থিক ডায়েরি জমাদানের ভিত্তিতে মূল্যায়ন (মূল্যায়নের তৃতীয় দিন)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			আর্থিক ডায়েরি জমা দিয়েছে তবে ডায়েরিতে ১-৩ টি আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে সঞ্চয় করেছে।	আর্থিক ডায়েরি জমা দিয়েছে তবে ডায়েরিতে ৪-৬টি আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে সঞ্চয় করেছে।	আর্থিক ডায়েরি জমা দিয়েছে এবং ডায়েরিতে কমপক্ষে ১০টি আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে আর্থিক পরিকল্পনা অনুযায়ী সঞ্চয় করেছে।	
৬.৬ ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করে নিজেকে তার সঙ্গে অভিযোজনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারা।	৬.৬.১	৪০ বছর পরের নিজ এলাকার প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ কল্পনা করে তার চিত্র আকাঁ বা তা নিয়ে গল্প লিখা।	পরিচিত ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি বিবেচনা না করে নিজ এলাকার ভবিষ্যতের চিত্র এঁকেছে বা গল্প লিখেছে।	পরিচিত ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি আংশিক বিবেচনা নিয়ে নিজ এলাকার ভবিষ্যৎ কল্পনা করে তার চিত্র এঁকেছে বা গল্প লিখেছে।	পরিচিত ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি বিবেচনা নিয়ে নিজ এলাকার ভবিষ্যৎ যৌক্তিকভাবে কল্পনা করে তার চিত্র এঁকেছে বা গল্প লিখেছে।	একক কাজের লিখিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মূল্যায়ন (মূল্যায়নের দ্বিতীয় দিন)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			গল্পে চেনা প্রযুক্তির শুধুই কাল্পনিক চিত্র উপস্থাপন করেছে কিন্তু এলাকার জন্য কল্যাণকর ব্যবহারের সম্ভাব্য ক্ষেত্র উপস্থাপন করেনি।	গল্পে চেনা প্রযুক্তির শুধুই কাল্পনিক ও এলাকার জন্য কল্যাণকর ব্যবহারের সম্ভাব্য ক্ষেত্র উপস্থাপন করছে।	গল্পে চেনা প্রযুক্তির যৌক্তিক, কাল্পনিক ও এলাকার জন্য কল্যাণকর ব্যবহারের সম্ভাব্য ক্ষেত্র উপস্থাপন করছে।	

	৬.৬.২	ভবিষ্যৎ চক্র ব্যবহার করে পেশায় নতুন প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করা।	ভবিষ্যৎ চক্র ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির সাধারণ প্রভাব আংশিক বিশ্লেষণ করতে পেরেছে।	ভবিষ্যৎ চক্র ব্যবহার করে পেশার উপর একটি নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব আংশিক বিশ্লেষণ করতে পেরেছে।	ভবিষ্যৎ চক্র ব্যবহার করে পেশার উপর একটি নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করতে পেরেছে।	একক কাজের লিখিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মূল্যায়ন (মূল্যায়নের দ্বিতীয় দিন)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			ভবিষ্যৎ চক্রে পেশা সংশ্লিষ্ট একটি নির্দিষ্ট প্রযুক্তির ১-২ ধরনের প্রভাব চিহ্নিত করেছে করছে।	ভবিষ্যৎ চক্রে পেশা সংশ্লিষ্ট একটি নির্দিষ্ট প্রযুক্তির ৩-৪ ধরনের প্রভাব চিহ্নিত করেছে করছে।	ভবিষ্যৎ চক্রে পেশা সংশ্লিষ্ট একটি নির্দিষ্ট প্রযুক্তির কমপক্ষে ৫ ধরনের যৌক্তিক প্রভাব চিহ্নিত করেছে করছে।	

পরিশিষ্ট ২

শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে এই ছক অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর : তারিখ:

শ্রেণি :	বিষয় : জীবন ও জীবিকা
	প্রযোজ্য PI নং

রোল নং	নাম	৬.১.১	৬.১.২	৬.৩.১	৬.৫.১	৬.৬.১	৬.৬.২		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		

শ্রেণি :		বিষয় : জীবন ও জীবিকা							
		প্রযোজ্য PI নং							
রোল নং	নাম	৬.১.১	৬.১.২	৬.৩.১	৬.৫.১	৬.৬.১	৬.৬.২		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		

পরিশিষ্ট ৩

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম :			
শিক্ষার্থীর আইডি :	শ্রেণি : সপ্তম	বিষয় : জীবন ও জীবিকা	শিক্ষকের নাম :

একক **যোগ্যতা**	**সূচক/ নির্দেশক** (PI)	**পারদর্শিতার মাত্রা**		
		□	○	△
৬.১ নিজের পছন্দ ও সামর্থ্য বিবেচনা করে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা এবং স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের কৌশল জেনে তা প্রণয়ন করতে পারা।	৬.১.১ নিজের পছন্দ ও সামর্থ্য বিবেচনা করে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা	বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ ও সামর্থ্য আংশিক নির্ণয় করে পছন্দ ও যোগ্যতার সাথে সম্পর্কহীন নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।	বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ ও সামর্থ্য যথাযথভাবে নির্ণয় করে পছন্দ ও যোগ্যতার সাথে আংশিক সংশ্লিষ্ট নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।	বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ ও সামর্থ্য যথাযথভাবে নির্ণয় করে নিজ সম্পর্কে অপরের ধারণা বিবেচনায় নিয়ে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।
	৬.১.২ নিজের জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা	লক্ষ্যের সাথে তেমন সম্পর্ক নেই এমন আংশিক স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে	লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে আংশিক স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে	লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে যথাযথ স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে
৬.২ প্রযুক্তির উন্নয়ন, শিল্পবিপ্লব এবং স্থানীয় ও জাতীয় পরিস্থিতি ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় ও দেশীয় পেশাসমূহের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে পারা, পেশাগুলোর মৌলিক দক্ষতাসমূহ বিশ্লেষণ করে এইসব দক্ষতা অর্জনে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করতে পারা।	৬.২.১ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় পেশাসমূহের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা	সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় পেশাসমূহের পরিবর্তনের ধরন আংশিক নির্ধারণ করতে পেরেছে কিন্তু পরিবর্তনের কারণসমূহ যথাযথভাবে নির্ণয় করতে পারেনি।	সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় পেশাসমূহের পরিবর্তনের ধরণ যথাযথভাবে নির্ধারণ করলেও পরিবর্তনের কারণ আংশিক নিরূপণ করতে পেরেছে।	সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় পেশাসমূহের পরিবর্তনের ধরন যথাযথভাবে নির্ধারণ করে পরিবর্তনের কারণসমূহ খুঁজে বের করেছে।
	৬.২.২ সুনির্দিষ্ট একটি পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলো অনুসন্ধান করে সেগুলো অর্জনের জন্য বিদ্যমান সুযোগগুলো শনাক্ত করা।	পদ্ধতিগতভাবে নির্দিষ্ট একটি পেশার প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ আংশিক চিহ্নিত করতে পারলেও তা অর্জনের জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো চিহ্নিত করতে পারেনি।	পদ্ধতিগতভাবে নির্দিষ্ট একটি পেশার প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ চিহ্নিত করতে পারলেও তা অর্জনের জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো চিহ্নিত করতে পারেনি।	পদ্ধতিগতভাবে নির্দিষ্ট একটি পেশার প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলো অর্জনের জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ চিহ্নিত করেছে।

৬.৩ দলগতভাবে বিদ্যালয় বা সামাজিক বা স্থানীয় কোনো সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের একাধিক উপায় অন্বেষণ করা এবং কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে ফলপ্রসু সমাধান চিহ্নিত করতে পারা এবং দলগতভাবে দায়িত্ব ভাগ করে সমাধানের প্রয়াস নিতে পারা।	৬.৩.১. কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক মনোভাব বজায় রেখে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস নেওয়া	দলে একসাথে কাজ করতে আগ্রহী, দলে নিজের কাজের অংশ সঠিকভাবে করার চেষ্টা করেছে।	দলে একসাথে কাজ করতে আগ্রহী, দলে নিজের কাজের অংশ সঠিকভাবে করে, দলগতকাজে নিজের মতামত প্রদান করেছে।	দলে একসাথে কাজ করতে আগ্রহী, দলে নিজের কাজের অংশ সঠিকভাবে করে, দলগতকাজে নিজের মতামত প্রদান করে, নিজের কাজের বিষয়ে অন্যের মতামত শুনতে আগ্রহী এবং অন্যকে দলগত কাজে সহায়তা করেছে।
৬.৪ নিজ ও পারিবারিক কাজের দায়িত্ব আস্থার সঙ্গে পালন করা এবং বিদ্যালয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য শনাক্ত করে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হওয়া।	৬.৪.১ নিজের কাজ নিজে করা	নিজের কাজ মাঝে মাঝে করছে।	নিজের সকল কাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিয়মিত করছে।	নিজের সকল কাজ স্বতঃস্ফূর্ত ও সুচারুভাবে নিয়মিত করছে।
	৬.৪.২ পারিবারিক কাজে অংশগ্রহণ করা	পারিবারিক কাজে মাঝে মাঝে সহায়তা করছে	পারিবারিক কাজে নিয়মিতভাবে সহায়তা করছে।	পারিবারিক কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ও নিয়মিতভাবে সহায়তা করছে।
৬.৫ অভিভাবকের সহযোগিতায় স্কুল ব্যাংকিং এর আওতায় সঞ্চয়ের নিমিত্তে স্কুল ব্যাংকিং একাউন্ট খুলতে ও তা নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচালনা করতে পারা।	৬.৫.১ আর্থিক ডায়রিতে আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে পরিকল্পিত সঞ্চয় করা	কদাচিৎ আর্থিক ডায়রিতে আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে অপরিকল্পিত সঞ্চয় করেছে।	মাঝে মাঝে আর্থিক ডায়রিতে আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে সঞ্চয় করেছে।	নিয়মিত ও যথাযথভাবে আর্থিক ডায়রিতে আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে আর্থিক পরিকল্পনা অনুযায়ী সঞ্চয় করেছে।
৬.৬ ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করে নিজেকে তার সঙ্গে অভিযোজনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারা।	৬.৬.১ চল্লিশ বছর পরের নিজ এলাকার প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ কল্পনা করে তার চিত্র আঁকা বা তা নিয়ে গল্প লিখা	পরিচিত ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি বিবেচনা না করে নিজ এলাকার ভবিষ্যতের চিত্র এঁকেছে বা গল্প লিখেছে।	পরিচিত ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি আংশিক বিবেচনা নিয়ে নিজ এলাকার ভবিষ্যৎ কল্পনা করে তার চিত্র এঁকেছে বা গল্প লিখেছে।	পরিচিত ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি বিবেচনা নিয়ে নিজ এলাকার ভবিষ্যৎ যৌক্তিকভাবে কল্পনা করে তার চিত্র এঁকেছে বা গল্প লিখেছে।
	৬.৬.২ ভবিষ্যৎ চক্র ব্যবহার করে পেশায় নতুন প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করা	ভবিষ্যৎ চক্র ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির সাধারণ প্রভাব আংশিক বিশ্লেষণ করতে পেরেছে।	ভবিষ্যৎ চক্র ব্যবহার করে পেশার উপর একটি নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব আংশিক বিশ্লেষণ করতে পেরেছে।	ভবিষ্যৎ চক্র ব্যবহার করে পেশার উপর একটি নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করতে পেরেছে।
৬.৭ কৃষি ও সেবা খাতের একাধিক কাজ/আইটেমের	৬.৭.১ সঠিকভাবে ভাত রান্না করা এবং বাড়িতে নিয়মিত	ভাত রান্নায় আংশিক দক্ষতা অর্জন করেছে ও কদাচিৎ বাড়িতে	পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে, নিরাপত্তা মেনে, ভাত রান্না করতে পারে এবং	পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে, নিরাপত্তা মেনে, ভাত রান্না করতে পারে এবং

ওপর প্রাথমিক দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারা।	ভাত রান্নার অনুশীলন করা।	ভাত রান্নার অনুশীলন করে।	বাড়িতে মাঝেমাঝে অনুশীলন করে।	বাড়িতে নিয়মিত অনুশীলন করে।
	৬.৭.২ সঠিকভাবে, সতর্কতা বজায় রেখে অন্তত একটি গাছের গ্রাফটিং করা।	প্রক্রিয়া অবলম্বন না করে গ্রাফটিং করার চেষ্টা করেছে।	পদ্ধতিগতভাবে সতর্কতা বজায় রেখে অন্তত একটি গাছের গ্রাফটিং প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন করেছে কিন্তু উপজোড়কে টিকানো যায়নি।	পদ্ধতিগতভাবে সতর্কতা বজায় রেখে অন্তত একটি গাছে সফল গ্রাফটিং সম্পন্ন করেছে।

পরিশিষ্ট ৪

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
১. দলগত কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
২. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
৩. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
৪. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
৫. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
৬. দলগত ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
৭. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে

৮. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
৯. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
১০. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলগত কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর : তারিখ:

শ্রেণি :	বিষয় : জীবন ও জীবিকা

রোল নং	নাম	প্রযোজ্য BI নং									
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি :		বিষয় : জীবন ও জীবিকা									
		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৬

রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট

নৈপুণ্য

পারদর্শিতার সনদ

প্রতিষ্ঠানের নাম : ....

শিক্ষার্থীর নাম : ....   শিক্ষার্থীর আইডি : ....

শ্রেণি : ৬ষ্ঠ ....   শিক্ষাবর্ষ : ....

বিষয়সমূহ

- বাংলা
- ইংরেজি
- গণিত
- বিজ্ঞান
- ডিজিটাল প্রযুক্তি
- ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- জীবন ও জীবিকা
- ধর্ম শিক্ষা
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা
- শিল্প ও সংস্কৃতি

বাংলা

যোগাযোগ
পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত ভাষায় যোগাযোগ করেছে

ভাষারীতি
বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন অর্থবৈচিত্র্যমূলক বাক্য তৈরি করেছে

প্রায়োগিক যোগাযোগ
বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় লিখতে পেরেছে

সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ
সাহিত্যরস উপভোগ করে নিজের কল্পনা ও অনুভূতি সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে

মানবিক চিন্তন
কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে নিজের মত দিয়েছে ও অন্যের মতের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে

English

Communication
Communicates with relevance to a given context

Linguistic norms
Contextualizes responses using appropriate vocabulary and expressions

Democratic practice
Promotes democratic atmosphere in communication, and participates accordingly

Creative expression
Interprets and connects to a literary text using contextual clues

গণিত

গাণিতিক অনুসন্ধান
বিভিন্ন পরিকল্পনা যাচাই করে গাণিতিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে

সংখ্যা ও পরিমাণ
বিভিন্ন গাণিতিক কৌশল ও যথাযথ ভাষা ব্যবহার করে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করছে এবং ফলাফল বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা করছে

আকৃতি
নিয়মিত জ্যামিতিক আকৃতিসমূহ পরিমাপ করেছে

গাণিতিক সম্পর্ক
গাণিতিক যুক্তি, সম্পর্ক ও গাণিতিক সূত্র ব্যবহার করে সমস্যা সমাধান করেছে

সম্ভাব্যতা
গাণিতিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ফলাফলের একাধিক ব্যাখ্যা যাচাই করে দেখেছে

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান						
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তথ্য প্রমাণ ও বস্তুনিষ্ঠতার উপর জোর দিয়েছে						

বস্তুর গঠন ও আচরণ						
পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক গঠন ও আচরণের সম্পর্ক অনুসন্ধান করেছে						

বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া						
বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনায় শক্তির স্থানান্তর অনুসন্ধান করেছে						

স্থিতি ও পরিবর্তন						
কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে						

বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ						
মানুষ ও প্রকৃতির উপর প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগে সচেষ্ট হয়েছে						

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ডিজিটাল সাক্ষরতা						
প্রযুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের দায়িত্বশীল ব্যাবহার করতে পেরেছে						

আইসিটি সক্ষমতা						
অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্য আদানপ্রদানের কৌশল ব্যাখ্যা করেছে						

ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন						
ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ করেছে						

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার						
সামাজিক রীতি-নীতি, ঝুঁকি ও নৈতিক দিক বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করছে						

সামাজিক বিজ্ঞান

আত্মপরিচয়						
লিখিত ও অলিখিত উৎস থেকে তথ্য নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের আত্মপরিচয় ও ইতিহাস অন্বেষণ করেছে						

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা						
বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান অনুসন্ধান করেছে						

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো						
বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কীভাবে মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করে তা অনুসন্ধান করেছে						

সম্পদ ব্যবস্থাপনা						
সময় ও অঞ্চলভেদে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে গড়ে ওঠে তা অনুসন্ধান করেছে						

পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা						
সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের সাপেক্ষে সমাজের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে নিজ প্রেক্ষাপটে দায়িত্বশীল আচরণ করেছে						

জীবন ও জীবিকা

আত্মউন্নয়ন

সহযোগিতামূলক, কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান এবং নিজ, পরিবারিক ও আর্থিক কার্যক্রম অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে উন্নয়নের জন্য প্রস্তুত করছে।

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং

নিজের পছন্দ, সক্ষমতা ও পারিবারিক সামর্থ্য বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে।

পেশাগত দক্ষতা

স্থানীয় পেশাসমূহের চাহিদা ও পরিবর্তন বিশ্লেষণ করে পেশার দক্ষতা এবং নির্দিষ্ট পেশা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ও আগ্রহ প্রদর্শণ করতে পেরেছে।

ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা

পেশায় ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব জেনে অভিযোজনের প্রস্তুতি নিতে পারছে।

ধর্ম শিক্ষা

ধর্মীয় জ্ঞান

ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জানতে আগ্রহ প্রদর্শন করেছে

ধর্মীয় বিধিবিধান

ধর্মের বিধি-বিধান উপলব্ধি করে চর্চার চেষ্টা করেছে

ধর্মীয় মূল্যবোধ

ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সংগে মিলেমিশে থেকেছে

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

আত্মপরিচর্যা

শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন উপলব্ধি করে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যায় উদ্যোগী হয়েছে

আবেগিক বুদ্ধিমত্তা

কাউকে কষ্ট না দিয়ে নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করেছে

সামাজিক বুদ্ধিমত্তা

পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছে

শিল্প ও সংস্কৃতি

পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর

প্রকৃতির রূপ ও ঘটনাপ্রবাহ নিজের মতো করে বিভিন্নভাবে প্রকাশের আগ্রহ প্রদর্শন করেছে

নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ

শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার পরিবেশনা উপভোগ করতে পারছে এবং সম্পৃক্ত হতে আগ্রহ প্রকাশ করছে

যাপিত জীবনে নান্দনিকতা

দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার প্রকাশ করছে

আচরণিক নির্দেশক

সক্রিয় অংশগ্রহণ	শৃঙ্খলাবোধ	সহযোগিতা

সততা	বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা	নান্দনিক যোগাযোগ

মূল্যায়নের স্কেল

■■■■■■■	=	অনন্য (Upgrading)
■■■■■■□	=	অর্জনমুখী (Achieving)
■■■■■□□	=	অগ্রগামী (Advancing)
■■■■□□□	=	সক্রিয় (Activating)
■■■□□□□	=	অনুসন্ধানী (Exploring)
■■□□□□□	=	বিকাশমান (Developing)
■□□□□□□	=	প্রারম্ভিক (Elementary)

উপস্থিতির হার : .... %

শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য :

....

....

....

....

....

শিক্ষার্থীর মন্তব্য :

যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছি:

....

....

আরো উন্নতির জন্য যা যা করতে চাই:

....

....

....

অভিভাবকের মন্তব্য :

আমার সন্তান যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে:

....

....

আমার সন্তানের উন্নয়নে আমি যা করতে পারি:

....

....

....

....	....	....
শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
তারিখ :	তারিখ :	তারিখ :

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষাক্রম ২০২২

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: গণিত | ষষ্ঠ শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

সহযোগিতামূলক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ষষ্ঠ শ্রেণির বাৎসরিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয়: গণিত

শিক্ষাবর্ষ: ২০২৩

বাৎসরিক মূল্যায়ন: গণিত

ভূমিকা:

প্রিয় শিক্ষক, আপনি ইতোমধ্যেই জানেন, নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বছরে দুইটি সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত রাখা হয়েছে, যার মধ্যে একটি ইতোমধ্যে বছরের শুরুর ছয় মাসের শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় গণিত বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়া আছে।

শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আপনারা মূল্যায়ন করেছেন। ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি এসাইনমেন্ট বা কাজ শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে হয়েছে, বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শিক্ষার্থীরা সমাধা করবে। এই কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, কাজের প্রক্রিয়া, ফলাফল, ইত্যাদি সবকিছুই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। মূল্যায়নের নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শুরু করে এই কার্যক্রম চলাকালে বিভিন্নভাবে আপনি শিক্ষার্থীকে সহায়তা দেবেন, তবে কাজের প্রক্রিয়া কী হবে বা সমস্যা সমাধান কীভাবে করতে হবে তা শিক্ষার্থীরাই নির্ধারণ করবে। কাজের বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকে আপনি শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা কীভাবে নিরূপণ করবেন, তার বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তী অংশে দেওয়া আছে।

শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই গণিত বিষয়ের শিখনকালীন মূল্যায়ন চলমান আছে, যা শিখন অভিজ্ঞতাসমূহের বিভিন্ন ধাপে আপনারা পরিচালনা করছেন। এই মূল্যায়নের একটা বড় অংশ হলো শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদান, যার মূল উদ্দেশ্য তাদের শিখনে সহায়তা দেয়া। এই চলমান মূল্যায়নের তথ্য শিক্ষার্থীর পাঠ্যবই, তাদের করা বিভিন্ন কাজের নমুনা যেমন: পোস্টার, মডেল, প্রশ্নপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। এর বাইরেও বছর জুড়ে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক ব্যবহার করে আপনারা শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড রেখেছেন। এছাড়া ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের সময় নির্ধারিত কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের সাহায্যে আপনারা মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করেছেন। পরবর্তীতে শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন।

ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করবে এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে তার মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। এই মূল্যায়নের তথ্যের সাথে ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।

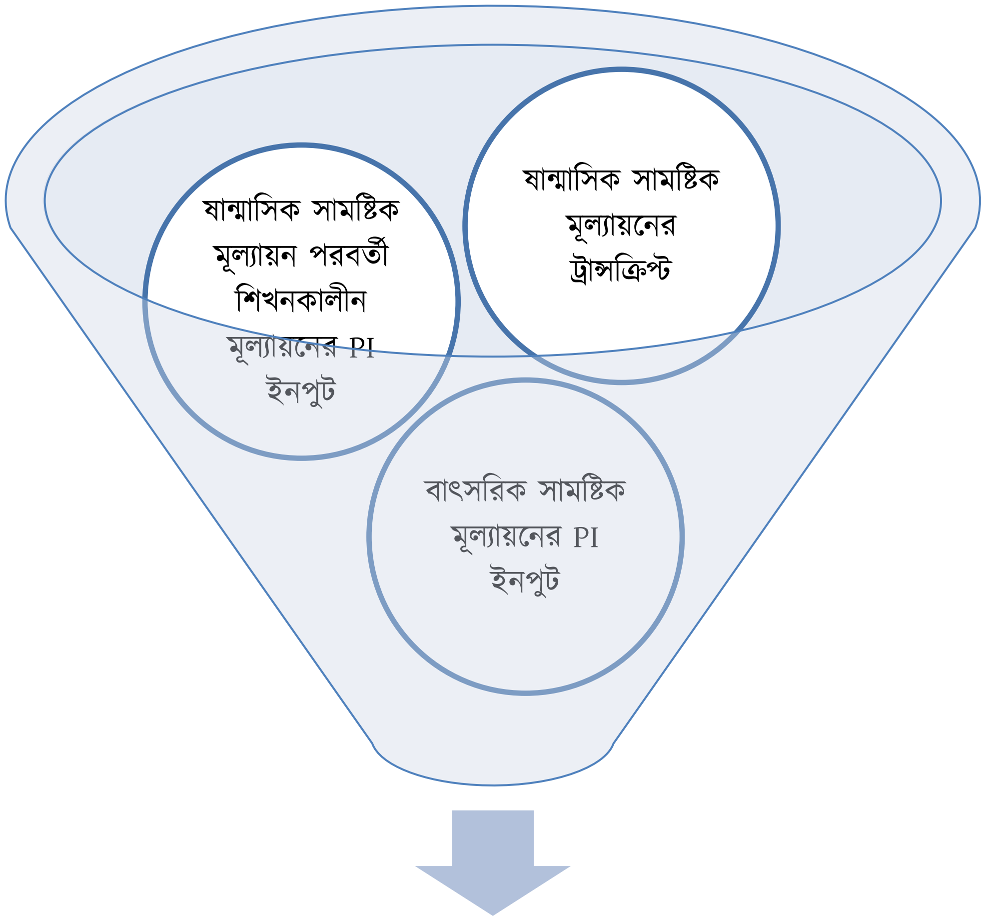

চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট

সাধারণ নির্দেশনা:

- শুরুতেই ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিয়ে গণিত বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালিত হবে তার নিয়মাবলি শিক্ষার্থীদের জানাবেন। এই মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা কী সেটা যেন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। ষষ্ঠ শ্রেণির মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন যাতে সবাই ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য প্রদত্ত কাজটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে সর্বমোট তিনটি সেশন বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম দুইটি সেশনে ৯০ মিনিট করে, এবং শেষ সেশনে দুই ঘণ্টা (বা বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা অনুযায়ী) সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজগুলো শেষ করবেন। তবে শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বেশি হলে শিক্ষক শেষ সেশনে কিছুটা বেশি সময় ব্যবহার করতে পারেন।
- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।
- শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কাজ সেশন চলাকালেই করবে, বাড়িতে গিয়ে করার জন্য খুব বেশি কাজ না রাখা ভালো। মনে রাখতে হবে এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে এবং পুরো অভিজ্ঞতাটি যেন তাদের জন্য আনন্দময় হয়।

- উপস্থাপনে যথাসম্ভব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেবেন, উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকদের যাতে কোনো আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন, মডেল/পোস্টার/ছবি ইত্যাদির চাকচিক্যে মূল্যায়নে হেরফের হবে না। বরং বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ, সম্ভব হলে ফেলনা জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দিন।
- বিষয়ভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজনে পাঠ্যবই বা যেকোনো উৎস শিক্ষার্থী ব্যবহার করতে পারবে। তবে কোনো উৎস থেকেই হুবহু তথ্য তুলে দেয়ায় উৎসাহ দেবেন না, বরং তথ্য ব্যবহার করে সে নির্ধারিত সমস্যার সমাধান করতে পারছে কি না, এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারছে কি না তার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করবেন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত শিখন যোগ্যতাসমূহ:

ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে ইতোমধ্যে এই শ্রেণির জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা চর্চা করার সুযোগ পেয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী অর্পিত কাজটি সাজানো হয়েছে।

- প্রাসঙ্গিক শিখন যোগ্যতাসমূহ:

৬.১ গাণিতিক সমস্যা সমাধানে একাধিক বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিকল্পনা করা ও বস্তুনিষ্ঠভাবে বিকল্পগুলোর উপযোগিতা যাচাই করে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিতে পারা।

৬.২ মানসাঙ্ক ও লিখিত/পদ্ধতিগত কৌশলের সমন্বয়ে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা ব্যবহার করতে পারা।

৬.৪ দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক জ্যামিতিক আকৃতিসমূহের বৈশিষ্ট্য ও শর্তসমূহ নির্ণয় করতে পারা ও নিয়মিত জ্যামিতিক আকৃতিসমূহ পরিমাপ করতে পারা।

৬.৫ গাণিতিক যুক্তির প্রয়োজনে সংখ্যার পাশাপাশি বিমূর্ত রাশি ও প্রক্রিয়া প্রতীকের ব্যবহার অনুধাবন করা এবং গাণিতিক যুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে গণিতের সৌন্দর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারা।

৬.৬ বাস্তব সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভাষা, চিত্র, ডায়াগ্রাম ও শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করতে পারা।

৬.৮ গাণিতিক সূত্র বা নীতিকে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা ও তা ব্যবহার করে বাস্তব ও বিমূর্ত সমস্যার সমাধান করতে পারা

নিচের ছকে প্রতিটি সেশন কিভাবে পরিচালনা করতে হবে এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কিভাবে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করবেন তা ধাপে ধাপে বর্ণনা করা হয়েছে।

কার্যক্রম পরিচালনার প্রক্রিয়া (কাজের বর্ণনা, ধাপসমূহ, মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ প্রস্তুতির প্রক্রিয়া)

<table>
<tr><th>যোগ্যতা</th><th>পারদর্শিতা যাচাইয়ের জন্য নির্ধারিত কাজ</th><th>পি আই</th><th>শিক্ষক কাজগুলো যেভাবে পরিচালনা করবেন</th><th>মূল্যায়নের সময় শিক্ষক যে সকল দিক লক্ষ রাখবেন</th></tr>
<tr><td colspan="5">সেশন ১- কাজ ১ এবং কাজ ২</td></tr>
<tr><td>৬.১
৬.২</td><td>কাজ ১- সংখ্যার কারিগর

নিচের শর্তগুলো পূরণ করে শিক্ষার্থীরা "ভগ্নাংশের খেলা" / সংখ্যার কারিগর কাজটিতে অংশগ্রহণ করবে।
• প্রত্যেকে দুইটি করে ভগ্নাংশ লিখো যাদের হর ও লব উভয়ই এক অঙ্ক বিশিষ্ট হবে।
• একটি প্রকৃত এবং একটি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ হতে হবে।
• দুইটি ভগ্নাংশের হর একই হতে পারবেনা এবং হর শূন্য হওয়া যাবেনা।

একটি কাগজে ভগ্নাংশ দুইটি লেখার পরে কাগজটি দুই ভাঁজ করে উপরে যোগ/ বিয়োগ/ গুণ/ ভাগ এবং নিজের রোল লিখবে। শিক্ষক বলে দিবে কে কোনটি লিখবে। এরপর কাগজটি একটি বাক্সে জমা দিবে।

এরপর প্রত্যেক শিক্ষার্থী দৈবচয়ন পদ্ধতিতে বক্স থেকে একটি কাগজ উঠাবে এবং প্রাপ্ত ভগ্নাংশ দুইটি নিয়ে নিচের কাজগুলো করবে। কারো যদি নিজের কাগজ উঠে সে আবার উঠাবে।</td><td>৬.১.১
৬.১.২
৬.২.১</td><td>দুইটি কাজের জন্য এই সেশনের মোট সময়- ৯০ মিনিট। শিক্ষার্থীরা এককভাবে কাজ করবে। শিক্ষক বিস্তারিত নির্দেশনা দিয়ে কাজ-১ বুঝিয়ে দিবেন। সকল শিক্ষার্থী বুঝতে পেরেছে- তা নিশ্চিত করবেন। শিক্ষার্থীরা ধাপ অনুসরণ করে কাজটি শেষ করবে এবং খাতায়/পৃষ্ঠায় লিখে শিক্ষকের কাছে জমা দিবে।
কাজ-১ এর ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষার্থী যাতে নিজের লেখা ভগ্নাংশ না পায় তা নিশ্চিত করুন। কাজ-১ শেষ হলে কাজ জমা নিবেন।
এরপর কাজ-২ এর নির্দেশনা প্রদান করুন।</td><td>মুল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করার সময় নিচের বিষয়গুলো চিহ্নিত করে রেকর্ড রাখুন।

শর্ত পূরণ করে ভগ্নাংশ লিখতে পেরেছে (৬.২)

দৈবচয়নে প্রাপ্ত ভগ্নাংশ দুইটির মধ্যে প্রকৃত এবং অপ্রকৃত ভগ্নাংশ চিহ্নিত করে যুক্তি দিতে পেরেছে। অপ্রকৃত ভগ্নাংশকে মিশ্র ভগ্নাংশের প্রকাশ করতে পেরেছে। (৬.২)

দৈবচয়নে প্রাপ্ত ভগ্নাংশ দুইটিকে গ্রিডের মাধ্যমে যোগ/বিয়োগ /গুণ/ভাগ করতে পেরেছে এবং প্রাপ্ত ফলাফলকে দশমিকে প্রকাশ করতে পেরেছে। (৬.২)

প্রাপ্ত অপ্রকৃত ভগ্নাংশের পূর্ণ অংশ নির্ণয় করতে পেরেছে এবং সংখ্যারেখায় অপ্রকৃত ভগ্নাংশের পূর্ণ অংশটি স্থাপন করতে পেরেছে। (৬.২)

দৈবচয়নে প্রাপ্ত ভগ্নাংশ দুইটিকে দশমিকে প্রকাশ করতে পেরেছে। (লিখিত) (৬.২)</td></tr>
</table>

	1) দৈবচয়নে প্রাপ্ত ভগ্নাংশ দুইটির কোনটি প্রকৃত এবং কোনটি অপ্রকৃত তা যুক্তিসহ লিখো। 2) অপ্রকৃত ভগ্নাংশকে মিশ্র ভগ্নাংশে প্রকাশ করো।* 3) দৈবচয়নে প্রাপ্ত ভগ্নাংশ দুইটিকে গ্রিড কাগজের মাধ্যমে কাগজের উপর যা লেখা আছে (যোগ/বিয়োগ/গুণ/ভাগ) করবে। প্রাপ্ত ফলাফল দশমিকে প্রকাশ করবে। 4) প্রাপ্ত অপ্রকৃত ভগ্নাংশের পূর্ণ অংশ নির্ণয় করবে এবং সংখ্যারেখায় অপ্রকৃত ভগ্নাংশের পূর্ণ অংশটি স্থাপন করে দেখাবে।* 5) ভগ্নাংশ দুইটিকে দশমিকে প্রকাশ করবে। 6) প্রাপ্ত দশমিক ভগ্নাংশ দুইটিকে সংখ্যারেখায় স্থাপন করে দেখাবে। 7) প্রাপ্ত দশমিক ভগ্নাংশ দুইটিকে কাগজের উপর যা লেখা আছে (যোগ/বিয়োগ/গুণ/ভাগ) তা করো। ৩) নং এ প্রাপ্ত দশমিক ফলাফলের সাথে যাচাই করো। আসন্ন মানের কোনো পরিবর্তন থাকলে ব্যাখ্যা করো।			প্রাপ্ত দশমিক ভগ্নাংশ দুইটিকে সংখ্যারেখায় স্থাপন করতে পেরেছে (৬.২) *এমন যদি হয় যে কোনো শিক্ষার্থী তাঁর প্রাপ্ত কাগজে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ পায়নি, তাহলে সে যে কোন একটি প্রকৃত ভগ্নাংশকে “বিপরীত ভগ্নাংশের” পরিণত করে ২-৭ নং প্রশ্ন সমাধান করবে।
৬.৫ ৬.৮	**কাজ ২ – বনভোজনের কেনাকাটা** ষষ্ঠ শ্রেণিতে বার্ষিক বনভোজনের জন্য তোমাদের কয়েকজন বন্ধুকে খরচের হিসাব করার দায়িত্ব দেওয়া হলো। দেখা গেলো যে, চাল এবং মুরগীর মাংসের দামের ক্ষেত্রে ১ কেজি মুরগীর মাংসের দাম ৩ কেজি চালের দামের চেয়ে ৩ টাকা কম। চাল ও মুরগী কেনার জন্য তোমাদের ৫০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। যদি ২ কেজি মাংস এবং ৩ কেজি চাল কিনো তাহলে তোমাদের ১৬ টাকা ঘাটতি হয়।	৬.৫.১ ৬.৫.২ ৬.৮.১	কাজ ২ এর শিক্ষার্থীরা পৃথক পৃষ্ঠায় তৈরি করবে এবং রোল/ আই ডি লিখে কাজ জমা দিবে। ডান পাশের কলামের নির্দেশকগুলো পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়নের জন্য তথ্য সংগ্রহ করুন। প্রয়োজনে কাজ ১ এবং কাজ ২ এর মৌখিক প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের কাজের ব্যাখ্যা কিংবা পরিকল্পনা জানুন।	**মুল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করার সময় নিচের বিষয়গুলো চিহ্নিত করে রেকর্ড রাখুন।** বীজগাণিতিক রাশির মাধ্যমে প্রকাশ করতে পেরেছে। (৬.৫) রাশির পদগুলোকে ট্রিএর মাধ্যমে প্রকাশ করতে পেরেছে। (৬.৫) প্রত্যেকটি পদকে আবার ট্রির মাধ্যমে প্রকাশ করতে পেরেছে। (৬.৫) প্রত্যেকটি পদের সহগ এবং চলক নির্ণয় করতে পেরেছে। (৬.৫)

	1) এই হিসেবটিকে তুমি একটি বীজগাণিতিক রাশির মাধ্যমে প্রকাশ করো। 2) রাশির পদগুলোকে একটি ট্রির মাধ্যমে প্রকাশ করো। 3) প্রত্যেকটি পদকে আবার ট্রির মাধ্যমে প্রকাশ করো। 4) প্রত্যেকটি পদের সহগ এবং চলক নির্ণয় করো। 5) বীজগাণিতিক রাশিটিকে সমাধান করে ২ কেজি চাল এবং ৩ কেজি মাংসের জন্য তোমাদের মোট খরচের হিসাব করো।		পরের সেশনের জন্য বাক্স এবং পরিমাপক যন্ত্র নিয়ে আসার নির্দেশনা প্রদান করে সেশন সম্পন্ন করবেন।	মোট খরচের হিসাব করতে পেরেছে। (৬.৫)
সেশন ২				
৬.৪ ৬.৬	**সেশন ২- কাজ ৩- বস্তু পরিমাপ ও ঘনকের মডেল তৈরি** **শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনাঃ** 1) তোমার নিয়ে আসা বাক্সটির নাম লিখো। 2) তোমার বস্তুটি কি আয়তাকার ঘনবস্তু নাকি ঘনক? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি লিখো। 3) বাক্সটির তল সংখ্যা লিখো। 4) প্রত্যেক তলের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং ক্ষেত্রফল বের করো। বস্তুটির সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো। 5) অন্য কোন পদ্ধতিতে বাক্সটির সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো। ৫ ও ৬ নং এর ফলাফল যাচাই করো। 6) তোমার নিয়ে আসা বাক্সটির ভিতরে ‘সর্ববৃহৎ আকারের ঘনক’ সর্বচ্চো কয়টি রাখা যাবে। অথবা, তোমার নিয়ে আসা বস্তুটি যদি ঘনক হয়, তাহলে এই মাপের রুবিক্স কিউবের (3×3×3	৬.৪.১ ৬.৬.১	এই সেশনের আগের সেশনে শিক্ষার্থীদের নিজের পছন্দমতো যে কোন একটি বাক্স নিয়ে আসতে বলবেন যেমন- দিয়াশলাই এর ভিতরের বাক্স, মগের বাক্স, দিয়াশলাই এর বাইরের বাক্স, টুথপেস্টের বাক্স, জুতার বাক্স, শাড়ির বাক্স, টিস্যুর বাক্স। শিক্ষার্থীরা তাদের আনা বিভিন্ন নমুনা বাক্স থেকে প্রত্যেকে একটি করে পাবে। সকল শিক্ষার্থী ১টি করে বস্তু পায় – তা শিক্ষক নিশ্চিত করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্নগুলো অনুযায়ী পরিমাপ করতে এবং উত্তর লিখতে বলুন।	**মুল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করার সময় নিচের বিষয়গুলো চিহ্নিত করে রেকর্ড রাখুন।** ৩) আয়তাকার ঘনবস্তু / ঘনক কেন- স্বপক্ষে যুক্তি লিখতে পেরেছে। (৬.৪) ৪) তল সংখ্যার সঠিকভাবে লিখতে পেরেছে (৬.৪) ৫) প্রত্যেক তলের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পেরেছে। (৬.৪) ৬) সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের হিসাব করার ক্ষেত্রে বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার করতে পেরেছে। (৬.৪) ৭) কয়টি সর্ববৃহৎ ঘনক তা যুক্তি নির্ণয় করতে পেরেছে (৬.৮)

	আকারের) প্রতিটি ছোট ঘনকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কত হবে? 7) ৭ নং প্রশ্নে তুমি যে আকৃতির ঘনক পেয়েছো, কাগজ দিয়ে মেপে তার একটি মডেল তৈরি করো। কিভাবে মডেল তৈরি করেছো তার বর্ণনা লিখে রাখবে এবং সেশন ৩ এ উপস্থাপন করবে। 8) যে কোন দুইটি ভিন্ন তলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় করো। 9) সমগ্রতলের ক্ষেত্রফলের সাপেক্ষে বস্তুটির প্রতিটি তলের ক্ষেত্রফলের শতকরা অনুপাত নির্ণয় করো ও শতকরা গ্রিডে উপস্থাপন করো।		কাজ ৩ এর ক্ষেত্রে বাক্স পরিমাপ এবং বাক্সের মডেল তৈরি করার জন্য যথাযথ সময় বরাদ্দ করুন। শিক্ষক বিস্তারিত নির্দেশনা দিয়ে কাজ-৩ বুঝিয়ে দিবেন। সকল শিক্ষার্থী বুঝতে পেরেছে- তা নিশ্চিত করবেন। শিক্ষার্থীরা ধাপ অনুসরণ করে কাজটি শেষ করবে এবং খাতায়/পৃষ্ঠায় লিখে শিক্ষকের কাছে জমা দিবে। কাজ-৩ এর ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষার্থী নিজের আনা বক্স ও পরিমাপ করতে পারবে। কাজ-৩ শেষ হলে কাজ জমা নিবেন। ৮) নং প্রশ্নের মডেল তৈরির কাজ করার প্রক্রিয়া একটি পৃষ্ঠায় লিখে রাখতে হবে। এরপর কাজ-৪ এর নির্দেশনা প্রদান করুন।	৮) ৭ নং প্রশ্নে তুমি যে আকৃতির ঘনক পেয়েছো, কাগজ দিয়ে মেপে তার একটি মডেল তৈরি করতে পেরেছে। (৬.৪) ৯) যে কোন দুইটি ভিন্ন তলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় করেছে। (৬.৬) ১০) সমগ্রতলের ক্ষেত্রফলের সাপেক্ষে প্রতিটি তলের ক্ষেত্রফলের শতকরা অনুপাত নির্ণয় করো ও শতকরা গ্রিডে উপস্থাপন করো। (৬.৬)
৬.৮	কাজ ৪- প্যাটার্ন খুঁজে টাইলস ডিজাইন করা মনে করো, তোমাদের বিদ্যালয়ের মেঝে টাইলস দিয়ে ভরাট করা হবে। বিভিন্ন টাইলস দিয়ে প্যাটার্ন তৈরি করে টাইলস ডিজাইন করা যায়। উপরের ছবিতে প্রত্যেক প্যাটার্নে ২ ধরণের কিছু টাইলস বিন্যস্ত করে রাখা আছে। এখানে টাইলসের ৪ টি প্যাটার্ন তৈরি করে দেওয়া আছে।	৬.৮.১	সেশন ২ এর কাজ ৪ এর জন্য ৩০ মিনিট সময় রাখুন। এখানে প্যাটার্ন নিয়ে চিন্তা করার সময় দিন। সকল শিক্ষার্থী বুঝতে পেরেছে- তা নিশ্চিত করবেন।	১০ম প্যাটার্ন চিহ্নিত করতে পেরেছে। (৬.৮) ১০ম ও ১১তম প্যাটার্নের জন্য মোট টাইলসের সংখ্যা নির্ণয় করতে পেরেছে। (৬.৮) ১১ তম প্যাটার্নে কতটি টাইলস বেশি লাগবে তা সনাক্ত করতে পেরেছে। (৬.৮)

	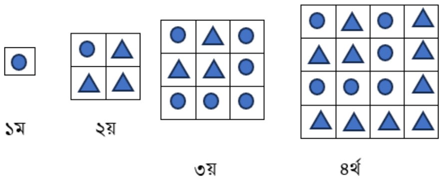 ১) নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে ১০ম প্যাটার্নটি তোমার খাতায় তৈরি করো। ২) ১০ম প্যাটার্ন থেকে ১১তম প্যাটার্ন তৈরি করতে কোন ধরণের টাইলস কতগুলো বেশি লাগবে? ৩) ১ম থেকে ১১ তম প্যাটার্ন তৈরি করতে মোট কতটি টাইলস লাগবে। ৪) ১ম থেকে ১১ তম প্যাটার্ন তৈরি করতে টাইলস ১ ও টাইলস ২ এর মধ্যে কোন টাইলসটি কত সংখ্যক লাগবে?		শিক্ষার্থীরা ধাপ অনুসরণ করে কাজটি শেষ করবে এবং খাতায়/পৃষ্ঠায় লিখে শিক্ষকের কাছে জমা দিবে।	
		সেশন ৩- দলগত কাজ		
6.4	**কাজ ৫- দলগত পরিমাপ ও উপস্থাপন** শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৪ জন করে দল গঠন করুন। নিচের বিষয়গুলো লটারির মাধ্যমে দলে ভাগ করে দিন। শ্রেণির মোট শিক্ষার্থী বিবেচনা করে নিচের বিষয়গুলো দিয়ে লটারি তৈরি করুন। প্রয়োজনে শিক্ষক নতুন বিষয় যোগ করতে পারেন। ক) দুইটি ভিন্ন দৈর্ঘ্যের পানির বোতল খ) দুইটি ভিন্ন দৈর্ঘ্যের বাক্স গ) বিদ্যালয়ের সামনের বাগান বা মাঠের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ঘ) শ্রেণিকক্ষের জানালার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ঙ) শ্রেণিকক্ষের জানালা ও দরজার দৈর্ঘ্য চ) শ্রেণিকক্ষের দরজার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ছ) শিক্ষকের টেবিল বা শিক্ষার্থীদের বেঞ্চের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ		সেশন ৩ এর দলগত কাজের জন্য ৪ জন করে দল গঠন করে দিন। এরপর কাজের নির্দেশনা শিক্ষার্থীদের ব্যাখ্যা করুন। শিক্ষার্থীরা তারপর পরিমাপের বস্তু নির্বাচন করবে। দলগত পরিমাপের কাজটির জন্য প্রথমে পরিকল্পনা করতে বলুন। তাদের পরিকল্পনা করার আলোচনা পর্যবেক্ষণ করুন। এরপর ৪-৭ নং কাজগুলো দলের মধ্যে আলোচনা করে	**মুল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করার সময় নিচের বিষয়গুলো চিহ্নিত করে রেকর্ড রাখুন।** পরিমাপের জন্য দলগত আলোচনার মাধ্যমে একটি যৌক্তিক পরিকল্পনা করেছে। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পরিমাপ করতে পেরেছে। পরিমাপের সঠিকতা যাচাই করতে পেরেছে। দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য নির্দিষ্ট একক ব্যবহারের যুক্তি উপস্থাপন করতে পেরেছে। বীজগণিতীয় রাশির মাধ্যমে প্রকাশ করতে পেরেছে। ট্রি চিত্রের মাধ্যমে রাশিটির পদ এবং পদের

	দলগত কাজের নির্দেশনাঃ ১) দলের মধ্যে আলোচনা করে কাজটি পরিকল্পনা করবে। ২) সুবিধাজনক একক ব্যবহার করে পরিকল্পনা অনুসারে লটারিতে প্রাপ্ত বিষয়ের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পরিমাপ (একই বস্তুর ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ এবং দুইটি ভিন্ন বস্তুর ক্ষেত্রে বস্তুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য) করবে। দলের একজন সদস্য প্রাপ্ত ফলাফল খাতায় লিখে রাখবে। ৩) নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে দৈর্ঘ্য পরিমাপের যে এককটি ব্যবহার করবে - তার পক্ষে যুক্তি প্রদান করবে। দলের সকল সদস্য একবার করে পরিমাপ করে পরিমাপের সঠিকতা যাচাই করে দেখবে এবং নিজেদের প্রাপ্তমান প্রতিবেদনে রেকর্ড করবে। ৪) লটারিতে প্রাপ্ত বিষয়ের দুইটি পরিমাপের মধ্যে সংখ্যারাশির মাধ্যমে সম্পর্ক নির্ণয় করবে এবং বীজগণিতীয় রাশির মাধ্যমে প্রকাশ করো। ৫) যে বীজগণিতীয় রাশিটি তৈরি করলে ট্রি চিত্রের মাধ্যমে রাশিটির পদ এবং পদের উৎপাদকগুলি দেখাও। ৬) রাশিটির সহগ এবং ধ্রুবক লিখো। ৭) সম্পর্কটি সমাধান করে মান বের করো এবং ২ নং কাজে পরিমাপের ফলাফল যাচাই করো। উপরের ৮ টি প্রশ্ন দলগতভাবে আলোচনা করে সমাধান করবে এবং প্রতিটি দল একটি প্রতিবেদনের মাধ্যমে তাদের কাজ জমা দিবে।		প্রতিবেদন তৈরি করতে বলুন। ৪-৭ নং কাজগুলো সমাধান করে প্রতিটি দল একটি করে প্রতিবেদন তৈরি করবে। এই প্রতিবেদন তৈরির সময় দলের সকলে অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনে বিভিন্ন দলের সদস্যদের কাছে তাদের কাজের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করুন। তারা প্রত্যেকেই পরিমাপ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে পরিমাপের সঠিকটা যাচাই করছে কিনা পর্যবেক্ষণ করুন। তারা সকলে আলোচনায় অংশগ্রহণ করছে কি না, একে অপরকে সাহায্য করছে কিনা এই বিষয়গুলোও দেখুন এবং কলাম ৫ এর পয়েন্টগুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করুন। প্রতিবেদন তৈরি শেষ হলে প্রতিটি দল থেকে একজন সদস্য তাদের কাজের ফলাফল উপস্থাপন করবে। প্রত্যেক দল থেকে একজন সদস্য তারা কিভাবে পরিকল্পনা করে পরিমাপ করেছে এবং তাদের অভিজ্ঞতা কি এ বিষয়ে উপস্থাপন	উৎপাদকগুলি নির্ণয় করতে পেরেছে। রাশিটির সহগ এবং ধ্রুবক লিখতে পেরেছে। ৭ নং প্রশ্নের সম্পর্কটি সমাধান করে মান বের করেছে এবং ২ নং কাজে পরিমাপের ফলাফল যাচাই করতে পেরেছে।

			করবে। প্রয়োজনে অন্য সদস্যরা সাহায্য করবে। প্রত্যেক দলকে উপস্থাপনার জন্য যথেষ্ট সময় দিন। অন্য দলগুলোকে প্রশ্ন করতে/মতামত দিতে উৎসাহ প্রদান করুন। সব দলের উপস্থাপনা শেষ হলে প্রতিবেদন জমা নিন এবং সেশন শেষ করুন।	

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ বা PI পরিশিষ্ট ১ এ দেওয়া আছে। শিক্ষার্থীর কোন পারদর্শিতা দেখে তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে তাও ছকে উল্লেখ করা আছে। নির্ধারিত কাজ যেই দিন সম্পন্ন হবে সেদিনই সংশ্লিষ্ট PI এর ইনপুট দেবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পরিশিষ্ট ২ এ সকল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক সংযুক্ত করা আছে। ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি ব্যবহার করে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

শিখনকালীন, ষাণ্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন সমন্বয়:

ইতোমধ্যে ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের সময় প্রথম কয়েকটি শিখন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। একইভাবে বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।

ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন:

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কীভাবে শিখনকালীন ও ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের সমন্বয় করে ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছিল। একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া গেছে সেটিই উল্লেখ করা হয়েছিল।

ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার

করে মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে করা মূল্যায়নের তথ্যে একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া যাবে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করতে হবে।

কোনো শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি শিখনকালীন, ষাণ্মাসিক বা বাৎসরিক সামষ্টিক মুল্যায়ন কোনো ক্ষেত্রেই PI এর ইনপুট না পাওয়া যায়, তাহলে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্টে সেই PI এর ইনপুটের জায়গা ফাঁকা থাকবে।

পরিশিষ্ট ৩ এ বাৎসরিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট দেওয়া আছে। এই ফরম্যাট ব্যবহার করে প্রত্যেক পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জনের সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখপূর্বক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করবেন।
এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের রেকর্ড সংগ্রহের জন্য □, ○, △ এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হলেও ট্রান্সক্রিপ্টে এই চিহ্নগুলোর কোনো উল্লেখ থাকবে না। তবে ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাটে উল্লেখিত চিহ্নগুলোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পারদর্শিতার মাত্রা টিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে।

আচরণিক নির্দেশক

পরিশিষ্ট ৪ এ আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেওয়া আছে। ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের মতোই বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, পরিশিষ্ট ৫ এর ছক ব্যবহার করে আচরণিক নির্দেশকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ১০ টি বিষয়ের আচরণিক নির্দেশকের অর্জিত মাত্রা বা পর্যায়ের সমন্বয় করে চুড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/শ্রেণি শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ১০ জন বিষয় শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত BI এর ইনপুট সমন্বয় করে আচরণিক নির্দেশকের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করবেন।

আচরণিক নির্দেশকে ১০টি বিষয়ের সমন্বয়ের শর্তগুলো হলো:

- একটি আচরণিক নির্দেশকের জন্য ১০টি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী যেই পর্যায়টি সবচেয়ে বেশি বার পাবে সেইটিই হবে ঐ আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৩টি বিষয়ে △ এবং ৩টি বিষয়ে □ পায়, তবে ১ম আচরণিক নির্দেশকে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হলো ○।

- যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোনো আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো একটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বার ইনপুট না পায়, অর্থাৎ একাধিক পর্যায়ে সমান সংখ্যক ইনপুট পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তারমধ্যে অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায় বিবেচনা করতে হবে।
    - উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৪টি বিষয়ে △ এবং ২টি বিষয়ে □ পায়, তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে △।
    - আবার কোনো শিক্ষার্থী একই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি ৪টি বিষয়ে ○, ২টি বিষয়ে △ এবং ৪টি বিষয়ে □ পায়, তবে তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে ○।

শ্রেণি উত্তরণ নীতিমালা

শ্রেণি উত্তরণের বিষয়ে দুইটি দিক বিবেচনা করা হবে;

১। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার,

২। বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা।

১। শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে কিনা সেটা প্রাথমিক বিবেচ্য; তার বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারের উপর ভিত্তি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। **বিদ্যালয়ে মোট কর্মদিবসের অন্তত ৭০% উপস্থিতি নিশ্চিত হলে তাকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং বছর শেষে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার বিবেচনায় সে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হবে। যেহেতু নতুন শিক্ষাক্রম চলমান শিক্ষাবর্ষে (২০২৩) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, কাজেই এই বছরের জন্য মোট কর্মদিবসের কমপক্ষে ৫০% উপস্থিতি থাকলেও কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে।** এছাড়াও এখানে উল্লেখ্য, জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উপস্থিতির হার ৫০% এর কম হলেও শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রেণি উত্তরণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করতে পারেন; তবে তার জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ও তার সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ থাকতে হবে।

২। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো পারদর্শিতার নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা। সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ের ট্রান্সক্রিপ্টে সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা যদি □ স্তরে থাকে, তবে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।

বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- পারদর্শিতার বিবেচনায় কোনো শিক্ষার্থী যদি পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হয়, তবে শুধুমাত্র উপস্থিতির হারের ভিত্তিতে তাকে উত্তীর্ণ করানো যাবে না।

- পারদর্শিতার বিবেচনায় যদি শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য বিবেচিত হয়, কিন্তু উপস্থিতির হার নির্ধারিত হারের চেয়ে কম থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকগণের সমন্বিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিদ্যালয় ওই শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য ন্যূনতম উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ডের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেওয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ড বলতে ষাণ্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড বোঝাবে। এক্ষেত্রে বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টও এই পূর্বতন রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে।
- একইভাবে যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রেও উপরোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষাণ্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন দুই ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে শিখনকালীন মূল্যায়নের পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেওয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।
- উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হলেও সকল শিক্ষার্থী বছর শেষে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট পাবে।
- কোনো শিক্ষার্থীকে যদি পরবর্তী বছরে একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি করতে হয় তবে তার শিখন এগিয়ে নেবার জন্য একটি আত্মউন্নয়ন পরিকল্পনা (self development plan) করতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা দেবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে শিখন ঘাটতি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে ওই শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছয় মাসের একটি শিখন উন্নয়ন পরিকল্পনা (learning enhancement strategy) করতে হবে যাতে সে তার শিখন ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে। শিক্ষক কীভাবে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবেন এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হবে।

রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ: নৈপুণ্য

ইতোমধ্যেই আপনারা ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করেছেন, যেখানে সকল পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়ের বিবরণ থাকে। এই ট্রান্সক্রিপ্টে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বছর শেষে এক নজরে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন করা হবে যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার সার্বিক পারদর্শিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া থাকবে, যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে এবং অভিভাবকরা সহজেই শিক্ষার্থীর অবস্থান বুঝতে পারেন। পরিশিষ্ট ৬ এ রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে। মুলত মূল্যায়ন অ্যাপের মাধ্যমেই ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অ্যাপ থেকে সম্ভব না হলে শিক্ষকগণ এই ফরম্যাট ফটোকপি করে ম্যানুয়ালি রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারেন।

রিপোর্ট কার্ডে কোনো বিষয়েরই PI সমূহ উল্লেখ করা থাকবে না। বরং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান কয়েকটি নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্রের** মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। আপনারা জানেন, কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করতে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক PI নির্ধারণ করা আছে। তেমনি কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে পরষ্পর সম্পর্কযুক্ত একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জন সমন্বিতভাবে প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। (পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রদত্ত বিষয়ের ধারণায়নে বর্ণিত ডাইমেনশন থেকে নেয়া হয়েছে। কারণ বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতাসমূহ মুলত এই ডাইমেনশন গুলোকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে।)

বিষয়টি দেখা যায় এভাবে:

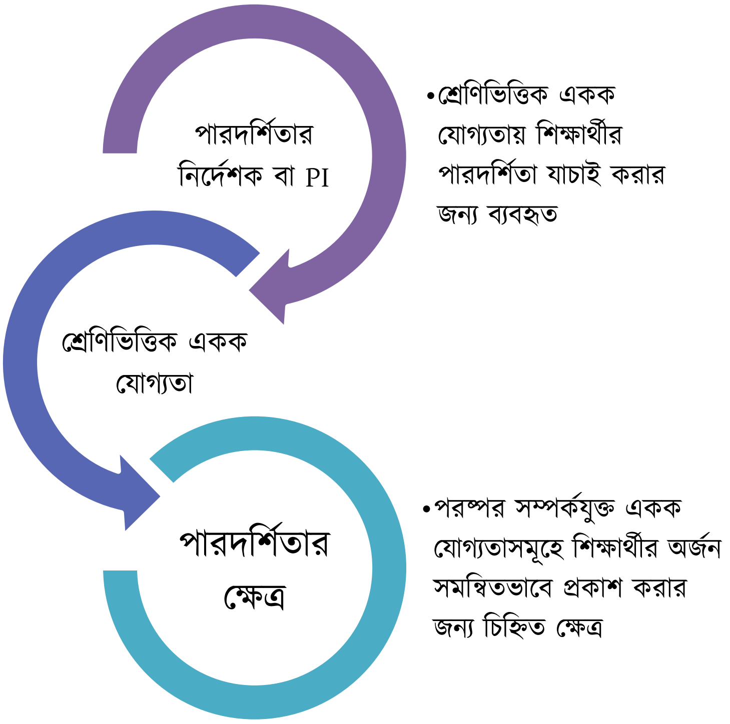

গণিত বিষয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

১। গাণিতিক অনুসন্ধান

২। সংখ্যা ও পরিমাণ

৩। জ্যামিতিক আকৃতি

৪। গাণিতিক সম্পর্ক

৫। সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, 'গাণিতিক অনুসন্ধান' এবং "সংখ্যা ও পরিমাণ" পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট PI সমূহ নিম্নরূপ:

গণিত বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
১। গাণিতিক অনুসন্ধান	৬.১ গাণিতিক সমস্যা সমাধানে একাধিক বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিকল্পনা করা ও বস্তুনিষ্ঠভাবে বিকল্পগুলোর উপযোগিতা যাচাই করে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিতে পারা।	৬.১.১ গাণিতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে একাধিক বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিকল্পনা করতে পেরেছে। ৬.১.২ বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে অধিক কার্যকরী প্রক্রিয়া বেছে নেয়ার পক্ষে যুক্তি দিতে পারছে।
২। সংখ্যা ও পরিমাণ	৬.২ মানসাঙ্ক ও লিখিত/পদ্ধতিগত কৌশলের সমন্বয়ে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা ব্যবহার করতে পারা।	৬.২.১ মানসাঙ্ক ও লিখিত/পদ্ধতিগত কৌশল সমন্বয় করে গাণিতিক সমস্যা সমাধানে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা যৌক্তিকভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে।

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা

রিপোর্ট কার্ড বা সনদে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, পারদর্শিতার ক্ষেত্রের শিরোনাম দিয়ে শিক্ষার্থী আদৌ কী করতে পারে তা স্পষ্ট হয় না, তাই প্রতি শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের একটি বর্ণনা প্রণয়ন করা হয়েছে। গণিত বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার বর্ণনা নিম্নরূপ:

গণিত বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা
১। গাণিতিক অনুসন্ধান	সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যাচাই করেছে
২। সংখ্যা ও পরিমাণ	গাণিতিক সমস্যা সমাধানে যথাযথ ভাষা ও কৌশলের প্রয়োগ করেছে
৩। জ্যামিতিক আকৃতি	নিয়মিত জ্যামিতিক আকৃতি চিনতে পেরেছে এবং সেগুলো পরিমাপ করতে পেরেছে
৪। গাণিতিক সম্পর্ক	সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ও সূত্র ব্যবহার করেছে
৫। সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ	প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখেছে

পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান কীভাবে নিরূপিত হবে?

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। যেহেতু প্রতিটি বিষয়ে পারদর্শিতার নির্দেশকের সংখ্যা অনেকগুলো এবং এদের পর্যায় মাত্র ৩টি, এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান বোঝা সম্ভব হয় না। সেজন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহের সমন্বয় করে ওই ক্ষেত্রে তার অবস্থান বোঝানো হবে। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক সকলেই যাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে এজন্য এই অবস্থানকে একটি ৭-স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেল দিয়ে প্রকাশ করা হবে।

পারদর্শিতার এই স্তরগুলো নিম্নরূপ:

1. অনন্য (Upgrading)

2. অর্জনমুখী (Achieving)
3. অগ্রগামী (Advancing)
4. সক্রিয় (Activating)
5. অনুসন্ধানী (Exploring)
6. বিকাশমান (Developing)
7. প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার সনদে ৭ স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হবে এভাবে:

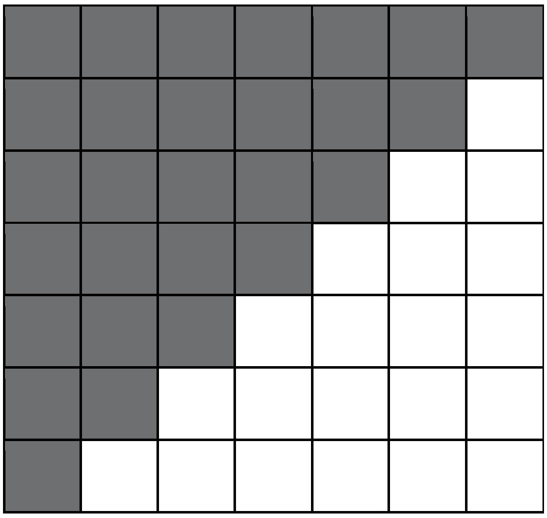

অনন্য (Upgrading)
অর্জনমুখী (Achieving)
অগ্রগামী (Advancing)
সক্রিয় (Activating)
অনুসন্ধানী (Exploring)
বিকাশমান (Developing)
প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের উপায়

আগেই বলা হয়েছে, প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান মূলত নির্ভর করবে PI সমূহে তার অর্জিত সর্বোচ্চ (△ চিহ্নিত পর্যায়) ও সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার পার্থক্যের উপর।

এই কাজটি করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করতে হবে:

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা} - \text{অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা}}{\text{মোট PI এর সংখ্যা}} * \text{১০০}\%$$

উদাহরণস্বরূপ, 'গাণিতিক অনুসন্ধান' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট PI ২টি (৬.১.১, ৬.১.২) । কোনো শিক্ষার্থী এই ২টি PI এর মধ্যে ১টিতে সর্বোচ্চ পর্যায় (△ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে এবং বাকি একটিতে সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে।

এখানে,

মোট PI এর সংখ্যা	:	২টি
অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি
অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি

তাহলে তার পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান হবে,

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{১ - ১}{২} * ১০০\% = ০\%$$

এই মানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হবে শিক্ষার্থীর অবস্থান পারদর্শিতার কোন স্তরে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ঋনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা (△ চিহ্নিত পর্যায়) সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার চেয়ে কম হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান শূন্য হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সমান হয়।
  - অথবা, যদি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সবগুলো PI তে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়ে থাকে।

নিচের ছকে পারদর্শিতার সবগুলো স্তর নির্ধারণের শর্তগুলো দেওয়া হলো:

পারদর্শিতার স্তর	**পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের শর্ত**
1. অনন্য (Upgrading)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = ১০০%
2. অর্জনমুখী (Achieving)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ৫০%
3. অগ্রগামী (Advancing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ২৫%
4. সক্রিয় (Activating)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ০%
5. অনুসন্ধানী (Exploring)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -২৫%
6. বিকাশমান (Developing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -৫০%
7. প্রারম্ভিক (Elementary)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = -১০০%

তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী উপরের উদাহরণে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ০% হলে ওই শিক্ষার্থীর অবস্থান হবে ‘সক্রিয় (Activating)’। রিপোর্ট কার্ড বা সনদে, ‘গাণিতিক অনুসন্ধান’ পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য তার অবস্থান উল্লেখ করা হবে এভাবে:

গাণিতিক অনুসন্ধান
সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যাচাই করেছে।

এখন নিচের ছকে দেখা যাক, গণিত বিষয়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোনটি ষষ্ঠ শ্রেণির কোন কোন একক যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এই এক বা একাধিক যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট PI কোনগুলো।

গণিত বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
১। গাণিতিক অনুসন্ধান	৬.১ গাণিতিক সমস্যা সমাধানে একাধিক বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিকল্পনা করা ও বস্তুনিষ্ঠভাবে বিকল্পগুলোর উপযোগিতা যাচাই করে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিতে পারা।	৬.১.১ গাণিতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে একাধিক বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিকল্পনা করতে পেরেছে। ৬.১.২ বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে অধিক কার্যকরী প্রক্রিয়া বেছে নেয়ার পক্ষে যুক্তি দিতে পেরেছে।
২। সংখ্যা ও পরিমাণ	৬.২ মানসাঙ্ক ও লিখিত/পদ্ধতিগত কৌশলের সমন্বয়ে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা ব্যবহার করতে পারা।	৬.২.১ মানসাঙ্ক ও লিখিত/পদ্ধতিগত কৌশল সমন্বয় করে গাণিতিক সমস্যা সমাধানে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা যৌক্তিকভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে।
	৬.৩ বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিমাপ করে ফলাফলে উপনীত হওয়া এবং এই পরিমাপ যে সুনিশ্চিত নয় বরং কাছাকাছি একটা ফলাফল তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারা	৬.৩.১ ক্ষেত্র অনুযায়ী উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিমাপের ফলাফল নির্ণয় করতে পেরেছে। ৬.৩.২ কাছাকাছি ও গ্রহণযোগ্য ফলাফল সুনিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন কৌশল বা প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে পেরেছে।
	৬.৬ বাস্তব সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভাষা, চিত্র, ডায়াগ্রাম ও শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করতে পারা।	৬.৬.১ বাস্তব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে গাণিতিক যুক্তি উপস্থাপনে যথোপযুক্ত ভাষা, চিত্র, ডায়াগ্রাম ও শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করছে।
৩। জ্যামিতিক আকৃতি	৬.৪ দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক জ্যামিতিক আকৃতিসমূহের বৈশিষ্ট্য ও শর্তসমূহ নির্ণয় করতে পারা ও নিয়মিত জ্যামিতিক আকৃতিসমূহ পরিমাপ করতে পারা	৬.৪.১ দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক নিয়মিত জ্যামিতিক আকৃতিসমূহ যৌক্তিকভাবে পরিমাপ করতে পেরেছে।
৪। গাণিতিক সম্পর্ক	৬.৫ গাণিতিক যুক্তির প্রয়োজনে সংখ্যার পাশাপাশি বিমূর্ত রাশি ও প্রক্রিয়া প্রতীকের ব্যবহার অনুধাবন করা এবং গাণিতিক যুক্তির	৬.৫.১ গাণিতিক যুক্তির প্রয়োজনে সংখ্যার পাশাপাশি বিমূর্ত রাশি ও প্রক্রিয়া প্রতীকের বস্তুনিষ্ঠ ব্যবহারের গুরুত্ব সনাক্ত করছে।

গণিত বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট একককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
	ব্যবহারের মাধ্যমে গণিতের সৌন্দর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারা	৬.৫.২ বাস্তব সমস্যা ব্যাখ্যা ও সমাধান করতে গিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গাণিতিক যুক্তি ব্যবহার করছে।
	৬.৮ গাণিতিক সূত্র বা নীতিকে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা ও তা ব্যবহার করে বাস্তব ও বিমূর্ত সমস্যার সমাধান করতে পারা	৬.৮.১ বাস্তব সমস্যা/ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে গাণিতিক সূত্র/নীতি তৈরি করতে পেরেছে।
৫। সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ	৬.৭ গাণিতিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লষেণ, করে ফলাফলের যে একাধিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে তা হৃদয়ঙ্গম করা ও সেগুলোর সম্ভাবনা যাচাই করতে পারা	৬.৭.১ গাণিতিক অনুসন্ধানের জন্য প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে ফলাফল নির্ণয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। ৬.৭.২ প্রাপ্ত ফলাফলের একাধিক ব্যাখ্যা থাকার সম্ভাবনা অনুধাবন করে যুক্তি প্রদান করছে।

পারদর্শিতার সনদ বা রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ ও তাদের শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা, এবং তাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য)।

আচরণিক নির্দেশকের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক নির্দেশকের জন্যেও নির্দিষ্ট কিছু **আচরনিক ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণিক নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় সমন্বয় করে নির্দিষ্ট **আচরণিক ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর ফলাফল নিরূপণ করা হবে। রিপোর্ট কার্ডে পারদর্শিতা ও আচরণিক ক্ষেত্র দুইই উল্লেখ করা থাকবে, যা দেখে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থার একটি চিত্র বোঝা যাবে।
শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করবেন, বিষয় শিক্ষক তার নির্দিষ্ট বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করে বিষয়ভিত্তিক ফলাফল জমা দেবেন। আচরণিক ক্ষেত্রের জন্য শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করবেন।

রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখিত আচরণিক ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ

২। নিষ্ঠা ও সততা

৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখিত ১০টি আচরণিক নির্দেশকের প্রত্যেকটি উপরের কোনো না কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। PI এর ইনপুট হিসেব করে যেভাবে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার ক্ষেত্রে ফলাফল নিরূপণ করা হবে, একইভাবে BI এর ইনপুটের ভিত্তিতে উপরের ৬টি আচরনিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করতে হবে। সকল শ্রেণির জন্য একই আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর

ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক ক্ষেত্রের জন্যেও সংশ্লিষ্ট BI এ শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় একই সুত্র ব্যবহার করে হিসেব করে ৭ স্তর বিশিষ্ট স্কেলে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে।

নিচের ছকে আচরণিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট BI সমূহ উল্লেখ করা হলো।

আচরণিক ক্ষেত্র	আচরণিক নির্দেশক বা BI
১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	১। দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে ২। নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে ৯। দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে ১০। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে
২। নিষ্ঠা ও সততা	৩। নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে ৪। শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে ৫। পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে ৬। দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে
৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা	৭। নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে ৮। অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে

* বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা নির্দিষ্ট করা থাকবে না।

রিপোর্ট কার্ড প্রণয়নের এই পুরো প্রক্রিয়া আরো ভালভাবে স্পষ্ট করার জন্য একটি অনলাইন গাইডলাইন আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। কোনো শিক্ষকের এই বিষয়ে আর কোনো অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা এই গাইডলাইনের মাধ্যমে দূর হবে আশা করা যায়।

মূল্যায়ন অ্যাপ

মূল্যায়নের কাজ সহজ এবং দ্রুততম সময়ে করার জন্য একটি মূল্যায়ন অ্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অ্যাপ এর সাহায্যে আপনারা নির্ধারিত সময়ে PI এর ইনপুট দিতে পারবেন, এবং খুব সহজেই শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ও রিপোর্ট কার্ড আউটপুট হিসেবে নিতে পারবেন। ম্যানুয়ালি যেভাবে আপনাদের PI এর অর্জিত পর্যায় হিসাব করে ফলাফল তৈরি করতে হয়, তা অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে।

অচিরেই মূল্যায়ন অ্যাপ এবং এর ব্যবহারের নীতিমালা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, সেখানে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা Performance Indicator (PI)

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা সূচক (PI) নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শীতার মাত্রা		
			□	○	△
৬.১ গাণিতিক সমস্যা সমাধানে একাধিক বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিকল্পনা করা ও বস্তুনিষ্ঠভাবে বিকল্পগুলোর উপযোগিতা যাচাই করে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিতে পারা।	৬.১.১	গাণিতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে একাধিক বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিকল্পনা করতে পেরেছে।	একাধিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিকল্পনা করতে উদ্যোগ নিয়েছে।	একাধিক বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া সঠিকভাবে পরিকল্পনা করছে কিন্তু যথাযথ যুক্তি দিতে পারছে না।	একাধিক বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া সঠিকভাবে পরিকল্পনা করছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা করছে।
	৬.১.২	বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে অধিক কার্যকরী প্রক্রিয়া বেছে নেয়ার পক্ষে যুক্তি দিতে পারছে।	একটি প্রক্রিয়া বাছাই করছে কিন্তু পক্ষে যুক্তি দিতে পারছেনা।	অধিক কার্যকরী প্রক্রিয়া বেছে নেয়ার পক্ষে/বিপক্ষে মতামত দিচ্ছে কিন্তু যথাযথ যুক্তিপ্রমাণ দিতে পারছে না।	অধিক কার্যকরী প্রক্রিয়া বেছে নেয়ার পক্ষে/বিপক্ষে যথাযথ যুক্তি দিচ্ছে।
৬.২ মানসাঙ্ক ও লিখিত/পদ্ধতিগত কৌশলের সমন্বয়ে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা ব্যবহার করতে পারা।	৬.২.১	মানসাঙ্ক ও লিখিত/পদ্ধতিগত কৌশল সমন্বয় করে গাণিতিক সমস্যা সমাধানে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা যৌক্তিকভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে।	মানসাঙ্ক অথবা লিখিত/পদ্ধতিগত কৌশলের মাধ্যমে গাণিতিক সমস্যা সমাধানে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা ব্যবহার করতে পেরেছে।	মানসাঙ্ক ও লিখিত/পদ্ধতিগত কৌশল সমন্বয় করে গাণিতিক সমস্যা সমাধানে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা ব্যবহার করতে পেরেছে।	মানসাঙ্ক ও লিখিত/পদ্ধতিগত কৌশল যৌক্তিকভাবে সমন্বয় করে গাণিতিক সমস্যা সমাধানে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা ব্যবহার করতে পেরেছে।
৬.৩ বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিমাপ করে ফলাফলে উপনীত হওয়া এবং এই পরিমাপ যে সুনিশ্চিত নয় বরং কাছাকাছি একটা ফলাফল তা হৃদয়ঙ্গম	৬.৩.১	ক্ষেত্র অনুযায়ী উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিমাপের ফলাফল নির্ণয় করতে পেরেছে।	যে কোনো একটি পরিমাপ পদ্ধতি প্রয়োগ করে ফলাফল নির্ণয় করতে পেরেছে।	একাধিক পরিমাপ পদ্ধতি ব্যবহার করে ফলাফল নির্ণয় করতে পেরেছে।	বাস্তব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে যথাযথ পরিমাপ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে ফলাফল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখতে পেরেছে।

করতে পারা	৬.৩.২	কাছাকাছি ও গ্রহণযোগ্য ফলাফল সুনিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন কৌশল বা প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে পেরেছে।	প্রাপ্ত ফলাফল সুনিশ্চিত করার জন্য কোনো কৌশল গ্রহণ করেনি।	প্রাপ্ত ফলাফল যে সুনিশ্চিত নয় তা চিহ্নিত করে ফলাফল পুনঃনিরীক্ষণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পেরেছে।	ফলাফল পুনঃনিরীক্ষণ করার মাধ্যমে প্রকৃত ও আপাত ফলাফলের পার্থক্য যুক্তি সহকারে উপস্থাপন করতে পেরেছে।
৬.৪ দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক জ্যামিতিক আকৃতিসমূহের বৈশিষ্ট্য ও শর্তসমূহ নির্ণয় করতে পারা ও নিয়মিত জ্যামিতিক আকৃতিসমূহ পরিমাপ করতে পারা	৬.৪.১	দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক নিয়মিত জ্যামিতিক আকৃতিসমূহ যৌক্তিকভাবে পরিমাপ করতে পেরেছে।	যে কোনো একটি পরিমাপ পদ্ধতি প্রয়োগ করে দ্বিমাত্রিক বস্তুসমূহের ক্ষেত্রফল ও আয়তন নির্ণয় করছে।	যে কোনো একটি পরিমাপ পদ্ধতি প্রয়োগ করে দ্বিমাত্রিক বস্তুসমূহের ক্ষেত্রফল ও ত্রিমাত্রিক বস্তুসমূহের আয়তন সঠিকভাবে নির্ণয় করছে।	বাস্তব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক বস্তুর ক্ষেত্রফল ও আয়তনের ধারণা প্রয়োগ করে যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করছে।
৬.৫ গাণিতিক যুক্তির প্রয়োজনে সংখ্যার পাশাপাশি বিমূর্ত রাশি ও প্রক্রিয়া প্রতীকের ব্যবহার অনুধাবন করা এবং গাণিতিক যুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে গণিতের সৌন্দর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারা	৬.৫.১	গাণিতিক যুক্তির প্রয়োজনে সংখ্যার পাশাপাশি বিমূর্ত রাশি ও প্রক্রিয়া প্রতীকের বস্তুনিষ্ঠ ব্যবহারের গুরুত্ব সনাক্ত করছে।	গাণিতিক যুক্তির প্রয়োজনে সংখ্যার পাশাপাশি বিমূর্ত রাশি ও প্রক্রিয়া প্রতীক ব্যবহারের ক্ষেত্র সনাক্ত করছে।	গাণিতিক যুক্তির প্রয়োজনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংখ্যার পাশাপাশি বিমূর্ত রাশি ও প্রক্রিয়া প্রতীক সঠিকভাবে ব্যবহার করছে।	গাণিতিক যুক্তির প্রয়োজনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংখ্যার পাশাপাশি বিমূর্ত রাশি ও প্রক্রিয়া প্রতীক ব্যবহারের যৌক্তিকতা উপস্থাপন করছে।
	৬.৫.২	বাস্তব সমস্যা ব্যাখ্যা ও সমাধান করতে গিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গাণিতিক যুক্তি ব্যবহার করছে।	প্রয়োজনে বাস্তব সমস্যা ব্যাখ্যা ও সমাধান করতে গিয়ে গাণিতিক যুক্তি ব্যবহার করছে।	বাস্তব সমস্যা ব্যাখ্যা ও সমাধান করতে গিয়ে গাণিতিক যুক্তি ব্যবহার করছে।	বাস্তব সমস্যা ব্যাখ্যা ও সমাধান করতে গিয়ে গাণিতিক যুক্তি ব্যবহারের যৌক্তিকতা উপস্থাপন করছে।
৬.৬ বাস্তব সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভাষা, চিত্র, ডায়াগ্রাম ও শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করতে পারা।	৬.৬.১	বাস্তব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে গাণিতিক যুক্তি উপস্থাপনে যথোপযুক্ত ভাষা, চিত্র, ডায়াগ্রাম ও শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করছে।	বাস্তব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে গাণিতিক যুক্তিসমূহে ভাষা, চিত্র, ডায়াগ্রাম ও শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করছে।	বাস্তব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে গাণিতিক যুক্তিসমূহে **যথোপযুক্ত** ভাষা, চিত্র, ডায়াগ্রাম ও শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করছে।	বাস্তব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে গাণিতিক যুক্তিতে **যথোপযুক্ত** ভাষা, চিত্র, ডায়াগ্রাম ও শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে সমাধানের যৌক্তিকতা উপস্থাপন করছে।
৬.৭ গাণিতিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লষেণ, করে ফলাফলের যে একাধিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে তা হৃদয়ঙ্গম করা	৬.৭.১	গাণিতিক অনুসন্ধানের জন্য প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে ফলাফল নির্ণয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে।	প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করতে পেরেছে। কিন্তু সঠিক ফলাফল নির্ণয় করেনি।	প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সঠিক ফলাফল নির্ণয় করছে।	প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে।

ও সেগুলোর সম্ভাবনা যাচাই করতে পারা	৬.৭.২	প্রাপ্ত ফলাফলের একাধিক ব্যাখ্যা থাকার সম্ভাবনা অনুধাবন করে যুক্তি প্রদান করছে।	প্রাপ্ত ফলাফলের একাধিক ব্যাখ্যা থাকার সম্ভাবনা যাচাই করার পরিকল্পনা করছে।	প্রাপ্ত ফলাফলের একাধিক ব্যাখ্যা থাকার সম্ভাবনা যাচাই করার জন্য এক/একাধিক পদ্ধতি অনুসরণ করছে।	প্রাপ্ত ফলাফলের একাধিক ব্যাখ্যা থাকার সম্ভাবনা যাচাই করার মাধ্যমে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে।
৬.৮ গাণিতিক সূত্র বা নীতিকে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা ও তা ব্যবহার করে বাস্তব ও বিমূর্ত সমস্যার সমাধান করতে পারা	৬.৮.১	বাস্তব সমস্যা/ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে গাণিতিক সুত্র/নীতি তৈরি করতে পেরেছে।	বাস্তব/বিমূর্ত সমস্যা/ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে নির্দিষ্ট গাণিতিক সুত্র/নীতির প্যাটার্ন খুঁজে বের করতে পেরেছে।	প্যাটার্ন এর অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে গাণিতিক সুত্র/নীতির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ/উদঘাটন করতে পেরেছে।	বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে গাণিতিক সুত্র/নীতি তৈরি করে বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রকাশ করতে পেরেছে।

পরিশিষ্ট ২

শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে এই ছক অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন									
প্রতিষ্ঠানের নাম:							শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর: তারিখ:		
শ্রেণি:			বিষয়: গণিত						
			প্রযোজ্য PI নং						
রোল নং	নাম	৬.১.১	৬.৪.১	৬.৪.২	৬.৫.১	৬.৯.১	৬.৯.২	৬.১০.১	৬.১০.২
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি:		বিষয়: গণিত							
		প্রযোজ্য PI নং							
রোল নং	নাম	৬.১.১	৬.৪.১	৬.৪.২	৬.৫.১	৬.৯.১	৬.৯.২	৬.১০.১	৬.১০.২
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৩

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি:	**শ্রেণি: ষষ্ঠ**	**বিষয়: গণিত**	**শিক্ষকের নাম:**

পারদর্শিতার নির্দেশকের মাত্রা

পারদর্শিতার নির্দেশক	শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা		
৬.১.১ গাণিতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে একাধিক বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিকল্পনা করতে পেরেছে।			
	একাধিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিকল্পনা করতে উদ্যোগ নিয়েছে।	একাধিক বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া সঠিকভাবে পরিকল্পনা করছে কিন্তু যথাযথ যুক্তি দিতে পারছে না।	একাধিক বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া সঠিকভাবে পরিকল্পনা করছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা করছে।
৬.১.২ বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে অধিক কার্যকরী প্রক্রিয়া বেছে নেয়ার পক্ষে যুক্তি দিতে পারছে।			
	একটি প্রক্রিয়া বাছাই করছে কিন্তু পক্ষে যুক্তি দিতে পারছেনা।	অধিক কার্যকরী প্রক্রিয়া বেছে নেয়ার পক্ষে/বিপক্ষে মতামত দিচ্ছে কিন্তু যথাযথ যুক্তিপ্রমাণ দিতে পারছে না।	অধিক কার্যকরী প্রক্রিয়া বেছে নেয়ার পক্ষে/বিপক্ষে যথাযথ যুক্তি দিচ্ছে।
৬.২.১ মানসাঙ্ক ও লিখিত/পদ্ধতিগত কৌশল সমন্বয় করে গাণিতিক সমস্যা সমাধানে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা যৌক্তিকভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে।			
	মানসাঙ্ক অথবা লিখিত/পদ্ধতিগত কৌশলের মাধ্যমে গাণিতিক সমস্যা সমাধানে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা ব্যবহার করতে পেরেছে।	মানসাঙ্ক ও লিখিত/পদ্ধতিগত কৌশল সমন্বয় করে গাণিতিক সমস্যা সমাধানে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা ব্যবহার করতে পেরেছে।	মানসাঙ্ক ও লিখিত/পদ্ধতিগত কৌশল যৌক্তিকভাবে সমন্বয় করে গাণিতিক সমস্যা সমাধানে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা ব্যবহার করতে পেরেছে।
৬.৩.১ ক্ষেত্র অনুযায়ী উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিমাপের ফলাফল নির্ণয় করতে পেরেছে।			
	যে কোনো একটি পরিমাপ পদ্ধতি প্রয়োগ করে ফলাফল নির্ণয় করতে পেরেছে।	একাধিক পরিমাপ পদ্ধতি ব্যবহার করে ফলাফল নির্ণয় করতে পেরেছে।	বাস্তব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে যথাযথ পরিমাপ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে ফলাফল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখতে পেরেছে।
৬.৩.২ কাছাকাছি ও গ্রহণযোগ্য ফলাফল সুনিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন কৌশল বা প্রক্রিয়া ব্যবহার			
	প্রাপ্ত ফলাফল সুনিশ্চিত করার জন্য কোনো কৌশল গ্রহণ করেনি।	প্রাপ্ত ফলাফল যে সুনিশ্চিত নয় তা চিহ্নিত করে ফলাফল পুনঃনিরীক্ষণ করার পরিকল্পনা	ফলাফল পুনঃনিরীক্ষণ করার মাধ্যমে প্রকৃত ও আপাত ফলাফলের পার্থক্য যুক্তি সহকারে উপস্থাপন করতে

করতে পেরেছে।		গ্রহণ করতে পেরেছে।	পেরেছে।
৬.৪.১ দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক নিয়মিত জ্যামিতিক আকৃতিসমূহ যৌক্তিকভাবে পরিমাপ করতে পেরেছে।	যে কোনো একটি পরিমাপ পদ্ধতি প্রয়োগ করে দ্বিমাত্রিক বস্তুসমূহের ক্ষেত্রফল ও আয়তন নির্ণয় করছে।	যে কোনো একটি পরিমাপ পদ্ধতি প্রয়োগ করে দ্বিমাত্রিক বস্তুসমূহের ক্ষেত্রফল ও ত্রিমাত্রিক বস্তুসমূহের আয়তন সঠিকভাবে নির্ণয় করছে।	বাস্তব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক বস্তুর ক্ষেত্রফল ও আয়তনের ধারণা প্রয়োগ করে যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করছে।
৬.৫.১ গাণিতিক যুক্তির প্রয়োজনে সংখ্যার পাশাপাশি বিমূর্ত রাশি ও প্রক্রিয়া প্রতীকের বস্তুনিষ্ঠ ব্যবহারের গুরুত্ব সনাক্ত করছে।	গাণিতিক যুক্তির প্রয়োজনে সংখ্যার পাশাপাশি বিমূর্ত রাশি ও প্রক্রিয়া প্রতীক ব্যবহারের ক্ষেত্র সনাক্ত করছে।	গাণিতিক যুক্তির প্রয়োজনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংখ্যার পাশাপাশি বিমূর্ত রাশি ও প্রক্রিয়া প্রতীক সঠিকভাবে ব্যবহার করছে।	গাণিতিক যুক্তির প্রয়োজনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংখ্যার পাশাপাশি বিমূর্ত রাশি ও প্রক্রিয়া প্রতীক ব্যবহারের যৌক্তিকতা উপস্থাপন করছে।
৬.৫.২ বাস্তব সমস্যা ব্যাখ্যা ও সমাধান করতে গিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গাণিতিক যুক্তি ব্যবহার করছে।	প্রয়োজনে বাস্তব সমস্যা ব্যাখ্যা ও সমাধান করতে গিয়ে গাণিতিক যুক্তি ব্যবহার করছে।	বাস্তব সমস্যা ব্যাখ্যা ও সমাধান করতে গিয়ে গাণিতিক যুক্তি ব্যবহার করছে।	বাস্তব সমস্যা ব্যাখ্যা ও সমাধান করতে গিয়ে গাণিতিক যুক্তি ব্যবহারের যৌক্তিকতা উপস্থাপন করছে।
৬.৬.১ বাস্তব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে গাণিতিক যুক্তি উপস্থাপনে যথোপযুক্ত ভাষা, চিত্র, ডায়াগ্রাম ও শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করছে।	বাস্তব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে গাণিতিক যুক্তিসমূহে ভাষা, চিত্র, ডায়াগ্রাম ও শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করছে।	বাস্তব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে গাণিতিক যুক্তিসমূহে **যথোপযুক্ত** ভাষা, চিত্র, ডায়াগ্রাম ও শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করছে।	বাস্তব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে গাণিতিক যুক্তিতে **যথোপযুক্ত** ভাষা, চিত্র, ডায়াগ্রাম ও শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে সমাধানের যৌক্তিকতা উপস্থাপন করছে।
৬.৭.১ গাণিতিক অনুসন্ধানের জন্য প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে ফলাফল নির্ণয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে।	প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করতে পেরেছে। কিন্তু সঠিক ফলাফল নির্ণয় করেনি।	প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সঠিক ফলাফল নির্ণয় করছে।	প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে।
৬.৭.২ প্রাপ্ত ফলাফলের একাধিক ব্যাখ্যা থাকার সম্ভাবনা অনুধাবন করে যুক্তি প্রদান করছে।	প্রাপ্ত ফলাফলের একাধিক ব্যাখ্যা থাকার সম্ভাবনা যাচাই করার পরিকল্পনা করছে।	প্রাপ্ত ফলাফলের একাধিক ব্যাখ্যা থাকার সম্ভাবনা যাচাই করার জন্য এক/একাধিক পদ্ধতি অনুসরণ করছে।	প্রাপ্ত ফলাফলের একাধিক ব্যাখ্যা থাকার সম্ভাবনা যাচাই করার মাধ্যমে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে।
৬.৮.১ বাস্তব সমস্যা/ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে গাণিতিক সূত্র/নীতি তৈরি করতে পেরেছে।	বাস্তব/বিমূর্ত সমস্যা/ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে নির্দিষ্ট গাণিতিক সূত্র/নীতির প্যাটার্ন খুঁজে বের করতে পেরেছে।	প্যাটার্ন এর অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে গাণিতিক সূত্র/নীতির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ/উদঘাটন করতে পেরেছে।	বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে গাণিতিক সূত্র/নীতি তৈরি করে বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রকাশ করতে পেরেছে।

পরিশিষ্ট ৪

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
1. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
2. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
3. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
4. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
5. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
6. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
7. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে

8. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
9. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
10. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম:		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর: তারিখ:

শ্রেণি:	বিষয়: গণিত

		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি:		বিষয়: গণিত									
		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৬

রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট

শিক্ষাক্রম
২০২২

যোগ্যতাভিত্তিক
অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন
একীভূত
শিখনকালীন মূল্যায়ন
সহযোগিতামূলক

নৈপুণ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শিক্ষার্থীর আইডি : ....

শ্রেণি : ৬ষ্ঠ শিক্ষাবর্ষ : ....

বিষয়সমূহ

- বাংলা
- ইংরেজি
- গণিত
- বিজ্ঞান
- ডিজিটাল প্রযুক্তি
- ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- জীবন ও জীবিকা
- ধর্ম শিক্ষা
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা
- শিল্প ও সংস্কৃতি

বাংলা

যোগাযোগ
পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত ভাষায় যোগাযোগ করেছে

ভাষারীতি
বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন অর্থবৈচিত্র্যমূলক বাক্য তৈরি করেছে

প্রায়োগিক যোগাযোগ
বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় লিখতে পেরেছে

সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ
সাহিত্যরস উপভোগ করে নিজের কল্পনা ও অনুভূতি সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে

মানবিক চিন্তন
কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে নিজের মত দিয়েছে ও অন্যের মতের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে

English

Communication
Communicates with relevance to a given context

Linguistic norms
Uses appropriate vocabulary and expressions as required in the context

Democratic practice
Values democratic atmosphere in communication and participates accordingly

Creative expression
Comprehends and relates to literary texts

গণিত

গাণিতিক অনুসন্ধান
সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যাচাই করেছে

সংখ্যা ও পরিমাণ
গাণিতিক সমস্যা সমাধানে যথাযথ ভাষা ও কৌশলের প্রয়োগ করেছে

জ্যামিতিক আকৃতি
নিয়মিত জ্যামিতিক আকৃতি চিনতে পেরেছে এবং সেগুলো পরিমাপ করতে পেরেছে

গাণিতিক সম্পর্ক
সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ও সূত্র ব্যবহার করেছে

সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ
প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখেছে

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তথ্য প্রমাণ ও বস্তুনিষ্ঠতার উপর জোর দিয়েছে

বস্তুর গঠন ও আচরণ

পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক গঠন ও আচরণের সম্পর্ক অনুসন্ধান করেছে

বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া

বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনায় শক্তির স্থানান্তর অনুসন্ধান করেছে

স্থিতি ও পরিবর্তন

কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে

বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ

মানুষ ও প্রকৃতির উপর প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগে সচেষ্ট হয়েছে

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ডিজিটাল সাক্ষরতা

প্রযুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের দায়িত্বশীল ব্যাবহার করতে পেরেছে

আইসিটি সক্ষমতা

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ করেছে

ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন

অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্য আদানপ্রদানের কৌশল ব্যাখ্যা করেছে

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার

সামাজিক রীতি-নীতি, ঝুঁকি ও নৈতিক দিক বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করছে

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

আত্মপরিচয়

লিখিত ও অলিখিত উৎস থেকে তথ্য নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের আত্মপরিচয় ও ইতিহাস অন্বেষণ করেছে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান অনুসন্ধান করেছে

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো

বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কীভাবে মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করে তা অনুসন্ধান করেছে

সম্পদ ব্যবস্থাপনা

সময় ও অঞ্চলভেদে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে গড়ে ওঠে তা অনুসন্ধান করেছে

পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা

সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের সাপেক্ষে সমাজের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে নিজ প্রেক্ষাপটে দায়িত্বশীল আচরণ করেছে

জীবন ও জীবিকা

আত্মউন্নয়ন						
নিজের পছন্দ ও সক্ষমতা বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দায়িত্বশীল কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে						

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং						
পেশার পরিবর্তন এবং তার সংগে নতুন নতুন দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা বুঝে তা অর্জনের জন্য নিজ প্রেক্ষাপটে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে						

পেশাগত দক্ষতা						
নির্দিষ্ট পেশা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ও আগ্রহ প্রদর্শন করতে পেরেছে						

ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা						
পেশায় ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব জেনে অভিযোজনের প্রস্তুতি নিতে পারছে						

ধর্ম শিক্ষা

ধর্মীয় জ্ঞান						
ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জানতে আগ্রহ প্রদর্শন করেছে						

ধর্মীয় বিধিবিধান						
ধর্মের বিধি-বিধান উপলব্ধি করে চর্চার চেষ্টা করেছে						

ধর্মীয় মূল্যবোধ						
ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সংগে মিলেমিশে থেকেছে						

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

আত্মপরিচর্যা						
শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন উপলব্ধি করে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যায় উদ্যোগী হয়েছে						

আবেগিক বুদ্ধিমত্তা						
কাউকে কষ্ট না দিয়ে নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করেছে						

সামাজিক বুদ্ধিমত্তা						
পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছে						

শিল্প ও সংস্কৃতি

পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর						
প্রকৃতির রূপ ও ঘটনাপ্রবাহ নিজের মতো করে বিভিন্নভাবে প্রকাশের আগ্রহ প্রদর্শন করেছে						

নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ						
শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার পরিবেশনা উপভোগ করতে পারছে এবং সম্পৃক্ত হতে আগ্রহ প্রকাশ করছে						

যাপিত জীবনে নান্দনিকতা						
দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার প্রকাশ করছে						

আচরণিক নির্দেশক

অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ						

নিষ্ঠা ও সততা						

পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা						

মূল্যায়নের স্কেল

■■■■■■■	=	অনন্য (Upgrading)
■■■■■■□	=	অর্জনমুখী (Achieving)
■■■■■□□	=	অগ্রগামী (Advancing)
■■■■□□□	=	সক্রিয় (Activating)
■■■□□□□	=	অনুসন্ধানী (Exploring)
■■□□□□□	=	বিকাশমান (Developing)
■□□□□□□	=	প্রারম্ভিক (Elementary)

উপস্থিতির হার : .... %

শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য :

....

....

....

....

....

....

শিক্ষার্থীর মন্তব্য :

যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছি:

....

....

আরো উন্নতির জন্য যা যা করতে চাই:

....

....

....

....

....

....

অভিভাবকের মন্তব্য :

আমার সন্তান যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে:

....

....

আমার সন্তানের উন্নয়নে আমি যা করতে পারি:

....

....

....

....

....

....

....	....	....
শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
তারিখ :	তারিখ :	তারিখ :

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষাক্রম ২০২২

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: বিজ্ঞান | ষষ্ঠ শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

সহযোগিতামূলক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ষষ্ঠ শ্রেণির বাৎসরিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয় : বিজ্ঞান

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৩

বাৎসরিক মূল্যায়ন : বিজ্ঞান

ভূমিকা:

প্রিয় শিক্ষক, আপনি ইতোমধ্যেই জানেন, নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বছরে দুইটি সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত রাখা হয়েছে, যার মধ্যে একটি ইতোমধ্যে বছরের শুরুর ছয় মাসের শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় বিজ্ঞান বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া আছে।

শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আপনারা মূল্যায়ন করেছেন। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি এসাইনমেন্ট বা কাজ শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে হয়েছে, বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শিক্ষার্থীরা সমাধা করবে। এই কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, কাজের প্রক্রিয়া, ফলাফল, ইত্যাদি সবকিছুই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। মূল্যায়নের নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শুরু করে এই কার্যক্রম চলাকালে বিভিন্নভাবে আপনি শিক্ষার্থীকে সহায়তা দেবেন, তবে কাজের প্রক্রিয়া কী হবে বা সমস্যা সমাধান কীভাবে করতে হবে তা শিক্ষার্থীরাই নির্ধারণ করবে। কাজের বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকে আপনি শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা কীভাবে নিরূপণ করবেন, তার বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তী অংশে দেয়া আছে।

শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই বিজ্ঞান বিষয়ের শিখনকালীন মূল্যায়ন চলমান আছে, যা শিখন অভিজ্ঞতাসমূহের বিভিন্ন ধাপে আপনারা পরিচালনা করছেন। এই মূল্যায়নের একটা বড় অংশ হলো শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদান, যার মূল উদ্দেশ্য তাদের শিখনে সহায়তা দেয়া। এই চলমান মূল্যায়নের তথ্য শিক্ষার্থীর অনুশীলন বই, তাদের করা বিভিন্ন কাজের নমুনা যেমন: পোস্টার, মডেল, প্রশ্নপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। এর বাইরেও বছর জুড়ে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক ব্যবহার করে আপনারা শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড রেখেছেন। এছাড়া ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় নির্ধারিত কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের সাহায্যে আপনারা মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করেছেন। পরবর্তীতে শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করবে এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে তার মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। এই মূল্যায়নের তথ্যের সাথে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।

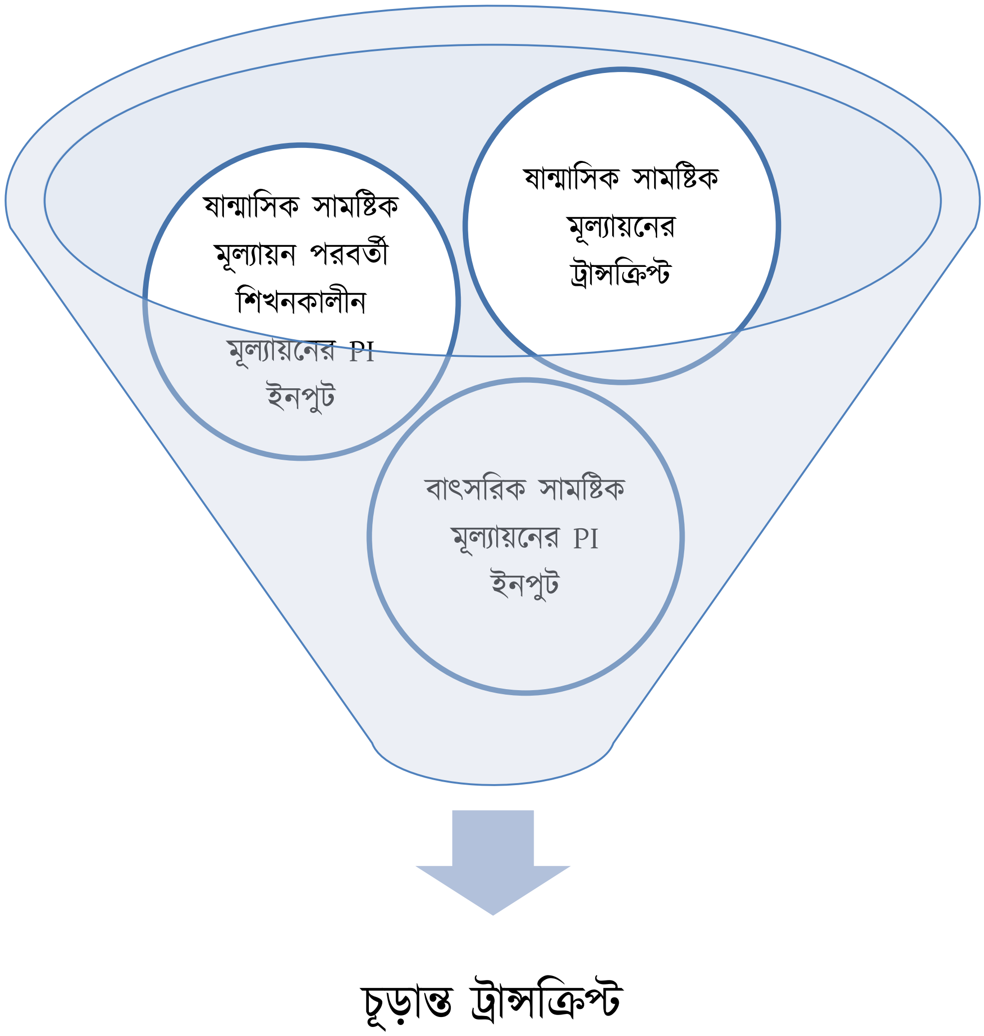

সাধারণ নির্দেশনা:

- শুরুতেই ষান্মাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিয়ে বিজ্ঞান বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালিত হবে তার নিয়মাবলি শিক্ষার্থীদের জানাবেন। এই মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা কী সেটা যেন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। ষষ্ঠ শ্রেণির মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন যাতে সবাই ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য প্রদত্ত কাজটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে সর্বমোট তিনটি সেশন বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম দুইটি সেশনে ৯০ মিনিট করে, এবং শেষ সেশনে দুই ঘণ্টা (বা বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা অনুযায়ী) সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজগুলো শেষ করবেন। তবে শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বেশি হলে শিক্ষক শেষ সেশনে কিছুটা বেশি সময় ব্যবহার করতে পারেন।
- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

- শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কাজ সেশন চলাকালেই করবে, বাড়িতে গিয়ে করার জন্য খুব বেশি কাজ না রাখা ভালো। মনে রাখতে হবে এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে এবং পুরো অভিজ্ঞতাটি যেন তাদের জন্য আনন্দময় হয়।
- উপস্থাপনে যথাসম্ভব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেবেন, উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকদের যাতে কোনো আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন, মডেল/পোস্টার/ছবি ইত্যাদির চাকচিক্যে মূল্যায়নে হেরফের হবে না। বরং বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ, সম্ভব হলে ফেলনা জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দিন।
- বিষয়ভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজনে অনুসন্ধানী পাঠ বই বা যেকোনো উৎস শিক্ষার্থী ব্যবহার করতে পারবে। তবে কোনো উৎস থেকেই হুবহু তথ্য তুলে দেয়ায় উৎসাহ দেবেন না, বরং তথ্য ব্যবহার করে সে নির্ধারিত সমস্যার সমাধান করতে পারছে কি না, এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারছে কি না তার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করবেন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত শিখন যোগ্যতাসমূহ:

ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে ইতোমধ্যে এই শ্রেণির জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা চর্চা করার সুযোগ পেয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী অর্পিত কাজটি সাজানো হয়েছে।

- প্রাসঙ্গিক শিখন যোগ্যতাসমূহ:

  ৬.১ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্তে পৌছানো এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যে প্রমাণের ভিত্তিতে পরিবর্তিত হতে পারে তা গ্রহণ করতে পারা।

  ৬.৪ দৃশ্যমান পরিবেশের প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বস্তুসমূহের গঠনের কাঠামো-উপকাঠামো ও তাদের বৈশিষ্ট্যর মধ্যকার সম্পর্ক অনুসন্ধান করতে পারা।

  ৬.৫ প্রকৃতিতে বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে বস্তুর মতো শক্তিও যে পরিমাপযোগ্য তা উপলব্ধি করা এবং শক্তির স্থানান্তর অনুসন্ধান করতে পারা

  ৬.৯ প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার ঝুঁকিসমূহ অনুসন্ধান করে সেই ঝুঁকি মোকাবেলায় সচেষ্ট হওয়া।

  ৬.১০ বাস্তব জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

- কাজের সারসংক্ষেপ

  শিক্ষার্থীরা এই কাজের মধ্য দিয়ে স্কুলে ও বাড়িতে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রযুক্তির ধরণ ও কাজ অনুসন্ধান করবে। এই কাজ করতে গিয়ে প্রথমে বিভিন্ন প্রযুক্তির তালিকা করবে, এদের গঠন ও কাজের ধরণ অনুসন্ধান করবে। এদের কাজ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের শক্তির স্থানান্তর পর্যবেক্ষণ করবে, জ্বালানির ব্যবহার হিসাব করবে, এবং জ্বালানির অপচয়/অপব্যবহার হচ্ছে কিনা তাও খুঁজে দেখবে। এসব প্রযুক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে

সেগুলোর পরিবেশগত প্রভাব অনুসন্ধান করবে, এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় এগুলোর যথাযথ ব্যবহারের নীতিমালা তৈরি করবে।

বিশেষ নির্দেশনা: নিয়মিত উপকরণের পাশাপাশি পোস্টার উপস্থাপনের ক্ষেত্রে পোস্টারের বদলে ক্যালেন্ডার ফাঁকা পৃষ্ঠা বা অন্য বিকল্প ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া শিক্ষার্থীরা তাদের চারপাশের ব্যবহৃত দ্রব্য, ফেলনা জিনিস ইত্যাদি ব্যবহার করে যাতে মডেল তৈরি করে সে বিষয়ে উৎসাহ দিন।

- ধাপসমূহ:
  - **ধাপ ১ (প্রথম কর্মদিবস : ৯০ মিনিট)**
    - বাৎসরিক মূল্যায়ন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করুন। ষান্মাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা তাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। তাদেরকে বুঝিয়ে বলুন যে বাৎসরিক মূল্যায়নেও একইভাবে তারা নতুন একটা শিখন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাবে, এবং এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাদেরকে একটি নির্ধারিত সমস্যা সমাধান করতে হবে। শুরুতে শিক্ষার্থীদেরকে কাজের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিন। এই অভিজ্ঞতার মূল উদ্দেশ্য হলো দৈনন্দিন ব্যবহার্য বিভিন্ন প্রযুক্তির ধরণ ও কাজ অনুসন্ধান এবং সেগুলো যথাযথ ব্যবহারের নীতিমালা তৈরি।
    - ক্লাসের সকল শিক্ষার্থীদের ৫/৬ জনের দলে ভাগ করে দিন।
    - পুরো কাজের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া তাদের বুঝিয়ে বলুন।
      - শুরুতেই শিক্ষার্থীরা স্কুলে ও বাড়িতে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় তা লিপিবদ্ধ করবে। এসব প্রযুক্তির মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে জ্বালানি প্রয়োজন হয়, আর কোনগুলো জ্বালানি ছাড়াই কাজ করে সেগুলোকে আলাদা করে দুইটি পৃথক তালিকা করবে।
      - লটারির মাধ্যমে প্রত্যেক দল দুইটি তালিকা থেকে একটি করে প্রযুক্তি বেছে নেবে, এইসব প্রযুক্তির গঠন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং সেগুলো কীভাবে কাজ করে তার প্রবাহচিত্র বা ফ্লো চার্ট তৈরি করবে। এই কাজে তারা বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে; স্কুলে কর্মরত কোনো কর্মচারী, টেকনিশিয়ান, বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার বিধি বা ম্যানুয়াল, ইত্যাদি। (কোনো প্রযুক্তির গঠনের বিস্তারিত খুঁটিনাটি জানা জরুরি নয়, মূলত এগুলো কী কাজে লাগে, এদের মূল অংশ কোনগুলো, কোন অংশ কী কাজ করে, ইত্যাদি তথ্য জানাই যথেষ্ট।)
      - এসব প্রযুক্তি ব্যবহার করতে কী ধরনের শক্তি ব্যবহৃত হয় তা তারা অনুসন্ধান করবে, এবং এই প্রক্রিয়ায় শক্তি কীভাবে স্থানান্তরিত ও রূপান্তরিত হয় তা পর্যবেক্ষণ করবে। এই শক্তি উৎপন্ন করতে জ্বালানি প্রয়োজন পড়ে কিনা, যদি পড়ে তাহলে জ্বালানি হিসেবে কী ব্যবহার করা হয় তা তারা খুঁজে বের করবে করবে। একইসাথে কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে কী পরিমাণ জ্বালানি ব্যবহার করা হয় সেই তথ্যও তারা সংগ্রহ করবে।
      - নির্ধারিত প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহারের ক্ষেত্রে শক্তি কোথা থেকে আসে, শক্তির কী ধরনের স্থানান্তর ও রূপান্তর ঘটে তাও শিক্ষার্থীদের খুঁজে বের করতে বলুন।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: প্রথম সেশনে কোনো PI এর ইনপুট দিতে হবে না।)

- **ধাপ ২ (দ্বিতীয় কর্মদিবস : ৯০ মিনিট)**
  - দ্বিতীয় সেশনের শুরুর ৩০ মিনিট তারা তাদের নির্ধারিত দুইটি প্রযুক্তির নকশা এঁকে নিতে পারে, বা মডেল তৈরি করতে পারে। এরপর বাকি সময়ে তারা নকশা/মডেল এবং এদের কার্যপদ্ধতির প্রবাহচিত্র উপস্থাপনের পাশাপাশি সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে এগুলো কীভাবে কাজ করে তার ওপর দলীয় উপস্থাপন করবে। **উপস্থাপনের উপর ভিত্তি করে PI (৬.৪.১, ৬.৪.২ ও ৬.৫.১) এর ইনপুট দেবেন, এই ক্ষেত্রে দলের সবার PI এর ইনপুট একই হবে।** তবে দলে প্রতি শিক্ষার্থীর ভূমিকা নির্দিষ্ট থাকতে হবে এবং সেই অনুযায়ী সে দায়িত্ব পালন করেছে কিনা তা শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকের ভূমিকা দলীয় পারদর্শিতার উপর প্রভাব ফেলবে তা মনে করিয়ে দিন।
  - তৃতীয় সেশনের আগে শিক্ষার্থীরা এসব প্রযুক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে সেগুলোর পরিবেশগত প্রভাব অনুসন্ধান করবে; এসময়ে তারা জ্বালানির ব্যবহার ও অপচয়, বিভিন্ন ধরনের দূষণ, মানবস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ইত্যাদি সকল বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করবে। শিক্ষার্থীদের কাজ বুঝিয়ে দিন।
  - দলীয় কাজের পাশাপাশি প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার দলের পুরো কাজের প্রক্রিয়া, দলের সদস্যদের কাজ বণ্টন ও দলে নিজের ভূমিকা উল্লেখ করে একটি সংক্ষিপ্ত লিখিত প্রতিবেদন তৈরি করবে। সেখানে এই কাজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার ব্যক্তিগত জীবনে প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী পরিবর্তন এসেছে তা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করবে।

- **ধাপ ৩ (তৃতীয় কর্মদিবস : ১২০ মিনিট)**
  - তৃতীয় সেশনের শুরুর ৩০ মিনিট শিক্ষার্থীরা তাদের সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করবে এবং নির্ধারিত প্রযুক্তি দুইটির যথাযথ ব্যবহারের নীতিমালা তৈরি করবে।
    - এই নীতিমালায় প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলাফল বিশ্লেষণ করে এদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রয়োগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা উল্লেখ করতে বলুন।
    - একইসঙ্গে, তারা পরিবেশের উপর এসব প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করবে, একইসাথে মানবস্বাস্থ্যের উপরে এদের প্রভাবও আলোচনা করবে। পরিবেশগত প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের জ্বালানির ব্যবহার আলোচনা করবে, এবং জ্বালানির অপচয়/অপব্যবহার হচ্ছে কিনা বা হলে কেনো হচ্ছে তাও খুঁজে দেখবে।
  - পরবর্তী ৪০ মিনিট তারা তাদের মতামত উপস্থাপনের জন্য পোস্টার তৈরি করবে এবং নির্ধারিত প্রযুক্তি দুইটির যথাযথ ব্যবহারের নীতিমালা শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে সব দলের কাজ দেখবেন এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাদের আলোচনা শুনবেন। **দলে প্রত্যেকের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট থাকবে এবং সেই অনুযায়ী বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে দলের সদস্যদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে PI (৬.৯.১, ৬.৯.২ ও ৬.১০.১) এর ইনপুট দেবেন।**
  - **শিক্ষার্থীর লিখিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট PI (৬.১.১ ও ৬.১০.২) এর ইনপুট দেবেন।**

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ বা PI পরিশিষ্ট ১ এ দেয়া আছে। শিক্ষার্থীর কোন পারদর্শিতা দেখে তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে তাও ছকে উল্লেখ করা আছে। নির্ধারিত কাজ যেই দিন সম্পন্ন হবে সেদিনই সংশ্লিষ্ট PI এর ইনপুট দেবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পরিশিষ্ট ২ এ সকল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক সংযুক্ত করা আছে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি ব্যবহার করে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

শিখনকালীন, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন সমন্বয়:

ইতোমধ্যে ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় প্রথম কয়েকটি শিখন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। একইভাবে বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।

ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন:

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কীভাবে শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের সমন্বয় করে ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছিল। একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া গেছে সেটিই উল্লেখ করা হয়েছিল।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে করা মূল্যায়নের তথ্যে একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া যাবে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করতে হবে।

কোনো শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি শিখনকালীন, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক সামষ্টিক মুল্যায়ন কোনো ক্ষেত্রেই PI এর ইনপুট না পাওয়া যায়, তাহলে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্টে সেই PI এর ইনপুটের জায়গা ফাঁকা থাকবে।

পরিশিষ্ট ৩ এ বাৎসরিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট দেয়া আছে। এই ফরম্যাট ব্যবহার করে প্রত্যেক পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জনের সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখপূর্বক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করবেন।
এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের রেকর্ড সংগ্রহের জন্য □, ○, △ এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হলেও ট্রান্সক্রিপ্টে এই চিহ্নগুলোর কোনো উল্লেখ থাকবে না। তবে ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাটে উল্লেখিত চিহ্নগুলোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পারদর্শিতার মাত্রা টিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে।

আচরণিক নির্দেশক

পরিশিষ্ট ৪ এ আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেয়া আছে। ষান্মাসিক মূল্যায়নের মতোই বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, পরিশিষ্ট ৫ এর ছক ব্যবহার করে আচরণিক নির্দেশকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ১০ টি বিষয়ের আচরণিক নির্দেশকের অর্জিত মাত্রা বা পর্যায়ের সমন্বয় করে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/শ্রেণি শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ১০ জন বিষয় শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত BI এর ইনপুট সমন্বয় করে আচরণিক নির্দেশকের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করবেন।

আচরণিক নির্দেশকে ১০টি বিষয়ের সমন্বয়ের শর্তগুলো হলো:

- একটি আচরণিক নির্দেশকের জন্য ১০টি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী যেই পর্যায়টি সবচেয়ে বেশি বার পাবে সেইটিই হবে ঐ আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৩টি বিষয়ে △ এবং ৩টি বিষয়ে □ পায়, তবে ১ম আচরণিক নির্দেশকে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হলো ○।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোনো আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো একটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বার ইনপুট না পায়, অর্থাৎ একাধিক পর্যায়ে সমান সংখ্যক ইনপুট পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তারমধ্যে অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায় বিবেচনা করতে হবে।
    - উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৪টি বিষয়ে △ এবং ২টি বিষয়ে □ পায়, তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে △।
    - আবার কোনো শিক্ষার্থী একই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি ৪টি বিষয়ে ○, ২টি বিষয়ে △ এবং ৪টি বিষয়ে □ পায়, তবে তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে ○।

শ্রেণি উত্তরণ নীতিমালা

শ্রেণি উত্তরণের বিষয়ে দুইটি দিক বিবেচনা করা হবে;

১। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার,

২। বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা।

১। শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে কিনা সেটা প্রাথমিক বিবেচ্য; তার বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারের উপর ভিত্তি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। **বিদ্যালয়ে মোট কর্মদিবসের অন্তত ৭০% উপস্থিতি নিশ্চিত হলে তাকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং বছর শেষে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার বিবেচনায় সে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হবে। যেহেতু নতুন শিক্ষাক্রম চলমান শিক্ষাবর্ষে (২০২৩) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, কাজেই এই বছরের জন্য মোট কর্মদিবসের কমপক্ষে ৫০% উপস্থিতি থাকলেও কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে।** এছাড়াও এখানে উল্লেখ্য, জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উপস্থিতির হার ৫০% এর কম হলেও শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রেণি উত্তরণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করতে পারেন; তবে তার জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ও তার সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ থাকতে হবে।

২। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো পারদর্শিতার নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা। সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ের ট্রান্সক্রিপ্টে সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা যদি □ স্তরে থাকে, তবে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।

বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- পারদর্শিতার বিবেচনায় কোনো শিক্ষার্থী যদি পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হয়, তবে শুধুমাত্র উপস্থিতির হারের ভিত্তিতে তাকে উত্তীর্ণ করানো যাবে না।
- পারদর্শিতার বিবেচনায় যদি শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য বিবেচিত হয়, কিন্তু উপস্থিতির হার নির্ধারিত হারের চেয়ে কম থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকগণের সমন্বিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিদ্যালয় ওই শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য ন্যূনতম উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ডের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ড বলতে ষান্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড বোঝাবে। এক্ষেত্রে বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টও এই পূর্বতন রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে।

- একইভাবে যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রেও উপরোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন দুই ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে শিখনকালীন মূল্যায়নের পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।
- উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হলেও সকল শিক্ষার্থী বছর শেষে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট পাবে।
- কোনো শিক্ষার্থীকে যদি পরবর্তী বছরে একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি করতে হয় তবে তার শিখন এগিয়ে নেবার জন্য একটি আত্মউন্নয়ন পরিকল্পনা (self development plan) করতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা দেবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে শিখন ঘাটতি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে ওই শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছয় মাসের একটি শিখন উন্নয়ন পরিকল্পনা (learning enhancement strategy) করতে হবে যাতে সে তার শিখন ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে। শিক্ষক কীভাবে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবেন এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।

রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ: নৈপুণ্য

ইতোমধ্যেই আপনারা ষান্মাসিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করেছেন, যেখানে সকল পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়ের বিবরণ থাকে। এই ট্রান্সক্রিপ্টে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বছর শেষে এক নজরে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন করা হবে যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার সার্বিক পারদর্শিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া থাকবে, যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে এবং অভিভাবকরা সহজেই শিক্ষার্থীর অবস্থান বুঝতে পারেন। পরিশিষ্ট ৬ এ রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে। মুলত মূল্যায়ন অ্যাপের মাধ্যমেই ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অ্যাপ থেকে সম্ভব না হলে শিক্ষকগণ এই ফরম্যাট ফটোকপি করে ম্যানুয়ালি রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারেন।

রিপোর্ট কার্ডে কোনো বিষয়েরই PI সমূহ উল্লেখ করা থাকবে না। বরং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান কয়েকটি নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্রের** মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। আপনারা জানেন, কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করতে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক PI নির্ধারণ করা আছে। তেমনি কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জন সমন্বিতভাবে প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। (পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রদত্ত বিষয়ের ধারণায়নে বর্ণিত ডাইমেনশন থেকে নেয়া হয়েছে। কারণ বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতাসমূহ মুলত এই ডাইমেনশন গুলোকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে।)

বিষয়টি দেখা যায় এভাবে:

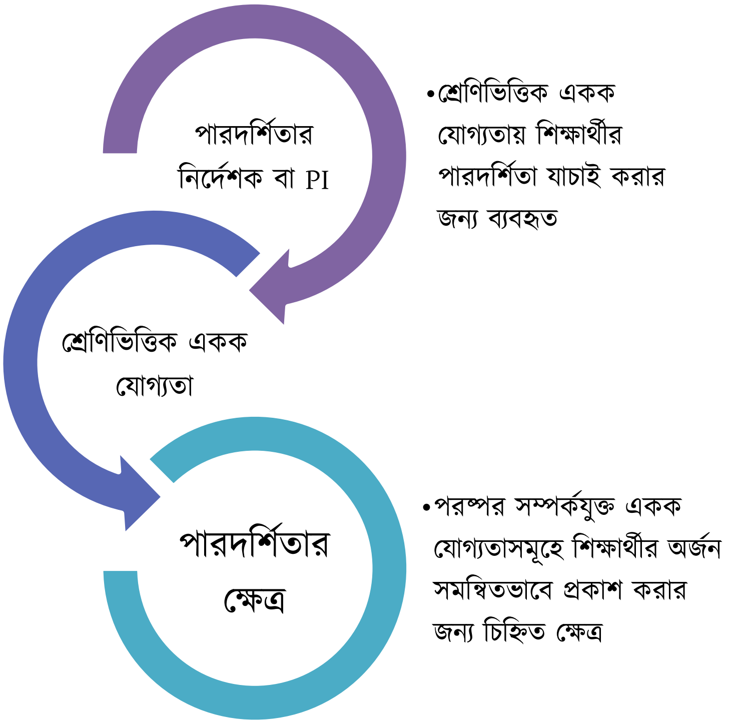

বিজ্ঞান বিষয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

১। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

২। বস্তুর গঠন ও আচরণ

৩। বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া

৪। স্থিতি ও পরিবর্তন

৫। বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, 'বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান' ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট PI সমূহ নিম্নরূপ:

বিজ্ঞান বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
১। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান	৬.১ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রমাণ-ভিত্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যে প্রমাণের ভিত্তিতে পরিবর্তিত হতে পারে তা গ্রহণ করতে পারা।	৬.১.১ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে ৬.১.২ প্রমাণের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের যে পরিবর্তন হয় তার পক্ষে যুক্তি দিচ্ছে

বিজ্ঞান বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
	৬.২ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ক্ষেত্রে ফলাফলের চেয়ে পরিমাপের পদ্ধতির বস্তুনিষ্ঠতার উপর গুরুত্ব প্রদান করা।	৬.২.১ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ক্ষেত্রে পরিমাপের সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া মেনে ফলাফলে উপনীত হচ্ছে ৬.২.২ পরিমাপের প্রক্রিয়ায় অনুসৃত ধাপসমূহের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করছে

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা

রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি **পারদর্শিতার ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, পারদর্শিতার ক্ষেত্রের শিরোনাম দিয়ে শিক্ষার্থী আদৌ কী করতে পারে তা স্পষ্ট হয় না, তাই প্রতি শ্রেণির জন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের (সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে, যেমন 'বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান' ক্ষেত্রের জন্য ৬.১ ও ৬.২ একক যোগ্যতা নিয়ে) একটি বর্ণনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বিজ্ঞান বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার বর্ণনা নিম্নরূপ:

বিজ্ঞান বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা
১। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান	বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তথ্য প্রমাণ ও বস্তুনিষ্ঠতার উপর জোর দিয়েছে
২। বস্তুর গঠন ও আচরণ	পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক গঠন ও আচরণের সম্পর্ক অনুসন্ধান করেছে
৩। বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া	বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনায় শক্তির স্থানান্তর অনুসন্ধান করেছে
৪। স্থিতি ও পরিবর্তন	কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে
৫। বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ	মানুষ ও প্রকৃতির উপর প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগে সচেষ্ট হয়েছে

পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান কীভাবে নিরূপিত হবে?

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। সেজন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহের সমন্বয় করে ওই ক্ষেত্রে তার অবস্থান বোঝানো হবে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের উপায়

কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান মূলত নির্ভর করবে PI সমূহে তার অর্জিত সর্বোচ্চ (△ চিহ্নিত পর্যায়) ও সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার পার্থক্যের উপর।

কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ণয় করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করতে হবে:

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা} - \text{অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা}}{\text{মোট PI এর সংখ্যা}} * ১০০\%$$

উদাহরণস্বরূপ, 'বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট PI ৪টি (৬.১.১, ৬.১.২, ৬.২.১, ৬.২.২)। ধরা যাক, কোনো শিক্ষার্থী এই ৪টি PI এর মধ্যে ২টিতে সর্বোচ্চ পর্যায় (△ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে। বাকি ২টির একটিতে সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) এবং আরেকটিতে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে।

এখানে,

মোট PI এর সংখ্যা	:	৪টি
অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	২টি
অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি

তাহলে তার পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান হবে,

$$\textbf{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{২-১}{৪} * ১০০\% = ২৫\%$$

এই মানের উপর ভিত্তি করে 'বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে ।

এখানে উল্লেখ্য যে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ঋনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা (△ চিহ্নিত পর্যায়) সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার চেয়ে কম হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান শূন্য হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সমান হয়।
  - অথবা, যদি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সবগুলো PI তে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়ে থাকে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মানের (-১০০% থেকে +১০০%) উপর ভিত্তি করে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রকে **নিম্নবর্ণিত সাত স্তর বিশিষ্ট স্কেল** দিয়ে প্রকাশ করা হবে।

পারদর্শিতার স্তর	পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের শর্ত
1. অনন্য (Upgrading)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = ১০০%
2. অর্জনমুখী (Achieving)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ৫০%
3. অগ্রগামী (Advancing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ২৫%

4. সক্রিয় (Activating)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ০%
5. অনুসন্ধানী (Exploring)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -২৫%
6. বিকাশমান (Developing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -৫০%
7. প্রারম্ভিক (Elementary)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = -১০০%

তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী উপরের উদাহরণে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ২৫% হলে ওই শিক্ষার্থীর 'বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রে অবস্থান হবে **'অগ্রগামী (Advancing)'**। ৬ষ্ঠ শ্রেণি শেষে রিপোর্ট কার্ডে 'বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান' পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য তার অবস্থান উল্লেখ করা হবে এভাবে:

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তথ্য প্রমাণ ও বস্তুনিষ্ঠতার উপর জোর দিয়েছে

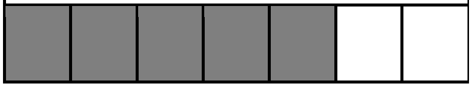

পারদর্শিতার সনদে ৭ স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হবে এভাবে:

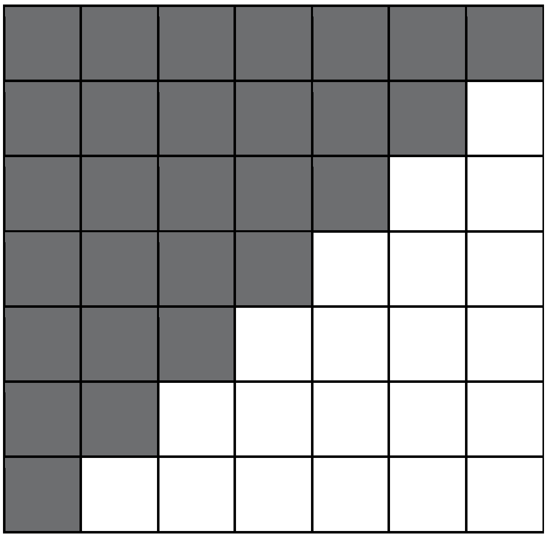

অনন্য (Upgrading)

অর্জনমুখী (Achieving)

অগ্রগামী (Advancing)

সক্রিয় (Activating)

অনুসন্ধানী (Exploring)

বিকাশমান (Developing)

প্রারম্ভিক (Elementary)

এখন নিচের ছকে দেখা যাক, বিজ্ঞান বিষয়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোনটি ষষ্ঠ শ্রেণির কোন কোন একক যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এই এক বা একাধিক যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট PI কোনগুলো।

বিজ্ঞান বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
১। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান	৬.১ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রমাণ-ভিত্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যে প্রমাণের ভিত্তিতে	৬.১.১ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে ৬.১.২ প্রমাণের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের যে পরিবর্তন হয় তার পক্ষে যুক্তি দিচ্ছে

বিজ্ঞান বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট একককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
	পরিবর্তিত হতে পারে তা গ্রহণ করতে পারা।	
	৬.২ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ক্ষেত্রে ফলাফলের চেয়ে পরিমাপের পদ্ধতির বস্তুনিষ্ঠতার উপর গুরুত্ব প্রদান করা।	৬.২.১ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ক্ষেত্রে পরিমাপের সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া মেনে ফলাফলে উপনীত হচ্ছে ৬.২.২ পরিমাপের প্রক্রিয়ায় অনুসৃত ধাপসমূহের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করছে
২। বস্তুর গঠন ও আচরণ	৬.৩ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে পরিবেশের বিভিন্ন সজীব ও অজীব বস্তুর দৃশ্যমান গঠন ও তাদের মধ্যকার শৃঙ্খলা (order) উপলব্ধি করতে পারা।	৬.৩.১ বিভিন্ন সজীব/অজীব বস্তুর গাঠনিক উপাদানসমূহের মধ্যকার বিন্যাস ও আন্তঃসম্পর্ক চিহ্নিত করছে ৬.৩.২ বিভিন্ন সজীব /অজীব বস্তুর দৃশ্যমান গঠনবৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্যাটার্ন শনাক্ত করছে
	৬.৪ দৃশ্যমান পরিবেশের প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বস্তুসমূহের গঠনের কাঠামো-উপকাঠামো ও তাদের আচরণ/বৈশিষ্ট্যর মধ্যকার সম্পর্ক অনুসন্ধান করতে পারা।	৬.৪.১ কোনো একটি প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম বস্তুর কোন অংশ কী বৈশিষ্ট্য (আচরণ/কাজ) প্রকাশ করে তা চিহ্নিত করছে ৬.৪.২ বস্তুর বিভিন্ন অংশ বা উপাদান সামগ্রিকভাবে বস্তুটির বৈশিষ্ট্য (আচরণ/কাজ) কীভাবে নির্ধারণ করে তা ব্যাখ্যা করছে
	৬.৮ চারপাশের প্রকৃতিতে জীববৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ করে একই ধরনের জীবের মধ্যে ভিন্নতা অন্বেষণ করতে পারা।	৬.৮.১ বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একই জাতীয় জীবসমূহ তালিকাভুক্ত করছে ৬.৮.২ একই জাতীয় জীবসমূহের মধ্যে গাঠনিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণের ভিন্নতা চিহ্নিত করছে
৩। বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া	৬.৫ প্রকৃতিতে বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে বস্তুর মত শক্তিও যে পরিমাপযোগ্য তা উপলব্ধি করা এবং শক্তির স্থানান্তর অনুসন্ধান করতে পারা।	৬.৫.১ সিস্টেমের এক অংশ থেকে অন্য অংশে বা সিস্টেমের বাইরে থেকে ভিতরে/ভিতর থেকে বাইরে শক্তির স্থানান্তর চিহ্নিত করছে ৬.৫.২ বিভিন্ন বস্তু বা সিস্টেমের মধ্যে স্থানান্তরকৃত শক্তির পরিমাণের মধ্যে তুলনা করছে
৪। স্থিতি ও পরিবর্তন	৬.৬ প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম সিস্টেমের উপাদানসমূহের নিয়ত পরিবর্তন ও পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে যে আপাত স্থিতাবস্থা সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করতে পারা।	৬.৬.১ প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম সিস্টেমের উপাদানগুলোর পরিবর্তন ও পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া চিহ্নিত করছে ৬.৬.২ সিস্টেমের উপাদানসমূহের পরিবর্তন ও বিভিন্ন মিথস্ক্রিয়া যেভাবে সিস্টেমের আপাত স্থিতিশীলতা তৈরি করে তা খুঁজে বের করছে
	৬.৭ পৃথিবী ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি অনুধাবন করতে পারা	৬.৭.১ পৃথিবী ও মহাবিশ্বের বিভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বসমূহ ব্যাখ্যা করছে ৬.৭.২ বিজ্ঞানীদের প্রাপ্ত তথ্যপ্রমাণের আলোকে পৃথিবী ও মহাবিশ্ব সংশ্লিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে
৫। বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ	৬.৯ প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার ঝুঁকিসমূহ অনুসন্ধান করে সেই ঝুঁকি মোকাবিলায় সচেষ্ট হওয়া।	৬.৯.১ প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবার ঝুঁকি খুঁজে বের করছে ৬.৯.২ প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবার ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে
	৬.১০ বাস্তব জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ হওয়া।	৬.১০.১ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলাফল বিশ্লেষণ করে এদের ইতিবাচক প্রয়োগ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে ৬.১০.২ বাস্তব ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগের চর্চা করছে

রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ ও তাদের শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা, এবং তাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য)।

আচরণিক নির্দেশকের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক নির্দেশকের জন্যেও নির্দিষ্ট কিছু **আচরনিক ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণিক নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় সমন্বয় করে নির্দিষ্ট **আচরণিক ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর ফলাফল নিরূপণ করা হবে। রিপোর্ট কার্ডে পারদর্শিতা ও আচরণিক ক্ষেত্র দুইই উল্লেখ করা থাকবে, যা দেখে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থার একটি চিত্র বোঝা যাবে।

শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করবেন, বিষয় শিক্ষক তার নির্দিষ্ট বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করে বিষয়ভিত্তিক ফলাফল জমা দেবেন। আচরণিক ক্ষেত্রের জন্য শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করবেন।

রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখিত আচরণিক ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ

২। নিষ্ঠা ও সততা

৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখিত ১০টি আচরণিক নির্দেশকের প্রত্যেকটি উপরের কোনো না কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। PI এর ইনপুট হিসেব করে যেভাবে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার ক্ষেত্রে ফলাফল নিরূপণ করা হবে, একইভাবে BI এর ইনপুটের ভিত্তিতে উপরের ৬টি আচরনিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করতে হবে। সকল শ্রেণির জন্য একই আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক ক্ষেত্রের জন্যেও সংশ্লিষ্ট BI এ শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় একই সুত্র ব্যবহার করে হিসেব করে ৭ স্তর বিশিষ্ট স্কেলে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে।

নিচের ছকে আচরণিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট BI সমূহ উল্লেখ করা হলো।

আচরণিক ক্ষেত্র	আচরণিক নির্দেশক বা BI
১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	১। দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে ২। নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে ৯। দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে ১০। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

২। নিষ্ঠা ও সততা	৩। নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে ৪। শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে ৫। পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে ৬। দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে
৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা	৭। নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে ৮। অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে

* বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা নির্দিষ্ট করা থাকবে না।

রিপোর্ট কার্ড প্রণয়নের এই পুরো প্রক্রিয়া আরো ভালভাবে স্পষ্ট করার জন্য একটি অনলাইন গাইডলাইন আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। কোনো শিক্ষকের এই বিষয়ে আর কোনো অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা এই গাইডলাইনের মাধ্যমে দূর হবে আশা করা যায়।

মূল্যায়ন অ্যাপ

মূল্যায়নের কাজ সহজ এবং দ্রুততম সময়ে করার জন্য একটি মূল্যায়ন অ্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অ্যাপ এর সাহায্যে আপনারা নির্ধারিত সময়ে PI এর ইনপুট দিতে পারবেন, এবং খুব সহজেই শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ও রিপোর্ট কার্ড আউটপুট হিসেবে নিতে পারবেন। ম্যানুয়ালি যেভাবে আপনাদের PI এর অর্জিত পর্যায় হিসাব করে ফলাফল তৈরি করতে হয়, তা অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে।

অচিরেই মূল্যায়ন অ্যাপ এবং এর ব্যবহারের নীতিমালা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, সেখানে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI) এবং সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রম

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা নির্দেশক (PI) নং	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শীতার মাত্রা			সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম
			□	○	△	
৬.১ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্তে পৌছানো এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যে প্রমাণের ভিত্তিতে পরিবর্তিত হতে পারে তা গ্রহণ করতে পারা।	৬.১.১	বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	যথাযথ প্রমাণ উল্লেখ ছাড়াই অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করছে	প্রমাণ উল্লেখ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে কিন্তু প্রমাণের পক্ষে যথাযথ যুক্তি দিতে পারছে না	বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে যথাযথ প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করছে	লিখিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে একক মূল্যায়ন (তৃতীয় কর্মদিবস)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			যথাযথ প্রমাণ উল্লেখ ছাড়াই অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করছে	প্রমাণ উল্লেখ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে কিন্তু প্রমাণের পক্ষে যথাযথ যুক্তি দিতে পারছে না	বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে যথাযথ প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করছে	
৬.৪ দৃশ্যমান পরিবেশের প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বস্তুসমূহের গঠনের কাঠামো-উপকাঠামো ও তাদের বৈশিষ্ট্যর মধ্যকার সম্পর্ক অনুসন্ধান করতে পারা।	৬.৪.১	কোনো একটি প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম বস্তুর কোন অংশ কী বৈশিষ্ট্য (আচরণ/কাজ) প্রকাশ করে তা চিহ্নিত করছে	কোনো একটি প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম বস্তুর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করছে	কোনো একটি প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম বস্তুর কোন অংশ, কী বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে তা চিহ্নিত করছে	কোনো একটি প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম বস্তুর কোন অংশ, কী বৈশিষ্ট্য, কী কারণে প্রকাশ করে তা চিহ্নিত করছে	দলীয় উপস্থাপনের ভিত্তিতে মূল্যায়ন (দ্বিতীয় কর্মদিবস)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			নির্ধারিত প্রযুক্তিসমূহের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করছে	নির্ধারিত প্রযুক্তিসমূহের কোন অংশ, কী কাজ করে তা চিহ্নিত করছে	নির্ধারিত প্রযুক্তিসমূহের কোন অংশ কীভাবে কাজ করে তা চিহ্নিত করছে	
	৬.৪.২	বস্তুর বিভিন্ন অংশ বা উপাদান সামগ্রিকভাবে বস্তুটির বৈশিষ্ট্য (আচরণ / কাজ) কীভাবে নির্ধারণ করে তা ব্যাখ্যা করছে	বস্তুর বিভিন্ন অংশ বা উপাদান সামগ্রিকভাবে বস্তুটির গঠন কীভাবে নির্ধারণ করে তা বর্ণনা	বস্তুর বিভিন্ন অংশ বা উপাদান সামগ্রিকভাবে বস্তুটির গঠন ও আচরণ কীভাবে নির্ধারণ করে তা ব্যাখ্যা করছে	বস্তুর বিভিন্ন অংশ বা উপাদান সামগ্রিকভাবে বস্তুটির গঠন, আচরণ ও কাজ কীভাবে নির্ধারণ করে তা ব্যাখ্যা করছে	দলীয় উপস্থাপনের ভিত্তিতে মূল্যায়ন (দ্বিতীয় কর্মদিবস)

			করছে			
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			নির্ধারিত যন্ত্র বা প্রযুক্তির বিভিন্ন অংশ একসঙ্গে মিলে কীভাবে বস্তুটি গঠিত হয় তা উল্লেখ করছে	নির্ধারিত প্রযুক্তির বিভিন্ন অংশ একসঙ্গে মিলে কীভাবে বস্তুটি গঠন করে এবং এর সার্বিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে তা ব্যাখ্যা করছে	নির্ধারিত প্রযুক্তির বিভিন্ন অংশ একসঙ্গে মিলে কীভাবে বস্তুটি গঠন করে, এর সার্বিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে এবং বস্তুটির কাজ নির্ধারণ করে তা ব্যাখ্যা করছে	
৬.৫ প্রকৃতিতে বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে বস্তুর মতো শক্তিও যে পরিমাপযোগ্য তা উপলব্ধি করা এবং শক্তির স্থানান্তর অনুসন্ধান করতে পারা	৬.৫.১	সিস্টেমের এক অংশ থেকে অন্য অংশে বা সিস্টেমের বাইরে থেকে ভিতরে / ভিতর থেকে বাইরে শক্তির স্থানান্তর চিহ্নিত করছে	কোনো সিস্টেমে কোন ধরনের শক্তি স্থানান্তর হচ্ছে তা চিহ্নিত করছে	কোনো সিস্টেমে কোন ধরনের শক্তি, কোন অংশ থেকে কোন অংশে বা সিস্টেমের বাইরে থেকে ভিতরে অথবা ভিতর থেকে বাইরে, স্থানান্তর হচ্ছে তা চিহ্নিত করছে	কোনো সিস্টেমে কোন ধরনের শক্তি, কোন অংশ থেকে কোন অংশে বা সিস্টেমের বাইরে থেকে ভিতরে অথবা ভিতর থেকে বাইরে, কী কারণে স্থানান্তর হচ্ছে তা চিহ্নিত করছে	দলীয় উপস্থাপনের ভিত্তিতে মূল্যায়ন (দ্বিতীয় কর্মদিবস)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			নির্ধারিত প্রযুক্তি/যন্ত্রের ক্ষেত্রে কোন ধরনের শক্তির স্থানান্তর হচ্ছে তা চিহ্নিত করছে	নির্ধারিত প্রযুক্তি/যন্ত্রের ক্ষেত্রে কোন ধরনের শক্তির স্থানান্তর কীভাবে হচ্ছে তা চিহ্নিত করছে	নির্ধারিত প্রযুক্তি/যন্ত্রের ক্ষেত্রে কোন ধরনের শক্তির স্থানান্তর কীভাবে হচ্ছে এবং তা কীভাবে যন্ত্রটিকে কাজ করতে সাহায্য করছে তা চিহ্নিত করছে	
৬.৯ প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার ঝুঁকিসমূহ অনুসন্ধান করে সেই ঝুঁকি মোকাবেলায় সচেষ্ট হওয়া।	৬.৯.১	প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবার ঝুঁকি খুঁজে বের করছে	প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবার সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ কী কী তা নিয়ে ব্যক্তিগত মত দিচ্ছে	প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবার কয়েকটি সম্ভাব্য ঝুঁকি যৌক্তিকভাবে চিহ্নিত করছে	যথাযথ যুক্তি ও তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবার ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করছে	দলীয় কাজ উপস্থাপনের সময় প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে একক মূল্যায়ন (তৃতীয় কর্মদিবস)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			নির্ধারিত প্রযুক্তি ব্যবহারের সম্ভাব্য পরিবেশগত ঝুঁকি কী কী তা নিয়ে ব্যক্তিগত মত	নির্ধারিত প্রযুক্তি ব্যবহারের কয়েকটি সম্ভাব্য পরিবেশগত ঝুঁকি যৌক্তিকভাবে চিহ্নিত করছে	যথাযথ যুক্তি ও তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে নির্ধারিত প্রযুক্তি ব্যবহারের সম্ভাব্য পরিবেশগত ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করছে	

			দিচ্ছে			
	৬.৯.২	প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবার ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে	ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে	ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলার উপায় খুঁজে বের করে সে অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে	ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলার অর্থবহ ও কার্যকর উপায় খুঁজে বের করে সে অনুযায়ী সক্রিয় পদক্ষেপ নিচ্ছে	দলীয় কাজ উপস্থাপনের সময় প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে একক মূল্যায়ন (তৃতীয় কর্মদিবস)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলার উদ্দেশ্যে প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের নীতিমালা তৈরি করছে	ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলার উপায় খুঁজে বের করে সে অনুযায়ী প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি করছে	ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলার অর্থবহ ও কার্যকর উপায় খুঁজে বের করে সে অনুযায়ী প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি করছে	
৬.১০ বাস্তব জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ হওয়া।	৬.১০.১	বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলাফল বিশ্লেষণ করে এদের ইতিবাচক প্রয়োগ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে	বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলাফল সম্পর্কে মতামত দিচ্ছে	বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলাফল বিশ্লেষণ করে এদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রয়োগ চিহ্নিত করছে	বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সাহায্যে বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলাফল বিশ্লেষণ করে এদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রয়োগ বিষয়ে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	দলীয় কাজ উপস্থাপনের সময় প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে একক মূল্যায়ন (তৃতীয় কর্মদিবস)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			নির্ধারিত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলাফল সম্পর্কে মতামত দিচ্ছে	নির্ধারিত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলাফল বিশ্লেষণ করে এদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রয়োগ চিহ্নিত করছে	নির্ধারিত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলাফল বিশ্লেষণ করে এদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রয়োগ বিষয়ে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	
	৬.১০.২	বাস্তব ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগের চর্চা করছে	নিজ ধারণা অনুযায়ী বাস্তব ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগের চর্চা করছে	বাস্তব ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগের চর্চা করছে ও নেতিবাচক প্রয়োগ থেকে বিরত থাকছে	বাস্তব ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগের চর্চা করছে, নেতিবাচক প্রয়োগ থেকে বিরত থাকছে, এবং নিজের অবস্থান যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করছে	লিখিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে একক মূল্যায়ন (তৃতীয় কর্মদিবস)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			নিজ ধারণা অনুযায়ী বাস্তব ক্ষেত্রে প্রযুক্তির	বাস্তব ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগের চর্চা করছে ও নেতিবাচক	বাস্তব ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগের চর্চা করছে,	

			ইতিবাচক প্রয়োগের চর্চা করছে	প্রয়োগ থেকে বিরত থাকছে	নেতিবাচক প্রয়োগ থেকে বিরত থাকছে, এবং নিজের অবস্থান যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করছে	

পরিশিষ্ট ২

শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে এই ছক অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর : তারিখ:

শ্রেণি :	বিষয় : বিজ্ঞান
	প্রযোজ্য PI নং

রোল নং	নাম	৬.১.১	৬.৪.১	৬.৪.২	৬.৫.১	৬.৯.১	৬.৯.২	৬.১০.১	৬.১০.২
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি :		বিষয় : বিজ্ঞান							
		প্রযোজ্য PI নং							
রোল নং	নাম	৬.১.১	৬.৪.১	৬.৪.২	৬.৫.১	৬.৯.১	৬.৯.২	৬.১০.১	৬.১০.২
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৩

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি:	**শ্রেণি : ষষ্ঠ**	**বিষয় : বিজ্ঞান**	**শিক্ষকের নাম :**

পারদর্শিতার নির্দেশকের পর্যায়

পারদর্শিতার নির্দেশক	**শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার পর্যায় বা মাত্রা**		
৬.১.১ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে			
	যথাযথ প্রমাণ উল্লেখ ছাড়াই অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করছে	প্রমাণ উল্লেখ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে কিন্তু প্রমাণের পক্ষে যথাযথ যুক্তি দিতে পারছে না	বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে যথাযথ প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করছে
৬.১.২ প্রমাণের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের যে পরিবর্তন হয় তার পক্ষে যুক্তি দিচ্ছে			
	বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পরিবর্তন/বিবর্তনের ধারা বর্ণনা করছে কিন্তু তার যুক্তিপ্রমাণ মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে	বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পরিবর্তনের/ বিবর্তনের পক্ষে/বিপক্ষে মতামত দিচ্ছে কিন্তু যথাযথ যুক্তিপ্রমাণ দিতে পারছে না	প্রমাণের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের যে পরিবর্তন হয় তার পক্ষে যথাযথ যুক্তি দিচ্ছে
৬.২.১ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ক্ষেত্রে পরিমাপের সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া মেনে ফলাফলে উপনীত হচ্ছে			
	বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ক্ষেত্রে পরিমাপের ধাপ চিহ্নিত করছে	বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ক্ষেত্রে পরিমাপের সবগুলি ধাপ অনুসরণ করে ফলাফলে উপনীত হচ্ছে	বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ক্ষেত্রে পরিমাপের সবগুলি ধাপ ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করে ফলাফলে উপনীত হচ্ছে
৬.২.২ পরিমাপের প্রক্রিয়ায় অনুসৃত ধাপসমূহের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করছে			
	পরিমাপ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপসমূহ অনুসরণের কারণ যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে পারছে না	পরিমাপের প্রক্রিয়ায় অনুসৃত ধাপসমূহের পক্ষে যুক্তি প্রদান করতে পারছে	পরিমাপের প্রক্রিয়ায় অনুসৃত ধাপগুলোর ধারাবাহিকতার পক্ষে যুক্তি প্রদান করতে পারছে
৬.৩.১ বিভিন্ন সজীব/অজীব বস্তুর গাঠনিক উপাদানসমূহের মধ্যকার বিন্যাস ও আন্তঃসম্পর্ক চিহ্নিত করছে			
	বিভিন্ন সজীব/অজীব বস্তুর গাঠনিক উপাদানসমূহ চিহ্নিত করছে	বিভিন্ন সজীব/অজীব বস্তুর গাঠনিক উপাদানসমূহের বিন্যাস চিহ্নিত করছে	বিভিন্ন সজীব/অজীব বস্তুর গাঠনিক উপাদানসমূহের বিন্যাস ও আন্তঃসম্পর্ক চিহ্নিত করছে
৬.৩.২ বিভিন্ন সজীব /অজীব বস্তুর দৃশ্যমান গঠনবৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্যাটার্ন শনাক্ত করছে			
	একাধিক সজীব/অজীব বস্তুর গঠন পর্যবেক্ষণ করে একই ধরনের উপাদানসমূহ শনাক্ত করছে	একাধিক সজীব/অজীব বস্তুর মধ্যে একই ধরনের গাঠনিক বিন্যাস শনাক্ত করছে	একাধিক সজীব ও অজীব বস্তুর গাঠনিক উপাদানগুলোর একই ধরণের বিন্যাস ও আন্তঃসম্পর্ক খুঁজে বের করছে
৬.৪.১ কোনো একটি প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম বস্তুর কোন অংশ কী বৈশিষ্ট্য (আচরণ/কাজ) প্রকাশ করে তা চিহ্নিত করছে			
	কোনো একটি প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম বস্তুর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করছে	কোনো একটি প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম বস্তুর কোন অংশ, কী বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে তা চিহ্নিত করছে	কোনো একটি প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম বস্তুর কোন অংশ, কী বৈশিষ্ট্য, কী কারণে প্রকাশ করে তা চিহ্নিত করছে

৬.৪.২ বস্তুর বিভিন্ন অংশ বা উপাদান সামগ্রিকভাবে বস্তুটির বৈশিষ্ট্য (আচরণ / কাজ) কীভাবে নির্ধারণ করে তা ব্যাখ্যা করছে	বস্তুর বিভিন্ন অংশ বা উপাদান সামগ্রিকভাবে বস্তুটির গঠন কীভাবে নির্ধারণ করে তা বর্ণনা করছে	বস্তুর বিভিন্ন অংশ বা উপাদান সামগ্রিকভাবে বস্তুটির গঠন ও আচরণ কীভাবে নির্ধারণ করে তা ব্যাখ্যা করছে	বস্তুর বিভিন্ন অংশ বা উপাদান সামগ্রিকভাবে বস্তুটির গঠন, আচরণ ও কাজ কীভাবে নির্ধারণ করে তা ব্যাখ্যা করছে
৬.৫.১ সিস্টেমের এক অংশ থেকে অন্য অংশে বা সিস্টেমের বাইরে থেকে ভিতরে / ভিতর থেকে বাইরে শক্তির স্থানান্তর চিহ্নিত করছে	কোনো সিস্টেমে কোন ধরনের শক্তি স্থানান্তর হচ্ছে তা চিহ্নিত করছে	কোনো সিস্টেমে কোন ধরনের শক্তি, কোন অংশ থেকে কোন অংশে বা সিস্টেমের বাইরে থেকে ভিতরে অথবা ভিতর থেকে বাইরে, স্থানান্তর হচ্ছে তা চিহ্নিত করছে	কোনো সিস্টেমে কোন ধরনের শক্তি, কোন অংশ থেকে কোন অংশে বা সিস্টেমের বাইরে থেকে ভিতরে অথবা ভিতর থেকে বাইরে, কী কারণে স্থানান্তর হচ্ছে তা চিহ্নিত করছে
৬.৫.২ বিভিন্ন বস্তু বা সিস্টেমের মধ্যে স্থানান্তরকৃত শক্তির পরিমাণের মধ্যে তুলনা করছে	বিভিন্ন বস্তু বা সিস্টেমের মধ্যে স্থানান্তরকৃত শক্তির পরিমাণের তুলনা করছে	বিভিন্ন বস্তু বা সিস্টেমের মধ্যে স্থানান্তরকৃত শক্তির পরিমাণের সংখ্যাগত তুলনা করছে	বিভিন্ন বস্তু বা সিস্টেমের মধ্যে শক্তি স্থানান্তরের প্রক্রিয়া উল্লেখ করে স্থানান্তরকৃত শক্তির পরিমাণের সংখ্যাগত তুলনা করছে
৬.৬.১ প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম সিস্টেমের উপাদানগুলোর পরিবর্তন ও পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া চিহ্নিত করছে	প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম সিস্টেমের উপাদানগুলোর পরিবর্তন চিহ্নিত করছে	প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম সিস্টেমের উপাদানগুলোর পরিবর্তনের কারণ অনুমান করছে	প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম সিস্টেমের উপাদানগুলোর পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে যে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন ঘটে তা ব্যাখ্যা করছে
৬.৬.২ সিস্টেমের উপাদানসমূহের পরিবর্তন ও বিভিন্ন মিথস্ক্রিয়া যেভাবে সিস্টেমের আপাত স্থিতিশীলতা তৈরি করে তা খুঁজে বের করছে	সিস্টেমের আপাত স্থিতিশীলতা বর্ণনা করছে তবে এর পেছনে ক্রিয়াশীল উপাদানগুলোর ভূমিকা স্পষ্ট করতে পারছে না	একটি সিস্টেমের আপাত স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য এর উপাদানসমূহের নিয়ত পরিবর্তন চিহ্নিত করছে	একটি সিস্টেমের আপাত স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য এর উপাদানসমূহের নিয়ত পরিবর্তন ও পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ব্যাখ্যা করছে
৬.৭.১ পৃথিবী ও মহাবিশ্বের বিভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বসমূহ ব্যাখ্যা করছে	পৃথিবী ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি বিষয়ক তত্ত্বসমূহহের নাম উল্লেখ করছে	পৃথিবী ও মহাবিশ্বের বিভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা ও তত্ত্ব শনাক্ত করছে	পৃথিবী ও মহাবিশ্বের বিভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা ও তত্ত্ব শনাক্ত করে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করছে
৬.৭.২ বিজ্ঞানীদের প্রাপ্ত তথ্যপ্রমাণের আলোকে পৃথিবী ও মহাবিশ্ব সংশ্লিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে	বৈজ্ঞানিক তথ্যপ্রমাণ উল্লেখ ছাড়াই পৃথিবী ও মহাবিশ্ব সংশ্লিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে নিজস্ব মতামত দিচ্ছে	বিজ্ঞানীদের প্রাপ্ত তথ্যপ্রমাণ উল্লেখ করে পৃথিবী ও মহাবিশ্ব সংশ্লিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে	বিজ্ঞানীদের প্রাপ্ত তথ্যপ্রমাণের আলোকে পৃথিবী ও মহাবিশ্ব সংশ্লিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে এবং সিদ্ধান্তের সপক্ষে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি দিচ্ছে
৬.৮.১ বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একই জাতীয় জীবসমূহ তালিকাভুক্ত করছে	বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কিছু জীবের তালিকা তৈরি করছে	বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একই জাতীয় জীবসমূহ তালিকাভুক্ত করছে	বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একই জাতীয় জীবসমূহ তালিকাভুক্ত করছে এবং সপক্ষে যুক্তি উল্লেখ করছে
৬.৮.২ একই জাতীয় জীবসমূহের মধ্যে গাঠনিক	একই জাতীয় জীবসমূহের মধ্যে	একই জাতীয় জীবসমূহের মধ্যে	একই জাতীয় জীবসমূহের মধ্যে গাঠনিক

বৈশিষ্ট্য ও আচরণের ভিন্নতা চিহ্নিত করছে	গাঠনিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণের তালিকা তৈরি করছে	গাঠনিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণের ভিন্নতা উল্লেখ করে তালিকা তৈরি করছে	বৈশিষ্ট্য ও আচরণের ভিন্নতা উল্লেখ করে তালিকা তৈরি করছে ও সপক্ষে যুক্তি প্রদান করছে
৬.৯.১ প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবার ঝুঁকি খুঁজে বের করছে			
	প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবার সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ কী কী তা নিয়ে ব্যক্তিগত মত দিচ্ছে	প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবার কয়েকটি সম্ভাব্য ঝুঁকি যৌক্তিকভাবে চিহ্নিত করছে	যথাযথ যুক্তি ও তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবার ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করছে
৬.৯.২ প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবার ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে			
	ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে	ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলার উপায় খুঁজে বের করে সে অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে	ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলার অর্থবহ ও কার্যকর উপায় খুঁজে বের করে সে অনুযায়ী সক্রিয় পদক্ষেপ নিচ্ছে
৬.১০.১ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলাফল বিশ্লেষণ করে এদের ইতিবাচক প্রয়োগ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে			
	বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলাফল সম্পর্কে মতামত দিচ্ছে	বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলাফল বিশ্লেষণ করে এদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রয়োগ চিহ্নিত করছে	বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সাহায্যে বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলাফল বিশ্লেষণ করে এদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রয়োগ বিষয়ে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে
৬.১০.২ বাস্তব ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগের চর্চা করছে			
	নিজ ধারণা অনুযায়ী বাস্তব ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগের চর্চা করছে	বাস্তব ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগের চর্চা করছে ও নেতিবাচক প্রয়োগ থেকে বিরত থাকছে	বাস্তব ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগের চর্চা করছে, নেতিবাচক প্রয়োগ থেকে বিরত থাকছে, এবং নিজের অবস্থান যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করছে

পরিশিষ্ট ৪

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
1. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
2. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
3. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
4. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
5. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
6. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
7. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে

8. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
9. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
10. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :

শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর :

তারিখ:

শ্রেণি :

বিষয় : বিজ্ঞান

প্রযোজ্য BI নং

রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি :				বিষয় : বিজ্ঞান							
		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৬

রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট

শিক্ষাক্রম
২০২২

যোগ্যতাভিত্তিক
অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন
একীভূত
শিখনকালীন মূল্যায়ন
সহযোগিতামূলক

নৈপুণ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শিক্ষার্থীর আইডি : ....

শ্রেণি : ৬ষ্ঠ .... শিক্ষাবর্ষ : ....

বিষয়সমূহ

- বাংলা
- ইংরেজি
- গণিত
- বিজ্ঞান
- ডিজিটাল প্রযুক্তি
- ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- জীবন ও জীবিকা
- ধর্ম শিক্ষা
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা
- শিল্প ও সংস্কৃতি

বাংলা

যোগাযোগ
পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত ভাষায় যোগাযোগ করেছে

ভাষারীতি
বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন অর্থবৈচিত্র্যমূলক বাক্য তৈরি করেছে

প্রায়োগিক যোগাযোগ
বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় লিখতে পেরেছে

সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ
সাহিত্যরস উপভোগ করে নিজের কল্পনা ও অনুভূতি সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে

মানবিক চিন্তন
কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে নিজের মত দিয়েছে ও অন্যের মতের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে

English

Communication
Communicates with relevance to a given context

Linguistic norms
Uses appropriate vocabulary and expressions as required in the context

Democratic practice
Values democratic atmosphere in communication and participates accordingly

Creative expression
Comprehends and relates to literary texts

গণিত

গাণিতিক অনুসন্ধান
সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যাচাই করেছে

সংখ্যা ও পরিমাণ
গাণিতিক সমস্যা সমাধানে যথাযথ ভাষা ও কৌশলের প্রয়োগ করেছে

জ্যামিতিক আকৃতি
নিয়মিত জ্যামিতিক আকৃতি চিনতে পেরেছে এবং সেগুলো পরিমাপ করতে পেরেছে

গাণিতিক সম্পর্ক
সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ও সূত্র ব্যবহার করেছে

সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ
প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখেছে

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তথ্য প্রমাণ ও বস্তুনিষ্ঠতার উপর জোর দিয়েছে

বস্তুর গঠন ও আচরণ

পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক গঠন ও আচরণের সম্পর্ক অনুসন্ধান করেছে

বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া

বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনায় শক্তির স্থানান্তর অনুসন্ধান করেছে

স্থিতি ও পরিবর্তন

কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে

বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ

মানুষ ও প্রকৃতির উপর প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগে সচেষ্ট হয়েছে

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ডিজিটাল সাক্ষরতা

প্রযুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের দায়িত্বশীল ব্যাবহার করতে পেরেছে

আইসিটি সক্ষমতা

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ করেছে

ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন

অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্য আদানপ্রদানের কৌশল ব্যাখ্যা করেছে

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার

সামাজিক রীতি-নীতি, ঝুঁকি ও নৈতিক দিক বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করছে

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

আত্মপরিচয়

লিখিত ও অলিখিত উৎস থেকে তথ্য নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের আত্মপরিচয় ও ইতিহাস অন্বেষণ করেছে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান অনুসন্ধান করেছে

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো

বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কীভাবে মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করে তা অনুসন্ধান করেছে

সম্পদ ব্যবস্থাপনা

সময় ও অঞ্চলভেদে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে গড়ে ওঠে তা অনুসন্ধান করেছে

পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা

সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের সাপেক্ষে সমাজের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে নিজ প্রেক্ষাপটে দায়িত্বশীল আচরণ করেছে

জীবন ও জীবিকা

আত্মউন্নয়ন
নিজের পছন্দ ও সক্ষমতা বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দায়িত্বশীল কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং
পেশার পরিবর্তন এবং তার সংগে নতুন নতুন দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা বুঝে তা অর্জনের জন্য নিজ প্রেক্ষাপটে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে

পেশাগত দক্ষতা
নির্দিষ্ট পেশা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ও আগ্রহ প্রদর্শন করতে পেরেছে

ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা
পেশায় ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব জেনে অভিযোজনের প্রস্তুতি নিতে পারছে

ধর্ম শিক্ষা

ধর্মীয় জ্ঞান
ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জানতে আগ্রহ প্রদর্শন করেছে

ধর্মীয় বিধিবিধান
ধর্মের বিধি-বিধান উপলব্ধি করে চর্চার চেষ্টা করেছে

ধর্মীয় মূল্যবোধ
ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সংগে মিলেমিশে থেকেছে

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

আত্মপরিচর্যা
শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন উপলব্ধি করে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যায় উদ্যোগী হয়েছে

আবেগিক বুদ্ধিমত্তা
কাউকে কষ্ট না দিয়ে নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করেছে

সামাজিক বুদ্ধিমত্তা
পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছে

শিল্প ও সংস্কৃতি

পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর
প্রকৃতির রূপ ও ঘটনাপ্রবাহ নিজের মতো করে বিভিন্নভাবে প্রকাশের আগ্রহ প্রদর্শন করেছে

নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ
শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার পরিবেশনা উপভোগ করতে পারছে এবং সম্পৃক্ত হতে আগ্রহ প্রকাশ করছে

যাপিত জীবনে নান্দনিকতা
দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার প্রকাশ করছে

আচরণিক নির্দেশক

অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	নিষ্ঠা ও সততা	পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

মূল্যায়নের স্কেল

স্কেল		মাত্রা
■■■■■■■	=	অনন্য (Upgrading)
■■■■■■□	=	অর্জনমুখী (Achieving)
■■■■■□□	=	অগ্রগামী (Advancing)
■■■■□□□	=	সক্রিয় (Activating)
■■■□□□□	=	অনুসন্ধানী (Exploring)
■■□□□□□	=	বিকাশমান (Developing)
■□□□□□□	=	প্রারম্ভিক (Elementary)

উপস্থিতির হার : .... %

শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য :

....

....

....

....

....

....

শিক্ষার্থীর মন্তব্য :

যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছি:

....

....

আরো উন্নতির জন্য যা যা করতে চাই:

....

....

....

....

....

....

অভিভাবকের মন্তব্য :

আমার সন্তান যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে:

....

....

আমার সন্তানের উন্নয়নে আমি যা করতে পারি:

....

....

....

....

....

....

....	....	....
শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
তারিখ :	তারিখ :	তারিখ :

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষাক্রম ২০২২

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: শিল্প ও সংস্কৃতি | ষষ্ঠ শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

সহযোগিতামূলক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ষষ্ঠ শ্রেণির বাৎসরিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয় : শিল্প ও সংস্কৃতি

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৩

বাৎসরিক মূল্যায়ন: শিল্প ও সংস্কৃতি

ভূমিকা:

প্রিয় শিক্ষক, আপনি ইতোমধ্যেই জানেন, নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বছরে দুইটি সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত রাখা হয়েছে, যার মধ্যে একটি ইতোমধ্যে বছরের শুরুর ছয় মাসের শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া আছে।

শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আপনারা মূল্যায়ন করেছেন। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি এসাইনমেন্ট বা কাজ শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে হয়েছে, বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শিক্ষার্থীরা সমাধা করবে। এই কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, কাজের প্রক্রিয়া, ফলাফল, ইত্যাদি সবকিছুই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। মূল্যায়নের নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শুরু করে এই কার্যক্রম চলাকালে বিভিন্নভাবে আপনি শিক্ষার্থীকে সহায়তা দেবেন, তবে কাজের প্রক্রিয়া কী হবে বা সমস্যা সমাধান কীভাবে করতে হবে তা শিক্ষার্থীরাই নির্ধারণ করবে। কাজের বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকে আপনি শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা কীভাবে নিরূপণ করবেন, তার বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তী অংশে দেয়া আছে।

শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের শিখনকালীন মূল্যায়ন চলমান আছে, যা শিখন অভিজ্ঞতাসমূহের বিভিন্ন ধাপে আপনারা পরিচালনা করছেন। এই মূল্যায়নের একটা বড় অংশ হলো শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদান, যার মূল উদ্দেশ্য তাদের শিখনে সহায়তা দেয়া। এই চলমান মূল্যায়নের তথ্য শিক্ষার্থীর বই, বন্ধুখাতা, তাদের করা বিভিন্ন কাজের নমুনা যেমন: পোস্টার, পাপেট, মডেল, প্রশ্নপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। এর বাইরেও বছর জুড়ে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক ব্যবহার করে আপনারা শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড রেখেছেন। এছাড়া ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় নির্ধারিত কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের সাহায্যে আপনারা মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করেছেন। পরবর্তীতে শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করবে এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে তার মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। এই মূল্যায়নের তথ্যের সাথে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।

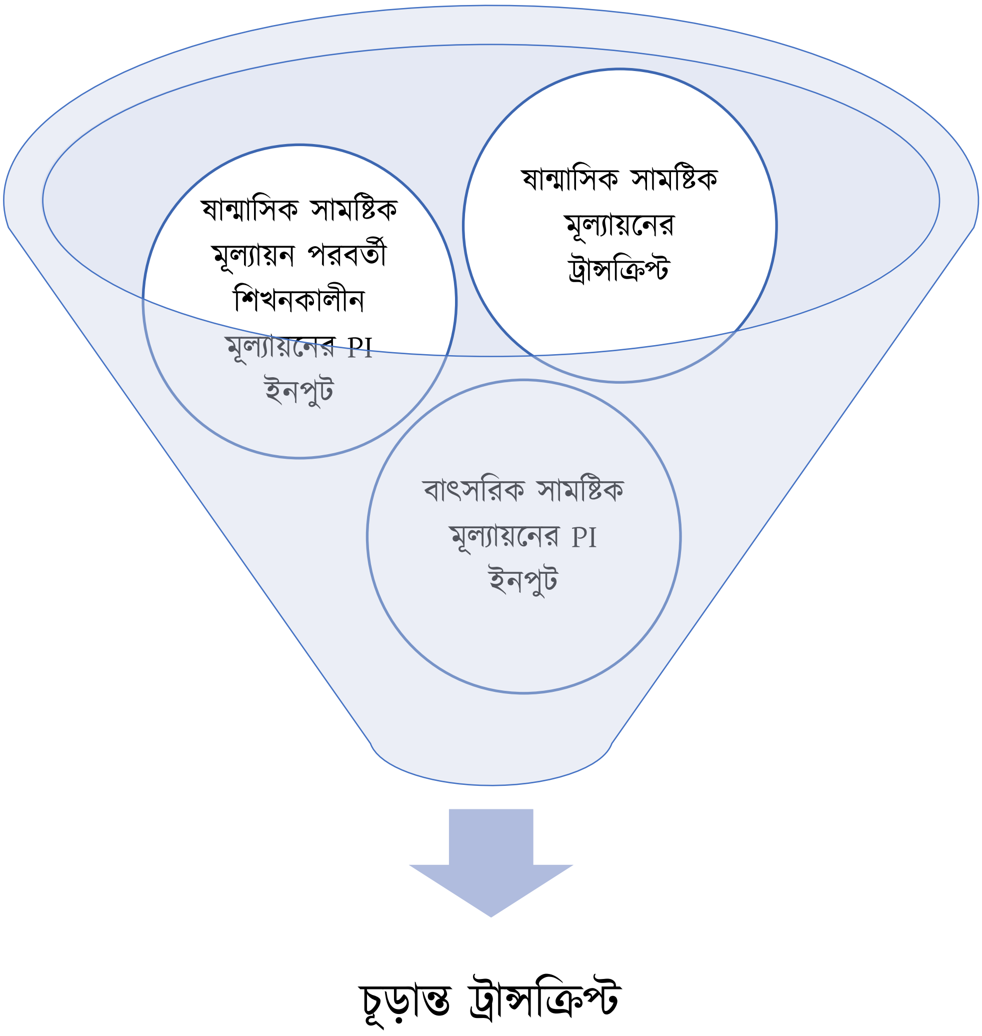

সাধারণ নির্দেশনা:

- শুরুতেই ষান্মাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিয়ে শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালিত হবে তার নিয়মাবলি শিক্ষার্থীদের জানাবেন। এই মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা কী সেটা যেন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। ষষ্ঠ শ্রেণির মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন যাতে সবাই ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য প্রদত্ত কাজটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে সর্বমোট তিনটি সেশন বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম দুইটি সেশনে ৯০ মিনিট করে, এবং শেষ সেশনে ৫ ঘণ্টা (বা বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা অনুযায়ী) সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজগুলো শেষ করবেন। তবে শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বেশি হলে শিক্ষক শেষ সেশনে কিছুটা বেশি সময় ব্যবহার করতে পারেন।
- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

- শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কাজ সেশন চলাকালেই করবে, বাড়িতে গিয়ে করার জন্য খুব বেশি কাজ না রাখা ভালো। মনে রাখতে হবে এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে এবং পুরো অভিজ্ঞতাটি যেন তাদের জন্য আনন্দময় হয়।
- উপস্থাপনে যথাসম্ভব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেবেন, উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকদের যাতে কোনো আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন, পাপেট/মডেল/পোস্টার/ছবি ইত্যাদির চাকচিক্যে মূল্যায়নে হেরফের হবে না। বরং বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ, সম্ভব হলে ফেলনা জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দিন।
- বিষয়ভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজনে যেকোনো উৎস শিক্ষার্থী ব্যবহার করতে পারবে। তবে কোনো উৎস থেকেই হুবহু তথ্য তুলে দেয়ায় উৎসাহ দেবেন না, বরং তথ্য ব্যবহার করে সে নির্ধারিত সমস্যার সমাধান করতে পারছে কি না, এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারছে কি না তার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করবেন।
- শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, সক্রিয়তা, পরিকল্পনা এবং প্রতিটি কার্যক্রম সুচারুভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের নিজের কাজগুলো নিজে করার বিষয়ে সতর্ক করতে হবে অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থীর প্রতিবেদন অন্যজন কপি করছে কিনা তা তদারকি করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের কাজ সময়মতো জমা নিতে হবে এবং জমা দেওয়া কাজের কপি যথাযথভাবে যাচাই করতে হবে।
- পর্যবেক্ষণ এবং যাচাই করার সময় সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকগুলো (Performance Indicator-PI) শনাক্ত করে উক্ত পি আই এর মাত্রা (পরিশিষ্ট ১ অনুযায়ী) নির্দিষ্ট করতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত শিখন যোগ্যতাসমূহ:

ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে ইতোমধ্যে এই শ্রেণির জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা চর্চা করার সুযোগ পেয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী অর্পিত কাজটি সাজানো হয়েছে।

- প্রাসঙ্গিক শিখন যোগ্যতাসমূহ:

  ৬.১ প্রকৃতি, পরিবেশের বহুমাত্রিক রূপ অবলোকন, অনুধাবন করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন ধারায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া।

  ৬.২ পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনাপ্রবাহ দেখে, শুনে রূপান্তর করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন ধারায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া।

  ৬.৩ শিল্পকলার বিভিন্ন শাখার সৃজনশীল কার্যক্রমে আগ্রহ নিয়ে অংশগ্রহণ, লোকজ, দেশীয় সংস্কৃতির চর্চা করে যেকোনো একটি শাখায় নিজের আগ্রহ, উৎসাহ দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারা, এবং শ্রোতা/দর্শক হিসেবে তার রস/স্বাদ/আনন্দ আস্বাদন/ উপভোগ করতে পারা।

  ৬.৫ নিজের দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতা ও সংবেদনশীলতার প্রয়োগ করতে পারা।

- কাজের সারসংক্ষেপ

  শিক্ষার্থীরা মুল্যায়নের উৎসবের দিনে শ্রেণিকক্ষে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করবে। প্রদর্শনীর নাম হবে **"আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে"**। প্রদর্শনীতে শিক্ষার্থীরা সারা বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রদর্শন ও পরিবেশন করবে।

  প্রদর্শনী/পরিবেশনার জন্য যা যা করতে হবে-

- প্রদর্শনীটি আয়োজন করার জন্য শ্রেণিকক্ষ নিজেদের সাজাতে হবে। শ্রেণিকক্ষ সাজানোর জন্য বিভিন্ন শিল্প সামগ্রী (বিভিন্ন ধরনের ঝালর, পাখি, মাছ, ফুল বা অন্য যেকোনো কিছু) তৈরি করবে।
- ষষ্ঠ শ্রেণির বন্ধুখাতা নিয়ে আসবে।
- নিজের মতো একটি কথোপকথন/গল্প লিখে বা নিজের পছন্দমতো ষষ্ঠ শ্রেণির অন্যান্য বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক থেকে কোনো গল্প বাছাই করবে।
- গল্প অনুযায়ী একক বা দলগতভাবে আঙ্গুল/হাত পাপেট বানিয়ে উপস্থাপনা করবে। আঙ্গুল পাপেট বা হাত পাপেট দিয়ে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে গানও পরিবেশন করা যাবে।

উপকরণ:

- ঝালর, পাখি, ফুল, মাছ, পাপেট বা অন্য যে কোনো কিছু তৈরির জন্য পুরোনো খবরের কাগজ বা ব্যবহৃত কাগজ, রঙিন কাগজ, কাঁচি, আঠা, রঙ, সুতা/দড়ি বাড়ি থেকে নিয়ে আসবে। তবে যদি কোনো শিক্ষার্থী বা দল উপকরণ না আনে সেক্ষেত্রে বিদ্যালয় তাদের উপকরণ সরবরাহ করবে।

ধাপসমূহ:

- **ধাপ ১ (প্রথম কর্মদিবস : ৯০ মিনিট)**
  - **"আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে"** প্রদর্শনীটি আয়োজন করার জন্য শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষ সাজাতে হবে। শ্রেণিকক্ষ সাজানোর জন্য বিভিন্নরকমের ঝালর বানাতে হবে এবং কাগজ বা পাতা দিয়ে পাখি, ফুল, মাছ বা অন্য যে কোনো কিছু তৈরি করতে হবে। ঝালর তৈরি করার সময় বিভিন্ন রকমের নকশা ব্যবহার করবে।
  - তৈরিকৃত ঝালর, পাখি, ফুল, মাছ বা অন্য যা কিছু বানাবে তা শিক্ষকের কাছে শিক্ষার্থীর নামসহ জমা দিয়ে যাবে।
  - ষষ্ঠ শ্রেণির যেকোনো বিষয় থেকে পছন্দের একটি গল্প বা ঘটনা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের (একক/দলগতভাবে) বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের বাছাইকৃত গল্পটি দিয়ে পরবর্তী সেশনে তাদের আঙ্গুল পাপেট বা হাত পাপেটের চরিত্রগুলো তৈরি করতে বলবেন। পাপেট দিয়ে মূল্যায়ন উৎসবে কিভাবে পরিবেশন করবে তা শিক্ষার্থীদের পরিকল্পনা করতে বলবেন।
  - বাছাইকৃত গল্পের নাম বা বিষয়বস্তু ও পরিকল্পনা শিক্ষকের কাছে জমা দিয়ে যাবে।
  - হাত পাপেট বানালে তার দলগত পরিবেশনা হবে। সেজন্য শিক্ষক ৪/৫ জনের দল গঠন করে দেবেন অথবা শিক্ষার্থীরা ৪/৫ জন করে দল গঠন করবে। প্রতিটি দল তাদের দলের নাম নির্বাচন করবে এবং দলের নাম ও রোল নম্বরসহ সদস্যদের নাম শিক্ষকের কাছে কাগজে লিখে জমা দিবে।

এই সেশনে যা মূল্যায়ন করবেন:

- শিক্ষার্থী কাগজের বা পাতার ঝালর, পাখি, ফুল, মাছ বা অন্য যেকোনো কিছু তৈরি করতে পারছে না অথবা একটি উপকরণ তৈরি করতে পেরেছে অথবা একের অধিক উপকরণ তৈরি করতে পেরেছে, তা মূল্যায়ন করবেন (PI ৬.১.১)।
- প্রাসঙ্গিক গল্প বা বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে পারছে না অথবা প্রাসঙ্গিক গল্প বা বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে পারছে কিন্তু সঠিকভাবে পরিকল্পনা করতে পারছে না অথবা নির্বাচিত গল্প বা বিষয়বস্তু অনুযায়ী সঠিকভাবে পরিকল্পনা করতে পেরেছে, তা মূল্যায়ন করবেন (PI ৬.২.১)।

- **ধাপ ২ (দ্বিতীয় কর্মদিবস : ৯০ মিনিট)**
  - পূর্ব সেশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা আঙ্গুল পাপেট বা হাত পাপেট তৈরি করবে।
  - এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা এককভাবে আঙ্গুল পাপেট অথবা দলগতভাবে হাত পাপেট বানাবে। শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা, উপকরণ ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে শিক্ষার্থীরা কিভাবে পাপেট তৈরি করবে তার নির্দেশনা প্রদান করে দিবেন।
  - পাপেট তৈরি করে জমা দিবে।

এই সেশনে যা মূল্যায়ন করবেন:

- শিক্ষার্থীরা পাপেট তৈরি করতে পেরেছে কি না অথবা যথোপযুক্ত হয়েছে কি না অথবা দক্ষতার সাথে করতে পেরেছে কি না, তা মূল্যায়ন করবেন (PI ৬.১.২)।

- **ধাপ ৩ (তৃতীয় কর্মদিবস : ৫ ঘন্টা/৩০০ মিনিট)**
  - শিক্ষার্থীরা **"আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে"** প্রদর্শনীটি আয়োজন করার জন্য শ্রেণিকক্ষ নিজেরা সাজাবে। শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের তৈরিকৃত বিভিন্নরকমের কাগজের বা পাতার ঝালর, পাখি, ফুল, মাছ বা অন্য যে কোনো কিছু (শিক্ষকের কাছে জমাকৃত) দিয়ে শ্রেণিকক্ষ সাজাবে।
  - ষষ্ঠ শ্রেণির বন্ধুখাতা প্রদর্শনীতে রাখবে।
  - পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরিকৃত পাপেট দিয়ে এককভাবে অথবা দলগতভাবে উপস্থাপন করবে। আঙ্গুল পাপেট বা হাত পাপেট দিয়ে উপস্থাপনা/পরিবেশনার সময় পাপেটের চরিত্র ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজনে আবৃত্তি করা বা গানও গাইতে পারে। শিক্ষক শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা, সময় বিবেচনা করে একক ও দলগত উপস্থাপনার জন্য সময় নির্ধারন করে দিবেন।
  - প্রতিটি দলের উপস্থাপনা অন্য কোনো দলের সদস্য ভিডিও করবে। ভিডিও করার জন্য একটি নির্দিষ্ট মোবাইল (শিক্ষক বা অন্য কারো) ব্যবহার করা যেতে পারে।
  - সম্ভব হলে মূল্যায়নের দিন একজন পাপেট শিল্পী/চারু শিল্পী/অভিনয় শিল্পী/সংগীত শিল্পী/নৃত্য শিল্পীকে আনা যেতে পারে।

এই সেশনে যা মূল্যায়ন করবেন:

- এই সেশনে বন্ধুখাতা মূল্যায়ন করবেন (PI ৬.৫.১)।

- ○ শিক্ষার্থীদের আয়োজিত প্রদর্শন/পরিবেশনা সাধারণভাবে/সাবলীলভাবে/দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করেছে কি না, তা মূল্যায়ন করবেন (PI ৬.৩.১)।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ বা PI পরিশিষ্ট ১ এ দেয়া আছে। শিক্ষার্থীর কোন পারদর্শিতা দেখে তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে তাও ছকে উল্লেখ করা আছে। নির্ধারিত কাজ যেই দিন সম্পন্ন হবে সেদিনই সংশ্লিষ্ট PI এর ইনপুট দেবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পরিশিষ্ট ২ এ সকল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক সংযুক্ত করা আছে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি ব্যবহার করে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

শিখনকালীন, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন সমন্বয়:

ইতোমধ্যে ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় প্রথম কয়েকটি শিখন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। একইভাবে বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।

ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন:

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কীভাবে শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের সমন্বয় করে ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছিল। একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া গেছে সেটিই উল্লেখ করা হয়েছিল।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে করা মূল্যায়নের তথ্যে একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া যাবে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করতে হবে।

কোনো শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি শিখনকালীন, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক সামষ্টিক মুল্যায়ন কোনো ক্ষেত্রেই PI এর ইনপুট না পাওয়া যায়, তাহলে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্টে সেই PI এর

ইনপুটের জায়গা ফাঁকা থাকবে।

পরিশিষ্ট ৩ এ বাৎসরিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট দেয়া আছে। এই ফরম্যাট ব্যবহার করে প্রত্যেক পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জনের সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখপূর্বক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করবেন।
এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের রেকর্ড সংগ্রহের জন্য □, ○, △ এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হলেও ট্রান্সক্রিপ্টে এই চিহ্নগুলোর কোনো উল্লেখ থাকবে না। তবে ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাটে উল্লেখিত চিহ্নগুলোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পারদর্শিতার মাত্রা টিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে।

আচরণিক নির্দেশক

পরিশিষ্ট ৪ এ আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেয়া আছে। ষান্মাসিক মূল্যায়নের মতোই বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, পরিশিষ্ট ৫ এর ছক ব্যবহার করে আচরণিক নির্দেশকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ১০ টি বিষয়ের আচরণিক নির্দেশকের অর্জিত মাত্রা বা পর্যায়ের সমন্বয় করে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/শ্রেণি শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ১০ জন বিষয় শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত BI এর ইনপুট সমন্বয় করে আচরণিক নির্দেশকের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করবেন।

আচরণিক নির্দেশকে ১০টি বিষয়ের সমন্বয়ের শর্তগুলো হলো:

- একটি আচরণিক নির্দেশকের জন্য ১০টি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী যেই পর্যায়টি সবচেয়ে বেশি বার পাবে সেইটিই হবে ঐ আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৩টি বিষয়ে △ এবং ৩টি বিষয়ে □ পায়, তবে ১ম আচরণিক নির্দেশকে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হলো ○।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোনো আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো একটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বার ইনপুট না পায়, অর্থাৎ একাধিক পর্যায়ে সমান সংখ্যক ইনপুট পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তারমধ্যে অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায় বিবেচনা করতে হবে।
    - উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৪টি বিষয়ে △ এবং ২টি বিষয়ে □ পায়, তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে △।
    - আবার কোনো শিক্ষার্থী একই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি ৪টি বিষয়ে ○, ২টি বিষয়ে △ এবং ৪টি বিষয়ে □ পায়, তবে তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে ○।

শ্রেণি উত্তরণ নীতিমালা

শ্রেণি উত্তরণের বিষয়ে দুইটি দিক বিবেচনা করা হবে;

১। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার,

২। বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা।

১। শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে কিনা সেটা প্রাথমিক বিবেচ্য; তার বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারের উপর ভিত্তি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। **বিদ্যালয়ে মোট কর্মদিবসের অন্তত ৭০% উপস্থিতি নিশ্চিত হলে তাকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং বছর শেষে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার বিবেচনায় সে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হবে। যেহেতু নতুন শিক্ষাক্রম চলমান শিক্ষাবর্ষে (২০২৩) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, কাজেই এই বছরের জন্য মোট কর্মদিবসের কমপক্ষে ৫০% উপস্থিতি থাকলেও কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে।** এছাড়াও এখানে উল্লেখ্য, জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উপস্থিতির হার ৫০% এর কম হলেও শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রেণি উত্তরণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করতে পারেন; তবে তার জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ও তার সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ থাকতে হবে।

২। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো পারদর্শিতার নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা। সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ের ট্রান্সক্রিপ্টে সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা যদি □ স্তরে থাকে, তবে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।

বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- পারদর্শিতার বিবেচনায় কোনো শিক্ষার্থী যদি পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হয়, তবে শুধুমাত্র উপস্থিতির হারের ভিত্তিতে তাকে উত্তীর্ণ করানো যাবে না।
- পারদর্শিতার বিবেচনায় যদি শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য বিবেচিত হয়, কিন্তু উপস্থিতির হার নির্ধারিত হারের চেয়ে কম থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকগণের সমন্বিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিদ্যালয় ওই শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য ন্যূনতম উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ডের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ড বলতে ষান্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড বোঝাবে। এক্ষেত্রে বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টও এই পূর্বতন রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে।

- একইভাবে যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রেও উপরোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন দুই ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে শিখনকালীন মূল্যায়নের পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।
- উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হলেও সকল শিক্ষার্থী বছর শেষে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট পাবে।
- কোনো শিক্ষার্থীকে যদি পরবর্তী বছরে একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি করতে হয় তবে তার শিখন এগিয়ে নেবার জন্য একটি আত্মউন্নয়ন পরিকল্পনা (self development plan) করতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা দেবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে শিখন ঘাটতি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে ওই শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছয় মাসের একটি শিখন উন্নয়ন পরিকল্পনা (learning enhancement strategy) করতে হবে যাতে সে তার শিখন ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে। শিক্ষক কীভাবে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবেন এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।

রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ: নৈপুণ্য

ইতোমধ্যেই আপনারা ষান্মাসিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করেছেন, যেখানে সকল পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়ের বিবরণ থাকে। এই ট্রান্সক্রিপ্টে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বছর শেষে এক নজরে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন করা হবে যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার সার্বিক পারদর্শিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া থাকবে, যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে এবং অভিভাবকরা সহজেই শিক্ষার্থীর অবস্থান বুঝতে পারেন। পরিশিষ্ট ৬ এ রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে। মুলত মূল্যায়ন অ্যাপের মাধ্যমেই ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অ্যাপ থেকে সম্ভব না হলে শিক্ষকগণ এই ফরম্যাট ফটোকপি করে ম্যানুয়ালি রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারেন।

রিপোর্ট কার্ডে কোনো বিষয়েরই PI সমূহ উল্লেখ করা থাকবে না। বরং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান কয়েকটি নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্রের** মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। আপনারা জানেন, কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করতে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক PI নির্ধারণ করা আছে। তেমনি কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জন সমন্বিতভাবে প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। (পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রদত্ত বিষয়ের ধারণায়নে বর্ণিত ডাইমেনশন থেকে নেয়া হয়েছে। কারণ বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতাসমূহ মুলত এই ডাইমেনশন গুলোকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে।)

বিষয়টি দেখা যায় এভাবে:

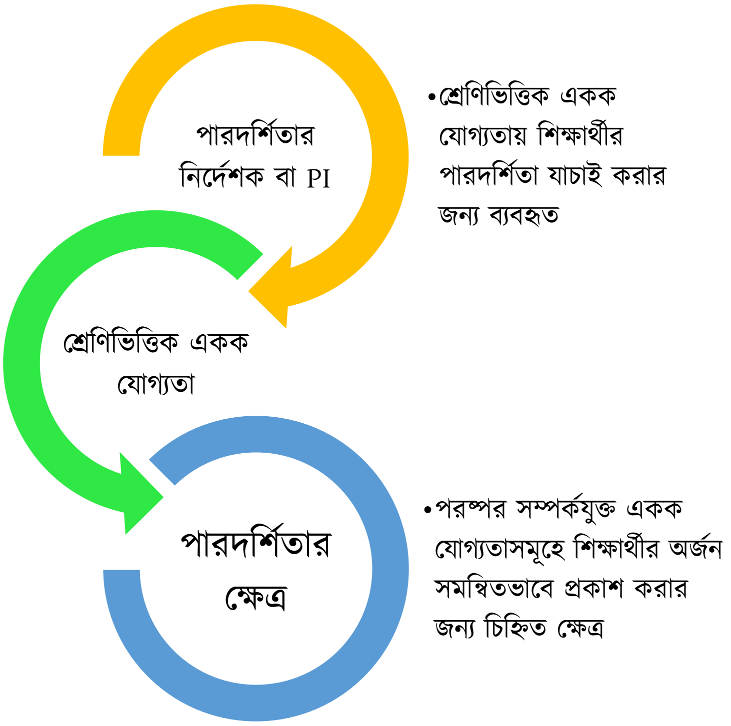

শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

১। পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর

২। নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ

৩। যাপিত জীবনে নান্দনিকতা

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, 'পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর' ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট PI সমূহ নিম্নরূপ:

শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
১। পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর	৬.১ প্রকৃতি, পরিবেশের বহুমাত্রিক রূপ অবলোকন, অনুধাবন করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন ধারায়	৬.১.১ প্রকৃতি, পরিবেশের বহুমাত্রিক রূপ অবলোকন ও অনুধাবন করতে পেরেছে। ৬.১.২ অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত বিষয়বস্তু বুঝে তার সাথে অনুভূতি ও কল্পনাকে মিশিয়ে প্রকাশ করতে পেরেছে।

শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
	সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া।	
	৬.২ পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনাপ্রবাহ দেখে, শুনে রূপান্তর করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন ধারায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া।	৬.২.১ অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত ভাব ও অনুভূতিকে কল্পনার মিশেলে শিল্পকলার যেকোন শাখায় প্রকাশ করতে পেরেছে।

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা

রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি **পারদর্শিতার ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, পারদর্শিতার ক্ষেত্রের শিরোনাম দিয়ে শিক্ষার্থী আদৌ কী করতে পারে তা স্পষ্ট হয় না, তাই প্রতি শ্রেণির জন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের (সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে, এক্ষেত্রে ৬.১ ও ৬.২ একক যোগ্যতা নিয়ে) একটি বর্ণনা প্রণয়ন করা হয়েছে। শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার বর্ণনা নিম্নরূপ:

শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা
১। পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর	প্রকৃতির রূপ ও ঘটনাপ্রবাহ নিজের মতো করে বিভিন্নভাবে প্রকাশের আগ্রহ প্রদর্শন করেছে
২। নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ	শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার পরিবেশনা উপভোগ করতে পারছে এবং সম্পৃক্ত হতে আগ্রহ প্রকাশ করছে
৩। যাপিত জীবনে নান্দনিকতা	দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার প্রকাশ করছে

পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান কীভাবে নিরূপিত হবে?

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। সেজন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহের সমন্বয় করে ওই ক্ষেত্রে তার অবস্থান বোঝানো হবে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের উপায়

কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান মূলত নির্ভর করবে PI সমূহে তার অর্জিত সর্বোচ্চ (△ চিহ্নিত পর্যায়) ও সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার পার্থক্যের উপর।

কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ণয় করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করতে হবে:

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা} - \text{অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা}}{\text{মোট PI এর সংখ্যা}} * ১০০\%$$

উদাহরণস্বরূপ, 'পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট PI ৩টি (৬.১.১, ৬.১.২, ৬.২.১)। কোনো শিক্ষার্থী এই ৩টি PI এর মধ্যে ২টিতে সর্বোচ্চ পর্যায় (△ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে। বাকি একটিতে সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে অথবা কোনটিতেই মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পায়নি।

এখানে,

মোট PI এর সংখ্যা	:	৩টি
অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	২টি
অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি

তাহলে তার পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান হবে,

$$\textbf{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{২ - ১}{৩} * ১০০\% = ৩৩\%$$

এই মানের উপর ভিত্তি করে 'পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে ।

এখানে উল্লেখ্য যে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ঋনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা (△ চিহ্নিত পর্যায়) সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার চেয়ে কম হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান শূন্য হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সমান হয়।
  - অথবা, যদি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সবগুলো PI তে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়ে থাকে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মানের (-১০০% থেকে +১০০%) উপর ভিত্তি করে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রকে **নিম্নবর্ণিত সাত স্তর বিশিষ্ট স্কেল** দিয়ে প্রকাশ করা হবে।

পারদর্শিতার স্তর	**পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের শর্ত**
1. অনন্য (Upgrading)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = ১০০%
2. অর্জনমুখী (Achieving)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ৫০%
3. অগ্রগামী (Advancing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ২৫%
4. সক্রিয় (Activating)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ০%
5. অনুসন্ধানী (Exploring)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -২৫%
6. বিকাশমান (Developing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -৫০%
7. প্রারম্ভিক (Elementary)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = -১০০%

তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী উপরের উদাহরণে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ৩৩% হলে ওই শিক্ষার্থীর 'পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রে অবস্থান হবে **'অগ্রগামী (Advancing)'**। ৬ষ্ঠ শ্রেণি শেষে রিপোর্ট কার্ডে 'পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর' পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য তার অবস্থান উল্লেখ করা হবে এভাবে:

পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর
প্রকৃতির রূপ ও ঘটনাপ্রবাহ নিজের মতো করে বিভিন্নভাবে প্রকাশের আগ্রহ প্রদর্শন করেছে

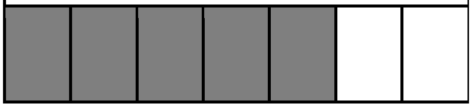

পারদর্শিতার সনদে ৭ স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হবে এভাবে:

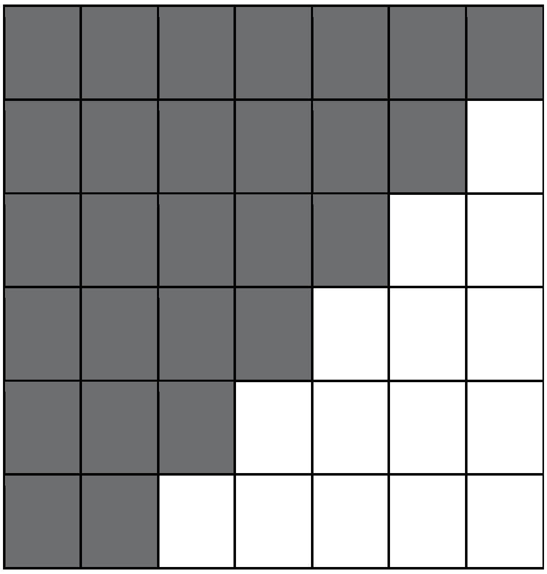

অনন্য (Upgrading)

অর্জনমুখী (Achieving)

অগ্রগামী (Advancing)

সক্রিয় (Activating)

অনুসন্ধানী (Exploring)

বিকাশমান (Developing)

প্রারম্ভিক (Elementary)

এখন নিচের ছকে দেখা যাক, শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোনটি ষষ্ঠ শ্রেণির কোন কোন একক যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এই এক বা একাধিক যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট PI কোনগুলো।

শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
১। পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর	৬.১ প্রকৃতি, পরিবেশের বহুমাত্রিক রূপ অবলোকন, অনুধাবন করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন ধারায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া।	৬.১.১ প্রকৃতি, পরিবেশের বহুমাত্রিক রূপ অবলোকন ও অনুধাবন করতে পেরেছে। ৬.১.২ অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত বিষয়বস্তু বুঝে তার সাথে অনুভূতি ও কল্পনাকে মিশিয়ে প্রকাশ করতে পেরেছে।
	৬.২ পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনাপ্রবাহ দেখে, শুনে রূপান্তর করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন ধারায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া।	৬.২.১ অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত ভাব ও অনুভূতিকে কল্পনার মিশেলে শিল্পকলার যেকোন শাখায় প্রকাশ করতে পেরেছে।
২। নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ	৬.৩ শিল্পকলার বিভিন্ন শাখার সৃজনশীল কার্যক্রমে আগ্রহ নিয়ে অংশগ্রহণ, লোকজ, দেশীয় সংস্কৃতির চর্চা করে যেকোন একটি শাখায় নিজের আগ্রহ, উৎসাহ দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারা, এবং শ্রোতা/দর্শক হিসেবে তার রস/স্বাদ/আনন্দ আস্বাদন/ উপভোগ করতে পারা।	৬.৩.১ শিল্পকলার একটি শাখায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের পারদর্শিতা প্রদর্শন করছে।
	৬.৪ বয়স উপযোগী অডিও ভিজুয়াল বিষয়বস্তু উপভোগ করে তা বিশ্লেষণের মাদ্ধমে অনুধাবন করে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারা এবং পরিবেশ ও ঘটনার সংগে সংযুক্ত করতে পারা।	৬.৪.১ অডিও ভিজ্যুয়াল বিষয়বস্তু উপভোগ করে নিজের অনুভূতি ও মতামত প্রকাশ করতে পারছে
৩। যাপিত জীবনে নান্দনিকতা	৬.৫ নিজের দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতা ও সংবেদনশীলতার প্রয়োগ করতে পারা।	৬.৫.১ বিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরের কার্যক্রমে নান্দনিক ভাবনার প্রকাশ করতে পারছে।

রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ ও তাদের শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা, এবং তাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য)।

আচরণিক নির্দেশকের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক নির্দেশকের জন্যেও নির্দিষ্ট কিছু **আচরনিক ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণিক নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় সমন্বয় করে নির্দিষ্ট **আচরণিক ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর ফলাফল নিরূপণ

করা হবে। রিপোর্ট কার্ডে পারদর্শিতা ও আচরণিক ক্ষেত্র দুইই উল্লেখ করা থাকবে, যা দেখে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থার একটি চিত্র বোঝা যাবে।

শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করবেন, বিষয় শিক্ষক তার নির্দিষ্ট বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করে বিষয়ভিত্তিক ফলাফল জমা দেবেন। আচরণিক ক্ষেত্রের জন্য শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করবেন।

রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখিত আচরণিক ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ

২। নিষ্ঠা ও সততা

৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখিত ১০টি আচরণিক নির্দেশকের প্রত্যেকটি উপরের কোনো না কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। PI এর ইনপুট হিসেব করে যেভাবে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার ক্ষেত্রে ফলাফল নিরূপণ করা হবে, একইভাবে BI এর ইনপুটের ভিত্তিতে উপরের ৩টি আচরনিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করতে হবে। সকল শ্রেণির জন্য একই আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক ক্ষেত্রের জন্যেও সংশ্লিষ্ট BI এ শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় একই সুত্র ব্যবহার করে হিসেব করে ৭ স্তর বিশিষ্ট স্কেলে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে।

নিচের ছকে আচরণিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট BI সমূহ উল্লেখ করা হলো।

আচরণিক ক্ষেত্র	আচরণিক নির্দেশক বা BI
১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	১। দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে ২। নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে ৯। দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে ১০। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে
২। নিষ্ঠা ও সততা	৩। নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে ৪। শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে ৫। পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে ৬। দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে

৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা	৭। নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে ৮। অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে

* বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা নির্দিষ্ট করা থাকবে না।

রিপোর্ট কার্ড প্রণয়নের এই পুরো প্রক্রিয়া আরো ভালভাবে স্পষ্ট করার জন্য একটি অনলাইন গাইডলাইন আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। কোনো শিক্ষকের এই বিষয়ে আর কোনো অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা এই গাইডলাইনের মাধ্যমে দূর হবে আশা করা যায়।

মূল্যায়ন অ্যাপ

মূল্যায়নের কাজ সহজ এবং দ্রুততম সময়ে করার জন্য একটি মূল্যায়ন অ্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অ্যাপ এর সাহায্যে আপনারা নির্ধারিত সময়ে PI এর ইনপুট দিতে পারবেন, এবং খুব সহজেই শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ও রিপোর্ট কার্ড আউটপুট হিসেবে নিতে পারবেন। ম্যানুয়ালি যেভাবে আপনাদের PI এর অর্জিত পর্যায় হিসাব করে ফলাফল তৈরি করতে হয়, তা অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে।

অচিরেই মূল্যায়ন অ্যাপ এবং এর ব্যবহারের নীতিমালা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, সেখানে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI) এবং সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রম

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা নির্দেশক (PI) নং	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শীতার মাত্রা			সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম
			□	○	△	
৬.১ প্রকৃতি, পরিবেশের বহুমাত্রিক রূপ অবলোকন, অনুধাবন করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন ধারায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া।	৬.১.১	প্রকৃতি, পরিবেশের বহুমাত্রিক রূপ অবলোকন ও অনুধাবন করতে পেরেছে।	প্রকৃতি, পরিবেশের রূপ অবলোকন করে তার বর্ণনা খুব সাধারনভাবে করছে।	প্রকৃতি, পরিবেশের রূপ অবলোকন করে তার বিস্তারিত বর্ণনা করছে ।	প্রকৃতি, পরিবেশের রূপ অবলোকন ও অনুধাবন করে তা তার কাজের মধ্যে স্বচ্ছন্দ প্রকাশ করছে।	উপকরন তৈরির ভিত্তিতে একক মূল্যায়ন (প্রথম কর্মদিবস)
		যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে				
			কাগজের বা পাতার ঝালর, পাখি, ফুল, মাছ বা অন্য যেকোনো কিছু তৈরি করতে পারছে না।	কাগজের বা পাতার একটি উপকরণ তৈরি করতে পেরেছে।	কাগজের বা পাতার একের অধিক উপকরণ তৈরি করতে পেরেছে।	
	৬.১.২	অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত বিষয়বস্তু বুঝে তার সাথে অনুভূতি ও কল্পনাকে মিশিয়ে প্রকাশ করতে পেরেছে।	শিখন অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত ধারনা প্রকাশ করেছে।	নিজের ভাব এবং অনুভূতিসহ শিখন অভিজ্ঞতার রুপান্তর করতে পেরেছে।	শিখন অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত ধারনা ও অনুভূতিকে কল্পনা মিশিয়ে প্রকাশ করতে পেরেছে।	দলীয় উপস্থাপনের ভিত্তিতে মূল্যায়ন (দ্বিতীয় কর্মদিবস)
		যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে				
			আঙ্গুল/হাত পাপেট তৈরি করতে পারছে না।	আঙ্গুল/হাত পাপেট সাধারণভাবে তৈরি করতে পেরেছে।	আঙ্গুল/হাত পাপেট দক্ষতার সাথে তৈরি করতে পেরেছে।	
৬.২ পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনাপ্রবাহ দেখে, শুনে রূপান্তর করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন ধারায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া।	৬.২.১	অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত ভাব ও অনুভূতিকে কল্পনার মিশেলে শিল্পকলার যেকোন শাখায় প্রকাশ করতে	পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনাপ্রবাহের অভিজ্ঞতা বুঝে তা সাধারণভাবে বর্ণনা/প্রকাশ করেছে।	পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনাপ্রবাহের অভিজ্ঞতা থেকে মুল ভাব বুঝে নিজের মতো মতো আঁকা/ গড়া/কণ্ঠশীলন/ভঙ্গি মাধমে প্রকাশ করেছে।	পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনাপ্রবাহের অভিজ্ঞতা থেকে মুল ভাব বুঝে অনুভূতি ও কল্পনা মিশিয়ে সৃজনশীলভাবে শিল্পকলার একটি শাখায় প্রকাশ করেছে।	উপকরন তৈরি ও গল্প নির্বাচনের ভিত্তিতে একক মূল্যায়ন (প্রথম কর্মদিবস)

		পেরেছে।				
		যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে				
			প্রাসঙ্গিক গল্প বা বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে পারছে না।	প্রাসঙ্গিক গল্প বা বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে পারছে কিন্তু সঠিকভাবে পরিকল্পনা করতে পারছে না।	নির্বাচিত গল্প বা বিষয়বস্তু অনুযায়ী সঠিকভাবে পরিকল্পনা করতে পারছে।	
৬.৩ শিল্পকলার বিভিন্ন শাখার সৃজনশীল কার্যক্রমে আগ্রহ নিয়ে অংশগ্রহণ, লোকজ, দেশীয় সংস্কৃতির চর্চা করে যেকোন একটি শাখায় নিজের আগ্রহ, উৎসাহ দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারা, এবং শ্রোতা/দর্শক হিসেবে তার রস/স্বাদ/আনন্দ আস্বাদন/ উপভোগ করতে পারা।	৬.৩.১	শিল্পকলার একটি শাখায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের পারদর্শিতা প্রদর্শন করছে।	শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় নিজের মতো করে প্রকাশ করার চেষ্টা করছে।	অনিয়মিতভাবে বা বিভিন্ন সময়ে যেকোনো একটি শাখার কার্যক্রমে নিজের পারদর্শিতা প্রদর্শন করছে।	ধারাবাহিকভাবে যেকোনো একটি শাখার কার্যক্রমে নিজের পারদর্শিতা প্রদর্শন করছে।	দলীয় কাজ উপস্থাপনের সময় একক মূল্যায়ন (তৃতীয় কর্মদিবস)
		যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে				
			সাধারনভাবে প্রদর্শন/পরিবেশন করতে পারছে।	সাবলীলভাবে প্রদর্শন/পরিবেশন করতে পারছে।	পরিকল্পনা অনুযায়ী সাবলীলভাবে ও দক্ষতার সাথে প্রদর্শন/পরিবেশন করতে পারছে।	
৬.৫ নিজের দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতা ও সংবেদনশীলতার প্রয়োগ করতে পারা।	৬.৫.১	বিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরের কার্যক্রমে নান্দনিক ভাবনার প্রকাশ করতে পারছে।	শ্রেণিতে নান্দনিকতা প্রকাশ করছে।	শ্রেণিতে ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে নান্দনিকতা প্রকাশ করছে।	শ্রেণিতে, বিদ্যালয় এবং দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতা প্রকাশ করছে।	দলীয় কাজ উপস্থাপনের সময় একক মূল্যায়ন (তৃতীয় কর্মদিবস)
		যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে				
			বন্ধুখাতায় পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ পাচ্ছে।	বন্ধুখাতায় ও শ্রেণিসজ্জায় পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ পাচ্ছে।	বন্ধুখাতায়, শ্রেণিসজ্জায় ও প্রদর্শন/পরিবেশনায় পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্যবোধ ও পরিমিতিবোধের প্রকাশ পাচ্ছে।	

পরিশিষ্ট ২

শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে এই ছক অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর : তারিখ:

শ্রেণি :	বিষয় : শিল্প ও সংস্কৃতি
	প্রযোজ্য PI নং

রোল নং	নাম	৬.১.১	৬.১.২	৬.২.১	৬.৩.১	৬.৫.১
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৩

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম				
শিক্ষার্থীর নাম				
শিক্ষার্থীর আইডি:	**শ্রেণি : ষষ্ঠ**	**বিষয় :** শিল্প ও সংস্কৃতি	**শিক্ষকের নাম :**	

পারদর্শিতার নির্দেশকের মাত্রা

পারদর্শিতার নির্দেশক	শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা		
৬.১.১ প্রকৃতি, পরিবেশের বহুমাত্রিক রূপ অবলোকন ও অনুধাবন করতে পেরেছে।	প্রকৃতি, পরিবেশের রূপ অবলোকন করে তার বর্ণনা খুব সাধারনভাবে করছে।	প্রকৃতি, পরিবেশের রূপ অবলোকন করে তার বিস্তারিত বর্ণনা করছে ।	প্রকৃতি, পরিবেশের রূপ অবলোকন ও অনুধাবন করে তা তার কাজের মধ্যে স্বচ্ছন্দ প্রকাশ করছে।
৬.১.২ অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত বিষয়বস্তু বুঝে তার সাথে অনুভূতি ও কল্পনাকে মিশিয়ে প্রকাশ করতে পেরেছে।	শিখন অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত ধারনা প্রকাশ করেছে।	নিজের ভাব এবং অনুভূতিসহ শিখন অভিজ্ঞতার রুপান্তর করতে পেরেছে।	শিখন অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত ধারনা ও অনুভূতিকে কল্পনা মিশিয়ে প্রকাশ করতে পেরেছে।
৬.২.১ অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত ভাব ও অনুভূতিকে কল্পনার মিশেলে শিল্পকলার যেকোন শাখায় প্রকাশ করতে পেরেছে	পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনাপ্রবাহের অভিজ্ঞতা বুঝে তা সাধারণভাবে বর্ণর্না/প্রকাশ করেছে	পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনাপ্রবাহের অভিজ্ঞতা থেকে মুল ভাব বুঝে নিজের মতো মতো আঁকা/ গড়া/কণ্ঠশীলন/ভঙ্গি মাধমে প্রকাশ করেছে	পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনাপ্রবাহের অভিজ্ঞতা থেকে মুল ভাব বুঝে অনুভূতি ও কল্পনা মিশিয়ে সৃজনশীলভাবে শিল্পকলার একটি শাখায় প্রকাশ করেছে।
৬.৩.১ শিল্পকলার একটি শাখায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের পারদর্শিতা প্রদর্শন করছে।	শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় নিজের মতো করে প্রকাশ করার চেষ্টা করছে।	অনিয়মিতভাবে বা বিভিন্ন সময়ে যেকোনো একটি শাখার কার্যক্রমে নিজের পারদর্শিতা প্রদর্শন করছে।	ধারাবাহিকভাবে যেকোনো একটি শাখার কার্যক্রমে নিজের পারদর্শিতা প্রদর্শন করছে।
৬.৪.১ অডিও ভিজ্যুয়াল বিষয়বস্তু উপভোগ করে নিজের অনুভূতি ও মতামত প্রকাশ করতে পারছে	শিখন অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট অডিও ও ভিজ্যুয়াল শোনায়/দেখায় অংশগ্রহণ করে তা বর্ণনা করতে পেরেছে।	শিখন অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট অডিও ও ভিজ্যুয়াল শোনায়/দেখায় অংশগ্রহণ করে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা আলোকে নিজের মতামত দিতে পেরেছে।	শিখন অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট অডিও ও ভিজ্যুয়াল শোনায়/দেখায় অংশগ্রহণ করে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা আলোকে নিজের মতামত দেওয়ার সময় অডিও ও ভিজ্যুয়ালকে বিভিন্ন পরিস্থিতি ও ঘটনার সাথে যুক্ত করতে পেরেছে।
৬.৫.১ বিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরের কার্যক্রমে নান্দনিক ভাবনার প্রকাশ করতে পারছে।	শ্রেণিতে নান্দনিকতা প্রকাশ করছে।	শ্রেণিতে ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে নান্দনিকতা প্রকাশ করছে।	শ্রেণিতে, বিদ্যালয় এবং দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতা প্রকাশ করছে।

পরিশিষ্ট ৪

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
1. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
2. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
3. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
4. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
5. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
6. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও

	চাইছে	তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
7. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে
8. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
9. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
10. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :

শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর :

তারিখ:

শ্রেণি :

বিষয় : শিল্প ও সংস্কৃতি

		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৬

পারদর্শিতার সনদ বা রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট

শিক্ষাক্রম
২০২২

যোগ্যতাভিত্তিক

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

একীভূত

শিখনকালীন মূল্যায়ন

সহযোগিতামূলক

নৈপুণ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শিক্ষার্থীর আইডি : ....

শ্রেণি : ৬ষ্ঠ শিক্ষাবর্ষ : ....

বিষয়সমূহ

- বাংলা
- ইংরেজি
- গণিত
- বিজ্ঞান
- ডিজিটাল প্রযুক্তি
- ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- জীবন ও জীবিকা
- ধর্ম শিক্ষা
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা
- শিল্প ও সংস্কৃতি

বাংলা

যোগাযোগ						
পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত ভাষায় যোগাযোগ করেছে						

ভাষারীতি						
বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন অর্থবৈচিত্র্যমূলক বাক্য তৈরি করেছে						

প্রায়োগিক যোগাযোগ						
বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় লিখতে পেরেছে						

সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ						
সাহিত্যরস উপভোগ করে নিজের কল্পনা ও অনুভূতি সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে						

মানবিক চিন্তন						
কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে নিজের মত দিয়েছে ও অন্যের মতের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে						

English

Communication						
Communicates with relevance to a given context						

Linguistic norms						
Uses appropriate vocabulary and expressions as required in the context						

Democratic practice						
Values democratic atmosphere in communication and participates accordingly						

Creative expression						
Comprehends and relates to literary texts						

গণিত

গাণিতিক অনুসন্ধান						
সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যাচাই করেছে						

সংখ্যা ও পরিমাণ						
গাণিতিক সমস্যা সমাধানে যথাযথ ভাষা ও কৌশলের প্রয়োগ করেছে						

জ্যামিতিক আকৃতি						
নিয়মিত জ্যামিতিক আকৃতি চিনতে পেরেছে এবং সেগুলো পরিমাপ করতে পেরেছে						

গাণিতিক সম্পর্ক						
সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ও সূত্র ব্যবহার করেছে						

সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ						
প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখেছে						

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তথ্য প্রমাণ ও বস্তুনিষ্ঠতার উপর জোর দিয়েছে

বস্তুর গঠন ও আচরণ

পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক গঠন ও আচরণের সম্পর্ক অনুসন্ধান করেছে

বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া

বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনায় শক্তির স্থানান্তর অনুসন্ধান করেছে

স্থিতি ও পরিবর্তন

কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে

বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ

মানুষ ও প্রকৃতির উপর প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগে সচেষ্ট হয়েছে

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ডিজিটাল সাক্ষরতা

প্রযুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের দায়িত্বশীল ব্যাবহার করতে পেরেছে

আইসিটি সক্ষমতা

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ করেছে

ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন

অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্য আদানপ্রদানের কৌশল ব্যাখ্যা করেছে

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার

সামাজিক রীতি-নীতি, ঝুঁকি ও নৈতিক দিক বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করছে

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

আত্মপরিচয়

লিখিত ও অলিখিত উৎস থেকে তথ্য নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের আত্মপরিচয় ও ইতিহাস অন্বেষণ করেছে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান অনুসন্ধান করেছে

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো

বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কীভাবে মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করে তা অনুসন্ধান করেছে

সম্পদ ব্যবস্থাপনা

সময় ও অঞ্চলভেদে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে গড়ে ওঠে তা অনুসন্ধান করেছে

পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা

সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের সাপেক্ষে সমাজের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে নিজ প্রেক্ষাপটে দায়িত্বশীল আচরণ করেছে

আচরণিক নির্দেশক

অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ						

নিষ্ঠা ও সততা						

পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা						

মূল্যায়নের স্কেল

■	■	■	■	■	■	■	=	অনন্য (Upgrading)
■	■	■	■	■	■	□	=	অর্জনমুখী (Achieving)
■	■	■	■	■	□	□	=	অগ্রগামী (Advancing)
■	■	■	■	□	□	□	=	সক্রিয় (Activating)
■	■	■	□	□	□	□	=	অনুসন্ধানী (Exploring)
■	■	□	□	□	□	□	=	বিকাশমান (Developing)
■	□	□	□	□	□	□	=	প্রারম্ভিক (Elementary)

উপস্থিতির হার : .... %

শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য :

....

....

....

....

....

....

শিক্ষার্থীর মন্তব্য :

যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছি:

....

....

আরো উন্নতির জন্য যা যা করতে চাই:

....

....

....

....

....

....

অভিভাবকের মন্তব্য :

আমার সন্তান যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে:

....

....

আমার সন্তানের উন্নয়নে আমি যা করতে পারি:

....

....

....

....

....

....

....	....	....
শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
তারিখ :	তারিখ :	তারিখ :

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষাক্রম ২০২২

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান | ষষ্ঠ শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

সহযোগিতামূলক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ষষ্ঠ শ্রেণির বাৎসরিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয় : ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৩

বাৎসরিক মূল্যায়ন : ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

ভূমিকা:

প্রিয় শিক্ষক, আপনি ইতোমধ্যেই জানেন, নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বছরে দুইটি সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত রাখা হয়েছে, যার মধ্যে একটি ইতোমধ্যে বছরের শুরুর ছয় মাসের শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া আছে।

শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আপনারা মূল্যায়ন করেছেন। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি এসাইনমেন্ট বা কাজ শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে হয়েছে, বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শিক্ষার্থীরা সমাধা করবে। এই কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, কাজের প্রক্রিয়া, ফলাফল, ইত্যাদি সবকিছুই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। মূল্যায়নের নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শুরু করে এই কার্যক্রম চলাকালে বিভিন্নভাবে আপনি শিক্ষার্থীকে সহায়তা দেবেন, তবে কাজের প্রক্রিয়া কী হবে বা সমস্যা সমাধান কীভাবে করতে হবে তা শিক্ষার্থীরাই নির্ধারণ করবে। কাজের বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকে আপনি শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা কীভাবে নিরূপণ করবেন, তার বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তী অংশে দেয়া আছে।

শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের শিখনকালীন মূল্যায়ন চলমান আছে, যা শিখন অভিজ্ঞতাসমূহের বিভিন্ন ধাপে আপনারা পরিচালনা করছেন। এই মূল্যায়নের একটা বড় অংশ হলো শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদান, যার মূল উদ্দেশ্য তাদের শিখনে সহায়তা দেয়া। এই চলমান মূল্যায়নের তথ্য শিক্ষার্থীর পাঠ্যবই, তাদের করা বিভিন্ন কাজের নমুনা যেমন: পোস্টার, মডেল, প্রশ্নপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। এর বাইরেও বছর জুড়ে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক ব্যবহার করে আপনারা শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড রেখেছেন। এছাড়া ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় নির্ধারিত কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের সাহায্যে আপনারা মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করেছেন। পরবর্তীতে শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করবে এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে তার মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। এই মূল্যায়নের তথ্যের সাথে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।

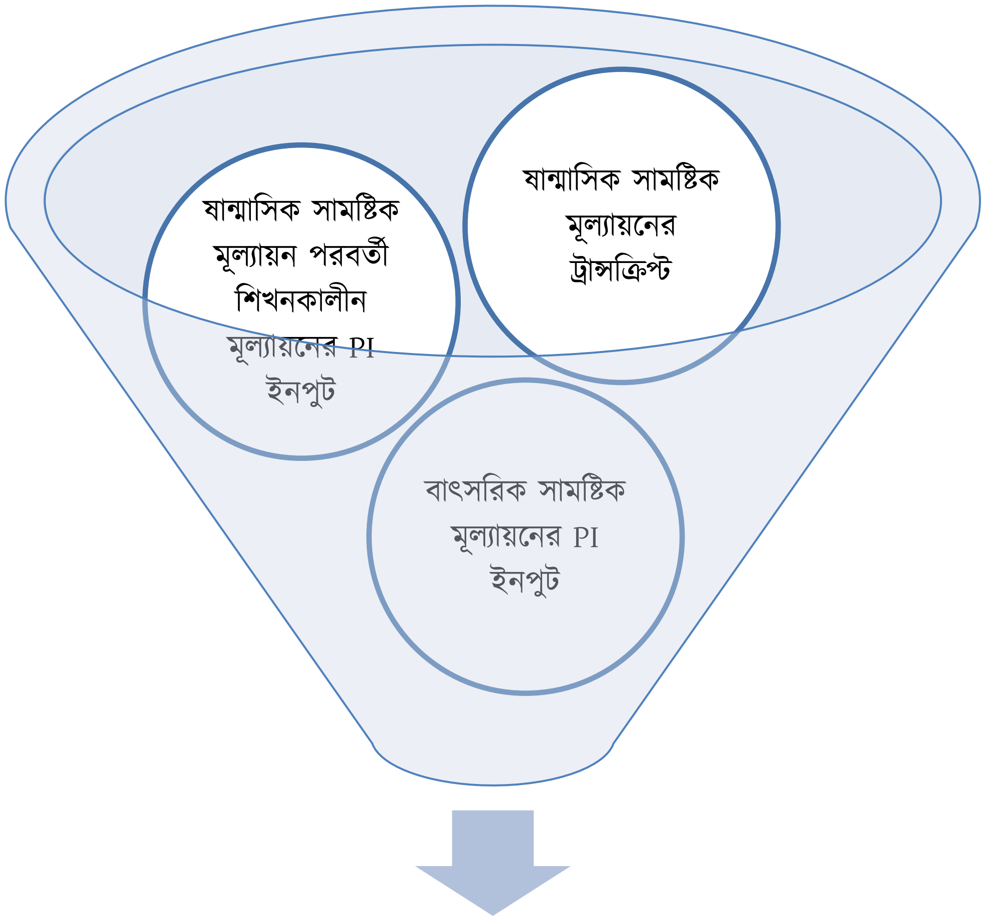

চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট

সাধারণ নির্দেশনা:

- শুরুতেই ষান্মাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিয়ে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালিত হবে তার নিয়মাবলি শিক্ষার্থীদের জানাবেন। এই মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা কী সেটা যেন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। ষষ্ঠ শ্রেণির মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন যাতে সবাই ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য প্রদত্ত কাজটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে সর্বমোট তিনটি সেশন বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম দুইটি সেশনে ৯০ মিনিট করে, এবং শেষ সেশনে দুই ঘণ্টা (বা বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা অনুযায়ী) সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজগুলো শেষ করবেন। তবে শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বেশি হলে শিক্ষক শেষ সেশনে কিছুটা বেশি সময় ব্যবহার করতে পারেন।
- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।
- শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কাজ সেশন চলাকালেই করবে, বাড়িতে গিয়ে করার জন্য খুব বেশি কাজ না রাখা ভালো। মনে রাখতে হবে এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে এবং পুরো অভিজ্ঞতাটি যেন তাদের জন্য আনন্দময় হয়।

- উপস্থাপনে যথাসম্ভব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেবেন, উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকদের যাতে কোনো আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন, মডেল/পোস্টার/ছবি ইত্যাদির চাকচিক্যে মূল্যায়নে হেরফের হবে না। বরং বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ, সম্ভব হলে ফেলনা জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দিন।
- বিষয়ভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজনে পাঠ্যবই বা যেকোনো উৎস শিক্ষার্থী ব্যবহার করতে পারবে। তবে কোনো উৎস থেকেই হুবহু তথ্য তুলে দেয়ায় উৎসাহ দেবেন না, বরং তথ্য ব্যবহার করে সে নির্ধারিত সমস্যার সমাধান করতে পারছে কি না, এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারছে কি না তার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করবেন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত শিখন যোগ্যতাসমূহ:

ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে ইতোমধ্যে এই শ্রেণির জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা চর্চা করার সুযোগ পেয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী অর্পিত কাজটি সাজানো হয়েছে।

- প্রাসঙ্গিক শিখন যোগ্যতাসমূহ:

    ৬.১ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে সময় ও ভৌগলিক অবস্থানের সাপেক্ষে সামাজিক কাঠামো ও এর উপাদানসমূহের পরিবর্তন অন্বেষণ করতে পারা।

    ৬.৫ সামাজিক কাঠামো কীভাবে বিভিন্ন সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে বিভিন্নভাবে গড়ে ওঠে এবং কাজ করে তা অন্বেষণ করতে পারা।

    ৬.৭ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে এদের আন্তঃসম্পর্ক উদঘাটন করা এবং দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা।

    ৬.৮ সময় ও অঞ্চলভেদে সম্পদ ব্যবস্থাপনার কাঠামো কীভাবে গড়ে ওঠে তা অন্বেষণ করতে পারা।

- কাজের সারসংক্ষেপ

প্রকৃতি ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ক অনুসন্ধান

এলাকার ভৌগলিক উপাদান, সামাজিক উপাদান ও মানুষের উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান এবং প্রাণী সংরক্ষণে মানুষের করণীয় আলোচনা ও উপস্থাপনা।

শিক্ষকের সহায়তায় শিক্ষার্থীরা ৫ থেকে ৬ জনের দল গঠন করবে। প্রতিদল এলাকার ভৌগলিক উপাদান, সামাজিক উপাদান ও উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন সম্পর্কে এলাকার মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে।

এলাকার মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে শিক্ষার্থী দল গঠন শেষে দলগতভাবে সম্ভাব্য তথ্যদাতা নির্বাচন করবে ও তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্ন তৈরি করবে। প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে দলগতভাবে আলোচনা করে তথ্যগুলো সাজিয়ে প্রত্যেকে একটি অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিবে। সেটি হতে পারে প্রতিবেদন/পোস্টার/ দেয়ালপত্রিকা ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীরা এলাকার ভৌগলিক উপাদানের পরিবর্তন নির্ণয় করার পর প্রাণী (পশু-পাখি) সংরক্ষণের জন্য মানুষের করণীয় কয়েকটি বিষয় দলে আলোচনা করে নির্ধারণ করবে এবং বিভিন্ন ছবি, পোস্টার ইত্যাদি তৈরি করে প্রাণী সংরক্ষণে মানুষের করণীয় বিষয়গুলো উপস্থাপন করবে।

বিশেষ নির্দেশনা: নিয়মিত উপকরণের পাশাপাশি পোস্টার উপস্থাপনের ক্ষেত্রে পোস্টারের বদলে ক্যালেন্ডার ফাঁকা পৃষ্ঠা বা অন্য বিকল্প ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া শিক্ষার্থীরা তাদের চারপাশের ব্যবহৃত দ্রব্য, ফেলনা জিনিস ইত্যাদি ব্যবহার করে যাতে মডেল তৈরি করে সে বিষয়ে উৎসাহ দিন।

- ধাপসমূহ:
    - **ধাপ ১ (প্রথম কর্মদিবস : ৯০ মিনিট)**

কাজ ১: আমার এলাকার ভৌগলিক উপাদান, সামাজিক উপাদান ও মানুষের উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান

ধাপ ১: শিক্ষার্থীরা ৫ থেকে ৬ জনের দল গঠন করবে। প্রতিদল এলাকার ভৌগলিক উপাদান, সামাজিক উপাদান ও উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন সম্পর্কে এলাকার মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে।

ধাপ২: দল গঠন শেষে তারা দলগতভাবে সম্ভাব্য তথ্যদাতা নির্বাচন করবে ও তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্ন তৈরি করবে।

শিক্ষার্থীরা ১ম দিন এলাকার মানুষের কাছ থেকে তিনটি থিমের উপর তথ্য সংগ্রহ করবে। তথ্য সংগ্রহের জন্য তাদের দল গঠন করা হবে এবং দলে তারা তিনটি থিমের উপর প্রশ্ন তৈরি করবে এবং উত্তর সংগ্রহের জন্য সম্ভাব্য ৩-৪ জন উত্তরদাতা নির্বাচন করবে।

উপকরণ:

১. কাগজ

২. কলম

৩. পেন্সিল

৪. স্কেল

৫. পাঠ্যবই ইত্যাদি

কাজের বিবরণী:

- শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দিবেন। প্রতিটি দলে ৫ থেকে ৬ জন থাকবে। প্রত্যেক দল এলাকার মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে। প্রতিদল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ করবে।

  এজন্য দলে আলোচনা করে তারা তাদের দায়িত্ব ভাগ করে নেবে। দলে কাজগুলো হল:

  ১. অনুসন্ধানের শিরোনাম নির্ধারণ (১ম দিন)

  ২. অনুসন্ধানের প্রশ্ন উত্থাপন (১ম দিন)

  ৩. তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা (১ম দিন)

  ৪. তথ্য সংগ্রহ (১ম ও ২য় দিনের মধ্যবর্তী সময়)

৫. তথ্য বিশ্লেষণ (২য় দিন)

৬. সিদ্ধান্ত গ্রহণ (২য় দিন)

- প্রথম দিন তারা তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা পর্যন্ত ধাপ শেষ করবে। বাকি কাজ তারা দ্বিতীয় দিন করবে।
- তারা এলাকার ৪ থেকে ৫ জন বয়স্ক মানুষের সাক্ষাৎকার নিবে। এক্ষেত্রে তারা পাঠ্যপুস্তকের 'বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে চারপাশ দেখি' এবং 'প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর আন্তঃসম্পর্ক এবং আমাদের দায়িত্বশীলতা' অধ্যায় দুটির সহায়তা নিতে পারে।
- দলগতভাবে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী নির্ধারণ করবে। তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা করবে।
- তথ্য সংগ্রহের জন্য তারা প্রশ্নগুলোকে তিনটি থিমে সাজাবে। তথ্যদাতার কাছ থেকে অতীত ও বর্তমান সময়ের এলাকার ভৌগলিক উপাদান ও সামাজিক উপাদান এবং এলাকার মানষের উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করবে।

থিম ১: সময়ের সাথে এলাকার **ভৌগলিক উপাদান** যেমন নদী, পাহাড়, গাছপালা, পশুপাখি ইত্যাদির পরিবর্তন

থিম ২: সময়ের সাথে এলাকার **সামাজিক উপাদান** যেমন রাস্তাঘাট, যানবাহন, বাড়িঘর, দোকানপাট ইত্যাদি উপাদানসমূহের পরিবর্তন

থিম ৩: সময়ের সাথে এলাকার মানুষের **উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রকৃতির প্রভাব** নির্ণয়

- **ধাপ ২ (দ্বিতীয় কর্মদিবস : ৯০ মিনিট)**

কাজ ১: আমার এলাকার ভৌগলিক উপাদান, সামাজিক উপাদান ও মানুষের উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান (অবশিষ্ট কাজ)

ধাপ ৩: শিক্ষার্থীরা ১ম দিনে তৈরিকৃত প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য দলগতভাবে আলোচনা করে তথ্যগুলো সাজিয়ে নিবে।

ধাপ ৪: প্রত্যেকে একটি অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিবে। সেটি হতে পারে প্রতিবেদন/পোস্টার/ দেয়ালপত্রিকা ইত্যাদি।

উপকরণ:

১. পোস্টার

২. কাগজ

৩ কলম/ পেন্সিল ইত্যাদি

কাজের বিবরণী:

- প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে দলগত আলোচনা করবে। দলগতভাবে আলোচনার সময় শিক্ষার্থীরা তাদের তথ্যকে নিম্নোক্তভাবে সাজাবে।

এলাকার সমাজ ও প্রকৃতির পরিবর্তন জানা	এলাকার ভৌগলিক উপাদানের পরিবর্তন সমাজের উপর কিভাবে প্রভাব ফেলে তা বিশ্লেষণ	অতীত ও বর্তমানের বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদনের সাথে নিযুক্ত মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক বিশ্লেষণ।

- তাদের প্রাপ্ত তথ্যকে অ্যাসাইনমেন্ট যেকোনো মাধ্যমে (প্রতিবেদন, পোস্টার, দেয়ালপত্রিকা ইত্যাদি) লিখে প্রত্যেকে আলাদাভাবে জমা দিবে। কাজটি তারা শ্রেণিতে করবে। কাজটি দ্বিতীয় দিনে শেষ না হলে তৃতীয় দিনে অতিরিক্ত ৩০ মিনিট নিয়ে কাজটি সম্পন্ন করবে।

এই কাজটির মাধ্যমে যে পারদর্শিতা যাচাই করা হবেঃ

শিখন যোগ্যতার ৬.১ এর ৬.১.১ পারদর্শিতা,

শিখন যোগ্যতা ৬.৫ এর ৬.৫.১ পারদর্শিতা এবং

শিখন যোগ্যতা ৬.৮ এর ৬.৮.১ পারদর্শিতা

- **ধাপ ৩ (তৃতীয় কর্মদিবস : ১২০ মিনিট)**

কাজ ২: প্রাণী সংরক্ষণে মানুষের করণীয় আলোচনা ও উপস্থাপনা

ধাপ ৫: শিক্ষার্থীরা এলাকার ভৌগলিক উপাদানের পরিবর্তন নির্ণয় করার পর প্রাণী (পশু-পাখি) সংরক্ষণের জন্য মানুষের করণীয় কয়েকটি বিষয় দলে আলোচনা করে নির্ধারণ করবে।

ধাপ ৬: বিভিন্ন ছবি, পোস্টার ইত্যাদি তৈরি করে প্রাণী সংরক্ষণে মানুষের করণীয় বিষয়গুলো উপস্থাপন করবে।

- শিক্ষার্থীরা প্রাণী সংরক্ষণের জন্য দলগতভাবে ‘প্রাণী সংরক্ষণে মানুষের করণীয়’ নিয়ে আলোচনা করে উপস্থাপন করবে। প্রতিদলে ৫-৬ জন থাকবে। শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ করে নিবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেনো প্রত্যেকেই কোনো না কোনো কাজের দায়িত্ব পায়।
- প্রাণীর সংরক্ষণে সমাজ ও মানুষের করণীয় বিষয়গুলো দলগতভাবে আলোচনা করবে এবং উপস্থাপন করবে। প্রতিদল থেকে ১-২ জন পুরো কাজটি উপস্থাপন করবে।
- দলের সবাই তাদের বন্ধুদের মূল্যায়ন করবে। প্রতি শিক্ষার্থী সতীর্থ মূল্যায়ন ছকটি ব্যবহার করে তার বন্ধু সম্পর্কে মতামত দিবে।

সতীর্থ মূল্যায়ন

ক্রম	বন্ধুর নাম	রোল নং	দলে বন্ধু মতামত প্রদান করেছে	বন্ধু কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে	দলের অন্যদের কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে
১.					
২.					
৩.					
৪.					
৫.					
৬.					

এই কাজটির মাধ্যমে যে পারদর্শিতা যাচাই করা হবেঃ

শিখন যোগ্যতার ৬.৭ এর ৬.৭.১ পারদর্শিতা,

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ বা PI পরিশিষ্ট ১ এ দেয়া আছে। শিক্ষার্থীর কোন পারদর্শিতা দেখে তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে তাও ছকে উল্লেখ করা আছে। নির্ধারিত কাজ যেই দিন সম্পন্ন হবে সেদিনই সংশ্লিষ্ট PI এর ইনপুট দেবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পরিশিষ্ট ২ এ সকল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক সংযুক্ত করা আছে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি ব্যবহার করে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

শিখনকালীন, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন সমন্বয়:

ইতোমধ্যে ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় প্রথম কয়েকটি শিখন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। একইভাবে বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।

ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন:
আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কীভাবে শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের সমন্বয় করে ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছিল। একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া গেছে সেটিই উল্লেখ করা হয়েছিল।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে করা মূল্যায়নের তথ্যে একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া যাবে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করতে হবে।

কোনো শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি শিখনকালীন, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক সামষ্টিক মুল্যায়ন কোনো ক্ষেত্রেই PI এর ইনপুট না পাওয়া যায়, তাহলে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্টে সেই PI এর ইনপুটের জায়গা ফাঁকা থাকবে।

পরিশিষ্ট ৩ এ বাৎসরিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট দেয়া আছে। এই ফরম্যাট ব্যবহার করে প্রত্যেক পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জনের সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখপূর্বক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করবেন।
এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের রেকর্ড সংগ্রহের জন্য □, ○, △ এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হলেও ট্রান্সক্রিপ্টে এই চিহ্নগুলোর কোনো উল্লেখ থাকবে না। তবে ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাটে উল্লেখিত চিহ্নগুলোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পারদর্শিতার মাত্রা টিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে।

আচরণিক নির্দেশক
পরিশিষ্ট ৪ এ আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেয়া আছে। ষান্মাসিক মূল্যায়নের মতোই বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক

মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, পরিশিষ্ট ৫ এর ছক ব্যবহার করে আচরণিক নির্দেশকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ১০ টি বিষয়ের আচরণিক নির্দেশকের অর্জিত মাত্রা বা পর্যায়ের সমন্বয় করে চুড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/শ্রেণি শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ১০ জন বিষয় শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত BI এর ইনপুট সমন্বয় করে আচরণিক নির্দেশকের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করবেন।

আচরণিক নির্দেশকে ১০টি বিষয়ের সমন্বয়ের শর্তগুলো হলো:
একটি আচরণিক নির্দেশকের জন্য ১০টি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী যেই পর্যায়টি সবচেয়ে বেশি বার পাবে সেইটিই হবে ঐ আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৩টি বিষয়ে △ এবং ৩টি বিষয়ে □ পায়, তবে ১ম আচরণিক নির্দেশকে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হলো ○।
যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোনো আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো একটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বার ইনপুট না পায়, অর্থাৎ একাধিক পর্যায়ে সমান সংখ্যক ইনপুট পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তারমধ্যে অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায় বিবেচনা করতে হবে।
উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৪টি বিষয়ে △ এবং ২টি বিষয়ে □ পায়, তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে △।
আবার কোনো শিক্ষার্থী একই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি ৪টি বিষয়ে ○, ২টি বিষয়ে △ এবং ৪টি বিষয়ে □ পায়, তবে তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে ○।

শ্রেণি উত্তরণ নীতিমালা
শ্রেণি উত্তরণের বিষয়ে দুইটি দিক বিবেচনা করা হবে;
১। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার,
২। বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা।

১। শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে কিনা সেটা প্রাথমিক বিবেচ্য; তার বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারের উপর ভিত্তি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। বিদ্যালয়ে মোট কর্মদিবসের অন্তত ৭০% উপস্থিতি নিশ্চিত হলে তাকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং বছর শেষে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার বিবেচনায় সে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হবে। যেহেতু নতুন শিক্ষাক্রম চলমান শিক্ষাবর্ষে (২০২৩) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, কাজেই এই বছরের জন্য মোট কর্মদিবসের কমপক্ষে ৫০% উপস্থিতি থাকলেও কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে। এছাড়াও এখানে উল্লেখ্য, জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উপস্থিতির হার ৫০% এর কম হলেও শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রেণি উত্তরণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করতে পারেন; তবে তার জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ও তার সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ থাকতে হবে।

২। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো পারদর্শিতার নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা। সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ের ট্রান্সক্রিপ্টে সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা যদি □ স্তরে থাকে, তবে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।

বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

পারদর্শিতার বিবেচনায় কোনো শিক্ষার্থী যদি পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হয়, তবে শুধুমাত্র উপস্থিতির হারের ভিত্তিতে তাকে উত্তীর্ণ করানো যাবে না।

পারদর্শিতার বিবেচনায় যদি শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য বিবেচিত হয়, কিন্তু উপস্থিতির হার নির্ধারিত হারের চেয়ে কম থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকগণের সমন্বিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিদ্যালয় ওই শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

যদি কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য ন্যূনতম উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ডের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ড বলতে ষান্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড বোঝাবে। এক্ষেত্রে বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টও এই পূর্বতন রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে।

একইভাবে যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রেও উপরোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।

যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন দুই ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে শিখনকালীন মূল্যায়নের পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।

উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হলেও সকল শিক্ষার্থী বছর শেষে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট পাবে। কোনো শিক্ষার্থীকে যদি পরবর্তী বছরে একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি করতে হয় তবে তার শিখন এগিয়ে নেবার জন্য একটি আত্মউন্নয়ন পরিকল্পনা (self development plan) করতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা দেবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।

যদি কোনো শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে শিখন ঘাটতি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে ওই শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছয় মাসের একটি শিখন উন্নয়ন পরিকল্পনা (learning enhancement strategy) করতে হবে যাতে সে তার শিখন ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে। শিক্ষক কীভাবে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবেন এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।

রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ: নৈপুণ্য

ইতোমধ্যেই আপনারা ষান্মাসিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করেছেন, যেখানে সকল পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়ের বিবরণ থাকে। এই ট্রান্সক্রিপ্টে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বছর শেষে এক নজরে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন করা হবে যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার সার্বিক পারদর্শিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া থাকবে, যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে এবং অভিভাবকরা সহজেই শিক্ষার্থীর অবস্থান বুঝতে পারেন। পরিশিষ্ট ৬ এ রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে। মুলত মূল্যায়ন অ্যাপের মাধ্যমেই ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অ্যাপ থেকে সম্ভব না হলে শিক্ষকগণ এই ফরম্যাট ফটোকপি করে ম্যানুয়ালি রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারেন।

রিপোর্ট কার্ডে কোনো বিষয়েরই PI সমূহ উল্লেখ করা থাকবে না। বরং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান কয়েকটি নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। আপনারা জানেন, কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করতে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক PI নির্ধারণ করা আছে। তেমনি কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জন সমন্বিতভাবে প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা

হয়েছে। (পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রদত্ত বিষয়ের ধারণায়নে বর্ণিত ডাইমেনশন থেকে নেয়া হয়েছে। কারণ বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতাসমূহ মুলত এই ডাইমেনশন গুলোকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে।)

বিষয়টি দেখা যায় এভাবে:

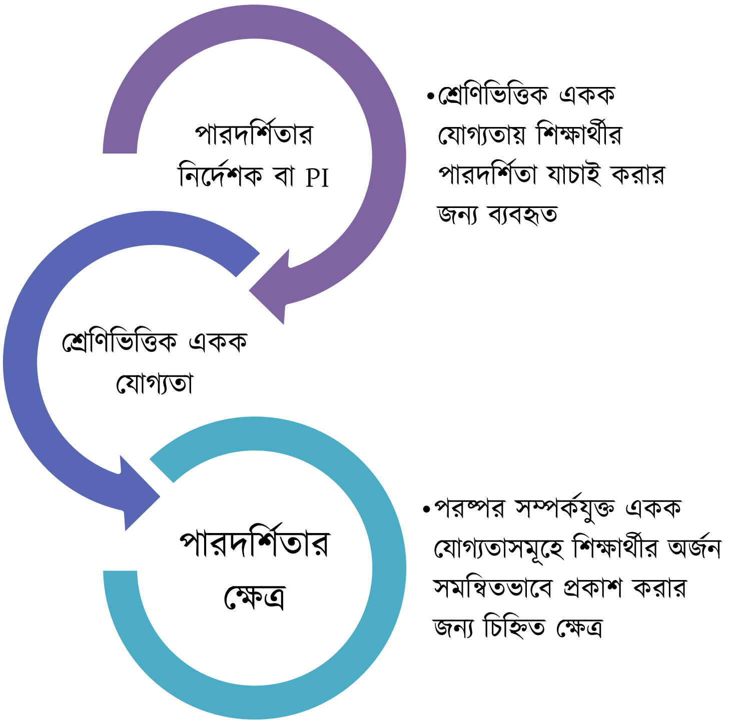

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

১। আত্মপরিচয়

২। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

৩। প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো

৪। পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা

৫। সম্পদ ব্যবস্থাপনা

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, 'আত্মপরিচয়'ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট PI সমূহ নিম্নরূপ:

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
১। আত্মপরিচয়	৬.২ ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে নিজের আত্মপরিচয় ধারণ করা ও সেই অনুযায়ী দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা	৬.২.১ আত্মপরিচয়ের ব্যক্তিগত উপাদান সমূহ চিহ্নিত করে নিজের ও অন্যের ব্যক্তিগত আত্মপরিচয় বিষয়ে সচেতন হয়ে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে পারছে। ৬.২.২ আত্মপরিচয় সামাজিক উপাদান সমূহ চিহ্নিত করে নিজের ও অন্যের সামাজিক আত্মপরিচয় বিষয়ে সচেতন হয়ে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে পারছে।
	৬.৩ প্রচলিত লিখিত উৎসের বাইরেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান থেকে তথ্য নিয়ে ইতিহাসের পটপরিবর্তনের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারা	৬.৩.১ ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা অনুসন্ধানে প্রচলিত ও অপ্রচলিত দুই ধরনের উৎসই ব্যবহার করতে পারছে।

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা

রিপোর্ট কার্ড বা সনদে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, পারদর্শিতার ক্ষেত্রের শিরোনাম দিয়ে শিক্ষার্থী আদৌ কী করতে পারে তা স্পষ্ট হয় না, তাই প্রতি শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের একটি বর্ণনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার বর্ণনা নিম্নরূপ:

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা
১। আত্মপরিচয়	লিখিত ও অলিখিত উৎস থেকে তথ্য নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের আত্মপরিচয় ও ইতিহাস অন্বেষণ করেছে
২। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা	বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান অনুসন্ধান করেছে
৩। প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো	বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কীভাবে মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করে তা অনুসন্ধান করেছে
৪। পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা	সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের সাপেক্ষে সমাজের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে নিজ প্রেক্ষাপটে দায়িত্বশীল আচরণ করেছে
৫। সম্পদ ব্যবস্থাপনা	সময় ও অঞ্চলভেদে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে গড়ে ওঠে তা অনুসন্ধান করেছে

পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান কীভাবে নিরূপিত হবে?

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। যেহেতু প্রতিটি বিষয়ে পারদর্শিতার নির্দেশকের সংখ্যা অনেকগুলো এবং এদের পর্যায় মাত্র ৩টি, এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান বোঝা সম্ভব

হয় না। সেজন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহের সমন্বয় করে ওই ক্ষেত্রে তার অবস্থান বোঝানো হবে। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক সকলেই যাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে এজন্য এই অবস্থানকে একটি ৭-স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেল দিয়ে প্রকাশ করা হবে।

পারদর্শিতার এই স্তরগুলো নিম্নরূপ:

1. অনন্য (Upgrading)
2. অর্জনমুখী (Achieving)
3. অগ্রগামী (Advancing)
4. সক্রিয় (Activating)
5. অনুসন্ধানী (Exploring)
6. বিকাশমান (Developing)
7. প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার সনদে ৭ স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হবে এভাবে:

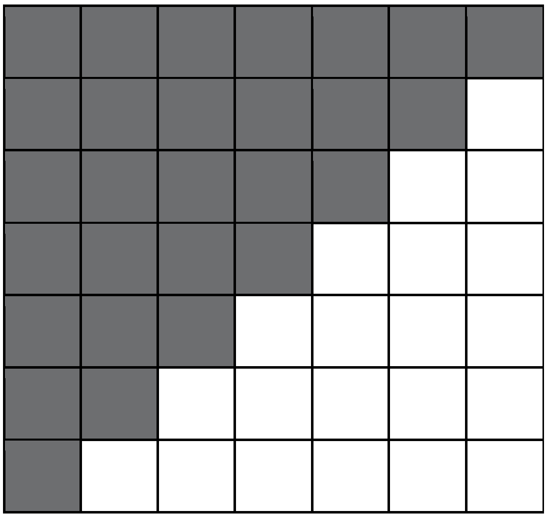

অনন্য (Upgrading)

অর্জনমুখী (Achieving)

অগ্রগামী (Advancing)

সক্রিয় (Activating)

অনুসন্ধানী (Exploring)

বিকাশমান (Developing)

প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের উপায়

আগেই বলা হয়েছে, প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান মূলত নির্ভর করবে PI সমূহে তার অর্জিত সর্বোচ্চ (△ চিহ্নিত পর্যায়) ও সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার পার্থক্যের উপর।

এই কাজটি করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করতে হবে:

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা} - \text{অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা}}{\text{মোট PI এর সংখ্যা}} * ১০০\%$$

উদাহরণস্বরূপ, 'আত্নপরিচয়' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট PI ৩টি (৬.২.১, ৬.২.২, ৬.২.১)। কোনো শিক্ষার্থী এই ৩টি PI এর মধ্যে ১টিতে সর্বোচ্চ পর্যায় (△ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে। বাকি ১টির একটিতে সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) এবং ১টি তে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে।

এখানে,

মোট PI এর সংখ্যা	:	৩টি
অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি
অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি

তাহলে তার পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান হবে,

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{১-১}{৩} * ১০০\% = ০\%$$

এই মানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হবে শিক্ষার্থীর অবস্থান পারদর্শিতার কোন স্তরে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ঋনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা (△ চিহ্নিত পর্যায়) সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার চেয়ে কম হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান শূন্য হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সমান হয়।
  - অথবা, যদি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সবগুলো PI তে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়ে থাকে।

নিচের ছকে পারদর্শিতার সবগুলো স্তর নির্ধারণের শর্তগুলো দেয়া হলো:

পারদর্শিতার স্তর	পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের শর্ত
1. অনন্য (Upgrading)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = ১০০%
2. অর্জনমুখী (Achieving)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ৫০%
3. অগ্রগামী (Advancing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ২৫%
4. সক্রিয় (Activating)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ০%
5. অনুসন্ধানী (Exploring)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -২৫%

6.	বিকাশমান (Developing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -৫০%
7.	প্রারম্ভিক (Elementary)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = -১০০%

তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী উপরের উদাহরণে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ০% হলে ওই শিক্ষার্থীর অবস্থান হবে ‘সক্রিয় (Advancing)’। রিপোর্ট কার্ড বা সনদে, ‘আত্নপরিচয়’ পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য তার অবস্থান উল্লেখ করা হবে এভাবে:

<table>
<tr><td colspan="7">আত্নপরিচয়</td></tr>
<tr><td colspan="7">লিখিত ও অলিখিত উৎস থেকে তথ্য নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের আত্মপরিচয় ও ইতিহাস অন্বেষণ করেছে</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

এখন নিচের ছকে দেখা যাক, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোনটি ষষ্ঠ শ্রেণির কোন কোন একক যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এই এক বা একাধিক যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট PI কোনগুলো।

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
১। আত্মপরিচয়	৬.২ ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে নিজের আত্মপরিচয় ধারণ করা ও সেই অনুযায়ী দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা	৬.২.১ আত্মপরিচয়ের ব্যক্তিগত উপাদান সমূহ চিহ্নিত করে নিজের ও অন্যের ব্যক্তিগত আত্মপরিচয় বিষয়ে সচেতন হয়ে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে পারছে। ৬.২.২ আত্মপরিচয় সামাজিক উপাদান সমূহ চিহ্নিত করে নিজের ও অন্যের সামাজিক আত্মপরিচয় বিষয়ে সচেতন হয়ে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে পারছে।
	৬.৩ প্রচলিত লিখিত উৎসের বাইরেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান থেকে তথ্য নিয়ে ইতিহাসের পটপরিবর্তনের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারা	৬.৩.১ ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা অনুসন্ধানে প্রচলিত ও অপ্রচলিত দুই ধরনের উৎসই ব্যবহার করতে পারছে।

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট একককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
২। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা	৬.৪ লিখিত উৎসের সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান থেকে ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধান করে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান উপলব্ধি করতে পারা	৬.৪.১ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অনুসন্ধানের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান উপলব্ধি করে কাজের মাধ্যমে দেশের প্রতি মমতা প্রকাশ করতে পারছে।
৩। প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো	৬.৫ সামাজিক কাঠামো কীভাবে বিভিন্ন সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে বিভিন্নভাবে গড়ে ওঠে এবং কাজ করে তা অন্বেষণ করতে পারা	৬.৫.১ ভিন্ন ভিন্ন সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোগুলো চিহ্নিত করতে পারলেও গঠন ও কার্যকারিতা অনুধাবন করে নিজস্ব পরিসরে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারছে।
	৬.৬ সমাজে ব্যক্তির অবস্থান ও তার ভূমিকা বিদ্যমান সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামো দ্বারা কীভাবে নির্ধারিত হয় তা অনুসন্ধান করতে পারা	৬.৬.১ বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কীভাবে ব্যক্তির অবস্থান ও তার ভূমিকাকে প্রভাবিত করে তা অনুধাবন করতে পারছে।
৪।পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা	৬.১ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের সাপেক্ষে সামাজিক কাঠামো ও এর উপাদানসমূহের পরিবর্তন অন্বেষণ করতে পারা	৬.১.১ সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন অন্বেষনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপ সমূহ ব্যবহার করতে পারছে। ৬.১.২ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপসমূহ ব্যবহার করার সময় অনুসন্ধান চলাকালে তার কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিফলন করতে পারছে। ৬.১.৩ প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো এবং এদের আন্তঃসম্পর্ক অনুসন্ধানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকেই নির্ভরযোগ্য মনে করছে।
	৬.৭ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে এদের আন্তঃসম্পর্ক উদঘাটন করা এবং দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা	৬.৭.১ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে এদের আন্তঃসম্পর্ক উদঘাটন করতে পারছে। ৬.৭.২ সামাজিক পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনায় নিয়ে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে।
৫। সম্পদ ব্যবস্থাপনা	৬.৮ সময় ও অঞ্চল ভেদে সম্পদ ব্যবস্থাপনার কাঠামো কীভাবে গড়ে ওঠে তা অন্বেষণ করতে পারা	৬.৮.১ সময় ও অঞ্চলভেদে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি, ও উৎপাদনের সাথে নিযুক্ত মানুষের সম্পর্ক অনুধাবন করতে পারছে।

পারদর্শিতার সনদ বা রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ ও তাদের শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা, এবং তাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য)।

আচরণিক নির্দেশকের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক নির্দেশকের জন্যেও নির্দিষ্ট কিছু **আচরনিক ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণিক নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় সমন্বয় করে নির্দিষ্ট **আচরণিক ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর ফলাফল নিরূপণ করা হবে। রিপোর্ট কার্ডে পারদর্শিতা ও আচরণিক ক্ষেত্র দুইই উল্লেখ করা থাকবে, যা দেখে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থার একটি চিত্র বোঝা যাবে।

শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করবেন, বিষয় শিক্ষক তার নির্দিষ্ট বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করে বিষয়ভিত্তিক ফলাফল জমা দেবেন। আচরণিক ক্ষেত্রের জন্য শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করবেন।

রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখিত আচরণিক ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ

২। নিষ্ঠা ও সততা

৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখিত ১০টি আচরণিক নির্দেশকের প্রত্যেকটি উপরের কোনো না কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। PI এর ইনপুট হিসেব করে যেভাবে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার ক্ষেত্রে ফলাফল নিরূপণ করা হবে, একইভাবে BI এর ইনপুটের ভিত্তিতে উপরের ৩ টি আচরনিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করতে হবে। সকল শ্রেণির জন্য একই আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক ক্ষেত্রের জন্যেও সংশ্লিষ্ট BI এ শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় একই সুত্র ব্যবহার করে হিসেব করে ৭ স্তর বিশিষ্ট স্কেলে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে।

নিচের ছকে আচরণিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট BI সমূহ উল্লেখ করা হলো।

আচরণিক ক্ষেত্র	আচরণিক নির্দেশক বা BI
১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	১। দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে ২। নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে ৯। দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে ১০। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে
২। নিষ্ঠা ও সততা	৩। নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে

	৪। শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে ৫। পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে ৬। দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে
৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা	৭। নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে ৮। অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে

* বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা নির্দিষ্ট করা থাকবে না।

রিপোর্ট কার্ড প্রণয়নের এই পুরো প্রক্রিয়া আরো ভালভাবে স্পষ্ট করার জন্য একটি অনলাইন গাইডলাইন আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। কোনো শিক্ষকের এই বিষয়ে আর কোনো অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা এই গাইডলাইনের মাধ্যমে দূর হবে আশা করা যায়।

মূল্যায়ন অ্যাপ

মূল্যায়নের কাজ সহজ এবং দ্রুততম সময়ে করার জন্য একটি মূল্যায়ন অ্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অ্যাপ এর সাহায্যে আপনারা নির্ধারিত সময়ে PI এর ইনপুট দিতে পারবেন, এবং খুব সহজেই শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ও রিপোর্ট কার্ড আউটপুট হিসেবে নিতে পারবেন। ম্যানুয়ালি যেভাবে আপনাদের PI এর অর্জিত পর্যায় হিসাব করে ফলাফল তৈরি করতে হয়, তা অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে।

অচিরেই মূল্যায়ন অ্যাপ এবং এর ব্যবহারের নীতিমালা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, সেখানে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

মূল্যায়ন অ্যাপ

মূল্যায়নের কাজ সহজ এবং দ্রুততম সময়ে করার জন্য একটি মূল্যায়ন অ্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অ্যাপ এর সাহায্যে আপনারা নির্ধারিত সময়ে PI এর ইনপুট দিতে পারবেন, এবং খুব সহজেই শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ও পারদর্শিতার সনদ আউটপুট হিসেবে নিতে পারবেন। ম্যানুয়ালি যেভাবে আপনাদের PI এর অর্জিত পর্যায় হিসাব করে ফলাফল তৈরি করতে হয়, তা অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে।

অচিরেই মূল্যায়ন অ্যাপ এবং এর ব্যবহারের নীতিমালা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, সেখানে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI) এবং সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রম

যোগ্যতা	পারদর্শিতা নির্দেশক (PI) নং	পারদর্শিতা সূচক	পারদর্শীতার মাত্রা			সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম
			□	○	△	
৬.১ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে সময় ও ভৌগলিক অবস্থানের সাপেক্ষে সামাজিক কাঠামো ও এর উপাদানসমূহের পরিবর্তন অন্বেষণ করতে পারা	৬.১.১	সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন অন্বেষণে বৈজ্ঞানিক ধাপ সমূহ ব্যবহার করতে পারছে।	সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনে উপযুক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারলেও যথাযথা উপায়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে পারছে না।	সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনে উপযুক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারলেও যথাযথা উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পারলেও বিশ্লেষণ করতে পারছে না অথবা বিশ্লেষণ করতে পারলেও ফলাফলে পৌঁছাতে পারছে না।	সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনে উপযুক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করে যথাযথা উপায়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে ফলাফল উপস্থাপন করতে পারছে।	কর্মদিবস ২ কাজ – ১
৬.৫ সামাজিক কাঠামো কীভাবে বিভিন্ন সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে বিভিন্নভাবে গড়ে	৬.৫.১	ভিন্ন ভিন্ন সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক	ভিন্ন ভিন্ন সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও	ভিন্ন ভিন্ন সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর	ভিন্ন ভিন্ন সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর গঠন	কর্মদিবস ২ কাজ – ১

ওঠে এবং কাজ করে তা অন্বেষণ করতে পারা		ও সামাজিক কাঠামোর গঠন ও কার্যকারিতা অনুধাবন করে নিজস্ব পরিসরে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারছে।	সামাজিক কাঠামোর গঠন ও কার্যকারিতা অনুধাবন করে নিজস্ব পরিসরে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারছে না।	গঠন ও কার্যকারিতা অনুধাবন করতে পারলেও নিজস্ব পরিসরে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারছে না।	ও কার্যকারিতা অনুধাবন করে নিজস্ব পরিসরে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারছে।	
৬.৭ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে এদের আন্তঃসম্পর্ক উদঘাটন করা এবং দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা	৬.৭.২	স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনায় নিয়ে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে।	স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনা করতে পারলেও প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না।	শুধু স্থানীয় প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনায় নিয়ে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে।	স্থানীয় ও বৈশ্বিক উভয় প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনায় নিয়ে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে।	কর্মদিবস – ৩ কাজ -২
৬.৮ সময় ও অঞ্চলভেদে সম্পদ ব্যবস্থাপনার কাঠামো কীভাবে গড়ে ওঠে তা অন্বেষণ করতে পারা	৬.৮.১	সময় ও অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদনের সাথে	সময় ও অঞ্চল ভেদে শুধুমাত্র বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন	সময় ও অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি চিহ্নিত করতে পারছে. এবং এগুলোর	সময় ও অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি চিহ্নিত করতে পারছে. এবং উৎপাদনের	কর্মদিবস ২ কাজ – ১

		মানুষের সম্পর্ক অনুধাবন।	পদ্ধতি চিহ্নিত করতে পারছে।	সাথে নিযুক্ত মানুষও সনাক্ত করতে পারছে, তবে এদের মধ্যকার সম্পর্কটি অনুধাবন করতে পারছে না।	সাথে নিযুক্ত মানুষের সম্পর্ক অনুধাবন করতে পারছে।	

পরিশিষ্ট ২

শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে এই ছক অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর : তারিখ:

শ্রেণি :	বিষয় : ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
	প্রযোজ্য PI নং

রোল নং	নাম	৬.১.১	৬.৫.১	৬.৭.১	৬.৮.১				
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি :		বিষয় : ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান							
		প্রযোজ্য PI নং							
রোল নং	নাম	৬.১.১	৬.৫.১	৬.৭.১	৬.৮.১				
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৩

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি:	**শ্রেণি : ষষ্ঠ**	**বিষয় : ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান**	**শিক্ষকের নাম :**

পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
৬.১.১ সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন অন্বেষনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপ সমূহ ব্যবহার করতে পারছে।	সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন অন্বেষণে উপযুক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারলেও যথাযথ উপায়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে পারছেনা।	সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন অন্বেষণে উপযুক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করে যথাযথ উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পারলেও বিশ্লেষণ করতে পারছেনা অথবা বিশ্লেষণ করতে পারলেও ফলাফলে পৌছাতে পারছেনা।	সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন অন্বেষণে উপযুক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করে যথাযথ উপায়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষ্ণ করে ফলাফল উপস্থাপন করতে পারছে।
৬.১.২ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপসমূহ ব্যবহার করার সময় অনুসন্ধান চলাকালে তার কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিফলন করতে পারছে।			
	অল্প কিছু অনুসন্ধানি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রতিফলন করতে পারছে	সকল না হলেও অধিকাংশ অনুসন্ধানী কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রতিফলন করতে পারছে।	সকল অনুসন্ধানী কার্যক্রমের ক্ষেত্রেই প্রতিফলন করতে পারছে।
৬.৩.১ প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো এবং এদের আন্তঃসম্পর্ক অনুসন্ধানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকেই নির্ভরযোগ্য মনে করছে।			
	শুধু পাঠ্য বইয়ের নির্ধারিত অনুসন্ধানী কার্যক্রম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করার চেষ্টা করছে।	পাঠ্য বইয়ের নির্ধারিত অনুসন্ধানি কার্যক্রমের বাইরেও কিছু কিছু শ্রেণি কার্যক্রমে অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করার চেষ্টা করছে।	পাঠ্য বইয়ের নির্ধারিত অনুসন্ধয়ানী কার্যক্রমের বাইরেও অধিকাংশ শ্রেণি কার্যক্রম অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করার চেষ্টা করছে।
৬.২.১ আত্মপরিচয়ের ব্যক্তিগত উপাদান সমূহ চিহ্নিত করে নিজের ও অন্যের ব্যক্তিগত আত্মপরিচয় বিষয়ে সচেতন হয়ে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে পারছে।			
	আত্মপরিচয়ের ব্যক্তিগত উপাদানগুলো চিহ্নিত করতে পারলেও নিজের ব্যাক্তিগত আত্মপরিচয় নিয়ে গর্ববোধ করতে পারছে না এবং অন্যের ব্যক্তিগত আত্মপরিচয়ের প্রতিও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে পারছে না।	আত্মপরিচয়ের ব্যক্তিগত উপাদান গুলো চিহ্নিত করে নিজের ব্যক্তিগত আত্মপরিচয় নিয়ে গর্ববোধ করতে পারলেও অন্যের ব্যাক্তিগত আত্মপরিচয়ের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে পারছে না।	আত্মপরিচয়ের ব্যক্তিগত উপাদান গুলো চিহ্নিত করে নিজের ব্যক্তিগত আত্মপরিচয় নিয়ে গর্ববোধ এবং অন্যের ব্যক্তিগত আত্মপরিচয়ের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে পারছে।
৬.২.২ আত্মপরিচয় সামাজিক উপাদান সমূহ চিহ্নিত করে নিজের ও অন্যের সামাজিক আত্মপরিচয় বিষয়ে সচেতন হয়ে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে পারছে।			
	আত্মপরিচয়ের সামাজিক উপাদান সমূহ চিহ্নিত করতে পারলেও নিজের সামাজিক আত্মপরিচয় নিয়ে গর্ববোধ করতে পারছে না এবং অন্যের সামাজিক আত্মপরিচয়ের প্রতিও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে পারছে না।	আত্মপরিচয়ের সামাজিক উপাদান গুলো চিহ্নিত করে নিজের সামাজিক আত্মপরিচয় নিয়ে গর্ববোধ করতে পারলেও অন্যের সামাজিক আত্মপরিচয়ের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে পারছে না।	আত্মপরিচয়ের সামাজিক উপাদান গুলো চিহ্নিত করে নিজের সামাজিক আত্মপরিচয় নিয়ে গর্ববোধ এবং অন্যের সামাজিক আত্মপরিচয়ের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে পারছে।
৬.৩.১ ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা অনুসন্ধানে প্রচলিত ও অপ্রচলিত দুই ধরনের উৎসই ব্যবহার করতে পারছে।			
	ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা অনুসন্ধানে ব্যবহৃত প্রচলিত ও অপ্রচলিত দুই ধরনের উৎসই চিহ্নিত করতে পারলেও নিজের অনুসন্ধানে তা ব্যবহার করতে পারছে না।	ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা অনুসন্ধানে শুধু প্রচলিত উৎস ব্যবহার করতে পারছে।	ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা অনুসন্ধানে প্রচলিত ও ধরনের উৎসই ব্যবহার করতে পারছে।
৬.৪.১ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক			

অনুসন্ধানের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান উপলব্ধি করে কাজের মাধ্যমে দেশের প্রতি মমতা প্রকাশ করতে পারছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অনুসন্ধানের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান উপলব্ধিও করতে পারছে না ও কাজের মাধ্যমে দেশের প্রতি মমতাও প্রকাশ করতে পারছে না।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অনুসন্ধানের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান উপলব্ধি করলেও কাজের মাধ্যমে দেশের প্রতি মমতা প্রকাশ করতে পারছে না।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অনুসন্ধানের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান উপলব্ধি করে কাজের মাধ্যমে দেশের প্রতি মমতা প্রকাশ করতে পারছে।
৬.৫.১ ভিন্ন ভিন্ন সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোগুলো চিহ্নিত করতে পারলেও গঠন ও কার্যকারিতা অনুধাবন করে নিজস্ব পরিসরে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারছে।	ভিন্ন ভিন্ন সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোগুলো চিহ্নিত করতে পারলেও গঠন ও কার্যকারিতা অনুধাবন করে নিজস্ব পরিসরে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারছে না।	ভিন্ন ভিন্ন সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর গঠন ও কার্যকারিতা অনুধাবন করতে পারলেও নিজস্ব পরিসরে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারছে না।	ভিন্ন ভিন্ন সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর গঠন ও কার্যকারিতা অনুধাবন করে নিজস্ব পরিসরে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারছে।
৬.৬.১ বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কীভাবে ব্যক্তির অবস্থান ও তার ভূমিকাকে প্রভাবিত করে তা অনুধাবন করতে পারছে।	বিদ্যমান বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো গুলো চিহ্নিত করতে পারলেও ব্যক্তি জীবনে তার প্রভাব অনুধাবন করতে পারছে না।	ব্যক্তির অবস্থান ও তার ভূমিকা নির্ধারণে সামাজিক অথবা রাজনৈতিক কাঠামোর যে কোন একটির প্রভাব অনুধাবন করতে পারছে।	ভূমিকা নির্ধারণে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর প্রভাব অনুধাবন করতে পারছে।
৬.৭.১ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে এদের আন্তঃসম্পর্ক উদঘাটন করতে পারছে।	প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন এবং সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনের ধরণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করতে পারলেও সামগ্রিক চিত্র এবং উভয়ের আন্তঃসম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারছে না।	প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন এবং সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনের ধরণ অনুসন্ধান করতে পারলেও উভয়ের আন্তঃসম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারছে না।	প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন এবং সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনের ধরণ অনুসন্ধান করে উভয়ের আন্তঃসম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারছে।
৬.৭.২ স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনায় নিয়ে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে।	স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনা করতে পারলেও প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না।	শুধু স্থানীয় প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনায় নিয়ে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে।	স্থানীয় ও বৈশ্বিক উভয় প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনায় নিয়ে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে।
৬.৮.১ সময় ও অঞ্চলভেদে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি, ও উৎপাদনের সাথে নিযুক্ত মানুষের সম্পর্ক অনুধাবন করতে পারছে।	সময় ও অঞ্চলভেদে শুধুমাত্র বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি চিহ্নিত করতে পারছে।	সময় ও অঞ্চলভেদে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি চিহ্নিত করতে পারছে, এবং এগুলোর সাথে নিযুক্ত মানুষও সনাক্ত করতে পারছে, তবে এদের মধ্যকার সম্পর্কটি অনুধাবন করতে পারছে না।	সময় ও অঞ্চলভেদে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি, ও উৎপাদনের সাথে নিযুক্ত মানুষের সম্পর্ক অনুধাবন করতে পারছে।

পরিশিষ্ট ৪

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
1. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
2. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
3. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
4. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
5. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
6. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
7. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে

8. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
9. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
10. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর : তারিখ:

শ্রেণি :	বিষয় : ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি :		বিষয় : ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান									
		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৬

রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট

শিক্ষাক্রম
২০২২

যোগ্যতাভিত্তিক
অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন
একীভূত
শিখনকালীন মূল্যায়ন
সহযোগিতামূলক

নৈপুণ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শিক্ষার্থীর আইডি : ....

শ্রেণি : ৬ষ্ঠ.. শিক্ষাবর্ষ : ....

বিষয়সমূহ

- বাংলা
- ইংরেজি
- গণিত
- বিজ্ঞান
- ডিজিটাল প্রযুক্তি
- ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- জীবন ও জীবিকা
- ধর্ম শিক্ষা
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা
- শিল্প ও সংস্কৃতি

বাংলা

যোগাযোগ
পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত ভাষায় যোগাযোগ করেছে

ভাষারীতি
বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন অর্থবৈচিত্র্যমূলক বাক্য তৈরি করেছে

প্রায়োগিক যোগাযোগ
বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় লিখতে পেরেছে

সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ
সাহিত্যরস উপভোগ করে নিজের কল্পনা ও অনুভূতি সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে

মানবিক চিন্তন
কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে নিজের মত দিয়েছে ও অন্যের মতের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে

English

Communication
Communicates with relevance to a given context

Linguistic norms
Uses appropriate vocabulary and expressions as required in the context

Democratic practice
Values democratic atmosphere in communication and participates accordingly

Creative expression
Comprehends and relates to literary texts

গণিত

গাণিতিক অনুসন্ধান
সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যাচাই করেছে

সংখ্যা ও পরিমাণ
গাণিতিক সমস্যা সমাধানে যথাযথ ভাষা ও কৌশলের প্রয়োগ করেছে

জ্যামিতিক আকৃতি
নিয়মিত জ্যামিতিক আকৃতি চিনতে পেরেছে এবং সেগুলো পরিমাপ করতে পেরেছে

গাণিতিক সম্পর্ক
সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ও সূত্র ব্যবহার করেছে

সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ
প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখেছে

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তথ্য প্রমাণ ও বস্তুনিষ্ঠতার উপর জোর দিয়েছে

বস্তুর গঠন ও আচরণ

পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক গঠন ও আচরণের সম্পর্ক অনুসন্ধান করেছে

বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া

বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনায় শক্তির স্থানান্তর অনুসন্ধান করেছে

স্থিতি ও পরিবর্তন

কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে

বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ

মানুষ ও প্রকৃতির উপর প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগে সচেষ্ট হয়েছে

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ডিজিটাল সাক্ষরতা

প্রযুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের দায়িত্বশীল ব্যাবহার করতে পেরেছে

আইসিটি সক্ষমতা

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ করেছে

ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন

অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্য আদানপ্রদানের কৌশল ব্যাখ্যা করেছে

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার

সামাজিক রীতি-নীতি, ঝুঁকি ও নৈতিক দিক বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করছে

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

আত্মপরিচয়

লিখিত ও অলিখিত উৎস থেকে তথ্য নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের আত্মপরিচয় ও ইতিহাস অন্বেষণ করেছে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান অনুসন্ধান করেছে

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো

বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কীভাবে মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করে তা অনুসন্ধান করেছে

সম্পদ ব্যবস্থাপনা

সময় ও অঞ্চলভেদে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে গড়ে ওঠে তা অনুসন্ধান করেছে

পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা

সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের সাপেক্ষে সমাজের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে নিজ প্রেক্ষাপটে দায়িত্বশীল আচরণ করেছে

জীবন ও জীবিকা

আত্মউন্নয়ন

নিজের পছন্দ ও সক্ষমতা বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দায়িত্বশীল কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং

পেশার পরিবর্তন এবং তার সংগে নতুন নতুন দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা বুঝে তা অর্জনের জন্য নিজ প্রেক্ষাপটে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে

পেশাগত দক্ষতা

নির্দিষ্ট পেশা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ও আগ্রহ প্রদর্শন করতে পেরেছে

ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা

পেশায় ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব জেনে অভিযোজনের প্রস্তুতি নিতে পারছে

ধর্ম শিক্ষা

ধর্মীয় জ্ঞান

ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জানতে আগ্রহ প্রদর্শন করেছে

ধর্মীয় বিধিবিধান

ধর্মের বিধি-বিধান উপলব্ধি করে চর্চার চেষ্টা করেছে

ধর্মীয় মূল্যবোধ

ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সংগে মিলেমিশে থেকেছে

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

আত্মপরিচর্যা

শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন উপলব্ধি করে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যায় উদ্যোগী হয়েছে

আবেগিক বুদ্ধিমত্তা

কাউকে কষ্ট না দিয়ে নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করেছে

সামাজিক বুদ্ধিমত্তা

পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছে

শিল্প ও সংস্কৃতি

পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর

প্রকৃতির রূপ ও ঘটনাপ্রবাহ নিজের মতো করে বিভিন্নভাবে প্রকাশের আগ্রহ প্রদর্শন করেছে

নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ

শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার পরিবেশনা উপভোগ করতে পারছে এবং সম্পৃক্ত হতে আগ্রহ প্রকাশ করছে

যাপিত জীবনে নান্দনিকতা

দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার প্রকাশ করছে

আচরণিক নির্দেশক

অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	নিষ্ঠা ও সততা	পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

মূল্যায়নের স্কেল

■■■■■■■	=	অনন্য (Upgrading)
■■■■■■□	=	অর্জনমুখী (Achieving)
■■■■■□□	=	অগ্রগামী (Advancing)
■■■■□□□	=	সক্রিয় (Activating)
■■■□□□□	=	অনুসন্ধানী (Exploring)
■■□□□□□	=	বিকাশমান (Developing)
■□□□□□□	=	প্রারম্ভিক (Elementary)

উপস্থিতির হার : .... %

শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য :

....

....

....

....

....

....

শিক্ষার্থীর মন্তব্য :

যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছি:

....

....

আরো উন্নতির জন্য যা যা করতে চাই:

....

....

....

....

....

....

অভিভাবকের মন্তব্য :

আমার সন্তান যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে:

....

....

আমার সন্তানের উন্নয়নে আমি যা করতে পারি:

....

....

....

....

....

....

....

শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
তারিখ :	তারিখ :	তারিখ :

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষাক্রম ২০২২

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: স্বাস্থ্য সুরক্ষা | ষষ্ঠ শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

সহযোগিতামূলক

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ষষ্ঠ শ্রেণির বাৎসরিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয় : স্বাস্থ্য সুরক্ষা

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৩

বাৎসরিক মূল্যায়ন : স্বাস্থ্য সুরক্ষা

ভূমিকা:

প্রিয় শিক্ষক, আপনি জানেন, নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বছরে দুইটি সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে, যার মধ্যে একটি বছরের প্রথম ছয় মাসের শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে আপনারা ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছেন। এই নির্দেশিকায় স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কার্যক্রম কীভাবে পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়া হলো।

অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিখনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী সারা বছর ধরে নির্ধারিত কিছু যোগ্যতা অর্জন করেছে। শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আপনারা মূল্যায়ন করেছেন। এর জন্য আপনি নিয়মিত শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করেছেন, সে অনুযায়ী ফিডব্যাক বা ফলাবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট যোগ্যতা অর্জনের রেকর্ড সংগ্রহ করেছেন। ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় নির্ধারিত কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের সাহায্যে আপনারা মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করেছেন। পরবর্তীতে শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন।

শিক্ষার্থীরা সারা বছরের অর্জিত যোগ্যতা বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজগুলো করার বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তা প্রয়োগ করতে পারছে কি না বাৎসরিক মুল্যায়নে আপনি তা যাচাই করবেন। অর্জিত যোগ্যতা যাচাই এর সুবিধার্থে একটি নির্দিষ্ট সময় এ ক্ষেত্রে তিন কর্মদিবস এবং যাচাই এর কৌশল হিসেবে একটি খেলা, দলগত কাজ ও প্রদর্শনী নির্ধারণ করা হয়েছে যা অনুসরণ করে খুব সহজে আপনি শিক্ষার্থীর অধিকাংশ যোগ্যতা যাচাই করতে পারবেন। এই কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, কাজের প্রক্রিয়া, ফলাফল, ইত্যাদি সবকিছুই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করবে এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে তার মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। এই মূল্যায়নের তথ্যের সাথে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।

শিক্ষার্থী কোন কাজ করার সময় শিক্ষক কোন পারদর্শিতার নির্দেশক মূল্যায়ন করবেন তা প্রতিটি কাজের সাথে উল্লেখ করা আছে। কাজের বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের উপর ভিত্তি করে আপনি শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা অর্জনের মাত্রা কীভাবে নিরূপণ করবেন, তার বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তী অংশে দেয়া আছে।

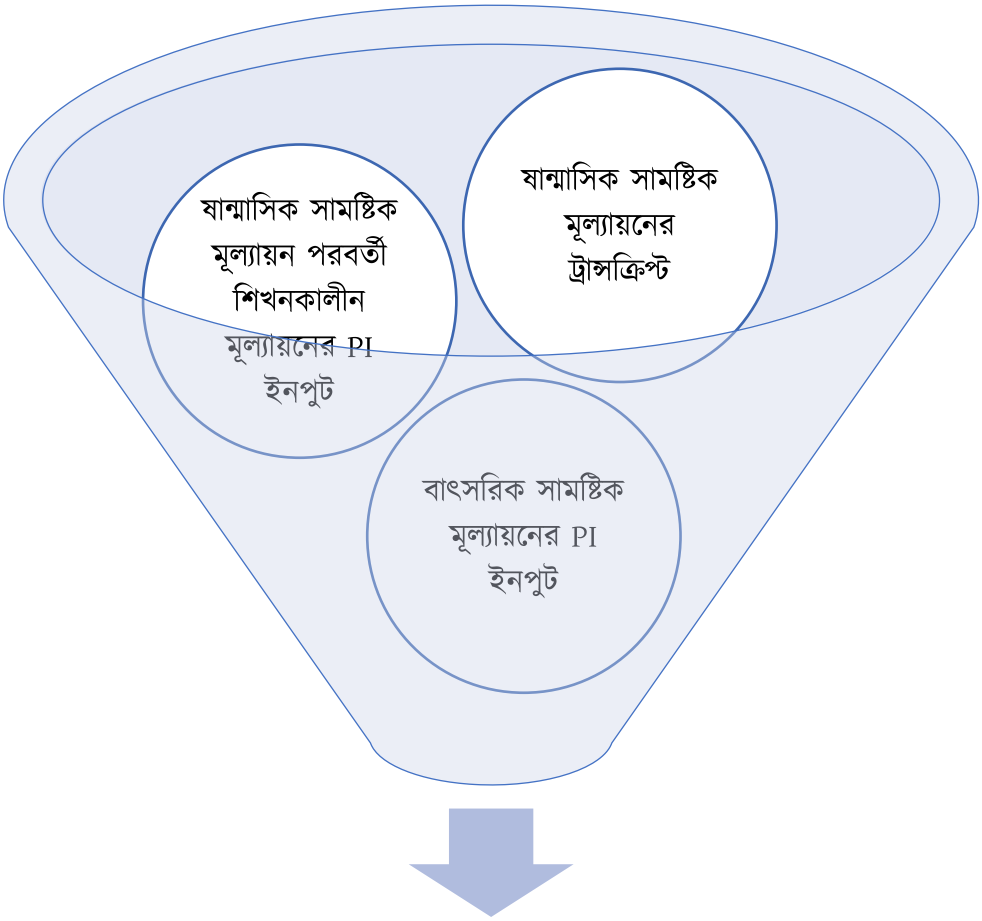

চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট

সাধারণ নির্দেশনা:

- শুরুতেই ষান্মাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিয়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালিত হবে তার নিয়মাবলি শিক্ষার্থীদের জানাবেন। এই মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা কী সেটা যেন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। ষষ্ঠ শ্রেণির মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন যাতে সবাই ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।
- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য সমগ্র বিষয়ের উপর কিছু কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে যার মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রমের PI গুলোকে ফোকাস করে মূল্যায়ন করবেন। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট PI এর মাত্রা অনুযায়ী প্রমানক আচরণ পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন সম্পাদন করবেন।
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের মূল্যায়ন সম্পন্ন করার জন্য তিনটি কার্যদিবস বরাদ্দ করা হয়েছে যার প্রতিটির জন্য সময় ৯০ মিনিট। নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক অনুযায়ী এই তিন দিনেই (১ম, ২য় ও তৃতীয় মূল্যায়ন দিবসে) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অর্জিত যোগ্যতা যাচাই করবেন।

- প্রথম দিবস: 1.5 ঘন্টা বা ৯০ মিনিট (দুইটি সেশন ৪৫ মিনিট করে)
- দ্বিতীয় দিবস: 1.5 ঘন্টা বা ৯০ মিনিট (দুইটি সেশন ৪৫ মিনিট করে)
- তৃতীয় দিবস অর্থাৎ মূল্যায়ন উৎসবের দিবস : ২-৩ ঘন্টা

- শিক্ষার্থীদের প্রতিটি কাজ মূল্যায়নের প্রমাণক হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে।
- শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কাজ সেশন চলাকালেই করবে, বাড়িতে গিয়ে করার জন্য খুব বেশি কাজ না রাখা ভালো। মনে রাখতে হবে এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে এবং পুরো অভিজ্ঞতাটি যেন তাদের জন্য আনন্দময় হয়।
- উপস্থাপনে যথাসম্ভব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেবেন, উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকদের যাতে কোনো আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন, মডেল/পোস্টার/ছবি/ ডায়েরি/ প্রতিবেদন ইত্যাদির চাকচিক্যে মূল্যায়নে হেরফের হবে না। বরং বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ, সম্ভব হলে ফেলনা জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দিন।

বাৎসরিক মূল্যায়ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যেসব বিষয় অনুসরণ করতে হবে:

- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের রুটিন অনুযায়ী নির্ধারিত দিনে মূল্যায়নের আয়োজন করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, সক্রিয়তা, পরিকল্পনা এবং প্রতিটি কার্যক্রম সুচারুভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের নিজের কাজগুলো নিজে করার বিষয়ে সতর্ক করতে হবে অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থীর প্রতিবেদন অন্যজন কপি করছে কিনা তা তদারকি করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের কাজ সময়মতো জমা নিতে হবে এবং জমা দেওয়া কাজের কপি যথাযথভাবে যাচাই করতে হবে।
- পর্যবেক্ষণ এবং যাচাই করার সময় সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকগুলো (Performance Indicator-PI) শনাক্ত করে উক্ত পি আই এর মাত্রা (পরিশিষ্ট ১ অনুযায়ী) নির্দিষ্ট করতে হবে।
- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সময় উপযুক্ত পারদর্শিতার নির্দেশক অনুযায়ী প্রতি শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন রেকর্ড (পরিশিষ্ট ২ অনুযায়ী) রাখতে হবে।
- শিখনকালীন ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত পারদর্শিতার নির্দেশককে সমন্বয় করে ট্রান্সক্রিপ্ট এর ফরম্যাট অনুসরণ করে (পরিশিষ্ট ৩ অনুযায়ী) ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।
- শিখনকালীন, ষাণ্মাসিক এবং বাৎসরিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে বাৎসরিক রিপোর্ট কার্ড (পরিশিষ্ট ৬ অনুযায়ী) তৈরি করতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত শিখন যোগ্যতাসমূহ:

ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে ইতোমধ্যে এই শ্রেণির জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা চর্চা করার সুযোগ পেয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী অর্পিত কাজটি সাজানো হয়েছে।

- প্রাসঙ্গিক শিখন যোগ্যতাসমূহ:

    ৬.৩: নিজের ও অন্যের অনুভূতি অনুধাবন করে ও যত্নবান হয়ে ইতিবাচক প্রকাশ এবং সহমর্মী আচরণ করতে পারা।

    ৬.৪: নিজের সক্ষমতা, সামর্থ্য ও সম্ভাবনার যৌক্তিক বিশ্লেষণ করে অন্যের মূল্যায়নকে গ্রহণ ও বর্জনের সিদ্ধান্ত নিতে ও প্রকাশ করতে পারা।

    ৬.৫: পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে বয়স উপযোগী বিভিন্ন পরিসরে অন্যের চিন্তা, অনুভূতি, আচরণ ও প্রয়োজন অনুধবিন করে সহমর্মীতার সাথে নিজের অনুভূতি, প্রয়োজন, মত ও ধারণা দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করতে পারা।

    ৬.৬: পারস্পরিক সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা, সবলতা ও ঝুঁকি নির্ণয় করে প্রয়োজন এবং চাহিদা অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারা ও বিদ্যমান সেবা সহায়তা নিতে পারা।

বাৎসরিক মুল্যায়নের কাজ

- **প্রথম দিবস: (৯০ মিনিট)**
- প্রথম দিনে শিক্ষার্থীরা একটি প্রতিযোগিতামূলক কাবাডি/ফুটবল/মোড়গ লড়াই খেলায় অংশগ্রহণ করবে।

    ** যেসব বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ নেই সেখানে হলরুম/বড় শ্রেণিকক্ষে খেলার কোর্ট এঁকে কম সংখ্যক খেলোয়াড়ের অংশগ্রহণে খেলা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

    ** প্রতিবন্ধীতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা অন্য সবার সাথে একইভাবে খেলায় অংশগ্রহণ করতে করবে। সে ক্ষেত্রে সবাই মিলে খেলার জন্য খেলার গতি কিছুটা কমিয়ে দিয়ে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

    ** প্রতিন্ধীতাসম্পন্ন শিক্ষার্থী থাকলে যে কোনো খেলার আয়োজন করা যেতে পারে যাতে শারীরিক কসরত ও উপভোগের এর সুযোগ থাকে।

- **প্রথম দিবস মুল্যায়নের জন্য প্রস্তুতি:**

  - মূল্যায়নের **প্রথম** দিনে খেলায় অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুপাতে দলে ভাগ করার জন্য একটি পরিকল্পনা করে রাখবেন।
  - কাবাডি/ফুটবল/মোড়গ লড়াই খেলার সরঞ্জামসহ প্রস্তুতি নিয়ে রাখবেন।
  - আপনাকে সহযোগিতা করতে পারে এমন ১/২ জন শিক্ষককে আগে থেকে বলে রাখতে পারেন।
  - যে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহপাঠ শিক্ষা-কার্যক্রম (ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থী একই সাথে পড়ে) চালু রয়েছে সেখানকার স্থানীয় সামাজিক পরিবেশের উপর ভিত্তি করে ছেলে ও মেয়েদের পৃথক দলের খেলা অনুষ্ঠিত হতে পারে।
  - শ্রেণিতে কোন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী থাকলে খেলায় তার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রতিবন্ধীতার ধরণ অনুযায়ী উপরে উল্লেখিত খেলা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
  - মনে রাখবেন, এখানে খেলার মূখ্য উদ্দেশ্য নিয়ম কানুন মেনে প্রতিযোগিতায় জেতা নয় বরং সবার অংশগ্রহণের ধরণ পর্যবেক্ষণ করা যাতে সংশ্লিষ্ট PI এর আলোকে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার মূল্যায়ন করা যায়। **এখানে খেলাকে উপভোগ্য পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করে অন্য যোগ্যতাগুলোর পারদর্শিতার মাত্রা যাচাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।**
  - পারদর্শিতার নির্দেশক (PI) ও তার মাত্রাগুলো সম্পর্কে খুব ভালোভাবে বুঝে নেবেন।

- শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার রেকর্ড রাখার জন্য ডায়েরি বা ফরম্যাটের ফটোকপি প্রস্তুত রাখবেন।

- **প্রথম দিবসের মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দেশনা:**
  - কুশল বিনিময় করুন।
  - পরিকল্পনা অনুযায়ী মাঠে বা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদেরকে দলে ভাগ করুন এবং খেলায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান।
  - খেলা চলাকালীন সময়ে আপনি শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতা ও মাত্রা পর্যবেক্ষণ করবেন।
  - ডায়েরি বা ফরম্যাটে সূচক অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার মাত্রা যাচাই করবেন এবং রেকর্ড লিখে রাখুন।
  - দ্বিতীয় দিনের মূল্যায়নে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করুন।

- **প্রথম দিবসে যা মূল্যায়ন করবেন:**
  - খেলায় অংশগ্রহণের সময় স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্থাৎ জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধের ব্যবহার কীভাবে করেছে আপনি তার মূল্যায়ন করবেন। এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সময় **PI - ৬.৩.১, ৬.৪.১, ৬.৫.১, ৬.৫.২, ৬.৬.১ (পরিশিষ্ট-১)** ফোকাস করে প্রমানক আচরণ পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার মাত্রা যাচাই করবেন ও রেকর্ড রাখবেন।

দ্বিতীয় দিবস : (৯০ মিনিট)

মূল্যায়নের প্রথম দিনে তারা যে খেলায় অংশগ্রহণ করেছিল তা মনে করে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করে নিজেদের উপলব্ধি থেকে একটি প্রতিফলনমূলক প্রতিবেদন/পেপার তৈরি করবে।

- সুস্বাস্থ্যে (শরীর ও মনে) কীভাবে প্রভাব ফেলে বলে মনে করছে
- অংশগ্রহণের আগে, খেলার সময়
- শেষে তার অভিজ্ঞতা কেমন লেগেছে,
- কোনো সমস্যা হয়েছে কি না, তার কারণ, সমস্যা হলে কী পদক্ষেপ নিয়েছে,
- কারও সহযোগিতা চেয়েছে কি না, অন্য কেউ সহযোগিতা করেছে কি না,
- অন্যের প্রতি তার নিজের ইতিবাচক ও নেতিবাচক কী কী আচরণ করেছে

দ্বিতীয় দিবসের মূল্যায়নের জন্য প্রস্তুতি:

- প্রতি শিক্ষার্থীকে সরবরাহ করার জন্য খাতার কাগজ প্রস্তুত রাখবেন

দ্বিতীয় দিবসের মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দেশনা:

- নিজেদের উপলব্ধির প্রতিফলন লেখার/তৈরির জন্য শিক্ষার্থীদেরকে একটি করে সাদা কাগজ সরবরাহ করুন এবং তাদেরকে নিজেদের নাম ও পরিচিতি নম্বর লিখতে বলুন।
- এবার দ্বিতীয় দিনের কাজটি ভালোভাবে সময় নিয়ে (৫ মিনিট) বুঝিয়ে দিন এবং কাজটি ঠিকমত বুঝতে পেরেছে কি না তা জেনে নিন।

- তাদেরকে বলুন, **তারা যেন নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির আলোকে তাদের লেখাটি লেখে। নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি থেকে লিখলে প্রত্যেকের লেখাই যে তার নিজের মতো হবে, অন্যদের সাথে মিলে যাবে না এ ব্যাপারে তাদেরকে বুঝিয়ে বলুন যাতে তারা ব্যক্তিগত প্রতিফলন পর্যবেক্ষণ ও তা লেখার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়।**
- এরপর পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা ও প্রতিফলন লেখার জন্য ৭৫ মিনিট (১.১৫ ঘন্টা) সময় দিন।
- লেখা শেষ হলে জমা নিয়ে নিন।
- তৃতীয় দিবসের পোষ্টার তৈরির জন্য শিক্ষার্থীরা বাড়ি থেকে যে উপকরণ নিয়ে আসবে তা বুঝিয়ে দিন।

  [পোষ্টার তৈরির জন্য শিক্ষার্থীদেরকে বাড়ী থেকে একদিকে লেখা খাতার কাগজ ২/৩ টি এবং ব্যবহৃত ক্যালেন্ডারের পাতা/শপিং ব্যাগ/পুরোনো লেখা কাগজের ২ পাতা জোড়া দিয়ে/পুরোনো খবরের কাগজ নিয়ে আসতে বলবেন যা দিয়ে তারা নিজেদের মত করে সৃজনশীল উপায়ে পোষ্টার তৈরি করতে পারে।

  কী নিয়ে পোষ্টার তৈরি করবে সে বিষয়ে কিছু জানানোর প্রয়োজন নেই।]
- তৃতীয় দিনের মূল্যায়নে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করুন।

দ্বিতীয় দিবসে যা মূল্যায়ন করবেন:

- দ্বিতীয় দিবসের কাজের উপর ভিত্তি করে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলোর আলোকে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মূল্যায়ন করবেন। এই কার্যক্রমে PI – **৬.৩.১, ৬.৪.১, ৬.৫.১, ৬.৫.২, ৬.৬.১ (পরিশিষ্ট-১)** ফোকাস করে প্রমানক আচরণ পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার মাত্রা যাচাই করবেন ও রেকর্ড রাখবেন।

তৃতীয় দিবস : ২-৩ ঘন্টা (মূল্যায়ন উৎসব)

কাজ ১: স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিজের ও অন্যের প্রতি তার নিজের সক্রিয় ভূমিকার একটি চিত্র তুলে ধরে পোষ্টার প্রদর্শনী করবে।

(ছবি আঁকা, লেখা, ম্যাসেজ, স্লোগান অথবা নিজের পছন্দমতো যে কোনো উপায়ে এক দিকে লেখা ছোট ছোট কাগজে /ব্যবহৃত ক্যালেন্ডারের পাতায়/শপিং ব্যাগের কাগজে লিখতে পারে অথবা ছোট ছোট কাগজে লিখে পুরোনো লেখা কাগজে/পুরোনো খবরের কাগজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে পোষ্টার তৈরি করতে উৎসাহিত করবেন।)

কাজ ২: শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে একটি কাগজে প্রথমে সে নিজে এবং সবাই সবাইকে ১টি ইতিবাচক দিক/গুন লিখে দেবে। শেষ হলে দলে এই কার্যক্রমে তার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা শেয়ার করবে।

মূল্যায়নের উৎসবের জন্য প্রস্তুতি:

- বড় সাইজের কাগজ ২ ভাগ করে কেটে শিক্ষার্থীর সমান সংখ্যক (প্রত্যেকের জন্য ১টি ভাগ) কাগজ প্রস্তত রাখুন।
- **পোষ্টার তৈরির জন্য শিক্ষার্থীদেরকে বাড়ী থেকে একদিকে লেখা খাতার কাগজ ২/৩ টি এবং ব্যবহৃত ক্যালেন্ডারের পাতা/শপিং ব্যাগ/পুরোনো লেখা কাগজের ২ পাতা জোড়া দিয়ে/পুরোনো খবরের কাগজ নিয়ে আসতে বলবেন যা দিয়ে তারা নিজেদের মত করে সৃজনশীল উপায়ে পোষ্টার তৈরি করতে পারে।**

"পোষ্টার তৈরির জন্য কোনো রঙিন পোষ্টার পেপার/আর্ট পেপার ব্যবহার করা যাবে না" বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কাছে স্পষ্ট করবেন।

মূল্যায়ন উৎসবের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দেশনা:

কাজ ১:

- শিক্ষার্থীদেরকে বলুন, আজ তারা ২টি কাজ করবে। প্রথমটি হলো পোষ্টার তৈরি ও প্রদর্শন।
- প্রথমে, দ্বিতীয় দিনে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত নিজেদের কাজের যে প্রতিফলন তারা করেছে তার উপর ভিত্তি করে এবার একটি পোষ্টার তৈরি করবে।
- নিজেদের প্রতিফলনের উপর ভিত্তি করে যে যে ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন মনে করছে তার জন্য পোষ্টারে নিজের একটি পরিকল্পনা সংযুক্ত করবে।
- এবার তৃতীয় দিনের প্রথম কাজটি বুঝিয়ে দিন। পোষ্টার তৈরিতে ১ ঘন্টা সময় দিন।
- পোষ্টার তৈরি হয়ে গেলে দেয়ালে বা মেঝেতে প্রদর্শণের ব্যবস্থা করুন।
- সবার পোষ্টার দেখে নিজের পরিকল্পনায় কোনো পরিবর্তন আনতে চাইলে তার জন্য ৫ মিনিট সময় দিন।

কাজ ২:

- এবার শিক্ষার্থীদেরকে ২য় কাজটিতে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান।
- শিক্ষার্থীদেরকে ৫/৬জনের দলে ভাগ করুন।
- এবার তাদেরকে একটি করে বড় সাইজের কাগজ ২ ভাগ করে কেটে নেওয়া কাগজের টুকরা সরবরাহ (প্রত্যেকের জন্য ১টি ভাগ) করুন।
- প্রত্যেককে নিজের কাগজটিতে নাম লিখে নিজের যে গুণটি তার সবচেয়ে ভালো লাগে তা লিখতে বলুন।
- এরপর নিজের গুণ লেখা কাগজটি ডানের সহপাঠীকে দিতে বলুন এবং সবাইকে উপরে যার নাম লেখা তার একটি গুণ লিখতে বলুন। এভাবে প্রত্যেকের কাগজে যেন প্রত্যেকের লেখা ১টি করে গুণ থাকে তা নিশ্চিত করুন।
- লেখা শেষ হলে দলের সদস্যদের মধ্যে অনুভূতি শেয়ার করতে বলুন।
- দলগত কাজ শেষ হলে পুরো মূল্যায়ন সেশনে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিন।
- শুভকামনা জানিয়ে শেষ করুন।

এই সেশনে যা মূল্যায়ন করবেন:

- শিক্ষার্থীদের নিজেদের ও অন্যদের অনুভূতি, পর্যবেক্ষণ ও মতামত ইতিবাচকভাবে প্রকাশ এবং গ্রহণের পারদর্শিতা পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করবেন। এই কার্যক্রমে **PI - ৬.৩.১, ৬.৪.১, ৬.৫.১, ৬.৫.২, ৬.৬.১ (পরিশিষ্ট-১)** ফোকাস করে প্রমানক আচরণ পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার মাত্রা যাচাই করবেন ও রেকর্ড রাখবেন।

মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ:

কোনো ধরনের উপকরণ না কিনে নিজেদের পরিবেশে পাওয়া যায় খরচ হয় না (No cost) বা খুব কম খরচে (Low cost) পাওয়া যায় এমন উপকরণ ব্যবহার করবেন।

- খেলার সরঞ্জাম
- বড় সাইজের ও তার অর্ধেক সাইজের কাগজ
- একদিকে লেখা কাগজ
- লেখা কাগজ/পুরোনো ক্যালেন্ডারের পাতা/শপিং ব্যাগ মাঝখানে কেটে তৈরি করা বড় কাগজ/পুরোনো খবরের কাগজ
- পারদর্শিতার রেকর্ড রাখার ফরম্যাট

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ বা PI পরিশিষ্ট ১ এ দেয়া আছে। শিক্ষার্থীর কোন পারদর্শিতা দেখে তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে তাও ছকে উল্লেখ করা আছে। নির্ধারিত কাজ যেই দিন সম্পন্ন হবে সেদিনই সংশ্লিষ্ট PI এর ইনপুট দেবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।
পরিশিষ্ট ২ এ সকল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক সংযুক্ত করা আছে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি ব্যবহার করে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

শিখনকালীন, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন সমন্বয়:

ইতোমধ্যে ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় প্রথম কয়েকটি শিখন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। একইভাবে বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।

ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন:

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কীভাবে শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের সমন্বয় করে ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছিল। একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া গেছে সেটিই উল্লেখ করা হয়েছিল।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে করা মূল্যায়নের তথ্যে একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া যাবে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করতে হবে।

কোনো শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি শিখনকালীন, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক সামষ্টিক মুল্যায়ন কোনো ক্ষেত্রেই PI এর ইনপুট না পাওয়া যায়, তাহলে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্টে সেই PI এর ইনপুটের জায়গা ফাঁকা

থাকবে।

পরিশিষ্ট ৩ এ বাৎসরিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট দেয়া আছে। এই ফরম্যাট ব্যবহার করে প্রত্যেক পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জনের সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখপূর্বক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করবেন।
এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের রেকর্ড সংগ্রহের জন্য □, ○, △ এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হলেও ট্রান্সক্রিপ্টে এই চিহ্নগুলোর কোনো উল্লেখ থাকবে না। তবে ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাটে উল্লেখিত চিহ্নগুলোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পারদর্শিতার মাত্রা টিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে।

আচরণিক নির্দেশক

পরিশিষ্ট ৪ এ আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেয়া আছে। ষান্মাসিক মূল্যায়নের মতোই বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, পরিশিষ্ট ৫ এর ছক ব্যবহার করে আচরণিক নির্দেশকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ১০ টি বিষয়ের আচরণিক নির্দেশকের অর্জিত মাত্রা বা পর্যায়ের সমন্বয় করে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/শ্রেণি শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ১০ জন বিষয় শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত BI এর ইনপুট সমন্বয় করে আচরণিক নির্দেশকের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করবেন।

আচরণিক নির্দেশকে ১০টি বিষয়ের সমন্বয়ের শর্তগুলো হলো:

- একটি আচরণিক নির্দেশকের জন্য ১০টি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী যেই পর্যায়টি সবচেয়ে বেশি বার পাবে সেইটিই হবে ঐ আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৩টি বিষয়ে △ এবং ৩টি বিষয়ে □ পায়, তবে ১ম আচরণিক নির্দেশকে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হলো ○।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোনো আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো একটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বার ইনপুট না পায়, অর্থাৎ একাধিক পর্যায়ে সমান সংখ্যক ইনপুট পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তারমধ্যে অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায় বিবেচনা করতে হবে।
    - উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৪টি বিষয়ে △ এবং ২টি বিষয়ে □ পায়, তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে △।
    - আবার কোনো শিক্ষার্থী একই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি ৪টি বিষয়ে ○, ২টি বিষয়ে △ এবং ৪টি বিষয়ে □ পায়, তবে তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে ○।

শ্রেণি উত্তরণ নীতিমালা

শ্রেণি উত্তরণের বিষয়ে দুইটি দিক বিবেচনা করা হবে;

১। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার,

২। বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা।

১। শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে কিনা সেটা প্রাথমিক বিবেচ্য; তার বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারের উপর ভিত্তি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। **বিদ্যালয়ে মোট কর্মদিবসের অন্তত ৭০% উপস্থিতি নিশ্চিত হলে তাকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং বছর শেষে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার বিবেচনায় সে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হবে। যেহেতু নতুন শিক্ষাক্রম চলমান শিক্ষাবর্ষে (২০২৩) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, কাজেই এই বছরের জন্য মোট কর্মদিবসের কমপক্ষে ৫০% উপস্থিতি থাকলেও কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে।** এছাড়াও এখানে উল্লেখ্য, জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উপস্থিতির হার ৫০% এর কম হলেও শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রেণি উত্তরণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করতে পারেন; তবে তার জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ও তার সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ থাকতে হবে।

২। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো পারদর্শিতার নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা। সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ের ট্রান্সক্রিপ্টে সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা যদি □ স্তরে থাকে, তবে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।

বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- পারদর্শিতার বিবেচনায় কোনো শিক্ষার্থী যদি পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হয়, তবে শুধুমাত্র উপস্থিতির হারের ভিত্তিতে তাকে উত্তীর্ণ করানো যাবে না।
- পারদর্শিতার বিবেচনায় যদি শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য বিবেচিত হয়, কিন্তু উপস্থিতির হার নির্ধারিত হারের চেয়ে কম থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকগণের সমন্বিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিদ্যালয় ওই শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য ন্যূনতম উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ডের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ড বলতে ষান্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড বোঝাবে। এক্ষেত্রে বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টও এই পূর্বতন রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে।
- একইভাবে যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রেও উপরোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।

- যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন দুই ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে শিখনকালীন মূল্যায়নের পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।
- উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হলেও সকল শিক্ষার্থী বছর শেষে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট পাবে।
- কোনো শিক্ষার্থীকে যদি পরবর্তী বছরে একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি করতে হয় তবে তার শিখন এগিয়ে নেবার জন্য একটি আত্মউন্নয়ন পরিকল্পনা (self development plan) করতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা দেবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে শিখন ঘাটতি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে ওই শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছয় মাসের একটি শিখন উন্নয়ন পরিকল্পনা (learning enhancement strategy) করতে হবে যাতে সে তার শিখন ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে। শিক্ষক কীভাবে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবেন এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।

রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ: নৈপুণ্য

ইতোমধ্যেই আপনারা ষান্মাসিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করেছেন, যেখানে সকল পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়ের বিবরণ থাকে। এই ট্রান্সক্রিপ্টে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বছর শেষে এক নজরে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন করা হবে যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার সার্বিক পারদর্শিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া থাকবে, যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে এবং অভিভাবকরা সহজেই শিক্ষার্থীর অবস্থান বুঝতে পারেন। পরিশিষ্ট ৬ এ রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে। মুলত মূল্যায়ন অ্যাপের মাধ্যমেই ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অ্যাপ থেকে সম্ভব না হলে শিক্ষকগণ এই ফরম্যাট ফটোকপি করে ম্যানুয়ালি রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারেন।

রিপোর্ট কার্ডে কোনো বিষয়েরই PI সমূহ উল্লেখ করা থাকবে না। বরং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান কয়েকটি নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্রের** মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। আপনারা জানেন, কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করতে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক PI নির্ধারণ করা আছে। তেমনি কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জন সমন্বিতভাবে প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। (পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রদত্ত বিষয়ের ধারণায়নে বর্ণিত ডাইমেনশন থেকে নেয়া হয়েছে। কারণ বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতাসমূহ মুলত এই ডাইমেনশন গুলোকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে।)

বিষয়টি দেখা যায় এভাবে:

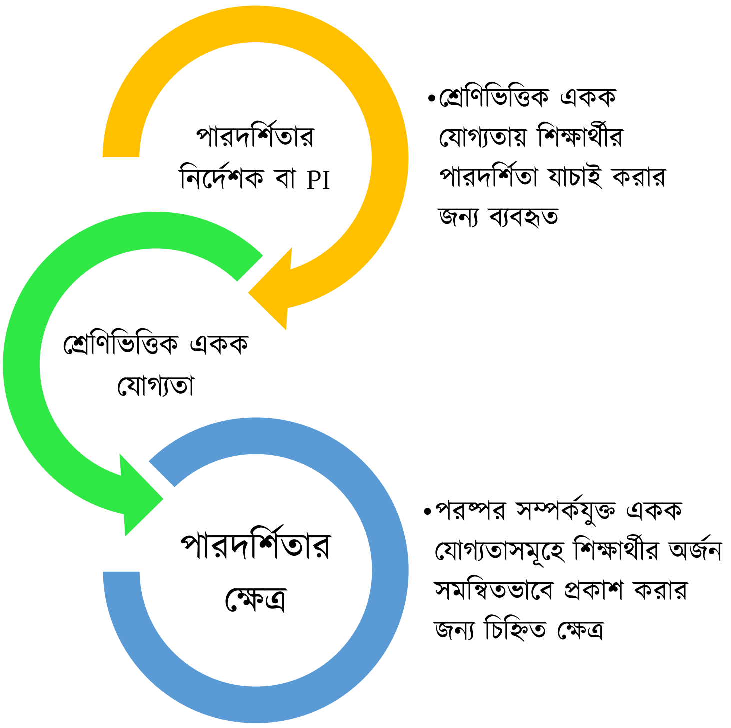

স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

১। আত্ম-পরিচর্যা

২। আবেগিক বুদ্ধিমত্তা

৩। সামাজিক বুদ্ধিমত্তা

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, 'আত্ম-পরিচর্যা' ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট PI সমূহ নিম্নরূপ:

স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
১। আত্ম-পরিচর্যা	৬.১ সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, নিবাপদ, উৎফুল্ল ও স্বতঃস্ফূর্ত থাকতে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করতে পারা এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ নির্ণয় ও মোকাবিলায় উদ্যোগী হওয়া।	৬.১.১ নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করছে ৬.১.২ রোগ প্রতিরোধের সাধারণ অভ্যাসচর্চা করছে
	৬.২ বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন এবং এর প্রভাব অনুধাবন করে সঠিক ব্যবস্থাপনা করতে পারা।	৬.২.১ বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনসমূহকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করেছে ৬.২.২ বয়:সন্ধিকালীন পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট দৈনন্দিন পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা করছে

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা

রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি **পারদর্শিতার ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, পারদর্শিতার ক্ষেত্রের শিরোনাম দিয়ে শিক্ষার্থী আদৌ কী করতে পারে তা স্পষ্ট হয় না, তাই প্রতি শ্রেণির জন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের (সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে, এক্ষেত্রে ৬.১ ও ৬.২ একক যোগ্যতা নিয়ে) একটি বর্ণনা প্রণয়ন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার বর্ণনা নিম্নরূপ:

স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা**
১। আত্ম-পরিচর্যা	শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন উপলব্ধি করে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যায় উদ্যোগী হয়েছে
২। আবেগিক বুদ্ধিমত্তা	কাউকে কষ্ট না দিয়ে নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করেছে
৩। সামাজিক বুদ্ধিমত্তা	পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছে

পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান কীভাবে নিরূপিত হবে?

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। সেজন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহের সমন্বয় করে ওই ক্ষেত্রে তার অবস্থান বোঝানো হবে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের উপায়

কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান মূলত নির্ভর করবে PI সমূহে তার অর্জিত সর্বোচ্চ (△ চিহ্নিত পর্যায়) ও সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার পার্থক্যের উপর।

কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ণয় করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করতে হবে:

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা} - \text{অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা}}{\text{মোট PI এর সংখ্যা}} * ১০০\%$$

উদাহরণস্বরূপ, 'আত্ম-পরিচর্যা' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট PI ৪টি (৬.১.১, ৬.১.২, ৬.২.১, ৬.২.২)। কোনো শিক্ষার্থী এই ৪টি PI এর মধ্যে ২টিতে সর্বোচ্চ পর্যায় (△ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে। বাকি ২টির একটিতে সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) এবং আরেকটিতে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে।

এখানে,

মোট PI এর সংখ্যা : ৪টি

অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা : ২টি

অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা : ১টি

তাহলে তার পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান হবে,

$$\textbf{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{২-১}{৪} * ১০০\% = ২৫\%$$

এই মানের উপর ভিত্তি করে 'আত্ম-পরিচর্যা' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে ।

এখানে উল্লেখ্য যে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ঋনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা (△ চিহ্নিত পর্যায়) সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার চেয়ে কম হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান শূন্য হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সমান হয়।
  - অথবা, যদি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সবগুলো PI তে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়ে থাকে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মানের (-১০০% থেকে +১০০%) উপর ভিত্তি করে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রকে **নিম্নবর্ণিত সাত স্তর বিশিষ্ট স্কেল** দিয়ে প্রকাশ করা হবে।

পারদর্শিতার স্তর	**পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের শর্ত**
1. অনন্য (Upgrading)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = ১০০%
2. অর্জনমুখী (Achieving)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ৫০%
3. অগ্রগামী (Advancing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ২৫%
4. সক্রিয় (Activating)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ০%
5. অনুসন্ধানী (Exploring)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -২৫%
6. বিকাশমান (Developing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -৫০%
7. প্রারম্ভিক (Elementary)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = -১০০%

তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী উপরের উদাহরণে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ২৫% হলে ওই শিক্ষার্থীর 'আত্ম-পরিচর্যা' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রে অবস্থান হবে **'অগ্রগামী (Advancing)'**। ৬ষ্ঠ শ্রেণি শেষে রিপোর্ট কার্ডে 'আত্ম-পরিচর্যা' পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য তার অবস্থান উল্লেখ করা হবে এভাবে:

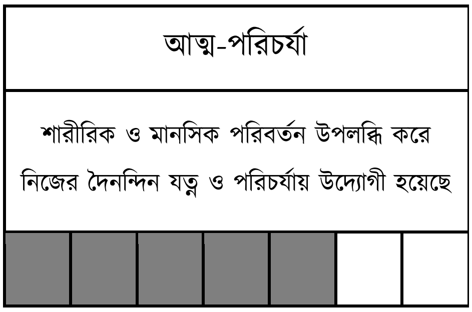

পারদর্শিতার সনদে ৭ স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হবে এভাবে:

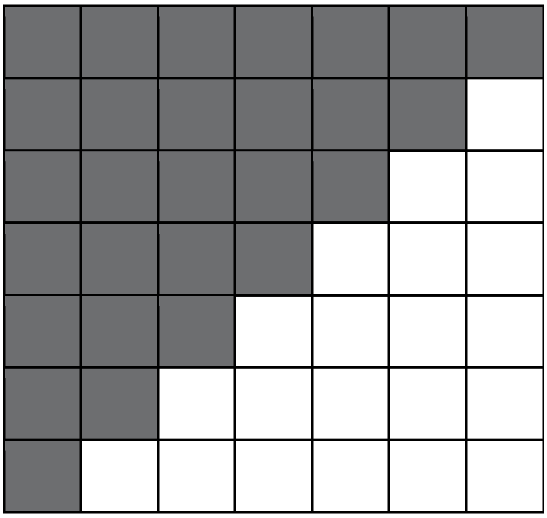

অনন্য (Upgrading)
অর্জনমুখী (Achieving)
অগ্রগামী (Advancing)
সক্রিয় (Activating)
অনুসন্ধানী (Exploring)
বিকাশমান (Developing)
প্রারম্ভিক (Elementary)

এখন নিচের ছকে দেখা যাক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোনটি ষষ্ঠ শ্রেণির কোন কোন একক যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এই এক বা একাধিক যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট PI কোনগুলো।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
১। আত্ম-পরিচর্যা	৬.১ সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ, উৎফুল্ল ও স্বতঃস্ফূর্ত থাকতে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করতে পারা এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ নির্ণয় ও মোকাবিলায় উদ্যোগী হওয়া।	৬.১.১ নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করছে ৬.১.২ রোগ প্রতিরোধের সাধারণ অভ্যাসচর্চা করছে
	৬.২ বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন এবং এর প্রভাব অনুধাবন করে সঠিক ব্যবস্থাপনা করতে পারা।	৬.২.১ বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনসমূহকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করেছে ৬.২.২ বয়:সন্ধিকালীন পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট দৈনন্দিন পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা করছে
২। আবেগিক বুদ্ধিমত্তা	৬.৩ নিজের ও অন্যের অনুভূতি অনুধাবন করে ও যত্নবান হয়ে ইতিবাচক প্রকাশ এবং সহমর্মী আচরণ করতে পারা।	৬.৩.১ অন্যের প্রতি সহমর্মী আচরণ করছে।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
	৬.৪ নিজের সক্ষমতা, সামর্থ্য ও সম্ভাবনার যৌক্তিক বিশ্লেষণ করে অন্যের মূল্যায়নকে গ্রহণ ও বর্জনের সিদ্ধান্ত নিতে ও প্রকাশ করতে পারা।	৬.৪.১ নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।
৩। সামাজিক বুদ্ধিমত্তা	৬.৫ পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে বয়স উপযোগী বিভিন্ন পরিসরে অন্যের চিন্তা, অনুভূতি, আচরণ ও প্রয়োজন অনুধবিন করে সহমর্মীতার সাথে নিজের অনুভূতি, প্রয়োজন, মত ও ধারণা দৃঢ়ভঅবে প্রকাশ করতে পারা।	৬.৫.১ নিজের অনুভূতি, প্রয়োজন, মতামত ও ধারণা ইতিবাচকভাবে প্রকাশ করছে। ৬.৫.২ অন্যের অনুভূতি ও ব্যক্তিগত সীমানাকে সম্মান করছে
	৬.৬ পারস্পরিক সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা, সবলতা ও ঝুঁকি নির্ণয় করে প্রয়োজন এবং চাহিদা অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারা ও বিদ্যমান সেবা সহায়তা নিতে পারা।	৬.৬.১ পারস্পরিক সম্পর্কের যত্ন ও পরিচর্যা করছে। ৬.৬.২ পারস্পরিক সম্পর্কের ঝুঁকিগুলো মোকাবেলা করতে পারছে।

রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ ও তাদের শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা, এবং তাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য)।

আচরণিক নির্দেশকের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক নির্দেশকের জন্যেও নির্দিষ্ট কিছু **আচরনিক ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণিক নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় সমন্বয় করে নির্দিষ্ট **আচরণিক ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর ফলাফল নিরূপণ করা হবে। রিপোর্ট কার্ডে পারদর্শিতা ও আচরণিক ক্ষেত্র দুইই উল্লেখ করা থাকবে, যা দেখে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থার একটি চিত্র বোঝা যাবে।

শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করবেন, বিষয় শিক্ষক তার নির্দিষ্ট বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করে বিষয়ভিত্তিক ফলাফল জমা দেবেন। আচরণিক ক্ষেত্রের জন্য শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করবেন।

রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখিত আচরণিক ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ

২। নিষ্ঠা ও সততা

৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখিত ১০টি আচরণিক নির্দেশকের প্রত্যেকটি উপরের কোনো না কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। PI এর ইনপুট হিসেব করে যেভাবে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার ক্ষেত্রে ফলাফল নিরূপণ করা হবে, একইভাবে BI এর ইনপুটের ভিত্তিতে উপরের ৩টি আচরনিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করতে হবে। সকল শ্রেণির জন্য একই আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক ক্ষেত্রের জন্যেও সংশ্লিষ্ট BI এ শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় একই সুত্র ব্যবহার করে হিসেব করে ৭ স্তর বিশিষ্ট স্কেলে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে।

নিচের ছকে আচরণিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট BI সমূহ উল্লেখ করা হলো।

আচরণিক ক্ষেত্র	আচরণিক নির্দেশক বা BI
১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	১। দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে ২। নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে ৯। দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে ১০। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে
২। নিষ্ঠা ও সততা	৩। নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে ৪। শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে ৫। পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে ৬। দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে
৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা	৭। নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে ৮। অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে

* বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা নির্দিষ্ট করা থাকবে না।

রিপোর্ট কার্ড প্রণয়নের এই পুরো প্রক্রিয়া আরো ভালভাবে স্পষ্ট করার জন্য একটি অনলাইন গাইডলাইন আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। কোনো শিক্ষকের এই বিষয়ে আর কোনো অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা এই গাইডলাইনের মাধ্যমে দূর হবে আশা করা যায়।

মূল্যায়ন অ্যাপ

মূল্যায়নের কাজ সহজ এবং দ্রুততম সময়ে করার জন্য একটি মূল্যায়ন অ্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অ্যাপ এর সাহায্যে আপনারা নির্ধারিত সময়ে PI এর ইনপুট দিতে পারবেন, এবং খুব সহজেই শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ও রিপোর্ট কার্ড আউটপুট হিসেবে নিতে পারবেন। ম্যানুয়ালি যেভাবে আপনাদের PI এর অর্জিত পর্যায় হিসাব করে ফলাফল তৈরি করতে হয়, তা অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে।

অচিরেই মূল্যায়ন অ্যাপ এবং এর ব্যবহারের নীতিমালা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, সেখানে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI) এবং সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রম

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা নির্দেশক (PI) নং	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শীতার মাত্রা			সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম
			□	○	△	
৬.৩ নিজের ও অন্যের অনুভূতি অনুধাবন করে ও যত্নবান হয়ে ইতিবাচক প্রকাশ এবং সহমর্মী আচরণ করতে পারা।	৬.৩.১	অন্যের প্রতি সহমর্মী আচরণ করছে	দৈনন্দিন কার্যক্রম ও পরিস্থিতিতে অন্যের প্রতি সহমর্মী আচরণের নির্দেশনা অনুসরনের চেষ্টা করছে।	দৈনন্দিন কার্যক্রম ও পরিস্থিতিতে অনিয়মিতভাবে অন্যের প্রতি সহমর্মী আচরণ প্রদর্শন করছে।	দৈনন্দিন কার্যক্রম ও পরিস্থিতিতে নিয়মিতভাবে অন্যের প্রতি সহমর্মী আচরণের প্রকাশ করছে।	লিখিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে একক মূল্যায়ন (প্রথম কর্মদিবস)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			অন্যের প্রতি আন্তরিকতা প্রকাশের নির্দেশনা অনুসরণ করছে / অন্যদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে/ নির্দেশনা অনুসরণ করে অন্যদের সহযোগিতা করছে/ অন্যের অনুভূতি, মতামত ও চাহিদাকে সম্মান করার নির্দেশনা অনুসরণ করছে।	নিজেই অন্যকে সহযোগিতা করছে/ অন্যের অনুভূতি, প্রয়োজন ও পরিস্থিতি বুঝে আচরণ করছে/ অন্যের অনুভূতিও চাহিদাকে গুরুত্ব অনুধাবন করছে/ নিজের সামর্থ্য বুঝে অন্যের পাশে থাকছে।	অন্যের অনুভূতি, প্রয়োজন ও পরিস্থিতি বুঝে সহযোগিতামূলক আচরণ করছে/ অন্যের চাহিদা ও মতামতকে সম্মান করছে, দোষারোপ ও বিদ্রুপ না করছে না।	
৬.৪ নিজের সক্ষমতা, সামর্থ্য ও সম্ভাবনার যৌক্তিক বিশ্লেষণ করে অন্যের মূল্যায়নকে গ্রহণ ও বর্জনের সিদ্ধান্ত নিতে ও প্রকাশ করতে পারা	৬.৪.১	নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	নির্দেশনা অনুযায়ি বিভিন্ন কার্যক্রম ও পরিস্থিতিতে নেয়া নিজের সিদ্ধান্তের কারন ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে।	প্রদত্ত কার্যক্রম ও পরিস্থিতিতে প্রভাবিত না হয়ে নিজের সক্ষমতা ও সামর্থ্য অনুযায়ি বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচনা করছে।	দৈনন্দিন কার্যক্রম ও পরিস্থিতিতে নিয়মিতভাবে নিজের সক্ষমতা ও সামর্থ্যর সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।	দলীয় উপস্থাপনের ভিত্তিতে মূল্যায়ন (দ্বিতীয় কর্মদিবস)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			

			নির্দেশনা মেনে বিভিন্ন কার্যক্রম ও পরিস্থিতিতে কী চিন্তা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে/করছে তা খুঁজে বের করতে বলতে পারছে।	প্রদত্ত কার্যক্রম ও পরিস্থিতি সংশ্লিষ্ট নিজের সক্ষমতা, সামর্থ্য ও সম্ভবনা উল্লেখ করতে পারছে এবং তা ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাব্য উপায়গুলো নিয়ে সহপাঠী, শিক্ষক ও পরিবারে আলোচনা করছে।	দৈনন্দিন কার্যক্রম ও পরিস্থিতিতে সক্ষমতা, সামর্থ্য ও সম্ভবনা রয়েছে ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে/ নিজের সক্ষমতা ও সামর্থ্য নিয়ে নেতিবাচক ও হতাশ মনোভাব পোষন করছে না/ যা তার সামর্থ্য এর মধ্যে নেই তা বুঝতে পারছে।	
৬.৫ পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে বয়স উপযোগী বিভিন্ন পরিসরে অন্যের চিন্তা, অনুভূতি, আচরণ ও প্রয়োজন অনুধবিন করে সহমর্মীতার সাথে নিজের অনুভূতি, প্রয়োজন, মত ও ধারণা দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করতে পারা।	৬.৫.১	নিজের অনুভূতি, প্রয়োজন, মতামত ও ধারণা ইতিবাচকভাবে প্রকাশ করছে	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপটে নিজের অনুভূতি, প্রয়োজন, মতামত ও ধারণা প্রকাশের চেষ্টা করছে।	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপট কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে নিজের অনুভূতি, প্রয়োজন, মতামত ও ধারণা প্রকাশ করছে।	দৈনন্দিন পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিজের অনুভূতি, প্রয়োজন, মতামত ও ধারণা ইতিবাচকভাবে প্রকাশ করছে।	দলীয় উপস্থাপনের ভিত্তিতে মূল্যায়ন (দ্বিতীয় কর্মদিবস)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			নির্দেশনা মেনে চোখের দিকে তাকিয়ে সহজ ভঙ্গীতে কথা বলছে / যা পছন্দ নয় তা স্পষ্টভাবে বলছে/ কোনও কিছু মনের/মতের বিরুদ্ধে হলে প্রকাশ করছে।	উত্তেজিত বা বিব্রত অঙ্গভঙ্গী ব্যবহার থেকে বিরত থাকছে/ কোনো ব্যপারে নিজের ভিন্ন অনুভূতি প্রকাশ করছে/ প্রয়োজনে 'না' বলছে।	যা পছন্দ নয় তা স্পষ্টভাবে বলা/ আমি শব্দ ব্যবহার করে নিজের প্রয়োজন প্রকাশ করছে/ কোনো ব্যপারে নিজের ভিন্ন অনুভূতি ও ভিন্ন মতামত প্রকাশ করছে	
	৬.৫.২	অন্যের অনুভূতি ও ব্যক্তিগত সীমানাকে সম্মান করছে	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপটে অন্যের অনুভূতি এবং ব্যক্তিগত সীমানা মেনে মত প্রকাশের চেষ্টা করছে।	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপট কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে অনেকাংশে অন্যের অনুভূতি এবং ব্যক্তিগত সীমানা মেনে মতামত প্রকাশ করছে।	দৈনন্দিন পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে অন্যের অনুভূতি এবং ব্যক্তিগত সীমানা মেনে মতামত প্রকাশ করছে।	দলীয় কাজ উপস্থাপনের সময় একক মূল্যায়ন (তৃতীয় কর্মদিবস)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপটে নিজের অন্যের অস্বস্তি বুঝতে পারছে ও যোগাযোগের সময় খেয়াল	পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপট কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে কারও কোনও বিষয়ে কিছু বলতে বা করতে	পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপট কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে নিজের ও অন্যের অস্বস্তি হতে পারে	

			করছে/ নিজের ও অন্যের ব্যক্তিগত সীমানা লঙ্ঘনের পরিস্থিতিতে সহযোগিতা চাইছে।	অনেকাংশে অনুমতি নিচ্ছে ও অনুমতি না পেলে তা করা থেকে বিরত থাকছে / অযাচিত কোনও আচরণের ক্ষেত্রে অনেকাংশে 'না' করতে পারছে ও প্রয়োজনে সহযোগিতা চাইছে।	তা থেকে বিরত থাকছে/ নিজের ও অন্যের ব্যক্তিগত সীমানা লঙ্ঘনের পরিস্থিতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সহযোগিতা চাওয়া	
৬.৬ পারস্পরিক সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা, সবলতা ও ঝুঁকি নির্ণয় করে প্রয়োজন এবং চাহিদা অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারা ও বিদ্যমান সেবা সহায়তা নিতে পারা।	৬.৬.১	পারস্পরিক সম্পর্কের যত্ন ও পরিচর্যা করছে	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপটে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচর্যায় উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপট কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে অনেকাংশে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচর্যা করছে।	দৈনন্দিন প্রেক্ষাপটে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচর্যা করছে।	দলীয় কাজ উপস্থাপনের সময় একক মূল্যায়ন (তৃতীয় কর্মদিবস)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			পরিবার, বন্ধু, বিদ্যালয়, প্রতিবেশী, আত্মীয়দের মধ্যে যাদের সাথে ভালো সম্পর্ক আছে নির্দেশিত উপায়ে তার যত্ন করছে।	পরিবার, বন্ধু, বিদ্যালয়, প্রতিবেশী, আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক আছে অনেকাংশে তার যত্ন করতে পারছে।	পরিবার, বন্ধু, বিদ্যালয়, প্রতিবেশী, আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক পরিচর্যা করছে।	

পরিশিষ্ট ২

শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে এই ছক অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর : তারিখ:

শ্রেণি :	বিষয় : স্বাস্থ্য সুরক্ষা
	প্রযোজ্য PI নং

রোল নং	নাম	৬.৩.১	৬.৪.১	৬.৫.১	৬.৫.২	৬.৬.১
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৩

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি:	শ্রেণি : ষষ্ঠ	বিষয় : স্বাস্থ্য সুরক্ষা	শিক্ষকের নাম :

পারদর্শিতার নির্দেশকের মাত্রা

পারদর্শিতার নির্দেশক	শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা		
৬.৩.১ অন্যের প্রতি সহমর্মী আচরণ করছে			
	দৈনন্দিন কার্যক্রম ও পরিস্থিতিতে অন্যের প্রতি সহমর্মী আচরণের নির্দেশনা অনুসরনের চেষ্টা করছে।	দৈনন্দিন কার্যক্রম ও পরিস্থিতিতে অনিয়মিতভাবে অন্যের প্রতি সহমর্মী আচরণ প্রদর্শন করছে।	দৈনন্দিন কার্যক্রম ও পরিস্থিতিতে নিয়মিতভাবে অন্যের প্রতি সহমর্মী আচরণের প্রকাশ করছে।
৬.৪.১ নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে			
	নির্দেশনা অনুযায়ি বিভিন্ন কার্যক্রম ও পরিস্থিতিতে নেয়া নিজের সিদ্ধান্তের কারন ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে।	প্রদত্ত কার্যক্রম ও পরিস্থিতিতে প্রভাবিত না হয়ে নিজের সক্ষমতা ও সামর্থ্য অনুযায়ি বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচনা করছে।	দৈনন্দিন কার্যক্রম ও পরিস্থিতিতে নিয়মিতভাবে নিজের সক্ষমতা ও সামর্থ্যর সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।
৬.৫.১ নিজের অনুভূতি, প্রয়োজন, মতামত ও ধারণা ইতিবাচকভাবে প্রকাশ করছে	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপটে নিজের অনুভূতি, প্রয়োজন, মতামত ও ধারণা প্রকাশের চেষ্টা করছে।	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপট কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে নিজের অনুভূতি, প্রয়োজন, মতামত ও ধারণা প্রকাশ করছে।	দৈনন্দিন পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিজের অনুভূতি, প্রয়োজন, মতামত ও ধারণা ইতিবাচকভাবে প্রকাশ করছে।
৬.৫.২ অন্যের অনুভূতি ও ব্যক্তিগত সীমানাকে সম্মান করছে			
	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপটে অন্যের অনুভূতি এবং ব্যক্তিগত সীমানা মেনে মত প্রকাশের চেষ্টা করছে।	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপট কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে অনেকাংশে অন্যের অনুভূতি এবং ব্যক্তিগত সীমানা মেনে মতামত প্রকাশ করছে।	দৈনন্দিন পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে অন্যের অনুভূতি এবং ব্যক্তিগত সীমানা মেনে মতামত প্রকাশ করছে।
৬.৬.১ পারস্পরিক সম্পর্কের যত্ন ও পরিচর্যা করছে			
	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপটে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচর্যায় উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপট কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে অনেকাংশে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচর্যা করছে।	দৈনন্দিন প্রেক্ষাপটে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচর্যা করছে।

পরিশিষ্ট ৪

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
1. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
2. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
3. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
4. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
5. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
6. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে

7. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে
8. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
9. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
10. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর : তারিখ:

শ্রেণি :	বিষয় : স্বাস্থ্য সুরক্ষা

		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৬

পারদর্শিতার সনদ বা রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট

নৈপুণ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শিক্ষার্থীর আইডি : ....

শ্রেণি : ৬ষ্ঠ .... শিক্ষাবর্ষ : ....

বিষয়সমূহ

- বাংলা
- ইংরেজি
- গণিত
- বিজ্ঞান
- ডিজিটাল প্রযুক্তি
- ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- জীবন ও জীবিকা
- ধর্ম শিক্ষা
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা
- শিল্প ও সংস্কৃতি

বাংলা

যোগাযোগ
পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত ভাষায় যোগাযোগ করেছে

ভাষারীতি
বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন অর্থবৈচিত্র্যমূলক বাক্য তৈরি করেছে

প্রায়োগিক যোগাযোগ
বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় লিখতে পেরেছে

সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ
সাহিত্যরস উপভোগ করে নিজের কল্পনা ও অনুভূতি সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে

মানবিক চিন্তন
কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে নিজের মত দিয়েছে ও অন্যের মতের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে

English

Communication
Communicates with relevance to a given context

Linguistic norms
Uses appropriate vocabulary and expressions as required in the context

Democratic practice
Values democratic atmosphere in communication and participates accordingly

Creative expression
Comprehends and relates to literary texts

গণিত

গাণিতিক অনুসন্ধান
সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যাচাই করেছে

সংখ্যা ও পরিমাণ
গাণিতিক সমস্যা সমাধানে যথাযথ ভাষা ও কৌশলের প্রয়োগ করেছে

জ্যামিতিক আকৃতি
নিয়মিত জ্যামিতিক আকৃতি চিনতে পেরেছে এবং সেগুলো পরিমাপ করতে পেরেছে

গাণিতিক সম্পর্ক
সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ও সূত্র ব্যবহার করেছে

সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ
প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখেছে

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তথ্য প্রমাণ ও বস্তুনিষ্ঠতার উপর জোর দিয়েছে

বস্তুর গঠন ও আচরণ
পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক গঠন ও আচরণের সম্পর্ক অনুসন্ধান করেছে

বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া
বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনায় শক্তির স্থানান্তর অনুসন্ধান করেছে

স্থিতি ও পরিবর্তন
কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে

বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ
মানুষ ও প্রকৃতির উপর প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগে সচেষ্ট হয়েছে

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ডিজিটাল সাক্ষরতা
প্রযুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের দায়িত্বশীল ব্যাবহার করতে পেরেছে

আইসিটি সক্ষমতা
ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ করেছে

ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন
অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্য আদানপ্রদানের কৌশল ব্যাখ্যা করেছে

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার
সামাজিক রীতি-নীতি, ঝুঁকি ও নৈতিক দিক বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করছে

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

আত্মপরিচয়
লিখিত ও অলিখিত উৎস থেকে তথ্য নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের আত্মপরিচয় ও ইতিহাস অন্বেষণ করেছে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা
বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান অনুসন্ধান করেছে

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো
বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কীভাবে মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করে তা অনুসন্ধান করেছে

সম্পদ ব্যবস্থাপনা
সময় ও অঞ্চলভেদে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে গড়ে ওঠে তা অনুসন্ধান করেছে

পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা
সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের সাপেক্ষে সমাজের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে নিজ প্রেক্ষাপটে দায়িত্বশীল আচরণ করেছে

জীবন ও জীবিকা

আত্মউন্নয়ন	ক্যারিয়ার প্ল্যানিং	পেশাগত দক্ষতা
নিজের পছন্দ ও সক্ষমতা বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দায়িত্বশীল কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে	পেশার পরিবর্তন এবং তার সংগে নতুন নতুন দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা বুঝে তা অর্জনের জন্য নিজ প্রেক্ষাপটে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে	নির্দিষ্ট পেশা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ও আগ্রহ প্রদর্শন করতে পেরেছে

ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা
পেশায় ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব জেনে অভিযোজনের প্রস্তুতি নিতে পারছে

ধর্ম শিক্ষা

ধর্মীয় জ্ঞান	ধর্মীয় বিধিবিধান	ধর্মীয় মূল্যবোধ
ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জানতে আগ্রহ প্রদর্শন করেছে	ধর্মের বিধি-বিধান উপলব্ধি করে চর্চার চেষ্টা করেছে	ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সংগে মিলেমিশে থেকেছে

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

আত্মপরিচর্যা	আবেগিক বুদ্ধিমত্তা	সামাজিক বুদ্ধিমত্তা
শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন উপলব্ধি করে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যায় উদ্যোগী হয়েছে	কাউকে কষ্ট না দিয়ে নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করেছে	পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছে

শিল্প ও সংস্কৃতি

পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর	নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ	যাপিত জীবনে নান্দনিকতা
প্রকৃতির রূপ ও ঘটনাপ্রবাহ নিজের মতো করে বিভিন্নভাবে প্রকাশের আগ্রহ প্রদর্শন করেছে	শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার পরিবেশনা উপভোগ করতে পারছে এবং সম্পৃক্ত হতে আগ্রহ প্রকাশ করছে	দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার প্রকাশ করছে

আচরণিক নির্দেশক

অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	নিষ্ঠা ও সততা	পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

মূল্যায়নের স্কেল

■■■■■■■	=	অনন্য (Upgrading)
■■■■■■□	=	অর্জনমুখী (Achieving)
■■■■■□□	=	অগ্রগামী (Advancing)
■■■■□□□	=	সক্রিয় (Activating)
■■■□□□□	=	অনুসন্ধানী (Exploring)
■■□□□□□	=	বিকাশমান (Developing)
■□□□□□□	=	প্রারম্ভিক (Elementary)

উপস্থিতির হার : .... %

শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য :

....

....

....

....

....

....

শিক্ষার্থীর মন্তব্য :

যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছি:

....

....

আরো উন্নতির জন্য যা যা করতে চাই:

....

....

....

....

....

....

অভিভাবকের মন্তব্য :

আমার সন্তান যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে:

....

....

আমার সন্তানের উন্নয়নে আমি যা করতে পারি:

....

....

....

....

....

....

....	....	....
শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
তারিখ :	তারিখ :	তারিখ :

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ